শ্রীগৌড়ীয় গীতিগুচ্ছ

(মহাজন পদাবলী)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় গীতিগুচ্ছ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ

(মহাজন-পদাবলী)

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদানুকম্পিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিয়ামক প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত

সমিতির প্রাক্তন সভাপতি-আচার্য্য
নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের
অনুসৃতধারায়·

সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক গোস্বামী মহারাজ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বুক্ ট্রাষ্ট-এর পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত।

সপ্তম সংস্করণ ঃ—
শ্রীল গুরুপাদপদ্মের তিরোভাব তিথি
২৯পদ্মনাভ, ৫২২ শ্রীগৌরাব্দ;
২৭ আশ্বিন, ১৪১৫; ইং ১৪।১০।২০০৮

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া), পঃ বঃ।
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুঁড়া (হুগলী)।
৩। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, শক্তিগড় (জলপাইগুড়ি)পোঃ শিলিগুড়ি।
৪। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮ হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৫। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।
৬। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ, স্বর্গদ্বার, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)।
৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাসুগাঁও (কোকরাঝাড়) আসাম।
৮। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, পোঃ তুরা, ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।
৯। শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫, (বর্দ্ধমান)।
১০। শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠ, ১/১ নিমাইতীর্থ রোড, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)।
১১। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ, রংপুর, শিলচর-৯, (কাছাড়) আসাম।
১২। শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠ, পাণ্ডু, গৌহাটী-১২ (আসাম)।

মুদ্রণে—
শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা প্রেস
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
নবদ্বীপ, নদীয়া।

প্রথম সংস্করণের প্রথম খণ্ডে

নিবেদন

"শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ" প্রথম খণ্ড বর্ত্তমানে প্রকাশিত হইল। ইহাতে কেবলমাত্র মহাজনগণের পদাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাহিত্য জগতে অনেকপ্রকার কাব্যামোদী কবিতা ও গীতি মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠশালা ও উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রচুর প্রচলন আছে। গৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কাব্যরসের ছড়াছড়ির দ্বারা প্রাকৃত-রসের রসিকগণ আমোদিত হন, কিন্তু বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ ঐ শ্রেণীর কবিতা পাঠ করিয়া হৃদয়ে বেদনা অনুভব করেন। আমাদের এই 'গীতিগুচ্ছ' তাঁহাদের হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিবে। স্ত্রী-পুরুষের ক্রিয়াকলাপ, প্রকৃতির নৈসর্গিক নৃত্য, পার্থিব আবহাওয়া প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া যে-সমস্ত কবিতা বা গীতি রচিত হয়, তাহা অপ্রাকৃত বা মায়াতীত ধারণার পরিপন্থী হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রকৃত মঙ্গলকামী, তাঁহারা প্রাকৃত কবির কাব্যে কখনও বিমুগ্ধ হইবেন না। কবি ও সাহিত্যিকগণের লেখনী জীবকে মায়ামোহিত করিয়া চিরতরে অধঃপাতিত করে। তাহার দ্বারা মুক্তির সন্ধান খুঁজিয়া লইবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত জন্মে না। কিন্তু এই 'গীতিগুচ্ছ'-খানি সর্ব্ববিষয়ে সুন্দরভাবে গুম্ফিত হইয়াছে। যাঁহারা কবিত্বের পক্ষপাতী, তাঁহারাও ইহা পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু "**কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ**"—এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে সকলকে উপদেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রেও দেখিতে পাই,—"**কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।**" অন্যান্য যুগে ধ্যান, যজন, পরিচর্য্যা প্রভৃতির দ্বারা যে অপ্রাকৃত তত্ত্বের সান্নিধ্য ও সেবালাভ ঘটিত, তাহা কলিযুগে কীর্ত্তনের দ্বারাই পাওয়া যাইবে। সেই কীর্ত্তন কি, তাহা আলোচিত হওয়া আবশ্যক। আমরা এই প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাহি,— এই 'গীতিগুচ্ছে'র গীতিগুলিই পর-জগতের একমাত্র সহায়ক। যে-সমস্ত মহাজনগণের পদ এই 'গীতিগুচ্ছে' গুম্ফিত হইয়াছে, তাঁহারা কেহই প্রাকৃত কবি নহেন। সুতরাং তাঁহাদের কবিতা ও কাব্যের সহিত পৃথিবীর কোন কবিরই তুলনা হইবে না। বর্ত্তমান জগতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিশেষ প্রচার দেখা যায়। তাঁহার কবিতা অপেক্ষা এই কবিতাগুলি অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। নির্ব্বিশেষ-নিরাকার চিন্তাস্রোতকে অবলম্বন করিয়া কবিতা রচিত

হইলে তাহার বিশেষত্ব থাকে কি করিয়া? রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-চিন্তাস্রোতে ভরপুর। তিনি দুই একটী ক্ষেত্রে বৈষ্ণব মহাজনগণের কবিতার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে ভাবধারা রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে নাই। এমন কি, তিনি সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের সেবাপূজা প্রভৃতির প্রতি যথেষ্ট কটাক্ষ করিয়াছেন। সাধারণ ভাষায় তাঁহাকে হিন্দুবিরোধী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের এই 'গীতিগুচ্ছ' তাঁহার সমস্ত মতবাদকে খণ্ডন করিবে।

গান-বাজনাকে শাস্ত্রে তৌর্য্যত্রিক বলিয়াছেন। ইহা বিলাস-ব্যসনের অন্তর্গত। কিন্তু এই 'গীতিগুচ্ছ' বিলাস-ব্যসনের অন্তর্গত নহে। ইহাতে সুর, তাল, লয়, মান প্রভৃতি সংযুক্ত হইলেও, ইহাতে কোন বিলাস-ব্যসনের প্রসঙ্গ নাই। ইহা সুর-তালাদি ব্যতীত পঠিত হইলেও সর্ব্বতোভাবে মঙ্গললাভ করা যাইবে। শ্রীল জীব গোস্বামী বলিয়াছেন,—"**ওষ্ঠ-স্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্।**" ওষ্ঠ স্পন্দিত হইলেই কীর্ত্তন হইবে। অর্থাৎ সুর না করিয়া পাঠ করিলেও কীর্ত্তনের যাবতীয় ফল সর্ব্বতোভাবে লাভ হইবে। মহাজন-পদগুলি সর্ব্বসময়েই কীর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। "**সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।**"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা গীতিগুচ্ছে আরোপিত হইবে। শাস্ত্র বলেন,—'নাম-রূপ-গুণ-লীলা একই বস্তু'। 'সর্ব্বদা নাম-কীর্ত্তন' বলিলে নামের সহিত ভগবানের রূপ, গুণ ও লীলা কীর্ত্তনও বুঝিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্বদাই এই 'গীতিগুচ্ছ' শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয়, ও স্মরণীয়।

গান-বাজনার ভিতরে একটা বিশেষ ইন্দ্রিয়তর্পণ আছে। উহা শ্রবণকারীর কর্ণ-রসায়ন হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের কর্ণরসায়ন করিবার জন্য আমরা 'গীতিগুচ্ছ' প্রকাশ করিতেছি না। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ভোগোন্মুখ না হইয়া সেবোন্মুখ হইলেই আমাদের প্রকৃত মঙ্গল। এই গ্রন্থ আমাদিগকে নিশ্চয়ই সেবোন্মুখ করিবে। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ "গানের অধিকারী কে?"—শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"র ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি সকলকেই সে প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উহা পাঠ করিলে সাধারণ গান ও ভজন-গীতির পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন। আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণই কীর্ত্তন করিবেন। পরমুগ্ধকারী ব্যক্তি গানের অধিকারী নহেন। তবে স্বজাতীয়-আশয়স্নিগ্ধ সাধকসকল পরস্পর মঙ্গলেচ্ছু হইয়া ইহার শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবেন।

মহাজনগণ কীর্ত্তনের স্তর নিরূপণ করিয়াছেন। ভক্তগণের মধ্যে যে-প্রকার কনিষ্ঠ-মধ্যম-উত্তমভেদে তিনটী শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়, মহাজনগণের পদাবলীতেও উক্তপ্রকার তিন শ্রেণীর ভক্তগণের জন্যই পদ রচিত হইয়াছে। আমরা সাধারণতঃ কনিষ্ঠ ও মধ্যম-অধিকারী সাধকের জন্যই এই 'গীতিগুচ্ছ' প্রকাশ করিতেছি। উত্তম-অধিকারী মহাজনগণের কীর্ত্তিত গীতি আমরা সাধারণে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। তথাপি তৎসম্বন্ধেও দুই একটী কবিতা ইহাতে যে সন্নিবেশিত হয় নাই, এইরূপ নহে। পাঠক, কীর্ত্তনীয়াগণ ইহা বিচার করিয়া পাঠ ও কীর্ত্তন করিবেন।

এই গ্রন্থে গীতিসমূহ ক্রমপর্য্যায়ে শ্রীগুরু-তত্ত্ব, শ্রীবৈষ্ণব-তত্ত্ব, শ্রীব্যাস-তত্ত্ব, শ্রীগদাধর-তত্ত্ব, শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব, শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব, শ্রীগৌর-তত্ত্ব, শ্রীরাধাগোবিন্দ-তত্ত্ব নামে সংগৃহীত হইয়াছে। যখন যিনি যে তত্ত্ব-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিবেন, সেই তত্ত্বের শিরোনামা দেখিয়া অথবা সূচীপত্র আলোচনা করিয়া কীর্ত্তন করিবেন। * * * এই গ্রন্থের আলোচনাকারী ভক্তবৃন্দ ইহা পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া ভোগোন্মুখী বৃত্তি হইতে নিবৃত্তিলাভ করুন এবং ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত হউন্, ইহাই প্রার্থনীয়। ইতি—

শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী ফাল্গুনী-পূর্ণিমা
৩০ গোবিন্দ, ৪৭১ শ্রীগৌরাব্দ
(ইং ১৬।৩।১৯৫৭)

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
সম্পাদক

দ্বিতীয় সংস্করণে নিবেদন

"শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছে'র প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়া যাওয়ায় পুনরায় দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল। * * *

এই গ্রন্থের গীতিসমূহ বিশুদ্ধ ক্রমপর্য্যায়ে গুম্ফিত হইয়াছে। শাস্ত্রালোচক-সমাজে শাস্ত্র-প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণ পরিদৃষ্ট হয়। মঙ্গলাচরণহীন কোন গ্রন্থ পঠন-পাঠন অমঙ্গলকর। মঙ্গলাচরণের বিধি শ্রীল বেদব্যাস হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ধর্ম্মশিক্ষাক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে চলিয়া আসিতেছে। কোন কোন অহংগ্রহ-উপাসকের মধ্যে মঙ্গলাচরণের বিধি পরিলক্ষিত হয় না। এই বিষয় বিশ্বের ধর্ম্মজগতের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সর্ব্বোত্তম শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে বন্দনামুখে মঙ্গলাচরণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তাহাই ঐকান্তিকভাবে অনুসরণ করিয়া পরমহংসকুল-চূড়ামণি

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শিক্ষা-ধারা-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া গৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছের প্রাথমিক অধ্যায় সাধকগণের মঙ্গলের জন্য রীতিমত মালাকারে গ্রথিত করিয়াছি।

জগদ্‌গুরু শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের শিক্ষা এই যে, বর্ণনার প্রথমে 'সামান্য লক্ষণ' বর্ণিত হইয়া পরে 'বিশেষ লক্ষণ' উল্লেখ বিধি। এস্থলে এই বিধি সর্ব্বতোভাবে অনুসৃত হইয়াছে। আমরা বহুক্ষেত্রে, বহুস্থানে, বহুসমাজে এই বিধির উল্লঙ্ঘন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এস্থলে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের "পাষণ্ড-দলনাদি" গ্রন্থ হইতে কীর্ত্তনের একটী বিশেষ বিধি লক্ষ্য করা যায়। তিনি শাস্ত্রে একটী প্রমাণ উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,— "অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

অর্থাৎ শাস্ত্রের পরমপবিত্র কথাও অবৈষ্ণবমুখে শ্রবণ করিতে নাই। ঐরূপ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে বিষধর সর্পের আঘাতে যেরূপ মৃত্যু ঘটে, সেইপ্রকার ভজনপথ হইতে অপসারিত হইতে হয়। আমরা অনেকস্থলে এই বিধির অনুসরণ ও অনুমোদন দেখিতে পাই না। কতগুলি সিদ্ধান্ত-বিরোধী হিন্দিগান বহু সমাজে চলিতেছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যদি তাহা সিদ্ধান্ত-বিরোধ নহে বলিয়াও বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলেও "অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণম্" ভাল কথাও শ্রবণ করিতে নাই। ইহা সকলে বিচার করিয়া কীর্ত্তন করিবেন। সুস্পষ্টভাবে অর্থাৎ অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণ কোন গীতি বা গাথা এই গীতিগুচ্ছের বর্ত্তমান সংস্করণে প্রকাশিত হয় নাই।

বৈধী ভক্তিতে এই বিধি উল্লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নহে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীল জীবপাদের অনুসৃত পন্থায় শিক্ষা দিয়াছেন। আশা করি 'শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছে'র দ্বিতীয় সংস্করণের বিধি-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যবর্গের শিক্ষা অবলম্বনপূর্ব্বক ভজন-পদ্ধতি, বন্দনা-গীতি ও সেবার ক্রম নিরূপণ করিবেন।

এই গ্রন্থের আলোচনাকারী ইহা পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া নিজ নিজ মঙ্গলের পথ অনুসরণ করুন এবং ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত হউন, ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথি
৮ নারায়ণ, ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ
(ইং ২১।১২।১৯৬৭)

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
সম্পাদক

তৃতীয় সংস্করণে প্রতি-নিবেদন

শ্রীভগবানের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণদ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; বিশেষতঃ এই কলিযুগে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ-রূপে শ্রীনাম-কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তনদ্বারা জীবের অশেষ কল্যাণবিধান করিয়াছেন। তজ্জন্য তদীয় পার্ষদ পরমমুক্ত অপ্রাকৃত মহাজনগণ জীব-উদ্ধারমানসে সুললিত ছন্দে হৃৎকর্ণ-রসায়ণ পদাবলী রচনা ও প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীল নরোত্তম-শ্রীনিবাস-শ্যামানন্দ প্রভু ও পরবর্ত্তিকালে বহু বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা এই শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা-গ্রন্থে বেদ-বেদান্ত-গীতা-ভাগবতাদির তত্ত্ব এবং সিদ্ধান্ত যেরূপ প্রাঞ্জলভাষায় বিবৃত হইয়াছে, তাহা ভক্তিপথের পথিকগণের বিশেষ সহায়ক। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিসমূহেও নিখিল শাস্ত্রের মর্ম্ম ও রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং তিনি কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগী, আউল-বাউল সহজিয়াদি মায়াবাদী, কুতার্কিক-গণের অসৎ-মতবাদ নিরসনপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভক্তিপথে আকর্ষণের সুবর্ণ সুযোগ দান করিয়াছেন। জগজ্জীবের প্রতি ইহাই তাঁহার অপার করুণার নিদর্শন। বৈষ্ণব-মহাজনগণের জীবনাদর্শে এইরূপ বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য বিদ্যমান। অপ্রাকৃত কবি ও সাহিত্যিকগণের পদ ও রচনা কি গৃহী, কি ত্যাগী, সকলের পক্ষেই সমানভাবে উপযোগী।

'শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ' (বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলী) দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বিগত ২রা চৈত্র, ১৩৬৩ (ইং ১৬।৩।৫৭) ও ২০শে ভাদ্র, ১৩৬৫ (ইং ৬।৯।৫৮) সালে 'প্রথম সংস্করণ'-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। অতঃপর গত ৫ই পৌষ, ১৩৭৪ (ইং ২১।১২।৬৭) সালে ইঁহার 'দ্বিতীয় সংস্করণ' পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত কলেবরে পুনঃ প্রকাশিত হন। উক্ত উভয় সংস্করণই জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-প্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গপার্ষদ মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবর কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া একাধারে গীতি-কাব্যানুরাগী ভজন-পিপাসু শ্রদ্ধালু

জনসাধারণের পারমার্থিক কল্যাণবিধান ও উন্নতাধিকারী সিদ্ধমহাত্মগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরচিত শরণাগতি, গীতাবলী, কল্যাণকল্পতরু, গীতমালা ও সাধক-কণ্ঠমালাদি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজনীয় যাবতীয় গীতিসমূহ উক্ত সংস্করণদ্বয়ে (প্রত্যেক সংস্করণ দুই খণ্ডে বিভক্ত) স্থানলাভ করিয়াছিল। উহাতে পর্য্যায়ক্রমে শ্রীগুরুতত্ত্ব, শ্রীবৈষ্ণবতত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীরাধাগোবিন্দ-তত্ত্ব, শ্রীনাম-কীর্ত্তন, আরতি-কীর্ত্তন, শ্রীনগর-কীর্ত্তন, পদ্যানুবাদসহ শ্রীনামাষ্টক, শ্রীশিক্ষাষ্টক, শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীমনঃশিক্ষা, ষড়ঙ্গশরণাগতি, যামুনভাবাবলী, শ্রীষড়্গোস্বামি-শোচক, শোক-শাতন, বাউল-মতবাদ-নিরসনকারী বাউল সঙ্গীত, শ্রীহরিবাসর-ব্রতপালন মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য, নাম-ধাম-সেবাপরাধ-বিচার, শ্রীনাম-ভজনপ্রণালী, প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মদভীষ্টদেব শ্রীল কেশব গোস্বামী, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর, শ্রীল রূপ-সনাতন গোস্বামী, শ্রীল চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-জয়দেব-রামানন্দ রায়-প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ প্রমুখ মহাজনগণের বাংলা ও সংস্কৃতে রচিত পদাবলীও উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান তৃতীয় সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে শ্রীগুরু-বন্দনার পরিশিষ্টরূপে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজকৃত 'শ্রীল কেশবাচার্য্যাষ্টকম্', শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-বিরচিত 'শ্রীষড়্গোস্বাম্যষ্টকম্', শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরকৃত 'শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্' শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামি-বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্', 'শ্রীরাধিকাষ্টকম্', 'স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং' (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৮৭) শ্লোকের পদ্যানুপাদ—"বন্ধুসঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস", শ্রীমন্মহাপ্রভু -শ্রীমুখ-বিগলিত 'শ্রীজগন্নাথাষ্টকম্', শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদ-বিরচিত 'জয় জয় প্রাণসখে' প্রভৃতি সংস্কৃতগীতি ও স্তব-স্তোত্রাদি এবং বাংলা কবিতাচ্ছন্দে শ্রীল প্রভুপাদ-বন্দনা—"জয়রে জয়রে জয়", শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রীরাধাষ্টকের পদ্যানুবাদ—"বরজ বিপিনে যমুনাকূলে", "দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে", শ্রীমৎ-দাস-গোস্বামীর

উদ্দেশ্যে শ্রীল গৌরকিশোর বাবাজী মহারাজ-কীর্ত্তিত "কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে", শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকৃত "রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর", "করঙ্গ কৌপীন লঞা", "কবে কৃষ্ণধন পাব" প্রভৃতি গীতিসমূহ ইহার কলেবর ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

পূর্ব্ব সংস্করণদ্বয়ে যামুনভাবাবলীর (শান্ত-দাস্য-ভক্তিসাধন- লালসা) ২৭টী গীতি প্রদত্ত হইয়াছিল; শরণাগতির শেষাংশে পরিশিষ্টরূপে উহা প্রকাশিত হওয়ায় এবার ইহাতে মুদ্রিত হইল না। আরও শ্রীনামাপরাধ-ধামাপরাধ-সেবাপরাধ-বিচার "অর্চ্চন-পদ্ধতি" ও "শ্রীহরিনাম- চিন্তামণি"-গ্রন্থে প্রদত্ত হওয়ায় ইহা মুদ্রিত হয় নাই। বাহুল্যবোধে পূর্ব্ব সংস্করণের কিছু কিছু গীতি বর্ত্তমান সংস্করণে বর্জ্জিত হইলেও নূতন বিশেষ প্রয়োজনীয় গীতি-স্তব-স্তোত্রাদি ইহাতে সংযুক্ত হওয়ায় গ্রন্থের গৌরব বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে ১০টী জনপ্রিয় হিন্দী শ্রীনাম-কীর্ত্তন সংযোজিত হওয়ায় হিন্দী পদাবলী-কীর্ত্তনানুরাগিগণের বিশেষ সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সংস্করণে সম্পাদকরূপে এই অকিঞ্চনের নাম ঘোষিত হইলেও, বস্তুতঃ আমার সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজই ইহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন-সংযোজনাদি বিবিধ গঠনমূলক কার্য্যে প্রথম হইতেই দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। * * * ইতি—

শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী
২৮ মাধব, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ;
৩ ফাল্গুন, ১৩৭৯ সন
(ইং ১৫।২।১৯৭৩)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস—
শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

চতুর্থ সংস্করণে নম্র-নিবেদন

শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি পুনঃ পুনঃ আলোচনা ও অনুশীলনদ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎ সেবালাভ হয়। নিখিল শাস্ত্রসম্রাট্ গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"**কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ**"—সর্ব্বদোষাকর কলিকালের ইহাই একমাত্র মহান্ গুণ যে, মানবগণ এই যুগে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রভাবেই মুক্ত হইয়া পরমপুরুষ শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া

থাকেন। কিন্তু কলির এমনই প্রভাব—ম্রিয়মান, আতুর, শয্যাশায়ী ও শিথিলেন্দ্রিয় ব্যক্তিও স্খলিত কণ্ঠস্বরে যাঁহার মঙ্গলময় শ্রীনাম উচ্চারণ করিলে নিখিল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করেন, কলিজীবগণ পাষণ্ডগণ-কর্ত্তৃক বিকৃতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মাদি ত্রিলোকেশ্বর-বন্দিত পাদপদ্ম জগতের পরমগুরু ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিতে চাহে না।

"হরতি হৃদয়গ্রন্থিং বাসনারূপমিতি হরিঃ"—লীলাপুরুষোত্তম অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ মানবগণের হৃদয়স্থ হইলে দ্রব্য-দেশাদি-বৈগুণ্যহেতু সকল দোষ এবং তাহার অন্তরের যাবতীয় কামনা-বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি হরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার শ্রীনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে বহু বহু জন্মের শুভাশুভ—পুণ্য-পাপও বিনষ্ট হয়। তজ্জন্যই বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন,—**"পুণ্য সে সুখের ধাম, তার না লইও নাম, পাপ-পুণ্য দুই-ই পরিহরি।"**

যম-নিয়মাদিদ্বারা চিত্ত-মালিন্য বিদূরিত হয় না এবং অন্তঃকরণশুদ্ধিও অসম্ভব। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ শ্রীনামের অভ্যাসযোগ প্রয়োজন, তাহা হইলে মৃত্যুকালেও তাঁহার ধ্যান-বিষয়ে সাবধান থাকিয়া পরাগতি লাভ অবশ্যম্ভাবী। ম্রিয়মান মানবগণের পক্ষে পরমেশ্বর মুকুন্দের আরাধনাই কর্ত্তব্য ; এবং তাহাতেই নিখিলাশ্রয় সর্ব্বভূতান্তর্যামী ভগবান্ তাঁহাদিগকে আত্মস্বরূপ প্রদান করেন।

আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ-দাবানল-সন্তপ্ত এবং অতি দুস্তর সংসার-সমুদ্র-উত্তরণাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীনাম-লীলাকথা-রসসেবন ব্যতীত অন্য আশ্রয় নাই। সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও অনুধ্যানরূপ ভক্তিযোগ-বিধানদ্বারা অশুভবাসনা ও দম্ভ-অভিমানাদি বিঘ্নসমূহ ক্রমশঃ বিনষ্ট হয়। সাধু-মহাজনগণ নিরন্তর সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন-স্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণচরিত-মাহাত্ম্য গীতি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রীভগবানে বিশুদ্ধ-ভক্তিকামী ব্যক্তির প্রত্যহ অনুক্ষণ তাহাই শ্রবণাদি কর্ত্তব্য।

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে তদীয় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে তদীয় অর্চ্চননিবন্ধন যে ফললাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন হইতেই তৎসমস্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রিয়তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ত্রিলোক-কীর্ত্তিত সুমঙ্গল জন্ম-কর্ম্ম এবং নামসমূহের কীর্ত্তনাদি প্রভাবে

অনুরাগযুক্ত হইয়া অনাসক্ত ও অচঞ্চলভাবে ভক্তগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। এই কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনদ্বারাই সর্ব্বযুগের সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ লাভ হয়। এই সংসারে ভ্রমণশীল জীবগণের নাম-সঙ্কীর্ত্তন অপেক্ষা পরম লাভজনক অন্য কিছুই নাই ; যেহেতু উহাদ্বারাই পরমশান্তি লাভ এবং সংসার-দুঃখ বিদূরিত হয়।

যাহারা অজ শ্রীভগবানের নাম-লীলাদিকথা শ্রবণ করেন না, তাহারা অমঙ্গল আবাহন করিয়া মায়াবাদী হইয়া পড়েন। শ্রীহরির অপ্রাকৃত নাম-লীলাদিকে তাহারা প্রাকৃত ও মায়িক-বিচারে ভ্রান্ত হন। সৌভাগ্যবান্ সুকৃতিশালী জনগণই সৎসঙ্গ-প্রভাবে অজের জন্মলীলা-রহস্য অবগত হইয়া পরম মঙ্গল লাভ করেন। তাঁহারা তর্কপন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক আম্নায়-শ্রৌতপথাশ্রিত হইয়া শ্রীনাম-গান করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারাই জীবের অব্যভিচারিণী ভক্তির উদয়ে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। অদ্বয়জ্ঞানরহিত হইয়া জীব কেবলাদ্বৈতবাদের আবাহনপূর্ব্বক স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত জড়াদ্বৈত-বিচারের বহুমানন করিয়া প্রাকৃত দ্বৈত-চিন্তার আবাহন করেন। ব্রহ্ম-সম্প্রদায়াচার্য্য বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীমধ্বমুনি ঐরূপ প্রতিকূল মতবাদ গ্রহণ করেন নাই। তিনি অজ ভগবানের নিত্যজন্মাদি চিদ্বিলাস স্বীকারপূর্ব্বক শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন।

পতিত, স্খলিত, দুঃখিত, বিবশ ব্যক্তিগণও উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম উচ্চারণ করিলে সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হন। আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—সুকৃতিশালী হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন। শাস্ত্র বলেন,—"**হরয়ে নমঃ ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ**"— "হরয়ে নমঃ" এই উচ্চকীর্ত্তনে সকল পাতক বিনষ্ট হয়। বদ্ধাবস্থায় পাপাভিনিবেশ থাকায় আমাদিগকে পতিত, বিচ্যুত, ক্লিষ্ট, পীড়িত হইয়া পরাধীন থাকিতে হয়। তজ্জন্যই মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি অশেষ করুণা-পরবশ হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে (খোলভাঙ্গার ডাঙ্গায়) "হরয়ে নমঃ" প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা প্রাকৃত ভোগত্যাগরহিত হইতে উপদেশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে ঠাকুর নরোত্তম-শ্রীনিবাসাচার্য্য-শ্যামানন্দ-প্রভু প্রমুখ গুরু ও আচার্য্যগণ ভারতের সর্ব্বত্র প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, প্রার্থনাদি,'রেণেটী', 'গরাণহাটী', 'মনোহরসাহী' প্রভৃতি সুর-তাল-লয়- মানে পদাবলী ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি

প্রচার করিয়া কলিজীবকে ধন্য করিয়াছেন। অপ্রাকৃত কবি ও সাহিত্যিক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিকাব্য-জগতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে।

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচারই শ্রীচৈতন্যানুগ-সম্প্রদায় গৌড়ীয়-গোস্বামী ও গুরুবর্গের বিশেষ উপদেশ। শাস্ত্রেও বিভিন্নস্থানে উক্ত হইয়াছে,—"**যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্**", "**গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জঃ**", "**যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে**", "**কাংশ্চিন্মমানুধ্যানেন নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদিভিঃ**", "**নাম-সঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্**" ইত্যাদি। কলিযুগে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের দ্বারাই অন্যান্য যুগের সকল ফল ঘটিবে, ইহাই নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। কীর্ত্তন ও সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—"ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনম্"; আর "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্।" শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা কীর্ত্তনের উপদেশই শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে এবং "**সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর**", ইহাও বিশেষ ব্যবস্থা। অধিকারিভেদে আত্মকল্যাণকামী হইয়া ভজন-কীর্ত্তন করাই ইহার বাস্তব ফললাভ বা সার্থকতা। চারিবর্ণাশ্রমীই শ্রদ্ধালু হইলে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনানুশীলনে অধিকারী। ইতি—

শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা
২৯ পদ্মনাভ, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ
১৮ আশ্বিন ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ
(ইং ৫।১০।১৯৭৯)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস
শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

পঞ্চম সংস্করণে সংক্ষিপ্ত-নিবেদন

'শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছে'র **প্রথম সংস্করণের** ১ম এবং ২য় খণ্ড বিগত ৩০ গোবিন্দ, ৪৭১ শ্রীগৌরাব্দ; ২ চৈত্র, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; ইং ১৬।৩।১৯৫৭, শ্রীগৌরজয়ন্তী ফাল্গুনী-পূর্ণিমা এবং ৮ হৃষীকেশ, ৪৭২ শ্রীগৌরাব্দ, ২০ ভাদ্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, ইং ৬।৯।১৯৫৮; শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথিতে যথাক্রমে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। উভয় খণ্ডেই শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ২টী পৃথক্ 'নিবেদন'-নামক ভূমিকা

লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থের **দ্বিতীয় সংস্করণও** বিগত ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দ; ইং ২১।১২।১৯৬৭শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথিতে তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়।

পরবর্ত্তিকালে **তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ** শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির (রেজিঃ) ম্যানেজিং কমিটি-কর্ত্তৃক যথাক্রমে গত ২৮ মাধব, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ; ৩ ফাল্গুন, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, ইং ১৫।২।১৯৭৩, শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী এবং ২৯ পদ্মনাভ, ৪৯৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৮ আশ্বিন ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ; ইং ৫।১০।১৯৭৯ শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা-তিথিতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। উক্ত দুইটী সংস্করণে শ্রীসমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষের লিখিত 'প্রতি-নিবেদন' ও 'নম্র-নিবেদন'-নামক ভূমিকাদ্বয়ও প্রকাশিত হয়। মাঝে দ্বাদশবর্ষের ব্যবধানে গীতিগুচ্ছ-গ্রন্থ দুইবার পুনঃ মুদ্রিত হইয়াছিল। তজ্জন্য বর্ত্তমান অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণকে **"পঞ্চম সংস্করণ"**-রূপেই উল্লেখ করিলাম। শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচারই আমাদের প্রতি শ্রীগুরু-গোস্বামি-আচার্য্যবর্গের বিশেষ আদেশ ও নির্দ্দেশ। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সেই নির্দ্দেশ প্রতিপালিত হইলেই আমাদের জীবনের সার্থকতা ও সফলতা।

'শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছে'র মহিমা-মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম যাহা ভূমিকারূপ 'নিবেদন'-এ জানাইয়াছেন, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ও আদর্শস্বরূপ। আমাদের নিজস্ব কোন বক্তব্য নাই; শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের উপদেশ-নির্দ্দেশ মনে-প্রাণে বাস্তবে রূপায়িত করাই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব। আমরা তাঁহাদের বিঘ্নাশী ভৃত্যানুভৃত্যরূপে তাহাই পালনপূর্ব্বক জীবন ধন্য করিব।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম 'গীতিগুচ্ছ' সম্বন্ধে অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে যে-সকল তত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সামান্য কিছু জীবনে গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে পারিলে আমাদের সর্ব্বৈব কল্যাণ। সাধক-সাধিকার জীবনে সাধনপথে যতরূপ বাধাবিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, সাধু-সজ্জনগণের শক্তিশালী উপদেশ-নির্দ্দেশে তাহা অনায়াসে বিদূরিত হয় এবং আমরা বাস্তব মঙ্গললাভে সমর্থ হই। পার্থিব জগতের বিষয়বস্তু আমাদিগকে সর্ব্বদা বিপথগামী করে, তাহা সর্ব্বসময়ে মায়াতীত ধারণার পরিপন্থী। তজ্জন্যই নিত্যসিদ্ধ-মহাত্মা, অপ্রাকৃত কবি-সাহিত্যিকগণের লেখনী-প্রসূত দিব্যবাণীই আমাদের পক্ষে সর্ব্বক্ষণ মঙ্গলজনক।

বর্ত্তমান পঞ্চম সংস্করণ 'গীতিগুচ্ছে'র বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে 'মঙ্গলাচরণ'-শেষে বিস্তারিতরূপে ক্রমপর্য্যায়ে বিবিধ প্রণাম-মন্ত্রাদি এবং আশ্রয়-বিষয়ভেদে শ্রীগুরুপরম্পরানুসারে বিবিধ সংস্কৃত স্তব-স্তোত্রাদি মুদ্রিত হইয়াছে। অধিকন্তু ২য় সংস্করণে গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় দুই খণ্ডস্থলে একই খণ্ডে প্রকাশ করিতে গিয়া ১ম সংস্করণের যে সকল গীতি মুদ্রিত হইতে পারে নাই, তাহাও সম্পূর্ণরূপে ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। শ্রীশরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, কল্যাণকল্পতরু, সাধক-কণ্ঠমালাদি গীতিগ্রন্থের যাবতীয় প্রয়োজনীয় গীতিসমূহ সম্পূর্ণরূপে এই অখণ্ডসংস্করণে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইল।

এই গীতিগুচ্ছ-গ্রন্থে প্রধানতঃ শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুমোদিত গীতিসমূহই মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকার একস্থানে লিখিয়াছেন,—"কতকগুলি সিদ্ধান্ত-বিরোধী হিন্দীগান আজকাল সমাজে বহু চলিতেছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। সেগুলি যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধী নহে বলিয়াও বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলেও "অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণম্"-বিধায় শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে নাই, ইহা সকলে বিচারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিবেন।"

আমরাও তজ্জন্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আদেশ-নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের পরিশিষ্টাংশে প্রকাশিত হিন্দী, অসমীয়া ও উৎকল ভাষায় কীর্ত্তনগুলির সামান্য পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম। ভবিষ্যতে ঐগুলিকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় সমালোচনার বা তত্ত্বগত বিরোধের ক্ষেত্র উপস্থিত হইলে পরবর্ত্তি-সংস্করণে উহা সংশোধন বা পরিহারের যত্ন লইব।

* * * * *

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা—
অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথি, ১৭ মধুসূদন,
৫১০ শ্রীগৌরাব্দ, ৭ই বৈশাখ,
১৪০৩ বঙ্গাব্দ, (ইং ২০।৪।১৯৯৬)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস—
শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

ষষ্ঠ সংস্করণে বিনম্র-নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয় মহাজনগণের বিরচিত বিভিন্ন ভক্তিগীতি—গৌড়ীয় ভক্তকুলের কণ্ঠহার-স্বরূপ, মহানিধি-তুল্য—সমগ্র শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া সর্ব্ব সুসিদ্ধান্তের সমাহৃতি। ধর্ম্মতত্ত্ব যথার্থই মহাজনগণের হৃদয়গুহাতেই নিহিত, তজ্জন্য তাঁহাদের অবলম্বিত পথই সকলের অনুসরণীয়—"**ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।**" 'মহাজন' বলিতে শাস্ত্রে—যাঁহার হৃদয়ে শ্রীহরি-পাদপদ্ম প্রণয়রজ্জুদ্বারা সর্ব্বদা আবদ্ধ, সেই ভাগবত-প্রধানকেই মূলতঃ লক্ষ্য করা হইয়াছে,—"**প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধানঃ উক্ত॥**" (ভাঃ ১১।২।৫৫)। আর ভাগবত-ধর্ম্মেতর অন্যান্য যে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাগণ সাধারণ লোকসমাজে 'মহাজন' বলিয়া পূজিত হন, তাঁহারা বস্তুতঃ দৈবীমায়ায় বিমোহিত, তাঁহারা যথার্থ শাস্ত্র-তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অবহিত নহেন—"**প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং, দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।**" (ভাঃ ৬।৩।২৫)। "**কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে। সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে॥**" (চৈঃ ভাঃ)। এ-প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই সখা উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—'শাস্ত্রতাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা শাস্ত্রের পুষ্পিতবাক্যের দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায় তাহাতে বহুমানন করত অতিলুব্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের আমার বার্ত্তায় অর্থাৎ উপদেশে (বা আমা-বিষয়ক বার্ত্তায়) কখনও রুচি হয় না, —"**এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্। মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে॥**" (ভাঃ ১১।২১।৩৪)। সুতরাং, জড়সবিশেষবাদী কর্ম্মকাণ্ডিগণ বা জড়নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানকাণ্ডিগণ ও অষ্টাঙ্গ-যোগাবলম্বিগণ কেহই শাস্ত্রতাৎপর্য্য অবগত নহেন, অতএব 'মহাজন'-পদবাচ্য নহেন। বেদ, রামায়ণ, পুরাণ, মহাভারতাদি সর্ব্বশাস্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্তে সর্ব্বত্রই যে শ্রীহরি ও হরিভক্তির কথাই ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই যাঁহাদের একমাত্র উপজীব্য—শাস্ত্রের অপরাপর মোহজনক বাক্য-জালের পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীহরিভক্তিকেই সর্ব্বসারাৎসার বলিয়া জানিয়াছেন, এবং আত্মধর্ম্মগত সুনির্ম্মলভক্তিদ্বারা শ্রীহরিকে হৃদয়মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে 'মহাজন' পদবাচ্য। তন্মধ্যে স্বভজন-বিভজন-

প্রয়োজনাবতার শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুই যাঁহাদের একমাত্র হৃদয়ধন, সেই সর্ব্ব মহাজনকুল-শিরোমণি শ্রীগৌড়ীয় মহাজনগণের সম্যক্ মহিমা-বর্ণনে স্বয়ং ভগবানও অসামর্থ্য প্রদর্শন করেন।

সেই মহাজনগণের মুখোদ্গীর্ণ ভগবদ্‌যশোঙ্কিত হৃৎকর্ণ-রসায়ন গীতিমালা জীবগণের অশেষপাপ,পাপবীজবিধ্বংসকরত তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেমকল্পতরুর বীজ বপন করে। উপনিষদের ব্রহ্মকথা সেই গীতিমালার সমীপে সূর্য্যের নিকটখদ্যোতের ন্যায়ই নিষ্প্রভ—"**শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ। যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥**" অপ্রাকৃত-সবিশেষ ভগবান্—নিজ নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলা-বিশিষ্ট। উপনিষদ্ আলোচনাদ্বারা পরতত্ত্বের সেই নিত্যবৈশিষ্ট্যসমূহের উপলব্ধি না হওয়ায় আত্মধর্ম্মের সম্যক্ জাগরণ হয় না। কিন্তু শুদ্ধভক্তি-পথাশ্রিত মহাজনগণের হৃদয়মধ্যে নিত্য-অনুভূত সেই ভগবন্নাম-রূপ-গুণ- বিলাসামৃত, যাহা তাঁহাদের মুখপদ্ম হইতে সঙ্কীর্ত্তন-ধারায় বিনিঃসৃত হইয়া নিত্যপ্রবাহমান, তাহাতেই জীবের আত্মধর্ম্মের পূর্ণজাগরণ হইয়া থাকে। 'শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ' সেই গৌড়ীয়-মহাজনগণের সেই অসমোর্দ্ধ-কল্যাণকর গীতি-সমূহেরই সমাহার।

'শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছে'র পঞ্চম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় কিছু পরিবর্দ্ধিত কলেবরে ইঁহার ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইলেন। পাঠকগণের বাঞ্ছাপূরণার্থ এস্থলে সুপ্রসিদ্ধ 'শ্রীশ্রীরাধাকৃপাকটাক্ষ-স্তোত্রম্' ও 'শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকম্'—স্তবদ্বয় সংযোজিত হইল। এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃহদ্-ভাগবতামৃতোক্ত গোপকুমার-গীত 'শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ'—কীর্ত্তন ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'যামুন-ভাবাবলী'র মূল— শ্রীযামুনাচার্য্য-বিরচিত শ্লোকাবলী প্রভৃতিও সংযোজিত হওয়ায় বর্ত্তমান সংস্করণ একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য অলঙ্কৃত হইলেন, সন্দেহ নাই।

* * * * *

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথি—
৫ গোবিন্দ, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ,
৮ই ফাল্গুন, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ,
(ইং ২১।২।২০০৩)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস—
শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

সপ্তম সংস্করণে সংক্ষিপ্ত-নিবেদন

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রিয়-পার্ষদপ্রবর মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবর গৌড়ীয় গুরুবর্গের শ্রীমুখনিঃসৃত ভজন-গীতিসমূহ পুষ্পিত করিয়া 'শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ' নামকরণপূর্ব্বক ভজন-গীতি প্রায় ছয় দশক পূর্ব্ব হইতে প্রকাশিত করিয়া আসিয়াছেন।

উহারই বিভিন্ন সংস্করণ লইয়া গীতিগুচ্ছ কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ সমূহের ভূমিকা বা নিবেদনগুলি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এই সংস্করণে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সুতরাং ভূমিকা সম্পর্কে অধিক লেখা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মনে করি।

এই সংস্করণ বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রকাশিত হইলেন। প্রথমতঃ মোট ২০টী কীর্ত্তন ইহাতে অধিক সংযোজিত হইল। শ্রীবিল্বমঙ্গল-বিরচিত "শ্রীগোবিন্দ- দামোদর-স্তোত্রম্" হইতে শ্রীকৃষ্ণনামপর শ্লোকসমূহ একত্র করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ- নামামৃতম্" প্রকাশ করা হইল। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবাসপণ্ডিতপ্রভু বিষয়ক "জয় জয় শ্রীশ্রীবাস ঠাকুর পণ্ডিত"; শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-বিষয়ক "জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর"; শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে শ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব-লীলা বিষয়ক "মাঘে শুক্লা-তিথি" কীর্ত্তন; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব বিষয়ক "অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর"; শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীঅদ্বৈত-স্তুতি "জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিতপাবন"; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বিষয়ক "জয় জয় নিত্যানন্দ গোকুল-ভূষণ"; শ্রীনিত্যানন্দ-রূপ বিষয়ক "জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ রাম"; শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নিত্যানন্দ স্তুতি "নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত", শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কর্ত্তৃক স্তুতি "তুমি নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-নাম", মাধাই কর্ত্তৃক স্তুতি "জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন"; বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের নিত্যানন্দ নিষ্ঠা "ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ রায়", শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তুতি "জয় জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর", শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কর্ত্তৃক স্তুতি "জয় জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর"; শ্রীবাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক স্তুতি

"বিশ্বম্ভর-চরণে আমার নমস্কার"; শ্রীসার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক স্তুতি "জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ"; মহাপ্রভুর রূপ বিষয়ক "গৌরাঙ্গ সুন্দরবেশ মদনমোহন" ও "নাচে বিশ্বম্ভর জগত-ঈশ্বর"; শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণস্তুতি "জয় জয় নন্দসুত ব্রজকুলপতি" ও "স্তুতিযোগ্য তুমি প্রভু নবঘন শ্যাম"—কীর্ত্তনগুলি সংযোজিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে ভগবৎ স্তবস্তুতি সহজে সম্ভব হইবে।

দ্বিতীয়তঃ কীর্ত্তনে ব্যবহৃত দুর্ব্বোধ্য-শব্দের অর্থ কীর্ত্তনের নীচেই 'শব্দার্থ' শিরোমানে প্রকাশিত হওয়ায় কীর্ত্তনের অর্থ উপলব্ধি পূর্ব্বের ন্যায় কষ্টকর হইবে না। তৃতীয়তঃ পদ্যসূচীতে সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, অসমীয়া, উৎকল কীর্ত্তনগুলি পৃথক্ পথক্ ভাবে প্রকাশিত হওয়ায় পদ্যসূচী হইতে কীর্ত্তন খুঁজিয়া লওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইবে বলিয়া মনে করি। পরিশিষ্টরূপে এতদ্ব্যতীত আরও ১০টি প্রার্থনা-কীর্ত্তন সংযোজন করা হইয়াছে।

এই সংস্করণ প্রকাশন ব্যাপারে **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সাধু মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত যাচক মহারাজ** ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণের নিরলস সেবাপ্রচেষ্টা দ্বারা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়া শ্রীসমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীগৌসুন্দর তাঁহাদিগকে সেবায় উত্তরোত্তর রুচি ও যত্নাগ্রহ বর্দ্ধিত করুন—ইহাই একান্ত প্রার্থনা। অলমতি বিস্তরেণ; নিবেদন ইতি—

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মের
৪১ বর্ষ বিরহ-তিথিপূজা-বাসর
২৯ পদ্মনাভ, ৫২২ শ্রীগৌরাব্দ,
২৭ আশ্বিন, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ,
(ইং ১৪।১০।২০০৮)

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-দাসানুদাস—
শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

বিষয়-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক
১। মঙ্গলাচরণ	১
২। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা	১-৪
৩। জয়ধ্বনি	৪-৫
৪। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা (বিস্তৃত)	৬-২০
৫। শ্রীগুরু-পরম্পরা (সংস্কৃত)	২১
৬। শ্রীগুর্ব্বষ্টকম্ (সংস্কৃত)	২২
৭। শ্রীকেশবাচার্য্যাষ্টকম্ (১)	২৩-২৪
৮। শ্রীকেশবাচার্য্যাষ্টকম্ (২)	২৪
৯। শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ	২৫
১০। শ্রীল-গৌরকিশোরাষ্টকম্	২৬
১১। শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-দশকম্	২৬
১২। শ্রীল-জগন্নাথাষ্টকম্	২৭
১৩। শ্রীল ষড়্গোস্বাম্যষ্টকম্	২৮
১৪। শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্	৩০
১৫। সংস্কৃত-গীতি (শ্রীগৌরচন্দ্র)	৩১-৩২
১৬। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র ভজনোপদেশঃ	৩২
১৭। শ্রীশচীতনয়াষ্টকম্	৩৪
১৮। শ্রীগৌরাঙ্গস্তোত্রম্	৩৫
১৯। সংস্কৃত-গীতি (শ্রীমতী-রাধিকা)	৩৬-৩৮
২০। শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্	৩৮-৩৯
২১। শ্রীশ্রীরাধাকৃপাকটাক্ষ-স্তোত্রম্	৪০
২২। সংস্কৃত-গীতি (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র)	৪২-৪৬
২৩। শ্রীদামোদরাষ্টকম্	৪৬
২৪। শ্রীব্রজরাজ-সুতাষ্টকম্	৪৭
২৫। শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকম্	৪৮

২৬। শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকম্ ৪৯
২৭। শ্রীরাধাবিনোদবিহারী-তত্ত্বাষ্টকম্ ৫০
২৮। শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্ ৫১
২৯। শ্রীশ্রীদশাবতার-স্তোত্রম্ ৫২
৩০। শ্রীকৃষ্ণনামামৃতম্ ৫৪
৩১। শ্রীগুরু-পরম্পরা (বাংলা) ৫৫
৩২। (ক) শ্রীগুরুবন্দনা ৫৭
(খ) শ্রীগুর্ব্বষ্টকের পদ্যানুবাদ ৫৮
(গ) শ্রীগুরু-মহিমা ৫৯-৬১
(ঘ) শ্রীগুরু-কৃপাপ্রার্থনা ৬১-৬৫
(ঙ) শ্রীল কেশব-গোস্বামি বন্দনা ৬৫
(চ) শ্রীল প্রভুপাদ-বন্দনা ৬৭
(ছ) শ্রীল গৌরকিশোর-বন্দনা ৭০
(জ) শ্রীভক্তিবিনোদ জয়-গুণগান ৭২-৭৫
(ঝ) শ্রীল-জগন্নাথ-বন্দনা ৭৬
৩৩। (ক) শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা ৭৭-৮৯
(খ) শ্রীবৈষ্ণব-কৃপা-প্রার্থনা ৯০-৯২
(গ) শ্রীবৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তি ৯২-৯৪
(ঘ) শ্রীবৈষ্ণবের পাদোদক-মহিমা ৯৪
(ঙ) শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তি ৯৫
(চ) শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে লালসাময়ী প্রার্থনা ৯৬-৯৮
(ছ) শ্রীরূপানুগত্য-মাহাত্ম্য ৯৯
(জ) শ্রীরূপ-সনাতনে দৈন্যময়ী প্রার্থনা ৯৯
৩৪। পঞ্চতত্ত্ব-মহিমা ১০০-১৫১
১। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ১০০
২। শ্রীগদাধর পণ্ডিত ১০২
৩। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ১০৩-১০৭
৪। (ক) শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-লীলা ১০৭

(খ) শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব ১০৭
(গ) শ্রীনিত্যানন্দ-স্তুতি ১০৮
(ঘ) শ্রীনিত্যানন্দ-নিষ্ঠা ১১১-১১৪
(ঙ) রূপ-বর্ণন ১১৪-১১৬
(চ) গুণ-বর্ণন ১১৬-১২০
৫। (ক) শ্রীগৌর-জন্মলীলা ১২০-১২৬
(খ) শ্রীগৌরচন্দ্র-স্তুতি ১২৭-১৩০
(গ) শ্রীগৌরতত্ত্ব ১৩০-১৩৩
(ঘ) শ্রীগৌররূপ-গুণ-বর্ণন ১৩৩-১৩৭
(ঙ) শ্রীগৌর-গুণ-বর্ণন ১৩৭-১৪০
(চ) শ্রীগৌর-মহিমা ১৪০-১৪৩
(ছ) শ্রীগৌরসুন্দরে বিজ্ঞপ্তি ১৪৪-১৪৭
(জ) শ্রীগৌরচন্দ্রে লালসাময়ী প্রার্থনা ১৪৮
(ঝ) শ্রীগৌরাঙ্গ-নিষ্ঠা ১৪৯-১৫০
(ঞ) আক্ষেপ ১৫০-১৫১
৩৫। (ক) শ্রীগৌর-নিত্যানন্দে বিজ্ঞপ্তি ১৫১-১৫৫
(খ) শ্রীগৌরনিত্যানন্দে লালসাময়ী প্রার্থনা ১৫৫-১৫৬
(গ) শ্রীগৌর-নিত্যানন্দে নিষ্ঠা ১৫৭
৩৬। (ক) সগণ শ্রীগৌর-মহিমা ১৫৮
(খ) সগণ শ্রীগৌরচরণে প্রার্থনা ১৫৯-১৬১
(গ) সপার্ষদ শ্রীগৌর-বিরহ-বিলাপ ১৬১-১৬২
(ঘ) স্বাভীষ্ট-লালসাত্মক প্রার্থনা ১৬২-১৬৪
(ঙ) সগণশ্রীগৌরকৃষ্ণে দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা ১৬৪-১৬৬
৩৭। সিদ্ধি-লালসা ১৬৬-১৬৭
৩৮। (ক) শ্রীরাধাষ্টক ১৬৭-১৭৩
(খ) শ্রীরাধানিষ্ঠা ১৭৩-১৭৪
(গ) কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে ১৭৫
(ঘ) সিদ্ধি-লালসা ১৭৬-১৭৭
৩৯। (ক) শ্রীরাধাকৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তি ১৭৭-১৭৮

(খ) শ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণে সংপ্রার্থনা ১৭৯-১৮০
৪০। (ক) শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি ১৮১-১৮২
(খ) শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-বর্ণন ১৮২-১৮৪
(গ) শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-বর্ণন ১৮৪
(ঘ) শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-বর্ণন ১৮৪-১৮৫
(ঙ) শ্রীকৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তি ১৮৫-১৮৯
(চ) শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি প্রার্থনা ১৮৯
(ছ) শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিসূচক নির্ব্বেদ ১৯০
(জ) শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-নিষ্ঠা ১৯১
(ঝ) শ্রীকৃষ্ণে দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা ১৯২-১৯৩
(ঞ) শ্রীকৃষ্ণে স্বাভীষ্ট-লালসাত্মক প্রার্থনা ১৯৪-১৯৬
(ট) শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদন ১৯৭-১৯৮
(ঠ) শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা ১৯৯
৪১। শ্রীনাম-কীর্ত্তন ১৯৯-২১১
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম ২১১-২১৩
৪৩। (ক) শ্রীকৃষ্ণের বিংশোত্তর-শতনাম ২১৩-২১৫
(খ) শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম ২১৫-২২০
৪৪। অধিবাস-কীর্ত্তন ২২০
৪৫। অরুণোদয়-কীর্ত্তন ২২০-২২১
৪৬। শ্রীনগর-কীর্ত্তন ২২২-২২৬
৪৭। ভজন-কীর্ত্তন ২২৬-২২৮
৪৮। শ্রীনাম-মহিমা ২২৮-২৩০
৪৯। শ্রীনামাষ্টক ২৩১-২৩৬
৫০। শ্রীশিক্ষাষ্টক ২৩৭-২৪৩
৫১। শ্রীউপদেশামৃত ২৪৩-২৫০
৫২। (ক) শ্রীমনঃশিক্ষা ২৫০-২৬০
(খ) উপদেশ (মনঃশিক্ষা) ২৬০-২৭৫
(গ) মনঃশিক্ষা ২৭৫-২৯৬

৫৩। (ক) ষড়ঙ্গ শরণাগতি ২৯৬-২৯৭
(খ) দৈন্য—দুঃখাত্মক, ত্রাসাত্মক, অপরাধাত্মক ও লজ্জাত্মক ২৯৭-৩০১
(গ) আত্মনিবেদন—মমতাস্পদ দেহসমর্পণ, অহংতাস্পদ দেহীসমর্পণ, ফলস্বরূপ দেহসমর্পণ ৩০১-৩০৬
(ঘ) গোপ্তৃত্বে বরণ ৩০৬-৩০৮
(ঙ) অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—এইরূপ বিশ্বাস ৩০৮-৩০৯
(চ) অনুকূল-গ্রহণ ৩০৯-৩১১
(ছ) প্রতিকূল-বর্জ্জন ৩১১-৩১৩
(জ) সিদ্ধদেহে—গোপ্তৃত্বে বরণ, আত্মনিবেদন, অনুকূল, প্রতিকূল ও কৃষ্ণভজনের উদ্দীপন ৩১৩-৩১৫
৫৪। শ্রেয়োনির্ণয় ৩১৫-৩১৭
৫৫। যামুন-ভাবাবলী (শান্ত-দাস্য-ভক্তিসাধন-লালসা) ৩১৭-৩৩৬
৫৬। অনুতাপ-লক্ষণ-উপলব্ধি ৩৩৬-৩৪০
৫৭। নির্ব্বেদ-লক্ষণ উপলব্ধি ৩৪০-৩৪৪
৫৮। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিজ্ঞান-উপলব্ধি ৩৪৪-৩৫১
৫৯। উচ্ছ্বাস-দৈন্যময়ী প্রার্থনা ৩৫১-৩৫২
৬০। (ক) শ্রীষড়্গোস্বামি-শোচক ৩৫৩-৩৭৩
(খ) শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শোচক ৩৭৩-৩৭৫
৬১। শোক-শাতন (শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাচরিত্র) ৩৭৫-৩৮৩
৬২। বাউল-সঙ্গীত ৩৮৪-৩৮৯
৬৩। (ক) শ্রীগুরুদেবের আরতি ৩৯০-৩৯১
(খ) শ্রীল প্রভুপাদের আরতি ৩৯১-৩৯২
(গ) মঙ্গল-আরতি ৩৯২
১। শ্রীগৌর-গোবিন্দ-আরতি ৩৯২-৩৯৩
২। শ্রীগৌর-আরতি ৩৯৩
৩। শ্রীযুগল-আরতি ৩৯৪
(ঘ) ভোগ-আরতি ৩৯৪-৩৯৫

(ঙ) সন্ধ্যা-আরতি ৩৯৬-৩৯৯
১। শ্রীগৌর-আরতি ৩৯৬
২। শ্রীযুগল-আরতি ৩৯৬-৩৯৭
৩। শ্রীগৌর-গোবিন্দ-আরতি ৩৯৭-৩৯৮
৪। শ্রীরাধারাণীর-আরতি ৩৯৮
৫। শ্রীমদনগোপাল-আরতি ৩৯৯
(চ) শ্রীতুলসী-আরতি ৩৯৯-৪০০
৬৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিবাসর ব্রতপালন ৪০১-৪০৩
৬৫। ব্রতপারণে মহাপ্রসাদ-সম্মান-বিচার ৪০৩-৪০৫
৬৬। শ্রীমহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ৪০৫-৪০৮
৬৭। জীবের দুর্গতি ও সাধুসঙ্গে নিস্তার ৪০৮-৪০৯
৬৮। শ্রীনামভজন-প্রণালী ৪০৯-৪১০
৬৯। গৃহস্থ ও বৈরাগীর প্রতি আদেশ ৪১০
৭০। বিশুদ্ধ বৈরাগী ও তাঁহার কর্ত্তব্য ৪১০-৪১১
৭১। সরল মনে গোরাভজন ও কপটভজন ৪১১-৪১২
৭২। হিন্দী-কীর্ত্তন ৪১২-৪১৬
৭৩। অসমীয়া-কীর্ত্তন ৪১৬-৪২০
৭৪। উৎকল-গীতি ৪২০-৪২২

[পরিশিষ্ট]

১। গুরুদেব দয়াময়----------(ক)
২। যে আনিল প্রেমধন বিনোদ----------(খ)
৩। জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান----------(গ)
৪। মনরে কহনা গৌর কথা----------(ঙ)
৫। শয়ন মন্দিরে গৌরাঙ্গ সুন্দর----------(ঙ)
৬। গৌরাঙ্গ তুমি মোরে----------(ঙ)
৭। এ তোর বালিকা----------(চ)
৮। বৃন্দাবন রম্যস্থান----------(চ)
৯। কবে কৃষ্ণধন পাব----------(ছ)
১০। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের ----------(ছ)

বর্ণানুক্রমিক পদ্য-সূচী

[সংস্কৃত পদ্য]

পদ্য	পত্রাঙ্ক	পদ্য	পত্রাঙ্ক
অধরং মধুরম্	৪৯	বসতু মনো মম	৪৪
অপঘন-ঘটিত-	৪৬	মদশিখিপিঞ্ছ	৪৩
অভিনব-কুটমল	৪৫	মধুকর-রঞ্জিত	৩২
অমন্দ-কারুণ্য-গুণা	২৬	মধুরিপুরত্র-বসন্তে	৪৫
উজ্জ্বল-বরণ-গৌর	৩৪	মুনীন্দ্রবৃন্দ-বন্দিতে	৪০
কদাচিৎ কালিন্দীতট	৫১	যদি তে হরি	৩২
কলয়তি নয়নম্	৩৬	রাধা-চিন্তা-নিবেশেন	৫০
কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাব্জ	৩৮	রাধে জয় জয়	৩৬
কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান	২৮	রূপানুগানাং	২৭
চিরমুক্তগণাদৃত	২৪	শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিম্	৩০
জয় জয় প্রাণসখে!	৪৩	শ্রিত-কমলাকুচ	৪২
দেব ভবন্তং বন্দে	৪২	শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো	৫৪
ধ্বজ-ব্রজাঙ্কুশ	৪৪	শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি	২১
নবনীরদ-নিন্দিত	৪৭	শ্রীগৌরধামাশ্রিত	২৬
নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায়	২৩	শ্রীরাধিকা-রূপ-গুণোর্ম্মি	৩৫
নমামীশ্বরং	৪৬	সংসার-দাবানল	২২
নাকর্ণয়মতি	৩৭	সখে, কলয় গৌরমুদারম্	৩২
পশ্য শচীসুতম্	৩১	সুচারু-বক্ত্রমণ্ডলম্	৪৮
প্রলয়পয়োধি-জলে	৫২	সুজনার্ব্বুদ রাধিত	২৫
বন্দে বিশ্বম্ভর-পদ	৩২	হরে হরে গোবিন্দ	৪৩
বরসীমন্ত-রসামৃত	৩৭		

[বাংলা পদ্য]

অক্রোধ পরমানন্দ	১১৩	অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি	১০৩
অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র	২২৫	অনাথ জীবেরে	৭৬

পদ্য	পত্রাঙ্ক	পদ্য	পত্রাঙ্ক
অনাদি করম-ফলে	২৩৯	আসল কথা বলতে কি	৩৮৫
অপরাধ-ফলে মম	২৪০	ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর	১১১
অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-তত্ত্ব	৩৪৯	উদিল অরুণ পূরব ভাগে	২২০
অবতার-সার গোরা	১৪০	এ ঘোর সংসারে	১৫৫
অশেষ গুণের নিধি	১৪১	এ মন! আর কি মানুষ	২৮১
অসাধু-সঙ্গে ভাই	৪০৯	এ মন! কি করে বরণ	২৯৩
'অহং'-'মম'-অর্থে	৩০৫	এ মন! কি লাগি আইলি	২৮৬
আত্মনিবেদন, তুয়া পদে	৩০৫	এ মন! তু বড় কলির	২৯১
আত্মসমর্পণে গেলা	৩১৩	এ মন তুমি কি ভেবেছ	২৯০
আন কথা আন ব্যথা	১৭৯	এ মন! তুমি বা ভুলেছ	২৮৩
আনন্দ কন্দ, নিতাই চন্দ	১১৯	এ মন! তুমি সে কেবল	২৯০
আমার এমন ভাগ্য	৯৬	এ মন! বিচারি কেন	২৯৫
আমার জীবন সদা	৩০০	এ মন! হরিনাম কর	২৯৬
'আমার' বলিতে প্রভু!	৩০২	এইবার করুণা কর চৈতন্য	১৫৩
আমার সমান হীন	৩৫২	এইবার করুণা কর বৈষ্ণব	৯২
আমি অতি পামর	৩৩৬	এও ত' এক কলির	৩৮৬
আমি ত' দুর্জ্জন অতি	১৪৭	একদিন গৌরহরি	৪০৩
আমি ত' স্বানন্দ-	৩১৫	একবার ভাব মনে	২২৪
আমি তোমার দুঃখের	৩৮৪	এখন বুঝিনু প্রভু	৩০৮
আর কেন মায়াজালে	৩১৬	এমন গৌরাঙ্গ বিনা	১৩৮
আরে ভাই! নিতাই আমার	১১৫	এমন দুর্ম্মতি	১৩০
আরে ভাই! ভজ মোর	১৪৯	এমন শচীর নন্দন বিনে	১৩৯
আরে মোর আরে মোর	১৫০	এলো গৌর-রস-নদী	১৫৮
আরে মোর জীবন ধন	৩৬৬	ও মোর করুণাময়	৩৭৩
আরে মোর নাচত	১৩৫	ও মোর জীবনগতি	৩৫৩
আরে মোর শ্রীরূপ	৩৫৬	ওরে ভাই! কৃষ্ণ সে	২৯৩
আশ্রয় করিয়া বন্দোঁ	৬০	ওরে মন! আর কি হইবে	২৮৬

পদ্য	পত্রাঙ্ক
ওরে মন! এবার বুঝিব	২৮৫
ওরে মন! এবে তোর	২৯১
ওরে মন! কর্ম্মের কুহরে	৩৩৮
ওরে মন! কি বিপদ	৩৩৮
ওরে মন! কি ভয় শমনে	২৯৩
ওরে মন! কি রসে	২৮৩
ওরে মন! কিবা তুমি	২৮৭
ওরে মন! কিসে কর	২৮২
ওরে মন! কৃষ্ণনাম সম	২৯৫
ওরে মন! কেন হেন বুঝ	২৮৮
ওরে মন! ক্লেশ-তাপ	৩৩৯
ওরে মন! ধন-জন	২৮৫
ওরে মন! নিবেদন শুনহ	২৮৮
ওরে মন! বলি শুন	৩৪৪
ওরে মন! বাড়িবার	৩৪১
ওরে মন! ভাবিয়া না বুঝ	২৮৯
ওরে মন! ভাল নাহি	৩৪০
ওরে মন! ভুক্তি-মুক্তি	৩৪২
ওরে মন! রুচি নহে	২৮৪
ওরে মন! শুন শুন	২৮১, ২৮৪
ওরে মন! স্বর্গ-নরক	২৮৯
ওরে মন! সাধুসঙ্গে করহ	২৯৪
ওহে! প্রেমের ঠাকুর	১৪৪
ওহে! বৈষ্ণব ঠাকুর	৯০
ওহে ভাই! মন কেন ব্রহ্ম	২৬৫
ওহে হরিনাম, তব	২৩৫
কপটতা হৈলে দূর	২৫৬

পদ্য	পত্রাঙ্ক
কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া	১৪৮
কবে গৌর-বনে	১৬৬
কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব	৯১
কবে মোর মূঢ় মন	৯৭
কবে মোর শুভ দিন	৬৪
কবে শ্রীচৈতন্য মোরে	১৪৬
কবে হবে বল সে-দিন	১৫৪
কবে হবে হেন দশা	১৫৬
করঙ্গ কৌপীন লঞা	১৯৫
কলিকুক্কুর কদন	২০৩
কলি ঘোর তিমিরে	১৪৯
কলিযুগ-পাবন বিশ্বম্ভর	২০৭
কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১৪২
কলিযুগে শ্রীচৈতন্য	১৩৬
কাম-ক্রোধ-আদি	২৫৫
কাম-ক্রোধ-লোভ	২৫৪
কি আর বলিব তোরে মন	২৭৩
কি কহিব শত শত	১৩৭
কি জানি কি বলে	৩০৭
কিরূপে পাইব সেবা	৯৩
কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর	৯০
কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে	২০৭
কৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত	২০৭
কৃষ্ণনাম ধরে কত বল	২২৮
কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন	২৫৪
কৃষ্ণভক্তি বিনা	৩১৫
কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ	৫৫

পদ্য	পত্রাঙ্ক	পদ্য	পত্রাঙ্ক
কে যাবি কে যাবি	১৪০	গৌরাঙ্গ সুন্দরবেশ	১৩৩
কেন ভেকের প্রয়াস	৩৮৯	গৌরাঙ্গের দু'টি পদ	১৪১
কেন মন, কামেরে নাচাও	২৭৪	গৌরাঙ্গের সহচর	১৬১
কেশব! তুয়া জগত	৩১১	ঘরে বসে বাউল হও	৩৮৭
(কোথা) ভকতিবিনোদ	৭৩	চিজ্জড়ের দ্বৈত যিনি	৩৫০
কোথায় গো প্রেমময়ি	১৭৫	চিৎকণ জীব	৪০৮
গজেন্দ্রগমনে নিতাই	১১৭	চৈতন্য-অবতার	১২৬
গজেন্দ্রগমনে যায়	১২০	চৈতন্যচন্দ্রের লীলা	১৩১
গাইতে গাইতে নাম	২৪১	ছোড়ত পুরুষ-অভিমান	৩১৩
গাইতে গোবিন্দ-নাম	২৪২	জগন্নাথসুত মহাপ্রভু	২১১
গায় গোরাচাঁদ জীবের	২২৪	জনম সফল তা'র	১৮২
গায় গোরা মধুর স্বরে	২২৩	জয় গদাধরাভিন্ন	৭২
গুরুদেব! কবে তব করুণা	৬২	জয় গোদ্রুমপতি	২০৭
গুরুদেব! কবে মোর সেই দিন	৬২	জয় জগন্নাথ-শচী	১৩৭
গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া	৬১	জয় জয় অদ্ভুত	১০৬
গুরুদেব! বড় কৃপা করি'	৬২	জয় জয় অদ্বৈত	১০৬
গুরুদেবে, ব্রজবনে	২৫১	জয় জয় কৃপাসিন্ধু	১২৭
গৃহস্থ-বৈরাগী—দুঁহে	৪১০	জয় জয় গদাধর পণ্ডিত	১০২
গোদ্রুমধামে ভজন	৩১৪	জয় জয় গদাধর প্রেমের	১০২
গোপীনাথ! আমার উপায়	১৮৯	জয় জয় গুরুদেব	৩৯০
গোপীনাথ! ঘুচাও সংসার	১৮৮	জয় জয় গোবিন্দ গোপাল	২১৫
গোপীনাথ! মম নিবেদন	১৮৭	জয় জয় গোরাচাঁদের	৩৯৬
গোরা গোসাঞি পতিতপাবন	৮৬	জয় জয় জগন্নাথ	১৩২
গোরাচাঁদের আজ্ঞা	৩৭৯	জয় জয় জয় পদ্মাবতীর	১১০
গোরা পঁহু না ভজিয়া	১৫০	জয় জয় নন্দসুত	১৮১
গোরা ভজ গোরা ভজ	৪১১	জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ	২২০
গৌরাঙ্গ বলিতে হবে	১৫৫	জয় জয় নিত্যানন্দ	১১৫

পদ্য	পত্রাঙ্ক
জয় জয় নিত্যানন্দ গোকুল	১০৭
জয় জয় নিত্যানন্দ রেহিণী	১১৬
জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত	১৬০
জয় জয় পঁহু শ্রীল	৩৬১
জয় জয় প্রভুপাদের	৩৯১
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ	৩৯৬
জয় জয় রাধামাধব	২০২
জয় জয় রাধে কৃষ্ণ	২০১
জয় জয় রাধেজীকো	৩৯৮
জয় জয় রূপ	৩৫৭
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত	১০৪
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াসিন্ধু	১৪৪
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ	১৫৯, ২০৮
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ	১২৯
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বাশ্রয়	১৬০
জয় জয় শ্রীগুরু	৬৩
জয় জয় শ্রীশ্রীবাস	১০০
জয় জয় সর্ব্বপ্রাণ	১২৭
জয় জয় হরিনাম	২৩১
জয় নন্দনন্দন	১৩২
জয় প্রভুবর, শ্রীকেশব	৬৫
জয় যশোদানন্দন	২০৮
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ	২০০
জয়রে জয়রে জয়	৬৭
জয়রে জয়রে মোর	১৬০
জ্ঞানী জ্ঞানযোগে	২৩৩

পদ্য	পত্রাঙ্ক
জিনিয়া রবিকর	১২৫
জীবে কৃপা করি	১৮৪
জীব জাগ, জীব জাগ	২২১
জীবন সমাপ্তিকালে	৩৫০
জীবের ভাগ্যে অবনী	১৫৩
ঠাকুর বৈষ্ণবগণ	৯২
ঠাকুর বৈষ্ণবপদ	৯৪
তপনমিশ্রের পুত্র	৩৭১
তাতল সৈকতে	১৯৭
তুমি ত' দয়ার সিন্ধু	১৮৫
তুমি ত' মারিবে যা'রে	৩০৯
তুমি নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি	১০৯
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর	৩০৬
তুয়া ভক্তি-অনুকূল	৩০৯
তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল	৩১১
তুঁহু দয়া-সাগর	২৩৮
দয়াল নিতাই-চৈতন্য	২০৩
দাবানল-সম	৫৮
দারা-পুত্র-নিজ-দেহ	৩০৩
দুন্দুভি-ডিণ্ডিম	১২৬
দুর্ল্লভ মানবজন্ম	৩৪২
দুষ্টমন, তুমি কিসের	২৭৮
দেখ নিতাইচাঁদের মাধুরী	১১৪
দেখ মন, ব্রতে যেন	২৭১
দেখিতে দেখিতে ভুলিব	১৭৬
দেবাদিদেব গৌরচন্দ্র	১৩৭
ধন, জন, দেহ, গেহ	৩৭৬

পদ্য	পত্রাঙ্ক
ধন মোর নিত্যানন্দ	১৫৭
ধন্য অবতার গোরা	৭৯
ধর্ম্মপথে থাকি কর	৩৮৪
ধর্ম্ম বলি' বেদে যারে	২৫২
নগরে নগরে গোরা	২১৩
নদীয়া উদয়গিরি	১২০
নদীয়া গোদ্রুমে	২২২
নদীয়া নগরে গোরা	৩৮৩
নদীয়া নগরে নিতাই	২১১
নদীয়ার ঘাটে ভাই	১৫৮
নবদ্বীপে উদয় করিলা	১৩৬
নমো নমঃ তুলসী	৩৯৯, ৪০০
না করলুঁ করম	৩০৭
নাচে বিশ্বম্ভর	১৩৪
নামরূপে তুমি	১০৮
নারদ মুনি বাজায় বীণা	২৩৬
নাস্তিকতা অপধর্ম্ম	১০৬
নিতাই গুণমণি	১১৭
নিতাই-গৌরনাম	১৫৭
নিতাই চৈতন্য দোঁহে	১৫২
নিতাই-পদকমল	১১২
নিতাই মোর জীবন ধন	১১৩
নিবেদন করি প্রভু	৩০০
নিরাকার নিরাকার	৩১৬
পরম করুণ, পঁহু দুইজন	১৫২
পঁহু মোর গৌরাঙ্গ	১৪৬
পীতবরণ-কলি পাবন	২৩৭
পীরিতি সচ্চিদানন্দে	৩১৬
পূর্ণচিদানন্দ তুমি	৩৭৯
পূরবে গোবর্দ্ধন	১১৮
প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র	১২৫
প্রদোষ-সময়ে	৩৭৫
প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে	৩৭৬
প্রভু, তব পদযুগে	২৩৯
প্রভুর বচন	৩৭৮
প্রভু হে, এইবার করহ করুণা	১৭৮
প্রভু হে, এমন দুর্ম্মতি	১৩০
(প্রভু হে) তুয়া পদে	২৯৯
(প্রভু হে) শুন মোর	২৯৮
প্রাণ গোরাচাঁদ মোর	৭৮
প্রাণনাথ, মোরে তুমি	১৮৭
(প্রাণেশ্বর) কহবুঁ কি	৩০১
প্রাণেশ্বর! নিবেদন	১৯২
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ	১১৮
বংশীগানামৃত-ধাম	১৯০
বড় সুখের খবর	২২২
বন্ধুগণ! শুনহ বচন	২৪২
বন্ধুসঙ্গে যদি তব	১৮৩
বরজ-বিপিনে	১৭১
বলান বৈরাগী ঠাকুর	৩৮৮
বস্তুতঃ সকলি তব	৩০২
বহির্ম্মুখ হয়ে	১৮৪
বাউল বাউল বলছে	৩৮৫
বাচ্য-বাচক—এই	২৩৪

পদ্য	পত্রাঙ্ক	পদ্য	পত্রাঙ্ক
বাঁধিল মায়া	৩৮০	ভাইরে! একদিন নীলাচলে	৪০৭
বিদ্যার বিলাসে	২৯৮	ভাইরে! একদিন শান্তিপুরে	৪০৬
বিভাবরী শেষ	২০৪	ভাইরে! ভজ গোরাচাঁদের	১৪৯
বিমল-হেম জিনি	১৩৫	ভাইরে! রামকৃষ্ণ গোচারণে	৪০৭
বিরজার পারে	১৬৮	ভাইরে! শচীর অঙ্গনে কভু	৪০৬
বিষয় বাসনারূপ	৯৯	ভাইরে! শরীর অবিদ্যা-জাল	৪০৫
বিষয়বিমূঢ় আর	৩১২	ভাইরে! শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ	৪০৭
বিষয়ে সকলে মত্ত	১০৫	ভাব না ভাব না, মন	২২৭
বিশুদ্ধ বৈরাগী করে	৪১০	ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ	৮১
বিশ্বম্ভর-চরণে	১২৮	ভালে গোরা-গদাধরের	৩৯৭
বিশ্বে উদিত	২৩২	ভুলিয়া তোমারে	২৯৭
বৃন্দাবনবাসী যত	৭৭	ভোজন লালসে	২২৯
বৃষভানুসুতা	১৭৩	ভোলা মন, একবার	২৭৬
বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা	২৪৮	মঙ্গল আরতি গৌরকিশোর	৩৯৩
বোল হরি বোল	২০৬	মঙ্গল আরতি যুগলকিশোর	৩৯৪
ব্রজধাম নিত্যধন	২৫১	মঙ্গল শ্রীগুরু-গৌর	৩৯২
ব্রজবন-সুধাকর	২৫৮	(মন আমার) হুঁসা'র থেকো	৩৮৭
ব্রজভূমি-চিন্তামণি	২৫৭	মন, তব কেন এ সংশয়	২৬৩
ব্রজেন্দ্রনন্দন, ভজে	১৯১	মন, তুমি তীর্থে সদা রত	২৭০
ব্রজের নিকুঞ্জ-বনে	২৫৯	মন, তুমি পড়িলে কি ছার	২৬৪
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া	১৮৯	মন, তুমি বড়ই চঞ্চল	২৭২
ভজ ভকত-বৎসল	৩৯৪	মন, তুমি বড়ই পামর	২৬২
ভজ ভজ হরি	২৭৫	মন, তুমি ভালবাস	২৬১
ভজ মন! নন্দকুমার	২৭৭	মন, তুমি সন্ন্যাসী	২৬৯
ভজ রে ভজ রে, আমার	২২৬	মন, তোরে বলি	২৭২
ভজহুঁ রে মন	২৭৫	মন, যোগী হ'তে	২৬৫
ভবার্ণবে প'ড়ে মোর	৩৫১	মন রে, কেন আর বর্ণ	২৬৬

পদ্য	পত্রাঙ্ক	পদ্য	পত্রাঙ্ক
মন রে, কেন কর বিদ্যার	২৬৭	রাধাকুণ্ডতট	৩১৫
মন রে, কেন মিছে	২৬০	রাধাকৃষ্ণ ! নিবেদন	১৭৯
মন রে, তুমি বড় সন্দিগ্ধ	২৬১	রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর	১৭৬
মন রে, ধনমদ	২৬৯	রাধাকৃষ্ণ বল বল	২২৪
মনের মালা জপবি	৩৮৭	রাধাবল্লভ মাধব	২০৭
মন্ত্রগুরু আর যত	৫৭	রাধাবল্লব রাধাবিনোদ	২০৮
মহাভাব চিন্তামণি	১৭০	রাধাভজনে যদি মতি	১৭২
মাঘে শুক্লাতিথি	১০৩	রাধামাধব কুঞ্জবিহারী	২০৭
মাধব, বহুত মিনতি করি	১৯৮	রাধিকাচরণ-পদ্ম	১৬৭
মানস, দেহ, গেহ	৩০৪	রাধিকাচরণ-রেণু	১৭৪
মানুষ ভজন করছো	৩৮৬	রাহু কবলে ইন্দু	১২৫
মৃত শিশু ল'য়ে	৩৮২	রূপের গৌরব কেন	২৬৮
মোর প্রভু মদনগোপাল	১৮৬	রূপের বৈরাগ্যকালে	৩৫৮
যঙ্ কলি রূপ	৩৫৭	লোকনাথ প্রভু তুমি	৬৪
যতনে যতেক ধন	১৯৭	শচীসুত গৌরহরি	১৩৮
(যদি) গৌরাঙ্গ নহিত	১৩৯	শতকোটী গোপী	১৭২
যবে রূপ-সনাতন	৩৬২	শরীরের সুখে মন	৩৪৩
যমুনা-পুলিনে	১৮৫	শুদ্ধভকত-চরণরেণু	৩১০
যশোমতী-নন্দন	২০৫	শুন হে রসিক জন	১৯৯
যশোমতী-স্তন্যপায়ী	২১৩	শুনিয়াছি সাধুমুখে	৯৯
যে আনিল প্রেমধন	১৬১	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি	২৩৮
যোগপীঠপরি স্থিত	২৪৩	শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে	২০৬
যৌবনে যখন	২৯৯	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোরা	১৩২
রমণী-শিরোমণি	১৬৮	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ	১৫১
রসিক-নাগরী	১৬৯	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে	২৯৬
রাগাবেশে ব্রজধাম	২৫৩	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া	১৫৯
রাঢ়দেশ নাম	১০৭	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম	১৫১

পদ্য	পত্রাঙ্ক	পদ্য	পত্রাঙ্ক
শ্রীকৃষ্ণবিরহে	১৭৪	হরত সকল সন্তাপ	৩৯৮
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন লাগি'	৯৪	হরিনাম তুয়া	২৩৪
শ্রীগুরু-চরণপদ্ম	৫৯	হরি বল, হরি বল	২০৪
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা	৯৬	হরি বলে মোদের	২২৬
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, তোমার চরণ	৯৫	(হরি) হরয়ে নমঃ	১৯৯
শ্রীগোপালভট্ট প্রভু	৩৬৯	হরি হরি! আর কবে	১৯৪
শ্রীচৈতন্য-কৃপা হৈতে	৩৬৩	হরি হরি! আর কি এমন	১৯৪
শ্রীবাস-বচন	৩৭৮	হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন	১৬৩
শ্রীবাসে কহেন	৩৮১	হরি হরি! কবে মোর হবে হেন দিন	৯১
শ্রীবাসের প্রতি	৩৮২	হরি হরি! কবে হব	১৯৬
শ্রীমতী রাধিকা	২৪৯	হরি হরি! কি মোর করম অনুরত	১৬৬
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পদকমলে	১৭৭	হরি হরি! কি মোর করম অভাগ	১৯৩
শ্রীরূপ-বদনে	২৩১	হরি হরি! কি মোর করমগতি	১৬৫
শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ	১৬২	হরি হরি! কৃপা করি' রাখ	১৯২
শ্রীরূপের বড় ভাই	৩৫৯	হরি হরি! বড় শেল	১৬৪
শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্ত্তন	৪০১	হরি হরি! বিফলে জনম	১৬৪
সই, কেবা শুনাইল	২৩০	হরি হে! অগ্রে এক	৩৩০
সকল বৈষ্ণব গোসাঞি	৯৩	হরি হে! অর্থের সঞ্চয়ে	২৪৪
সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্	২৪৯	হরি হে! অন্য আশা নাহি	৩২৪
সপ্তদ্বীপ দীপ্ত করি	১০১	হরি হে! অবিবেকরূপ	৩২৯
সর্ব্বস্ব তোমার চরণে	৩০১	হরি হে! আমি অপরাধী	৩২৮
সবু মেলি' বালক	৩৭৭	হরি হে! আমি ত' চঞ্চল	৩৩৫
সাধুসঙ্গ না হইল	৩৩৭	হরি হে! আমি নরপশু	৩৩৪
সুখের লাগিয়া	২৭৭	হরি হে! আমি সেই দুষ্ট	৩২৮
সৌন্দর্য্য-কিরণমালা	২৫৮	হরি হে! ওহে প্রভু দয়াময়	৩১৭
স্তুতিযোগ্য তুমি প্রভু	১৮১	হরি হে! জগতের বস্তু যত	৩১৯
হয়ে বিষয়ে আবেশ	৩৮৯	হরি হে! তব পদ-পঙ্কজিনী	৩২৫

পদ্য	পত্রাঙ্ক
হরি হে! তবাঙ্ঘ্রি-কমলদ্বয়	৩২৭
হরি হে! তুমি জগতের	৩৩৫
হরি হে! তুমি সর্ব্বগুণযুত	৩২০
হরি হে! তোমার ঈক্ষণে	৩১৮
হরি হে! তোমার গম্ভীর	৩২১
হরি হে! তোমার চরণপদ্ম	৩২৬
হরি হে! তোমা ছাড়ি'	৩৩০
হরি হে! তোমার যে শুদ্ধভক্ত	৩৩২
হরি হে! তোমারে ভুলিয়া	২৪৭
হরি হে! দয়াল মোর	১৯৮
হরি হে! দান-প্রতিগ্রহ	২৪৫
হরি হে! ধর্ম্মনিষ্ঠা নাহি	৩২২
হরি হে! নিজকর্ম্ম-দোষ-ফলে	৩২৩
হরি হে! নীরধর্ম্মগত	২৪৬
হরি হে! পরতত্ত্ব বিচক্ষণ	৩১৯
হরি হে! প্রপঞ্চে পড়িয়া	২৪৪
হরি হে! বেদবিধি-অনুসারে	৩৩২
হরি হে! ভজনে উৎসাহ	২৪৫
হরি হে! ভ্রমিতে সংসার-বনে	৩২৫
হরি হে! মায়াবদ্ধ যতক্ষণ	৩২১
হরি হে! শুন হে মধুমথন	৩৩৩
হরি হে! শ্রীরূপ-গোসাঞি	২৪৭
হরি হে! সঙ্গদোষশূন্য	২৪৬
হরি হে! স্ত্রী-পুরুষ-দেহগত	৩৩১
হরি হে! হেন দুষ্ট কর্ম্ম	৩২৩
হরে কৃষ্ণ হরে	২২৫
হা প্রভো! গৌরকিশোর	৭০
হা হা কবে গৌর-নিতাই	১৫৬
হা হা প্রভু লোকনাথ	৬৩
হা হা মোর গৌরকিশোর	১৪৮
[হিন্দী-কীর্ত্তন]	
অব্ তৌ হরিনাম	৪১৬
গুরু-চরণকমল ভজ	৪১২
জয় গোবিন্দ জয়	৪১৪
জয় মাধব, মদনমুরারী	৪১৩
জয় শচীনন্দন, জয়	৪১৩
পার করেঙ্গে নইয়ারে	৪১৫
বসো মেরে নয়নন্‌মে	৪১৫
ব্রজ-জন-মন সুখ	৪১৩
ভজ গোবিন্দ	৪১৪
সুন্দরলালা, শচীদুলালা	৪১৫
[অসমীয়া-কীর্ত্তন]	
ও হরি! মই কিয়	৪১৮
গুরু, নেরিবা	৪১৬
গোপাল গোবিন্দ	৪১৯
প্রভু—এ ও দয়াময়	৪১৭
সবে আনন্দে দিয়া	৪১৮
হরি-এ ও হরি রাম	৪২০
[উৎকল-গীতি]	
আহে নীল শৈল	৪২০
দীনবন্ধু দয়িতারী	৪২১
পতিতপাবন বাণী	৪২২
বেড় হেলানি আম	৪২২
মণিমা শুনিমা হেউ	৪২১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় গীতিগুচ্ছ

মঙ্গলাচরণম্

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

শ্রীগুরু-প্রণামঃ

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রী গুরু-বন্দনা

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি-নামিনে ॥
অতিমর্ত্ত্যচরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ পালিনে।
জীবদুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনামপ্রেম-দায়িনে ॥
গৌরাশ্রয়-বিগ্রহায় কৃষ্ণকামৈক-চারিণে।
রূপানুগ-প্রবরায় বিনোদেতি-স্বরূপিণে ॥
প্রভুপাদান্তরঙ্গায় সর্ব্বসদ্গুণশালিনে।
মায়াবাদ-তমোঘ্নায় বেদান্তার্থবিদে নমঃ ॥

শ্রীল-প্রভুপাদ-বন্দনা

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি-নামিনে ॥

শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিজ্ঞান-দায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীন-তারিণে।
রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-হারিণে॥

শ্রীল-গৌরকিশোর-বন্দনা

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভ-রসাম্ভোধে পাদাম্বুজায়তে নমঃ॥

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-বন্দনা

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

শ্রীল-জগন্নাথদাস-বন্দনা

গৌরাবির্ভাব-ভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জন-প্রিয়ঃ।
বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

শ্রী-বামন-গোস্বামি-বন্দনা

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় শ্রীকেশবপ্রিয়াত্মনে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-বামন-ইতি-নামিনে॥
কৃষ্ণবৈমুখ্য-সংসার-বিপদুদ্ধারি-বান্ধব।
নমস্তে জ্ঞান-বিজ্ঞান-রহস্যাঙ্গ-প্রদায়িনে॥
শ্রীরূপানুগ-প্রজ্ঞান-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্পুট!
গৌরকীর্ত্তন-নিষ্ণাত-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্ব-কার্ষ্ণ-গুণগ্রাম-দিব্যরত্নাঢ্য-মূর্ত্তয়ে।
গার্দ্ধবানুস্বরূপায় নমঃ কৃপামৃতাব্ধয়ে॥

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব-প্রণামঃ

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রণামঃ

সঙ্কর্ষণঃ কারণ-তোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্য-রামঃ শরণং মমাস্তু॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রণামঃ

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রণামঃ

হে কৃষ্ণ করুণা-সিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত! নমোঽস্তু তে॥

শ্রীরাধা-প্রণামঃ

তপ্ত-কাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি!
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

সম্বন্ধাদ্যধিদেব-প্রণামঃ

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্মম মন্দ-মতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ॥

দিব্যদ্-বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥

শ্রীমান্ রাস-রসারম্ভী বংশীবট-তটস্থিতঃ।
কর্ষণ্ বেণু-স্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

শ্রীতুলসী-প্রণামঃ

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তি-প্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু-নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দ॥

মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

জয়ধ্বনি

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-শ্রীরাধাবিনোদ-বিহারী জীউ কী জয়।

[তৎপরে স্ব-স্ব শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক জয় দিতে হইবে।]

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কী জয়।

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয়।

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমভাগবতপ্রবর শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কী জয়।

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কী জয়।

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ কী জয়।

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ কী জয়।

জয় গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্যভাস্কর শ্রীশ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কী জয়।

জয় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কী জয়।

জয় শ্রীল নরোত্তম-শ্রীনিবাস-শ্যামানন্দ-প্রভুত্রয় কী জয়।

জয় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কী জয়।

জয় শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কী জয়।

জয় শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল-ভট্ট, দাস-রঘুনাথ ষড়্‌গোস্বামী প্রভু কী জয়।

জয় শ্রীস্বরূপদামোদর-রায়রামানন্দাদি শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দ কী জয়।

জয় নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কী জয়।

প্রেমসে কহো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুনিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসাদি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ কী জয়। শ্রীঅন্তর্দ্বীপ মায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপাত্মক শ্রীনবদ্বীপধাম কী জয়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গোপ-গোপী-গো-গোবর্দ্ধন দ্বাদশবনাত্মক শ্রীব্রজমণ্ডল কী জয়। শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড-গঙ্গা-যমুনা-তুলসী ভক্তিদেবী কি জয়। শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা জীউ কী জয়। শ্রীনৃসিংহ-বরাহদেব কী জয়। ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ কী জয়। শ্রীবাসুদেববিপ্র-শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত কী জয়। চারিধাম কী জয়। চারি সম্প্রদায় কী জয়। চারি আচার্য্য কী জয়। যোগপীঠ-ব্রজপত্তন শ্রীচৈতন্য মঠ কী জয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কী জয়। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা-মঠসমূহ কী জয়। শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন কী জয়। অনন্তকোটী বৈষ্ণববৃন্দ কী জয়। শ্রীনিতাই-গৌরপ্রেমানন্দে হরি হরি বোল।

সাধারণ-বন্দনা

বন্দে গুরুপদদ্বন্দ্বং ভক্তবৃন্দ-সমন্বিতম্।
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দ-সহোদিতম্॥
শ্রীনন্দনন্দনং বন্দে রাধিকা-চরণদ্বয়ম্।
গোপীজন-সমাযুক্তং বৃন্দাবন-মনোহরম্॥

(শ্রীবৃহদ্‌গণোদ্দেশদীপিকা)

গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ॥

শ্রীগুরু-বন্দনা

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

শ্রীগুরুরূপ-সখী-বন্দনা

রাধাসম্মুখ-সংসক্তিং সখীসঙ্গ-নিবাসিনীম্।
তামহং সততং বন্দে মাধবাশ্রয়-বিগ্রহম্॥
ত্বং গোপিকা বৃষরবেস্তনয়ান্তিকেঽসি,
সেবাধিকারিণি গুরো! নিজ-পাদপদ্মে।
দাস্যং প্রদায় কুরু মাং ব্রজ-কাননে শ্রী-
রাধাঙ্ঘ্রি-সেবন-রসে সুখিনীং সুখাব্ধৌ॥

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

চৈতন্যচন্দ্র-চরিতামৃত-শুদ্ধ-সিন্ধু-
বৃন্দাবনীয়-সুরসোর্ম্মি-সমুন্নিমগ্নাঃ।
যে বৈ জগন্নিজগুণৈঃ স্বয়মাপুনন্তি
তান্ বৈষ্ণবাংশ্চ হরিনাম-পরান্ নমামি॥

চতুর্যুগীয় বৈষ্ণব-বন্দনা

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥ (ভাঃ ৬/৩/২০)
মার্কণ্ডেয়োঽম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ।
পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরো ধ্রুবঃ॥
দাল্‌ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
সেব্যা হরিং নিষেব্যামী নো চেদাগঃ পরং ভবেৎ॥
(লঘুভাগবতামৃত উত্তরখণ্ডে ২য় সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য)

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বন্দনা

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥
(শ্রীপ্রমেয়-রত্নাবলী)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী-বন্দনা

শ্রীমাধবপুরীং বন্দে যতীন্দ্রং শিষ্যসংযুতম্।
লোকেষ্বঙ্কুরিতো যেন কৃষ্ণভক্ত্যমরাঙ্ঘ্রিপঃ॥
(শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী)

শ্রীল সনাতন-গোস্বামি-বন্দনা

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥
(শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ)

শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বন্দনা

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥(শ্রীমুক্তাচরিতম্)
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥
(শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

শ্রীল রূপ-রঘুনাথ-গোস্বামি-বন্দনা

রূপেতি নাম বদ ভো রসনে! সদা ত্বং
রূপঞ্চ সংস্মর মনঃ করুণাস্বরূপম্।
রূপং নমস্কুরু শিরঃ সদয়াবলোকং
তস্যাদ্বিতীয়-সুতনুং রঘুনাথদাসম্॥

(শ্রীভক্তিরত্নাকর-ধৃত সাধনদীপিকা)

শ্রীল-গোপালভট্ট-জীব-গোস্বামি-বন্দনা

সনাতন-প্রেম-পরিপ্লুতান্তরং, শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলম্।
নমামি রাধারমণৈক-জীবনং, গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদম্॥
শ্রীরূপচরণদ্বন্দ্ব-রাগিণং ব্রজবাসিনম্।
শ্রীজীবং সততং বন্দে বন্দেম্বানন্দদায়িনম্॥

(ভক্তিরত্নাকর)

শ্রীষড়্গোস্বামি-বন্দনা

শ্রীরূপং সাগ্রজং বন্দে রঘুনাথং কৃপাময়ম্।
শ্রীজীবং ভট্টযুগঞ্চ সজ্জন-সুখ-দায়কম্॥
এষাং সহজ-স্নিগ্ধানাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশায় শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব-বন্দনা

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥
বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তী কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

হা বিশ্বম্ভর! হা মহারসময়! প্রেমিক-সম্পন্নিধে!
হা পদ্মাসুত! হা দয়ার্দ্রহৃদয়! ভ্রষ্টৈকবন্ধুত্তম্॥

হা সীতেশ্বর! হা চরাচরপতে! গৌরাবতীর্ণক্ষম।
হা শ্রীবাস-গদাধরেষ্টবিষয়! ত্বং মে গতিস্ত্বং গতিঃ॥
(শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্)

শ্রীশ্রীবাস-বন্দনা

শ্রীবাসপণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গ-প্রিয়পার্ষদম্।
যস্য কৃপালবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ॥
শ্রীবাস! কীর্ত্তনানন্দ! ভক্তগোষ্ঠ্যেকবল্লভ!
ত্বাং নমামি মহাযোগিন্! ভক্তরূপোঽসি নারদঃ॥

শ্রীগদাধরপণ্ডিত-বন্দনা

গদাধরমহং বন্দে মাধবাচার্য্য-নন্দনম্।
মহাভাব-স্বরূপং শ্রীচৈতন্যাভিন্নরূপিণম্॥
গান্ধর্ব্বিকা-স্বরূপায় গৌরাঙ্গ-প্রেমসম্পদে।
গদাধরায় মে নিত্যং নমোঽস্তু হে কৃপালবে॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-বন্দনা

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥
(শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা)

শ্রীঅদ্বৈত! নমস্তুভ্যং কলিজন-কৃপানিধে।
গৌরপ্রেম-প্রদানায় শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ॥
প্রেমভক্তিপ্রদং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপ্রিয়ম্।
শ্রীলাদ্বৈতপ্রভুং বন্দে শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়িনম্॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর)

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-বন্দনা

নিত্যানন্দ! নমস্তুভ্যং প্রেমানন্দ-প্রদায়িনে।
কলৌ কল্মশ-নাশায় জাহ্নবাপতয়ে নমঃ॥

হাড়াই-পণ্ডিত-তনুজ! কৃপাসমুদ্র!
পদ্মাবতী-তনয়! তীর্থপদারবিন্দ!
ত্বং প্রেমকল্পতরুরার্ত্তিহরাবতার!
মাং পাহি পামরমনাথমনন্য-বন্ধুম্॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু-বন্দনা

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ-আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষং তে চরণারবিন্দম্॥

(ভাঃ ১১।৫।৩৩-৩৪)

আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায়, হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায়, চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্)

জয় নবদ্বীপ-নবপ্রদীপ-প্রভাবঃ পাষণ্ডগজৈকসিংহঃ।
স্বনামসংখ্যা-জপসূত্রধারী, চৈতন্যচন্দ্রো ভগবান্মুরারিঃ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

স জয়তি বিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানুবিলম্বি-ষড়্ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দরদ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥

(বিদগ্ধমাধবঃ)

রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

(শ্রীস্বরূপ-গোস্বামি-কড়চা)

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বন্দনা

আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অবতীর্ণৌ স-কারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥

(শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্লোক)

শ্রীনবদ্বীপধাম-বন্দনা

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতিবৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণু-সদনম্।

সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরল-রসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিদুদিতম্॥

(শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্)

শ্রীললিতাদেব্যাদি-অষ্টসখী-বন্দনা

যাং কামপি ব্রজকুলে বৃষভানুজায়াঃ
প্রেক্ষ্য স্বপক্ষ-পদবীমনুরুদ্ধ্যমানাম্।
সদ্যস্তদিষ্ট-ঘটনেন কৃতার্থয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি॥

(শ্রীললিতাষ্টকম্)

ললিতা চ বিশাখা চ চিত্রা চম্পকবল্লীকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী চ তুঙ্গবিদ্যেন্দুরেখিকা॥
এতাভ্যোঽষ্টসখীভ্যশ্চ সততঞ্চ নমো নমঃ।
তথাপি মম সর্ব্বস্বা ললিতা সর্ব্ববন্দিতা॥

শ্রীরূপ-মঞ্জরী-বন্দনা

তাম্বূলার্পণ-পাদমর্দ্দন-পয়োদানাভিসারাদিভি-
র্বৃন্দারণ্য-মহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠ-সখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিত-ভূমিকাঃ
কেলীভূমিষু রূপমঞ্জরী-মুখাস্তাদাসিকাঃ সংশ্রয়ে॥

(শ্রীব্রজবিলাসস্তবঃ)

শ্রীশ্রীরাধিকা-বন্দনা

মহাভাবস্বরূপা ত্বং কৃষ্ণপ্রিয়া-বরীয়সী।
প্রেমভক্তিপ্রদে! দেবি! রাধিকে ত্বাং নমাম্যহম্॥
রাধে বৃন্দাবনাধীশে! করুণামৃতবাহিনি।
কৃপয়া নিজ-পাদাব্জে দাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্॥

ভজামি রাধামরবিন্দনেত্রাং, স্মরামি রাধাং মধুর-স্মিতাস্যাম্।
বদামি রাধাং করুণাভরার্দ্রাং, ততো মমান্যাস্তি গতির্ন কাপি॥

(শ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্)

হা দেবি! কাকুভর-গদ্‌গদয়াঽদ্য বাচা
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা
গান্ধর্ব্বিকে নিজগণে গণনাং বিধেহি॥

(শ্রীগান্ধর্ব্বা-সংপ্রার্থনাষ্টকম্)

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

(শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি)

শ্রীবালগোপাল-বন্দনা

করারবিন্দেন পদারবিন্দং, মুখারবিন্দে বিনিবেশয়ন্তম্।
ব্রজেশ্বরী-ক্রোড়গতং হসন্তং, বালং মুকুন্দং মনসা স্মরামি॥

নবীন-নীরদ-শ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনম্।
যশোদানন্দনং নৌমি কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্॥

(নারদপঞ্চরাত্রে গোপালস্তোত্রম্)

গোষ্ঠেশ্বরীবদন-ফুৎকৃতি লোলনেত্রং
জানুদ্বয়েন ধরণীমনুসঞ্চরন্তম্।
কিঞ্চিন্নবস্মিত-সুধামধুরাধরাভং
বালং তমালদল-নীলমহং ভজামি॥ (পদ্যাবলী-১৩২)

সজল-জলদ-নীল-ন্যক্কৃত-শ্যামলাঙ্গং
করতল-ধৃত-শৈলং বেণুবাদ্যানুশীলম্।

মধুর-মধুর-লীলং শ্রীল-গোপাল-মল্লং
ব্রজজন-কুল-পালং ধীমহি ব্রহ্মমূলম্॥

দধিমথন-নিনাদৈস্ত্যক্ত-নিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ।
মুখকমল-সমীরৈরাশু নির্ব্বাপ্য দীপান্
কবলিত নবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ॥ (পদ্যাবলী-১৪২)

সব্যে পাণৌ নিয়মিতরবং কিঙ্কিণীদাম ধৃত্বা
কুব্জীভূয় প্রপদগতিভির্মন্দমন্দং বিহস্য।
অক্ষ্ণোর্ভঙ্গ্যা বিহসিত-মুখীর্বারয়ন্ সম্মুখীনা
মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্॥

(পদ্যাবলী-১৪৩)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণম্)

ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্ বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি॥

(ভাঃ ১১।২৯।৪৯)

ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দু-বদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভধরং পীতাম্বর-সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গো-গোপ-সঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণু-বাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

কস্তূরীতিলকং ললাট-পটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে বর-মৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কণম্।

সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী
গোপস্ত্রী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল-চূড়ামণিঃ ॥

(শ্রীগোপাল-সহস্রনাম-স্তোত্রম্)

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদ-তিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিত-সুভগ-মুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুম্।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকর-বসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্মগোপাল-বেশম্ ॥(পদ্যাবলী)

শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-বন্দনা

কনক-জলদ-গাত্রৌ নীল-শোণাব্জনেত্রৌ
মৃগমদবর-ভালৌ মালতী-কুন্দমালৌ।
তরল-তরুণ-বেশৌ নীল-পীতাম্বরেশৌ
স্মর নিভৃত-নিকুঞ্জে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

(শ্রীনিকুঞ্জরহস্যস্তবঃ)

অঙ্গশ্যামলিমচ্ছটাভিরভিতো মন্দীকৃতেন্দীবরং
জাড্যঞ্জাগুড়রোচিষাং বিদধতং পট্টাম্বরস্য শ্রিয়া।
বৃন্দারণ্য-নিবাসিতং হৃদি লসদ্দামাভিরামোদরং
রাধাস্কন্ধ-নিবেশিতোজ্জ্বল-ভুজং ধ্যায়েম দামোদরম্ ॥ (স্তবাবলী)

শ্রীবৃন্দাবনধাম-বন্দনা

জয়তি জয়তি বৃন্দারণ্যমেতন্মুরারেঃ
প্রিয়তমমতি-সাধুস্বান্ত-বৈকুণ্ঠবাসাৎ।
রময়তি স সদা গাঃ পালয়ন্ যত্র গোপীঃ
স্বরিত-মধুর-বেণুর্বর্দ্ধয়ন্ প্রেম রাসে ॥

(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্)

শ্রীবলরাম-বন্দনা

নমস্তে তু হলগ্রাম নমস্তে মুষলায়ুধ।
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্ত-বৎসল ॥

নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর।
প্রলম্বারে নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণ-পূর্ব্বজ॥

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-বন্দনা

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্-রামকৃষ্ণচরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ॥

(ভাঃ ১০।২১।১৮)

গোবর্দ্ধনো জয়তি শৈলকুলাধিরাজো
যো গোপিকাভিরুদিতো হরিদাসবর্য্যঃ।
কৃষ্ণেন শক্রমখভঙ্গকৃতার্চ্চিতো যঃ
সপ্তাহমস্য করপদ্মতলেঽবাৎসীৎ॥

(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্)

সপ্তাহমেবাচ্যুত-হস্তপঙ্কজে ভৃঙ্গায়মানং ফলমূল-কন্দরৈঃ।
সংসেব্যমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈর্গোবর্দ্ধনাদ্রিং শিরসা নমামি॥

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-বন্দনা

অনন্ত-হরিরাধিকা-মধুরকেলিবৃন্দৈঃ সদা
মহাদ্ভুতমহো! মহারস-চমৎকৃতীনাং নিধিম্।
মহোজ্জ্বলং মহাসুসৌরভতমং চ বৃন্দাবনে
সমরোন্মদ-তদীশ্বরীদয়িত-দিব্যকুণ্ডং নুমঃ॥

(শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতম্)

হে শ্রীসরোবর! সদা ত্বয়ি সা মদীশা
প্রেষ্ঠেন সার্দ্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ।
ত্বঞ্চেৎ প্রিয়াৎ প্রিয়মতীব তয়োরিতী মাং
হা দর্শয়াদ্য কৃপয়া মম জীবিতং তাম্॥

(শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি)

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ (পাদ্মে)

শ্রীশ্যামকুণ্ড-বন্দনা

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমভবৎ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-পদ্মাদিদং
স্ফীতং যন্মকরন্দ-বিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ।
সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ
প্রেম্নালিঙ্গদিব প্রিয়াসর ইদং তন্নিত্যনিত্যং ভজে॥

(শ্রীব্রজবিলাসস্তবঃ)

শ্রীযমুনা-বন্দনা

চিদানন্দোভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥

(পদ্মপুরাণ)

গঙ্গাদি-তীর্থ-পরিষেবিত-পাদপদ্মাং
গোলোক-সখ্যরস-পূরমহিং মহিম্না।
আপ্লাবিতাখিল-সুধা-সুজলাং সুখাব্ধৌ
রাধা-মুকুন্দ-মুদিতাং যমুনাং নমামি॥

শ্রীপৌর্ণমাসী-বন্দনা

রাধেশ-কেলি-প্রভুতা-বিনোদ-বিন্যাশ-বিজ্ঞাং ব্রজ-বন্দিতাঙ্ঘ্রিম্।
কৃপালুতাদ্যখিল-বিশ্ববন্দ্যাং শ্রীপৌর্ণমাসীং শিরসা নমামি॥

শ্রীবৃন্দাদেবী-বন্দনা

বৃন্দাবন-স্থিরচরান্ পরিপালয়িত্রি!
বৃন্দে! তয়োরসিকয়োরতি-সৌভগেন।
আঢ্যাসি তৎকুরু কৃপাং গণনা যথৈব
শ্রীরাধিকা-পরিজনেষু মমাপি সিদ্ধ্যেৎ॥

(শ্রীসঙ্কল্প-কল্পদ্রুমঃ)

ভক্ত্যা বিহীনা অপরাধলক্ষৈঃ ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি-তরঙ্গমধ্যে।
কৃপাময়ি! ত্বাং শরণং প্রপন্না বৃন্দে নুমস্তে চরণারবিন্দম্॥

(শ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্)

শ্রীব্রজবাসীবৃন্দ-বন্দনা

মুদা যত্র ব্রহ্মা তৃণনিকর-গুল্মাদিষু পরং
সদা কাঙ্ক্ষন্ জন্মার্পিত-বিবিধকর্ম্মাপ্যনুদিনম্।
ক্রমাদ্ যে তত্রৈব ব্রজভুবি বসন্তি প্রিয়জনা
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরমবিনয়াৎ পুণ্যখচিতাঃ॥

(শ্রীব্রজবিলাসস্তবঃ)

শ্রীগোপীশ্বর-শিব-বন্দনা

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম সোম-
মৌলে! সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপীশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রেম প্রযচ্ছ নিরুপাধি নমো নমস্তে॥ (শ্রীসঙ্কল্প-কল্পদ্রুমঃ)

শ্রীতুলসী-বন্দনা

মহাপ্রসাদ-জননী সর্ব্ব-সৌভাগ্য-বর্দ্ধিনী।
আধিব্যাধিহরী নিত্যং তুলসি! ত্বং নমোঽস্তু তে॥

শ্রীগঙ্গা-বন্দনা

প্রভু-ক্রীড়াপাত্রীমমৃত-রসগাত্রীমৃষিঘটা-
শিব-ব্রহ্মেন্দ্রাদীড়িত-মহিত-মাহাত্ম্য-মুখরাম্।
লসৎ-কিঞ্জল্কাম্ভোজনি-মধুপ-গর্ভোরু-করুণা-
মহং বন্দে গঙ্গামঘনিকর-ভঙ্গা-জলকণাম্॥

শ্রীবেদব্যাস-দেব-বন্দনা

পিতাপরাশরো যস্য শুকদেবস্য যঃ পিতা।
তং ব্যাসং বদরীবাসং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ভজে॥

(শ্রীসিদ্ধান্তদর্পণম্)

শ্রীশুকদেব-বন্দনা

যং প্রবজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি॥
যঃ স্বানুভাবমখিল-শ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্ম-দীপমতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্॥

(ভাঃ ১।২।২-৩)

শ্রীমদ্ভাগবত-বন্দনা

তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপারসংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্॥

(শ্রীপদ্মপুরাণম্)

শ্রীশ্রীনাম-বন্দনা

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত-নিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদি-যত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্)

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-বন্দনা

মহাম্ভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-সুরসেবাবসরদো-
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥

(শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্)

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব-বন্দনা

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে॥

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥

(শ্রীনৃসিংহ-পুরাণম্)

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

(শ্রীভাবার্থ-দীপিকা)

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র-বন্দনা

নীলাম্বুজ-শ্যামল-কোমলাঙ্গং, সীতাসমারোপিত-বামভাগম্।
পাণৌ মহাসায়ক-চারুচাপং, নমামি রামং রঘুবংশনাথম্॥

(শ্রীরামচরিত-মানস)

দক্ষিণে লক্ষ্মণো যস্য বামতো জানকী শুভা।
পুরতো মারুতীর্যস্য তং নমামি রঘূত্তমম্॥

শ্রীশ্রীদশাবতার-বন্দনা

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

(শ্রীগীতগোবিন্দম্)

শ্রীগুরু-পরম্পরা

[শ্রীল কবিকর্ণপূরানুমোদিতা; শ্রীল-গোপালভট্ট-গোস্বামিনা, শ্রীল-বলদেব-বিদ্যাভূষণেন চোদ্ধৃতা]

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্-ক্রমাদ্বয়ম্॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বর-শিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ।
কলি-কলুষ-সন্তপ্তং করুণাসিন্ধুনা স্বয়ম্॥
মহাপ্রভু-স্বরূপশ্রীদামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ।✶
রূপ-সনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামি-প্রবরৌ প্রভূ॥
শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপ-প্রিয়ো মহামতিঃ।
তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজঃ শ্রীকৃষ্ণদাস-প্রভুর্মতঃ॥
তস্য প্রিয়োত্তমঃ শ্রীল-সেবাপরো নরোত্তমঃ।
তদনুগত-ভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সদুত্তমঃ॥
তদাসক্তশ্চ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য-ভূষণম্।
বিদ্যাভূষণপাদ-শ্রীবলদেবঃ সদাশ্রয়ঃ॥
বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথ-প্রভুস্তথা।
শ্রীমায়াপুর-ধাম্নস্তু নির্দ্দেষ্টা সজ্জন-প্রিয়ঃ॥
শুদ্ধভক্তি-প্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ।
শ্রীভক্তিবিনোদো দেবস্তৎপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ॥

✶ অত্রতঃ জগদ্গুরু-শ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-ঠাকুর-বিরচিতা।

তদভিন্ন-সুহৃদ্বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ।
শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্॥
মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ। ※
বিশুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তপদ্ম-বিকাশকঃ॥
দেবোঽসৌ পরমোহংসো মত্তঃ শ্রীগৌর-কীর্ত্তনে।
প্রচারাচার-কার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ॥
হরিপ্রিয়-জনৈর্গম্য ওঁ বিষ্ণুপাদ-পূর্ব্বকঃ।
শ্রীপাদো **ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী**-মহোদয়ঃ॥
তদন্তরঙ্গবর্য্যঃ **শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশবঃ**।
গৌরবাণী-বিনোদে যঃ কৃতিরত্নেতি-সংজ্ঞকঃ॥
তস্যানুগ-প্রধান-**শ্রীভক্তিবেদান্ত বামনঃ**।
সারস্বত-সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য-ভাস্করঃ॥
সর্ব্বে তে গৌর-বংশ্যাশ্চ পরমহংস-বিগ্রহাঃ।
বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্ট-গ্রহাগ্রহাঃ॥

শ্রীগুর্ব্বষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক- ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য **বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ১**
মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত- বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো **বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ২**
শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা- শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি **বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৩**
চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ- স্বাদ্বন্ন-তৃপ্তান্ হরিভক্ত-সঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব **বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৪**

※ অত্রতঃ কেনচিচ্ছুদ্ধ-গৌড়ীয়েন সংযোজিতা।

শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার- মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৫
নিকুঞ্জযূনো-রতিকেলি-সিদ্ধ্যৈ- র্যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৬
সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈ- রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৭
যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৮
শ্রীমদ্গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈ- র্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎ- সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব ॥৯

শ্রীকেশবাচার্য্যাষ্টকম্ (১)

(শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-ত্রিবিক্রম-মহারাজেন বিরচিতম্)

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি-নামিনে ॥ ১ ॥
শ্রীসরস্বত্যভীপ্সিতং সর্ব্বথা সুষ্ঠু-পালিনে।
শ্রীসরস্বত্যভিন্নায় পতিতোদ্ধার-কারিণে ॥ ২ ॥
বজ্রাদপি কঠোরায় চাপসিদ্ধান্ত-নাশিনে।
সত্যস্যার্থে নির্ভীকায় কুসঙ্গ-পরিহারিণে ॥ ৩ ॥
অতিমর্ত্ত্য-চরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ-পালিনে।
জীব-দুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেম-দায়িনে ॥ ৪ ॥
বিষ্ণুপাদ-প্রকাশায় কৃষ্ণ-কামৈক-চারিণে।
গৌর-চিন্তা-নিমগ্নায় শ্রীগুরুং হৃদি-ধারিণে ॥ ৫ ॥
বিশ্বং বিষ্ণুময়মিতি স্নিগ্ধ-দর্শন-শালিনে।
নমস্তে গুরুদেবায় কৃষ্ণ-বৈভব-রূপিণে ॥ ৬ ॥

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতেঃ স্থাপকায় চ।
শ্রীশ্রীমায়াপুর-ধাম্নঃ সেবা-সমৃদ্ধি-কারিণে॥৭॥
নবদ্বীপ-পরিক্রমা যেনৈব রক্ষিতা সদা।
দীনং প্রতি দয়ালবে তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥৮॥
দেহি মে তব শক্তিস্তু দীনেনেয়ং সুযাচিতা।
তব পাদ-সরজেভ্যো মতিরস্তু প্রধাবিতা॥৯॥

শ্রীকেশবাচার্য্যাষ্টকম্ (২)

(শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-উর্দ্ধমন্থী-মহারাজেন বিরচিতম্)

চিরমুক্তগণাদৃত-কাম্যধনং ধনদেপ্সিত-বন্দিত-কল্পতরুম্।
তরুরাজিত-চিন্ময়-ধামচরং প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্॥১
কুলিয়ৈব-বরাহ-সুধামবরং বরদায়ক-দেব-বিকাশকৃতম্।
কৃতদোষ-সমূহ-তমোহরণং প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্॥২
নটনপ্রিয়-ভাব-কলাদ্রুচিরং চিরধাম-বিরাজিত-নিত্যপ্রভুম্।
প্রভুপাদ-রসাব্ধি-কৃতীরতনং প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্॥৩
রঘুনাথ-নিভৈব-বিরাগপরং পরমোজ্জ্বল-রাগ-সুমূর্ত্তিসুরম্।
সুরনন্দিত-তর্পিত-দেববরং প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্॥৪
প্রভুপাদ-মনোগত-ভাবধরং ধরণী-জড়রঙ্গ-বিহীননরম্।
নররূপ-বিলাস-বিভাবময়ং প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্॥৫
প্রণতাভয়-দায়ক-তীর্থপদং পদসংশ্রিত-দীন-সমুত্তরণম্।
তরণোন্মুখ-জীব-ভবাপগমং প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্॥৬
পিতৃভাব-পরায়ণ-শিষ্যগতিং গতিমুক্তি-বিধায়ক-শান্তবরম্।
বরণাগত-দুর্ম্মতি-শন্দপদং প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্॥৭
নিগমান্ত-সভা-নবকীর্ত্তিধরং ধরণীজন-তারক-গৌরপরম্।
পরসেব্য-পদাব্জ-রজস্তমহং প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্॥৮

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ

(শ্রীল-ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-গোস্বামি-মহারাজ-বিরচিতম্)

সুজনার্ব্বুদ-রাধিত-পাদযুগং যুগধর্ম্ম-ধুরন্ধর-পাত্রবরম্।
বরদাভয়-দায়ক-পূজ্যপদং **প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ১**
ভজনোর্জ্জিত-সজ্জন-সঙ্ঘপতিং পতিতাধিক-কারুণিকৈকগতিম্।
গতিবঞ্চিত-বঞ্চকাচিন্ত্যপদং **প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ২**
অতিকোমল-কাঞ্চন-দীর্ঘতনুং তনুনিন্দিত-হেম-মৃণালমদম্।
মদনার্ব্বুদ-বন্দিত-চন্দ্রপদং **প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ৩**
নিজসেবক-তারক-রঞ্জিবিধুং বিধুতাহিত-হুঙ্কৃত-সিংহবরম্।
বরণাগত-বালিশ-শন্দপদং **প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ৪**
বিপুলীকৃত-বৈভব-গৌরভুবং ভুবনেষু বিকীর্ত্তিত-গৌরদয়ম্।
দয়নীয়গণার্পিত-গৌরপদং **প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ৫**
চিরগৌর-জনাশ্রয়-বিশ্বগুরুং গুরু-গৌরকিশোরক-দাস্যপরম্।
পরমাদৃত-ভক্তিবিনোদপদং **প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ৬**
রঘু-রূপ-সনাতন-কীর্ত্তিধরং ধরণীতল-কীর্ত্তিত-জীবকবিম্।
কবিরাজ-নরোত্তম-সখ্যপদং **প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ৭**
কৃপয়া-হরিকীর্ত্তন মূর্ত্তিধরং ধরণী-ভরহারক-গৌরজনম্।
জনকাধিক-বৎসল স্নিগ্ধপদং **প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ৮**
শরণাগত-কিঙ্কর-কল্পতরুং তরুধিক্কৃত-ধীর-বদান্যবরম্।
বরদেন্দ্র-গণার্চ্চিত-দিব্যপদং **প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥ ৯**
পরহংসবরং পরমার্থপতিং পতিতোদ্ধরণে কৃত-বেশযতিম্।
যতিরাজগণৈঃ পরিসেব্যপদং **প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥১০**
বৃষভানুসুতা-দয়িতানুচরং চরণাশ্রিত-রেণুধরস্তমহম্।
মহদদ্ভুত-পাবন-শক্তিপদং **প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্॥১১**

শ্রীল-গৌরকিশোরাষ্টকম্

শ্রীগৌরধামাশ্রিত-শুদ্ধভক্তং রূপানুগাদ্যং নিরবদ্যরূপম্।
বৈরাগ্যধর্ম্মোজ্জ্বল-বিগ্রহং তং **বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ১**
অসৎ-প্রসঙ্গং পরিহায় নিত্যং গৌরাঙ্গ-সেবাব্রত-মগ্নচিত্তম্।
গৌড়-ব্রজাভেদ-বিশিষ্ট-প্রজ্ঞং **বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ২**
শ্রীধাম-মায়াপুর-দিব্য-গূঢ়- মাহাত্ম্য-গীতোন্মুখরং বরেণ্যম্।
ধন্যং মহাভাগবতাগ্রগণ্যং **বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ৩**
পূতাবধূত-ব্রজ-শীর্ষরত্নং শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-নিগূঢ়-ভক্তম্।
সদা ব্রজাবেশ-সরাগ-চেষ্টং **বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ৪**
শোকাস্পদাতীত-প্রভাব-রম্যং মূঢ়েরবেদ্যং প্রণতাভিগম্যম্।
নিত্যানুভূতাচ্যুত-সদ্‌বিলাসং **বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥৫**
কাপট্য-ধর্ম্মান্বিত-চণ্ড-দণ্ড- বিধায়কং সজ্জন-সঙ্গ-রঙ্গম্।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদাব্জ-ভৃঙ্গং **বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ৬**
দামোদরোত্থান-দিনে প্রধানে ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে।
প্রপঞ্চলীলা-পরিহারবন্তং **বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ৭**

তব হি 'দয়িতদাসে' সত্যসূর্য্য-প্রকাশে
জগতি দুরতিনাশে প্রোদ্যতে চিদ্‌বিলাসে।
বয়মনুগতভৃত্যাঃ পাদপদ্মং প্রপন্না
অনুদিনমনুকম্পাং প্রার্থয়ামো নগণ্যাঃ ॥৮

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-দশকম্

অমন্দ-কারুণ্য-গুণাকরশ্রী- চৈতন্যদেবস্য দয়াবতারঃ।
স গৌরশক্তির্ভবিতা পুনঃ কিং পদং দৃশোর্ভক্তিবিনোদদেবঃ॥ ১
শ্রীমজ্জগন্নাথ-প্রভুপ্রিয়ো য একাত্মকো গৌরকিশোরকেন।
শ্রীগৌর-কারুণ্যময়ো ভবেৎ কিং নিত্যং স্মৃতৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ॥ ২

শ্রীনামচিন্তামণি-সম্প্রচারৈ- রাদর্শমাচার-বিধৌ দধৌ যঃ।
স জাগরূকঃ স্মৃতিমন্দিরে কিং নিত্যং ভবেদ্ **ভক্তিবিনোদদেবঃ** ॥ ৩
নামাপরাধৈ রহিতস্য নাম্নো মাহাত্ম্যজাতং প্রকটং বিধায়।
জীবে দয়ালুর্ভবিতা স্মৃতৌ কিং কৃতাসনো **ভক্তিবিনোদদেবঃ** ॥ ৪
গৌরস্য গূঢ়প্রকটালয়স্য সতোঽসতো হর্ষ-কুনাট্যয়োশ্চ।
প্রকাশকো গৌরজনো ভবেৎ কিং স্মৃত্যাস্পদং **ভক্তিবিনোদদেবঃ** ॥ ৫
নিরস্য বিঘ্নানিহ ভক্তিগঙ্গা- প্রবাহনেনোদ্ধৃত-সর্ব্বলোকঃ।
ভগীরথো নিত্যধিয়াং পদং কিং ভবেদসৌ **ভক্তিবিনোদদেবঃ** ॥ ৬
বিশ্বেষু চৈতন্যকথাপ্রচারী মাহাত্ম্যশংসী গুরুবৈষ্ণবানাম্।
নামগ্রহাদর্শ ইহ স্মৃতঃ কিং চিত্তে ভবেদ্ **ভক্তিবিনোদদেবঃ** ॥ ৭
প্রয়োজনং সন্নভিধেয়-ভক্তি- সিদ্ধান্তবাণ্যা সমমত্র গৌর-
কিশোর-সম্বন্ধযুতো ভবেৎ কিং চিত্তং গতো **ভক্তিবিনোদদেবঃ** ॥ ৮
শিক্ষামৃতং সজ্জনতোষণীঞ্চ চিন্তামণিঞ্চাত্র সজৈবধর্ম্মম্।
প্রকাশ্য চৈতন্যপ্রদো ভবেৎ কিং চিত্তে ধৃতো **ভক্তিবিনোদদেবঃ** ॥ ৯
আষাঢ়দর্শেঽহনি গৌরশক্তি- গদাধরাভিন্ন-তনুর্জহৌ যঃ।
প্রপঞ্চলীলামিহ নো ভবেৎ কিং দৃশ্যঃ পুনর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ১০

শ্রীল জগন্নাথাষ্টকম্

রূপানুগানাং প্রবরং সুদান্তং শ্রীগৌরচন্দ্র-প্রিয়ভক্তরাজম্।
শ্রীরাধিকা-মাধব-চিত্তরামং **বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্** ॥ ১
শ্রীসূর্য্যকুণ্ডাশ্রয়িণঃ কৃপালো- র্বিদ্বদ্বরং শ্রীমধুসূদনস্য।
প্রেষ্ঠস্বরূপেণ বিরাজমানং **বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্** ॥ ২
শ্রীধাম-বৃন্দাবনবাসি-ভক্ত- নক্ষত্ররাজিস্থিত-সোমতুল্যম্।
একান্ত-নামাশ্রিত-সঙ্ঘপালং **বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্** ॥ ৩

বৈরাগ্য-বিদ্যা-হরিভক্তিদীপ্তং দৌর্জ্জন্য-কাপট্য-বিভেদবজ্রম্।
শ্রদ্ধাযুতেষ্বাদর-বৃত্তিমন্তং **বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্॥৪**
সংপ্রেরিতো গৌরসুধাংশুনা য- শচক্রে হি তজ্জন্ম-গৃহ-প্রকাশম্।
দেবৈর্নুতং বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমং **বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্॥৫**
সঞ্চার্য্য সর্ব্বং নিজশক্তিরাশিং যো ভক্তিপূর্ব্বে চ বিনোদদেবে।
তেনে জগত্যাং হরিনামবন্যাং **বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্॥৬**
শ্রীনামধাম্নোঃ প্রবলপ্রচারে ঈহাপরং প্রেমরসাব্ধিমগ্নম্।
শ্রীযোগপীঠে কৃতনৃত্যভঙ্গং **বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৭**
মায়াপুরে ধামনি সক্তচিত্তং গৌর-প্রকাশেন চ মোদযুক্তম্।
শ্রীনামগানৈর্গলদশ্রুনেত্রং **বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্॥৮**
হে দেব! হে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম! ভক্ত্যা পরাভূত-মহেন্দ্রধিষ্ণ্য!
ত্বদ্গোত্র-বিস্তারকৃতিং সুপুণ্যাং বন্দে মুহুর্ভক্তিবিনোদধারাম্॥৯

শ্রীষড়্গোস্বাম্যষ্টকম্

[শ্রীল-শ্রীনিবাসাচার্য্য-বিরচিতম্]

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ॥১॥

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ॥২॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণন-বিধৌ শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধ্যন্বিতৌ
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দ-গানামৃতৈঃ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈক-নিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৩ ॥

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতি-শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধি-লহরী-কল্লোল-মগ্নৌ মুহু-
র্বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৪ ॥

কূজৎ-কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারত্ন-নিবদ্ধ-মূল-বিটপ-শ্রীযুক্ত-বৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৫ ॥

সংখ্যাপূর্ব্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণ-গুণ-স্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৬ ॥

রাধাকুণ্ড-তটে কলিন্দ-তনয়া-তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৭ ॥

হে রাধে! ব্রজদেবিকে! চ ললিতে! হে নন্দসূনো! কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপ-তলে কালিন্দী-বন্যে কুতঃ।
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৮ ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্

[শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিং স্ফুরদমল-কান্তিং গজগতিং
হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃত-পরম-সত্ত্বং স্মিতমুখম্।
সদা ঘূর্ণন্নেত্রং কর-কলিত-বেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ১ ॥

রসানামাগারং স্বজনগণ-সর্ব্বস্বমতুলং
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম-বসুধা-জাহ্নবা-পতিম্।
সদা প্রেমোন্মাদং পরম-বিদিতং মন্দ-মনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ২ ॥

শচীসূনু-প্রেষ্ঠং নিখিল-জগদিষ্টং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ-করণোদ্দাম-করুণম্।
হরের্ব্যাখ্যানাদ্বা ভব-জলধি-গর্ব্বোন্নতি-হরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৩ ॥

অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলি-কলুষিণাং কিং নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৪ ॥

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ! কুরু হরি-হরি-ধ্বানমনিশং
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহু-স্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৫ ॥

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধি-হরণ-কুম্ভোদ্ভবমহো
সতাং শ্রেয়ঃ-সিন্ধূন্নতি-কুমুদ-বন্ধুং সমুদিতম্।

খলশ্রেণী-স্ফূর্জ্জৎতিমির-হর-সূর্য্য-প্রভমহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৬ ॥
নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণম্।
প্রকুর্ব্বন্তং সন্তং সকরুণ-দৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৭ ॥
সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ কর-সরসিজং কোমলতরং
মিথো বক্ত্রালোকোচ্ছলিত-পরমানন্দ-হৃদয়ম্।
ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ! মদয়ন্তং পুরজনান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৮ ॥
রসানামাধানং রসিক-বর-সদ্বৈষ্ণবধনং
রসাগারং সারং পতিত-ততি-তারং স্মরণতঃ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি য-
স্তদঙ্ঘ্রি-দ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥ ৯ ॥

(ভৈরবী)

পশ্য শচী-সুতমনুপম-রূপম্।
কলিতামৃত-রস-নিরুপম-কূপম্॥
কৃষ্ণরাগ-কৃত-মানস-তাপম্।
লীলা-প্রকটিত-রুদ্রপ্রতাপম্॥
প্রকলিত-পুরুষোত্তম-সুবিষাদম্।
কমলা-করকমলাঞ্চিত-পাদম্॥
রোহিত-বদন-তিরোহিত-ভাষম্।
রাধামোহন-কৃত-চরণাশম্॥

(বিভাষ)

বন্দে বিশ্বম্ভর-পদ-কমলম্।
খণ্ডিত-কলিযুগ-জনমল-সমলম্॥
সৌরভ-কর্ষিত-নিজজন-মধুপম্।
করুণা-খণ্ডিত-বিরহ-বিতাপম্॥
নাশিত-হৃদ্গত-মায়া-তিমিরম্।
বর-নিজকান্ত্যা জগতামচিরম্॥
সতত-বিরাজিত-নিরুপম-শোভম্।
রাধামোহন-কলিত-বিলোভম্॥

(গুজ্জরী)

মধুকর-রঞ্জিত-মালতি-মণ্ডিত-জিতঘন-কুঞ্চিত-কেশম্।
তিলক-বিনিন্দিত-শশধর-রূপক-ভুবন-মনোহর-বেশম্॥
সখে, কলয় গৌরমুদারম্।
নিন্দিত-হাটক-কান্তি-কলেবর-গর্ব্বিতমারকমারম্॥
মধু-মধুরস্মিত-লোভিত-তনুভৃতমনুপম-ভাব-বিলাসম্।
নিধুবন-নাগরী-মোহিত-মানস-বিকথিত-গদ্গদ-ভাষম্।
পরমাকিঞ্চন-কিঞ্চন-নরগণ-করুণা-বিতরণশীলম্।
ক্ষোভিত-দুর্ম্মতি-**রাধামোহন**-নামক-নিরুপম-লীলম্॥

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ-শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-কৃতঃ]

(তোটকচ্ছন্দঃ)

যদি তে হরিপাদসরোজসুধা-, রসপানপরং হৃদয়ং সততম্।
পরিহৃত্য গৃহং কলিভাবময়ং, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্**॥ ১

ধন-যৌবন-জীবন-রাজ্যসুখং, ন হি নিত্যমনুক্ষণ-নাশপরম্।
ত্যজ গ্রাম্যকথা সকলং বিফলং, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্॥ ২**
রমণীজন-সঙ্গসুখঞ্চ সখে, চরমে ভয়দং পুরুষার্থহরম্।
হরিনাম-সুধারস-মত্তমতি-, **র্ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্॥ ৩**
জড়কাব্যরসো ন হি কাব্যরসঃ, কলিপাবন-গৌররসো হি রসঃ।
অলমন্যকথাদ্যনুশীলনয়া, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্॥ ৪**
বৃষভানু-সুতান্বিত-বামতনুং, যমুনাতট-নাগর-নন্দসুতম্।
মুরলী-কলগীত-বিনোদপরং, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্॥ ৫**
হরিকীর্ত্তন-মধ্যগতং স্বজনৈঃ, পরিবেষ্টিত-জাম্বুনদাভহরিম্।
নিজ-গৌড়জনৈক-কৃপাজলধিং, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্॥ ৬**
গিরিরাজসুতা-পরিবীত-গৃহং, নবখণ্ডপতিং যতি-চিত্তহরম্।
সুরসঙ্ঘনুতং প্রিয়য়া সহিতং, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্॥ ৭**
কলিকুক্কুর-মুদ্গর-ভাবধরং, হরিনাম-মহৌষধ-দানপরম্।
পতিতার্ত্ত-দয়ার্দ্র-সুমূর্ত্তিধরং, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্॥ ৮**
রিপুবান্ধব-ভেদবিহীন-দয়া, যদভীক্ষ্ণমুদেতি মুখাব্জ-ততৌ।
তমকৃষ্ণমিহ ব্রজরাজসুতং, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্॥ ৯**
ইহ চোপনিষৎ-পরিগীতবিভু-, দ্বিজরাজসুতঃ পুরটাভ-হরিঃ।
নিজধামনি খেলতি বন্ধুযুতো, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্॥১০**
অবতারবরং পরিপূর্ণকলং, পরতত্ত্বমিহাত্ম-বিলাসময়ম্।
ব্রজধাম-রসাম্বুধি-গুপ্তরসং, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্॥১১**
শ্রুতি-বর্ণ-ধনানি ন যস্য কৃপা-, জননে বলবদ্ ভজনেন বিনা।
তমহৈতুক-ভাবপথা হে সখে, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্॥১২**
অপি নক্রগতৌ হ্রদমধ্যগতং, কমমোচয়দার্ত্তজনং তমজম্।
অবিচিন্ত্যবলং শিবকল্পতরুং, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্॥১৩**
সুরভীন্দ্র-তপঃপরিতুষ্ট-মনো, বরবর্ণধরো হরিরাবিরভূৎ।
তমজস্র-সুখং মুনিধৈর্য্যহরং, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্॥১৪**

অভিলাষচয়ং তদভেদধিয়-, মশুভঞ্চ শুভং ত্যজ সর্ব্বমিদম্।
অনুকূলতয়া প্রিয়সেবনয়া, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১৫**
হরিসেবকসেবন-ধর্ম্মপরো, হরিনাম-রসামৃত-পানরতঃ।
নতি-দৈন্য-দয়াপর-মানযুতো, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১৬**
বদ যাদব মাধব কৃষ্ণ হরে, বদ রাম জনার্দ্দন কেশব হে।
বৃষভানুসুতা-প্রিয়নাথ সদা, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১৭**
বদ যামুনতীর-বনাদ্রিপতে, বদ গোকুলকানন-পুঞ্জরবে।
বদ রাসরসায়ন গৌরহরে, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১৮**
চল গৌরবনং নবখণ্ডময়ং, পঠ গৌরহরেশ্চরিতানি মুদা।
লুঠ গৌরপদাঙ্কিত-গাঙ্গতটং, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১৯**
স্মর গৌর-গদাধর-কেলিকলাং, ভব গৌর-গদাধর-পক্ষচরঃ।
শৃণু গৌর-গদাধর-চারুকথাং, **ভজ গোদ্রুম-কানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥২০**

শ্রীশচীতনয়াষ্টকম্

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং বিলসিত-নিরবধি-ভাববিদেহম্।
ত্রিভুবন-পাবন-কৃপায়া লেশং **তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ১**
গদ্‌গদ-অন্তর-ভাববিকারং দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিশালম্।
ভবভয়ভঞ্জন-কারণ-করুণং **তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ২**
অরুণাম্বরধর-চারুকপোলং ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরম্।
জল্পিত-নিজগুণনাম-বিনোদং **তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৩**
বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং ভূষণ-নবরস-ভাববিকারম্।
গতি-অতিমন্থর-নৃত্যবিলাসং **তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৪**
চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরম্।
চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতলবদনং **তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৫**
ধৃত-কোটি-ডোর-কমণ্ডলু-দণ্ডং দিব্য-কলেবর-মুণ্ডিত-মুণ্ডম্।
দুর্জ্জন-কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং **তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৬**

ভূষণ-ভূরজ-অলকা-বলিতং কল্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরম্।
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ৭
নিন্দিত-অরুণ-কমল-দল-নয়নং আজানুলম্বিত-শ্রীভুজ-যুগলম্।
কলেবর-কৈশোর-নর্ত্তক-বেশং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ৮

শ্রীগৌরাঙ্গস্তোত্রম্

[শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক-আচার্য্য-মহারাজ-বিরচিতম্]

শ্রীরাধিকা-রূপ-গুণোর্ম্মি-চৌরঃ প্রতপ্তকার্ত্তস্বরকান্ত-গৌরঃ।
বেদান্ত-বেদাঙ্গ-পুরাণসারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥ ১
ব্রহ্মেন্দ্র-রুদ্রস্তুত-পাদপদ্মঃ ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-গুণাব্ধিসদ্মঃ।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-প্রমোদভারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥ ২
স্বরূপ-রূপাদিক-প্রাণনাথঃ গোপাল-গোবিন্দ-মুকুন্দনাথঃ।
দরিদ্র-দুর্জ্জাত্যঘ-দুঃখদারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥ ৩
মায়ামত-ধ্বান্ত-নিকারহারী বারাণসী-ন্যাসি-সমূহতারী।
বিশুদ্ধ-সদ্ভক্তি-প্রসারকারী জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারী॥ ৪
শ্রীদিগ্বিজেতৃ-দ্বিজ-দর্পহারী শ্রীসার্ব্বভৌমাতি-প্রসাদকারী।
অষ্টাদশাব্দেশ-পুরীবিহারী জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারী॥ ৫
মহোজ্জ্বল-প্রেমরস-প্রদাতা শ্রীনাম-সর্ব্বোত্তম-ভক্তিধাতা।
গোলোক-বৃন্দাবন-সদ্বিহারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥ ৬
সদা হরেকৃষ্ণ-সুগানমত্তঃ যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র-সমাধিবিত্তঃ।
দত্তব্রজপ্রেম-সুধা-সুসারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥ ৭
কবাট-বক্ষো-নবপদ্মনেত্রঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ-ঘনাসুগাত্রঃ।
স্বাঙ্গ-প্রভা-নিন্দিত-কোটিমারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥ ৮
নীলাদ্রি-শুভ্রাংশু-সুধাচকোরঃ রথাগ্র-সঙ্গীত-সুধাবিধূরঃ।
শ্রীবৈষ্ণব-ব্রাত-লসচ্ছরীরঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥ ৯

ভক্তাবলী-মানস-রাজহংসঃ সন্ন্যাসি-ভূদেব-কুলাবতংসঃ।
শ্রীমজ্জগন্নাথ-শচীকুমারঃ **জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥ ১০**
গৌরস্তুতিং গায়তি ভক্তিপূর্ব্বং প্রাপ্নোতি সুপ্রেম-সুধাং সঃ সর্ব্বম্।
ত্রিতাপ-দাবানল-দুঃখ-মুক্তঃ প্রমোদতে কৃষ্ণপদাব্জ-ভক্তঃ॥ ১১

(ভৈরব)

রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে।
গোকুল-তরুণীমণ্ডল-মোহিতে॥ধ্রু॥
দামোদর-রতিবর্দ্ধন-বেশে।
হরি-নিষ্কুট-বৃন্দাবিপিনেশে॥
বৃষভানূদধি-নবশশিলেখে।
ললিতাসখি গুণরমিত-বিশাখে॥
করুণাং কুরু ময়ি করুণা-ভরিতে।
সনক-সনাতন-বর্ণিত-চরিতে॥

(শ্রীল রূপ গোস্বামী)

(কেদার)

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম্।
পঙ্কজমিব মৃদু-মারুত-চলিতম্॥
কেলি-বিপিনং প্রবিশতি-রাধা।
প্রতিপদ-সমুদিত মনসিজ-বাধা॥
বিনিদধতী মৃদু-মন্থর-পাদম্।
রচয়তি কুঞ্জর-গতিমনুবাদম্॥
জনয়তি রুদ্র-গজাধিপ-মুদিতম্।
রামানন্দরায়-কবি-গদিতম্॥

(ললিত রাগ)

নাকর্ণয়মতিসুহৃদুপদেশম্।
মাধব-চাটু-পটলমপি লেশম্॥
সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরম্।
যদভজমিহ ন হি গোকুল-বীরম্॥
নালোকয়মর্পিতমুরুহারম্।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারম্॥
হন্ত সনাতন-গুণমভিযান্তম্।
কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তম্??

(শ্রীল রূপ গোস্বামী)

বরসীমন্ত-, রসামৃত-সরণী-, ধৃত-সিন্দূর-সুরেখাম্।
শ্রীবৃষভানু-, কুলাম্বুধিসম্ভব-, সুভগ-সুধাকর-লেখাম্॥
স্মরতু মনো মম নিরবধি রাধাম্।
মধুপতি-রূপ-, গুণ-শ্রবণোদিত-, সহজ-মনোভব-বাধাম্॥ধ্রু॥
সুরুচির-কবরী-, বিরাজিত-কোমল-, পরিমল-মল্লিসুমালাম্।
মদ-চল-খঞ্জন-, খেলন-গঞ্জন-, লোচন-কমল-বিশালাম্॥
মদ-করিরাজ-, বিরাজদনুত্তম-, মলিন-ললিতগতি-ভঙ্গীম্।
অতিসুকুমার-, কনক-নবচম্পক-, গৌরমধুর-মধুরাঙ্গীম্॥
মণি-কেয়ূর-, ললিত-বলয়াবলি-, মণ্ডিত-মৃদুভুজবল্লীম্।
প্রতিপদমদ্ভুত-, রূপ-চমৎকৃতি-, মোহন-যুবতী-মতল্লীম্॥
মৃদু-মৃদুহাস-, ললিত-মুখমণ্ডল-, কৃতশশি-বিম্ব-বিড়ম্বাম্।
কিঙ্কিণিজাল-, খচিতপৃথুসুন্দর-, নবরসরাশি-নিতম্বাম্॥
চিত্রিত-কঞ্চুলিকা-, স্থগিতোদ্ভট-, কুচ-হাটকঘট-শোভাম্।
স্ফুরদরুণাধর-, সীধুসুধারস-, কৃতহরি-মানসলোভাম্॥

সুন্দর-চিবুক-, বিরাজিত-মোহন-, মেচকবিন্দু-বিলাসাম্।
সকনক-রত্ন-, খচিত-পৃথুমৌক্তিক-, রুচি-রুচিরোজ্জ্বল-নাসাম্॥
উজ্জ্বল-রাগ-, রসামৃত-সাগর-, সারতনুং সুখরূপাম্।
নিপতিত-মাধব-, মুগ্ধমনো-মৃগ-, নাভি-সুধারস-কূপাম্॥
নূপুর-হার-, মনোহর-কুণ্ডল-, কৃতরুচিমরুণ-দুকূলাম্।
পথি পথি মদন-, মদাকুল-গোকুল-, চন্দ্রকলিত-পদমূলাম্॥
রসিক-**সরস্বতি**-, গীতি-মহাদ্ভুত-, রাধারূপ-রহস্যম্।
বৃন্দাবন-রস-, লালস-মনসা-, মিদমুপগেয়মবশ্যম্॥

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্

[শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাব্জ-গর্ব্বহারি-গৌরভা
পীতনাঞ্চিতাব্জ-গন্ধকীর্ত্তি-নিন্দি-সৌরভা।
বল্লবেশ-সূনু-সর্ব্ব-বাঞ্ছিতার্থ-সাধিকা
মহ্যমাত্ম্য-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা॥ ১॥

কৌরবিন্দ-কান্তি-নিন্দি-চিত্র-পট্ট-শাটিকা
কৃষ্ণ-মত্তভৃঙ্গ-কেলি-ফুল্ল-পুষ্প-বাটিকা।
কৃষ্ণ-নিত্য-সঙ্গমার্থ-পদ্মবন্ধু-রাধিকা
মহ্যমাত্ম্য-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা॥ ২॥

সৌকুমার্য্য-সৃষ্ট-পল্লবালি-কীর্ত্তি-নিগ্রহা
চন্দ্র-চন্দনোৎপলেন্দু-সেব্য-শীত-বিগ্রহা।
স্বাভিমর্ষ-বল্লবীশ-কাম-তাপ-বাধিকা
মহ্যমাত্ম্য-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা॥ ৩॥

বিশ্ববন্দ্য-যৌবতাভিবন্দিতাপি যা রমা
রূপ-নব্য-যৌবনাদি-সম্পদা ন যৎসমা।
শীল-হার্দ্দ-লীলয়া চ সা যতোঽস্তি নাধিকা
মহ্যমাত্ম্য-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৪ ॥

রাস-লাস্য-গীত-নর্ম্ম-সৎকলালি-পণ্ডিতা
প্রেম-রম্য-রূপ-বেশ-সদ্গুণালি-মণ্ডিতা।
বিশ্ব-নব্য-গোপ-যোষিদালিতোঽপি যাধিকা
মহ্যমাত্ম্য-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৫ ॥

নিত্য-নব-রূপ-কেলি-কৃষ্ণভাব-সম্পদা
কৃষ্ণ-রাগ-বন্ধ-গোপ-যৌবতেষু কম্পদা।
কৃষ্ণ-রূপ-বেশ-কেলি-লগ্ন-সৎসমাধিকা
মহ্যমাত্ম্য-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৬ ॥

স্বেদ-কম্প-কণ্টকাশ্রু-গদ্গদাদি-সঞ্চিতা
মর্ষ-হর্ষ-বামতাদি-ভাব-ভূষণাঞ্চিতা।
কৃষ্ণ-নেত্র-তোষি-রত্ন-মণ্ডনালি-দাধিকা
মহ্যমাত্ম্য-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৭ ॥

যা ক্ষণার্দ্ধ-কৃষ্ণ-বিপ্রয়োগ-সন্ততোদিতা-
নেক-দৈন্য-চাপলাদি-ভাববৃন্দ-মোদিতা।
যত্নলব্ধ-কৃষ্ণসঙ্গ-নির্গতাখিলাধিকা
মহ্যমাত্ম্য-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৮ ॥

অষ্টকেন যস্ত্বনেন নৌতি কৃষ্ণবল্লভাং
দর্শনেঽপি শৈলজাদি-যোষিদালি-দুর্ল্লভাম্।
কৃষ্ণসঙ্গ-নন্দিতাত্ম-দাস্য-সীধু-ভাজনং
তং করোতি নন্দিতালি-সঞ্চয়াশু সা জনম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধাকৃপাকটাক্ষস্তোত্রম্

মুনীন্দ্রবৃন্দ-বন্দিতে ত্রিলোক-শোকহারিণি
প্রসন্ন-বক্ত্রপঙ্কজে নিকুঞ্জ-ভূ-বিলাসিনি।
ব্রজেন্দ্র-ভানু-নন্দিনি ব্রজেন্দ্র-সূনু-সঙ্গতে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥ ১॥

অশোক-বৃক্ষ-বল্লরী-বিতান-মণ্ডপ-স্থিতে
প্রবালবাল-পল্লব-প্রভাহরুণাঙ্ঘ্রি-কোমলে।
বরাভয়স্ফুরৎ-করে প্রভুত-সম্পদালয়ে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥ ২॥

অনঙ্গ-রঙ্গ-মঙ্গল-প্রসঙ্গ-ভঙ্গুরভ্রুবাং
সুবিভ্রমং সসম্ভ্রমং দৃগন্ত-বাণ-পাতনৈঃ।
নিরন্তরং বশীকৃত-প্রতীতি-নন্দনন্দনে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥ ৩॥

তড়িৎ-সুবর্ণ-চম্পক-প্রদীপ্ত-গৌর-বিগ্রহে
মুখপ্রভা-পরাস্ত-কোটি-শারদেন্দুমণ্ডলে।
বিচিত্র-চিত্র-সঞ্চরচ্চকোর-শাবলোচনে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥ ৪॥

মদোন্মদাতি-যৌবনে প্রমোদ-মান-মণ্ডিতে
প্রিয়ানুরাগ-রঞ্জিতে কলা-বিলাস-পণ্ডিতে।
অনন্য-ধন্য-কুঞ্জ-রাজ্য-কামকেলি-কোবিদে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥ ৫॥

অশেষ-হাব-ভাব-ধীর-হীরহার-ভূষিতে
প্রভূত-শাতকুম্ভ-কুম্ভ-কুম্ভি-কুম্ভ-সুস্তনি।
প্রশস্ত-মন্দ-হাস্য-চূর্ণ-পূর্ণ-সৌখ্যসাগরে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥ ৬॥

মৃণাল-বাল-বল্লরী-তরঙ্গ-রঙ্গ-দোর্লতে
লতাগ্র-লাস্য-লোল-নীল-লোচনাবলোকনে।
ললল্লুলন্মিলন্মনোজ্ঞ-মুগ্ধ-মোহনাশ্রিতে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥ ৭॥
সুবর্ণ-মালিকাঞ্চিত-ত্রিরেখ-কম্বু-কণ্ঠগে
ত্রিসূত্র-মঙ্গলীগুণ-ত্রিরত্ন-দীপ্তি-দীধিতি।
সলোল-নীলকুন্তল-প্রসূন-গুচ্ছ-গুম্ফিতে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥ ৮॥
নিতম্ববিম্ব-লম্বমান-পুষ্পমেখলাগুণে
প্রশস্ত-রত্ন-কিঙ্কিণী-কলাপ-মধ্য-মঞ্জুলে।
করীন্দ্র-শুণ্ড-দণ্ডিকা-বরোহ-সৌভগোরুকে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥ ৯॥
অনেক-মন্ত্রনাদ-মঞ্জু-নূপুরারবস্খলৎ
সমাজ-রাজহংস-বংশ-নিক্কণাতিগৌরবে।
বিলোল-হেমবল্লরী-বিড়ম্বি-চারুচংক্রমে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥ ১০॥
অনন্তকোটি-বিষ্ণুলোক-নম্রপদ্মজার্চিতে,
হিমাদ্রিজা-পুলোমজা-বিরিঞ্চজা-বরপ্রদে।
অপার-সিদ্ধি-ঋদ্ধি-দিগ্ধ-সৎপদাঙ্গুলীনখে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥ ১১॥
মখেশ্বরি ক্রিয়েশ্বরি স্বধেশ্বরি সুরেশ্বরি
ত্রিবেদ-ভারতীশ্বরি প্রমাণ-শাসনেশ্বরি।
রমেশ্বরি ক্ষমেশ্বরি প্রমোদ-কাননেশ্বরি
ব্রজেশ্বরি ব্রজাধিপে শ্রীরাধিকে নমোঽস্তু তে॥ ১২॥
ইতীমমদ্ভুতং স্তবং নিশম্য ভানুনন্দিনী
করোতু সন্ততং জনং কৃপাকটাক্ষভাজনম্।

ভবেত্তদৈব-সঞ্চিত-ত্রিরূপ-কর্ম্মনাশনম্
ভবেত্তদা-ব্রজেন্দ্রসূনু-মণ্ডল-প্রবেশনম্॥ ১৩॥

(ধানশী)

যদ্যপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি ন তব নখাগ্র-মরীচিম্।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত তদপি কৃপাদ্ভুত-বীচিম্॥
দেব! ভবন্তং বন্দে।
মন্মানস-মধুকরমর্পয় নিজপদ-পঙ্কজ-মকরন্দে॥
ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব! ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক-দুর্ঘটঘটন-বিধাত্রী॥
অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাতন! কলিতাদ্ভুত-রসভারম্।
নিবসতু নিত্যমিহামৃত-নিন্দিনি-বিন্দন্মধুরিমসারম্॥

(গুর্জ্জরী রাগ—নিঃসার তাল)

শ্রিত-কমলাকুচমণ্ডল, ধৃতকুণ্ডল, কলিতললিত-বনমাল।
জয় জয় দেব হরে॥ধ্রু॥
দিনমণিমণ্ডল-মণ্ডন, ভব-খণ্ডন, মুনিজন-মানস-হংস।
কালিয়-বিষধর-গঞ্জন, জন-রঞ্জন, যদুকুল-নলিন-দিনেশ॥
মধু-মুর-নরক-বিনাশন, গরুড়াসন, সুরকুল-কেলিনিদান।
অমল-কমলদল-লোচন, ভব-মোচন, ত্রিভুবন-ভবন-নিধান॥
জনকসুতা-কৃতভূষণ, জিতদূষণ, সমর-শমিত-দশকণ্ঠ।
অভিনব-জলধর-সুন্দর, ধৃত-মন্দর, শ্রীমুখচন্দ্র-চকোর॥
তব চরণে প্রণতা বয়-, মিতি ভাবয়, কুরু-কুশলং প্রণতেষু।
শ্রীজয়দেব-কবেরিদং, কুরুতে মুদং, মঙ্গলমুজ্জ্বল-গীতম্॥

(মঙ্গল গুর্জ্জরী রাগ)

জয় জয় প্রাণসখে ॥ধ্রু॥

প্রণত-সকল-সুখদায়ক, ব্রজনায়ক হে, বল্লভরাজ-কুমার!
স্ফুট-সরসিরুহ-লোচন, ভয়মোচন হে, পালিত-নিজ-পরিবার॥
ব্রজ-তরুণী-নবনাগর, রস-সাগর হে, রচিত-মহা-রতিরঙ্গ!
রসিক-যুবতি-পরিহাসক, কৃত-রাসক হে, ললিতানঙ্গ-তরঙ্গ॥
মণিময়-বেণু-লসন্মুখ, নত-সম্মুখ হে, মৃদু-মৃদু-হাস-বিলাস!
কুল-বণিতা-ব্রত-ভঞ্জন, রিপু-গঞ্জন হে, নবরতি-কেলিনিবাস॥
মধুর-মধুর-রস-নূতন, হত-পূতন হে, নবঘন-নীল-শরীর!
তপন-সুতা-তট-সন্নট, রতি-লম্পট হে, ধৃতবর-মণিগণ-হীর॥
স্ফুরদরুণাধর-পল্লব, ব্রজ-বল্লভ হে, রাধা-মানস-হংস!
শ্রীল-সরস্বতি-গীতকং, হরি-ভাবদং হে, মঙ্গলমিহ বিদধাতু॥

(শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী)

(বিহাগড়া)

হরে হরে গোবিন্দ হরে।

কালিয়মর্দ্দন কংসনিসূদন দেবকীনন্দন রাম হরে॥ধ্রু॥
মৎস্য কচ্ছপবর শূকর নরহরি বামন ভৃগুসুত রক্ষকুলারে।
শ্রীবলদেব বুদ্ধ কল্কি নারায়ণ দেব জনার্দ্দন শ্রীকংসারে॥
কেশব মাধব যাদব যদুপতি দৈত্যদলন দুঃখভঞ্জন শৌরে।
গোলোকইন্দু গোকুলচন্দ্র গদাধর গরুড়ধ্বজ গজমোচন মুরারে॥
শ্রীপুরুষোত্তম পরমেশ্বর প্রভু পরমব্রহ্ম পরমেষ্ঠী অঘারে।
দুঃখিতে দয়াং কুরু দেব দেবকীসুত দুর্ম্মতি-**পরমানন্দ** পরিহারে॥

(বসন্ত রাগ)

মদশিখিপিঞ্ছ-, মুকুট-পরিলাঞ্ছিত-, কুঞ্চিত-কচ-নিকুরম্বে।
মুখরিতবেণু-, হতত্রপধাবিত-, নবনব-যুবতিকদম্বে॥

বসতু মনো মম মদনগোপালে।

নবরতিকেলি-, বিলাসপরাবধি-, রাধাসুরত-রসালে ॥ধ্রু॥
কলিত-কলিন্দ-, সুতা-পুলিনোজ্জ্বল-, কল্পমহীরুহ-মূলে।
কিঙ্কিণী-কলরব-, রঞ্জিত-কটিতট-, কোমল-পীতদুকূলে॥
মুরলী-মনোহর-, মধুরতরাধর-, ঘনরুচি-চৌরকিশোরে।
শ্রীবৃষভানু-, কুমারী-মোহন-, রুচি-মুখচন্দ্র-চকোরে॥
গুঞ্জাহার-, মকর-মণিকুণ্ডল-, কঙ্কণ-নূপুর-শোভে।
মৃদুমধুর-স্মিত-, চারুবিলোকন-, রসিকবধূ-কৃত-লোভে॥
মত্ত-মধুব্রত-, গুঞ্জিত-রঞ্জিত-, গল-দোলিত-বনমালে।
গন্ধোদ্বর্ত্তিত-, সুবলিত-সুন্দর-, পুলকিত-বাহুবিশালে॥
উজ্জ্বলরত্ন-, তিলক-ললিতালিক-, সকনক-মৌক্তিক-নাসে।
শারদকোটি-, সুধাকিরণোজ্জ্বল-, শ্রীমুখকমল-বিকাশে॥
গ্রীবাকটি-পদ-, ভঙ্গি-মনোহর-, নব-সুকুমার-শরীরে।
বৃন্দাবন-নব-, কুঞ্জ-গৃহান্তর-, রতিরণ-রঙ্গ-সুধীরে॥
পরিমল-সারস-, কেশর-চন্দন-, চর্চ্চিততর-লসদঙ্গে।
পরমানন্দ-, রসৈক-ঘনাকৃতি-, প্রবহদনঙ্গ-তরঙ্গে॥
পদনখচন্দ্র-, মণিচ্ছবিলজ্জিত-, মনসিজকোটি-সমাজে।
অদ্ভুত-কেলি-, বিলাস-বিশারদ-, ব্রজপুর-নবযুবরাজে॥
রসিক-সরস্বতি-, বর্ণিত-মাধব-, রূপ-সুধারস-সারে।
রময়ত সাধু, বুধা নিজহৃদয়ং, ভ্রমথ মুধা কিমসারে॥

(শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী)

(শ্রীরাগ)

ধ্বজ-ব্রজাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতম্।
ব্রজবনিতা-কুচকুঙ্কুম-ললিতম্॥
বন্দে গিরিবরধর-পদকমলম্।
কমলাকর-কমলাঞ্চিতমমলম্॥

মঞ্জুল-মণি-নূপুর-রমণীয়ম্।
অচপল-কুল-রমণী-কমনীয়ম্॥
অতিলোহিতমতিরোহিত-ভাষম্।
মধু-মধুপীকৃত-গোবিন্দদাসম্॥

(বসন্ত-রাগ)

মধুরিপুরদ্য বসন্তে।

খেলতি গোকুল-, যুবতিভিরুজ্জ্বল, পুষ্প-সুগন্ধ-দিগন্তে॥ধ্রু॥
প্রেম-করম্বিত-, রাধা-চুম্বিত-, মুখ-বিধুরুৎসবশালী।
ধৃত-চন্দ্রাবলি-, চারু-করাঙ্গুলি-, রিহ নব-চম্পকমালী॥
নব-শশিরেখা-, লিখিত-বিশাখা, তনু-রথ-ললিতা-সঙ্গী।
শ্যামলয়াশ্রিত, বাহুরুদঞ্চিত, পদ্মা-বিভ্রম-রঙ্গী॥
ভদ্রালম্বিত-, শৈব্যোদীরিত-, রক্ত-রজোভর-ধারী।
পশ্য সনাতন-, মূর্ত্তিরয়ং ঘন-, বৃন্দাবন-রুচিকারী॥

(শ্রীল রূপ গোস্বামী)

(বসন্ত রাগ)

অভিনব-কুট্মল-, গুচ্ছ-সমুজ্জ্বল-, কুঞ্চিত-কুন্তল-ভার।
প্রণয়ি-জনেরিত-, বন্দন-সহকৃত-, চূর্ণিত-বর-ঘনসার॥
জয় জয় সুন্দর নন্দ-কুমার।
সৌরভ-সঙ্কট-, বৃন্দাবন-তট-, বিহিত-বসন্ত-বিহার॥ধ্রু॥
চটুল-দৃগঞ্চল-, রচিত-রসোচ্চল-, রাধা-মদন-বিকার।
ভুবন-বিমোহন-, মঞ্জুল-নর্ত্তন-, গতি-বল্গিত-মণিহার॥
অধর-বিরাজিত-, মন্দতর-স্মিত-, লোভিত-নিজ-পরিবার।
নিজ-বল্লবজন-, সুহৃৎ-সনাতন-, চিত্তবিহরদবতার॥

(শ্রীল রূপ গোস্বামী)

(ভৈরব রাগ)

অপঘন-ঘটিত-ঘুসৃণ-ঘনসার।
পিঞ্ছ-খচিত-কুঞ্চিত-কচভার॥
জয় জয় বল্লবরাজ-কুমার।
রাধা-বক্ষসি হরি-মণিহার॥ধ্রু॥
রাধা-ধৃতিহর-মুরলী-তার।
নয়নাঞ্চলকৃত-মদন-বিকার॥
রস-রঞ্জিত-রাধা-পরিবার।
কলিত-সনাতন-চিত্তবিহার॥

(শ্রীল রূপ গোস্বামী)

শ্রীদামোদরাষ্টকম্

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দ-রূপং,
লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদা-ভিয়োলুখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যং ততোদ্রুত্য গোপ্যা॥ ১
রুদন্তং মুহুর্নেত্র-যুগ্মং মৃজন্তং,
করাম্ভোজ-যুগ্মেন সাতঙ্ক-নেত্রম্।
মুহুঃশ্বাস-কম্পৎত্রিরেখাঙ্ক-কণ্ঠ-
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তি-বদ্ধম্॥ ২
ইতীদৃক্ স্ব-লীলাভিরানন্দ-কুণ্ডে,
স্ব-ঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং,
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে॥ ৩
বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা,
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।

ইদন্তে বপুর্নাথ! গোপাল-বালং,
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥ ৪
ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্ত নীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ব-রক্তাধরং মে,
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষ-লাভৈঃ ॥ ৫
নমো দেব! দামোদরানন্ত! বিষ্ণো!
প্রসীদ প্রভো! দুঃখ-জালাব্ধি-মগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষি-দৃশ্যঃ ॥ ৬
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধ-মূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তি-ভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেম-ভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥ ৭
নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদীপ্তি-ধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয় প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্ত-লীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥ ৮

শ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকম্

নবনীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং রসসাগর-নাগরভূপ-বরম্।
শুভ-বঙ্কিম-চারু-শিখণ্ডশিখং, **ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥ ১**
ভ্রু-বিশঙ্কিত-বঙ্কিম-শক্রধনুং, মুখচন্দ্র-বিনিন্দিত-কোটি-বিধুম্।
মৃদুমন্দ-সুহাস্য-সুভাষ্য-যুতং, **ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥ ২**
সুবিকম্পদনঙ্গ-সদঙ্গধরং ব্রজবাসি-মনোহর-বেশকরম্।
ভৃশ-লাঞ্ছিত-নীলসরোজ-দৃশং, **ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥ ৩**

অলকাবলি-মণ্ডিত-ভালতটং, শ্রুতি-দোলিত-মাকর-কুণ্ডলকম্।
কটি-বেষ্টিত-পীতপটং সুধটং, **ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥৪**
কল-নূপুর-রাজিত-চারু-পদং, মণি-রঞ্জিত-গঞ্জিত-ভৃঙ্গমদম্।
ধ্বজ-বজ্র-ঝষাঙ্কিত-পাদযুগং, **ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥৫**
ভৃশ-চন্দন-চর্চ্চিত-চারু-তনুং, মণি-কৌস্তুভ-গর্হিত-ভানুতনুম্।
ব্রজ-বাল-শিরোমণি-রূপ-ধৃতং, **ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥৬**
সুরবৃন্দ-সুবন্দ্য-মুকুন্দ-হরিং, সুরনাথ-শিরোমণি-সর্ব্বগুরুম্।
গিরিধারি-মুরারি-পুরারি-পরং, **ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥৭**
বৃষভানুসুতা-বর-কেলি-পরং, রসরাজ-শিরোমণি-বেশধরম্।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরং, **ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥৮**

শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকম্

সুচারু-বক্ত্রমণ্ডলং সুকর্ণ-রত্নকুণ্ডলম্।
সুচর্চ্চিতাঙ্গ-চন্দনং **নমামি নন্দনন্দনম্** ॥১॥
সুদীর্ঘ-নেত্রপঙ্কজং শিখি-শিখণ্ড-মূর্দ্ধজম্।
অনঙ্গকোটি-মোহনং **নমামি নন্দনন্দনম্** ॥২॥
সুনাসিকাগ্র-মৌক্তিকং স্বচ্ছন্দ-দন্ত-পঙ্‌ক্তিকম্।
নবাম্বুদাঙ্গ-চিক্কণং **নমামি নন্দনন্দনম্** ॥৩॥
করেণ বেণুরঞ্জিতং গতি-করীন্দ্রগঞ্জিতম্।
দুকূল-পীত-শোভনং **নমামি নন্দনন্দনম্** ॥৪॥
ত্রিভঙ্গ-দেহ-সুন্দরং নখদ্যুতি-সুধাকরম্।
অমূল্য-রত্ন-ভূষণং **নমামি নন্দনন্দনম্** ॥৫॥
সুগন্ধ-অঙ্গসৌরভমুরোবিরাজি-কৌস্তুভম্।
স্ফুরচ্ছ্রীবৎস-লাঞ্ছনং **নমামি নন্দনন্দনম্** ॥৬॥

বৃন্দাবন-সুনাগরং বিলাসানুগ-বাসসম্।
সুরেন্দ্রগর্ব্ব-মোচনং **নমামি নন্দনন্দনম্** ॥ ৭ ॥
ব্রজাঙ্গনা-সুনায়কং সদা সুখ-প্রদায়কম্।
জগন্মনঃ-প্রলোভনং **নমামি নন্দনন্দনম্** ॥ ৮ ॥
শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকং পঠেদ্ যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
তরেদ্ভবাব্ধিং দুস্তরং লভেত্তদঙ্ঘ্রি-যুগ্মকম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকম্

অধরং মধুরং বদনং মধুরং, নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং **মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্** ॥ ১
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং **মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্** ॥ ২
বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং **মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্** ॥ ৩
গীতং মধুরং পীতং মধুরং ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরম্।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং **মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্** ॥ ৪
করণং মধুরং তরণং মধুরং হরণং মধুরং রমণং মধুরম্।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং **মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্** ॥ ৫
গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা যমুনা মধুরা বীচী মধুরা।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং **মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্** ॥ ৬
গোপী মধুরা লীলা মধুরা যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরম্।
হৃষ্টং মধুরং শ্লিষ্টং মধুরং **মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্** ॥ ৭
গোপা মধুরা গাবো মধুরা যষ্টির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং **মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্** ॥ ৮

(শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য)

শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী-তত্ত্বাষ্টকম্

(শ্রীকৃষ্ণস্য গৌর-কান্তি-প্রাপ্তি-হেতুঃ)

[পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যেণাষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমতা ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজেন বিরচিতম্]

রাধা-চিন্তা-নিবেশেন যস্য কান্তির্বিলোপিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণং বন্দে রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহম্॥ ১॥

সেব্য-সেবক-সম্ভোগে দ্বয়োর্ভেদঃ কুতো ভবেৎ।
বিপ্রলম্ভে তু সর্ব্বস্য ভেদঃ সদা বিবর্দ্ধতে॥ ২॥

চিল্লীলা-মিথুনং তত্ত্বং ভেদাভেদমচিন্ত্যকম্।
শক্তি-শক্তিমতোরৈক্যং যুগপদ্বর্ত্ততে সদা॥ ৩॥

তত্ত্বমেকং পরং বিদ্যাল্লীলয়া তদ্দ্বিধা-স্থিতম্।
গৌরঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং হ্যেতদুভাবুভয়মাপ্নুতঃ॥ ৪॥

সর্ব্বে বর্ণা যত্রাবিষ্টা গৌর-কান্তির্বিকাশতে।
সর্ব্ব-বর্ণেন হীনস্তু কৃষ্ণ-বর্ণঃ প্রকাশতে॥ ৫॥

সগুণং নির্গুণং তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়কম্।
সর্ব্ব-নিত্য-গুণৈর্গৌরঃ কৃষ্ণ-রসস্তু নির্গুণৈঃ॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণং মিথুনং ব্রহ্ম ত্যক্ত্বা তু নির্গুণং হি তৎ।
উপাসতে মৃষা বিজ্ঞা যথা তুষাবঘাতিনঃ॥ ৭॥

শ্রীবিনোদবিহারী যো রাধয়া মিলিতো যদা।
তদাহং বন্দনং কুর্য্যাং সরস্বতী-প্রসাদতঃ॥ ৮॥

ইতি তত্ত্বাষ্টকং নিত্যং যঃ পঠেৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
কৃষ্ণ-তত্ত্বমভিজ্ঞায় গৌরপদে ভবেন্মতিঃ॥ ৯॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্

[শ্রীগৌরচন্দ্রমুখপদ্ম-বিনির্গতম্]

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত-তরলো
মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মা-মরপতি-গণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥১॥

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরি-কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-বসতি-লীলা-পরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥২॥

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেন বলিনা।
সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥৩॥

কৃপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণি-রুচিরো
রমা-বাণী-রামঃ স্ফুরদমল-পঙ্কেরুহ-মুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥৪॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ
স্তুতি-প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকল জগতাং সিন্ধু-সুতয়া
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥৫॥

পরংব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল-নয়নো
নিবাসী নিলাদ্রৌ নিহিত-চরণোঽনন্ত-শিরসি।
রসানন্দী রাধা-সরস-বপুরালিঙ্গন-সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥৬॥

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক-মাণিক্য-বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকল-জন-কাম্যাং বরবধূম্
সদা কালে কালে প্রমথ-পতিনা গীত-চরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥৭॥
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে!
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে!
অহো দীনেঽনাথে নিহিত-চরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥৮॥
জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥৯॥

শ্রীদশাবতার-স্তোত্রম্

প্রলয়পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব-ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥১॥
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণি-ধরণ-কিণচক্র-গরিষ্ঠে।
কেশব-ধৃত-কূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে॥২॥
বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব-ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥৩॥
তব কর-কমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনুভৃঙ্গম্।
কেশব-ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥৪॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত-বামন
পদ-নখ-নীর-জনিত-জনপাবন।
কেশব-ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥৫॥
ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে জগদপগত-পাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভবতাপম্।
কেশব-ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥৬॥
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখ-মৌলি-বলিং রমণীয়ম্।
কেশব-ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে॥৭॥
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্।
কেশব-ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥৮॥
নিন্দসি-যজ্ঞ-বিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব-ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥৯॥
ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব-ধৃত-কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে॥১০॥
শ্রীজয়দেব-কবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু শুভদং সুখদং ভবসারম্।
কেশব-ধৃত-দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে॥১১॥
বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতম্

(শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃত-শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রাদুদ্ধৃতম্)

শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো মধুকৈটভারে, ভক্তানুকম্পিত ভগবন্ মুরারে।
ত্রায়স্ব মাং কেশব লোকনাথ, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
গোপাল বংশীধর রূপসিন্ধো, লোকেশ নারায়ণ দীনবন্ধো।
উচ্চস্বরৈস্ত্বং বদ সর্ব্বদৈব, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
জিহ্বে রসজ্ঞে মধুরপ্রিয়া ত্বং, সত্যং হিতং ত্বাং পরমং বদামি।
আবর্ণয়েথা মধুরাক্ষরাণি, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে, গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ।
গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
শ্রীকৃষ্ণ রাধাবর গোকুলেশ, গোপাল গোবর্দ্ধন-নাথ বিষ্ণো।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
শ্রীনাথ বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে, শ্রীদেবকীনন্দন দৈত্যশত্রো।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
গোপীপতে কংসরিপো মুকুন্দ, লক্ষ্মীপতে কেশব বাসুদেব।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
গোপীজনাহ্লাদকর ব্রজেশ, গোচারণারণ্য-কৃতপ্রবেশ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
প্রাণেশ বিশ্বম্ভর কৈটভারে, বৈকুণ্ঠ নারায়ণ চক্রপাণে।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
হরে মুরারে মধুসূদনাদ্য, শ্রীরাম সীতাবর রাবণারে।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
শ্রীযাদবেন্দ্রাদ্রিধরাম্বুজাক্ষ, গো-গোপ-গোপী-সুখদানদক্ষ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
ধরাভরোত্তারণ গোপবেষ, বিহারলীলা-কৃতবন্ধু-শেষ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**

বকী-বকাঘাসুর-ধেনুকারে, কেশী-তৃণাবর্ত্ত-বিঘাতদক্ষ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
শ্রীজানকীজীবন রামচন্দ্র, নিশাচরারে ভরতাগ্রজেশ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
নারায়ণানন্ত হরে নৃসিংহ, প্রহ্লাদ-বাধাহর হে কৃপালো।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
লীলা-মনুষ্যাকৃতি-রামরূপ, প্রতাপ-দাসীকৃত-সর্ব্বভূপ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
জিহ্বে সদৈবং ভজ সুন্দরাণি, নামানি কৃষ্ণস্য মনোহরাণি।
সমস্ত ভক্তার্ত্তি-বিনাশনানি, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
ত্বামেব যাচে মম দেহি জিহ্বে, সমাগতে দণ্ডধরে কৃতান্তে।
বক্তব্যমেবং মধুরং সুভক্ত্যা, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**
সুখাবসানে ত্বিদমেব সারং, দুঃখাবসানে ত্বিদমেব গেয়ম্।
দেহাবসানে ত্বিদমেব জাপ্যং, **গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥**

শ্রীগুরুপরম্পরা

কৃষ্ণ হৈতে **চতুর্ম্মুখ**, হয় কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হৈতে **নারদের** মতি।
নারদ হইতে ব্যাস, **মধ্ব** কহে ব্যাসদাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ **পদ্মনাভ**-গতি॥ ১॥
নৃহরি-মাধব-বংশে, **অক্ষোভ্য**-পরমহংসে,
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য 'জয়- **তীর্থ** নামে পরিচয়,
তাঁ'র দাস্যে **জ্ঞানসিন্ধু** তরে॥ ২॥

তাঁহা হৈতে **দয়ানিধি**, তাঁ'র দাস **বিদ্যানিধি**,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে।
তাঁহার কিঙ্কর 'জয়- ধর্ম্ম' নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভালমতে॥৩॥
জয়ধর্ম্ম-দাস্যে খ্যাতি, **শ্রীপুরুষোত্তম**-যতি,
তাঁ' হ'তে **ব্রহ্মণ্যতীর্থ**-সূরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁ'র দাস, **লক্ষ্মীপতি** ব্যাসদাস,
তাঁহা হ'তে **মাধবেন্দ্রপুরী**॥৪॥
মাধবেন্দ্রপুরীবর- শিষ্যবর **শ্রীঈশ্বর**,
নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন **শ্রীচৈতন্য**,
জগদ্‌গুরু গৌর-মহাপ্রভু॥৫॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ-জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর-প্রিয়ঙ্কর, **শ্রীস্বরূপদামোদর**,
শ্রীগোস্বামী **রূপ-সনাতন**॥৬॥
রূপপ্রিয় মহাজন, **জীব, রঘুনাথ** হন,
তাঁ'র প্রিয় কবি **কৃষ্ণদাস**।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, **নরোত্তম** সেবাপর,
যাঁ'র পদ **বিশ্বনাথ**-আশ॥৭॥
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, **বলদেব, জগন্নাথ**,
তাঁ'র প্রিয় **শ্রীভক্তিবিনোদ**।
মহাভাগবতবর, **শ্রীগৌরকিশোর-বর**,
হরি-ভজনেতে যাঁ'র মোদ॥৮॥
'শ্রীবার্ষভানবী'-বরা, সদা সেব্য-সেবাপরা,
তাঁহার **'দয়িতদাস'** নাম।

প্রভুপাদ-অন্তরঙ্গ, শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ,
শ্রীকেশব ভকতি-প্রজ্ঞান ॥ ৯ ॥
গৌড়ীয়-বেদান্তবেত্তা, মায়াবাদ-তমোহন্তা,
গৌরবাণী-প্রচারাচার-ধাম।
তাঁ'র শিষ্য অগণন, তা'র মধ্যে প্রিয়তম,
শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন।
এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজজন,
তাঁ'দের উচ্ছিষ্টে মোর কাম ॥ ১০ ॥

শ্রীগুরু-বন্দনা

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥
এই ছয়গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁ' সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
তাঁহার চরণপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভুর অংশ অবতার।
তাঁ'র পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥
নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ।
তাঁ'র পাদপদ্ম বন্দো যাঁ'র মুঞি দাস ॥
গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁ' সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীগুর্ব্বষ্টক

[মূল—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর,
অনুবাদক—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ]

দাবানল-সম সংসার-দহনে
দগ্ধ-জীবকুল-উদ্ধার কারণে,
করুণা-বারিদ কৃপাবারি-দানে
(বন্দি) গুণসিন্ধু গুরুর চরণ-কমল॥১॥

নৃত্য-গীত-বাদ্য-শ্রীহরিকীর্ত্তনে
রহেন মগন মহামত্ত মনে,
রোমাঞ্চ কম্পাশ্রু হয় গৌরপ্রেমে
বন্দি সেই গুরুর চরণ-কমল॥২॥

সদা রত যিনি বিগ্রহ-সেবনে
শৃঙ্গারাদি আর মন্দির-মার্জ্জনে,
করেন নিযুক্ত অনুগতজনে
বন্দি সেই গুরুর চরণ-কমল॥৩॥

চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়-রসময়
প্রসাদান্ন কৃষ্ণের অতি স্বাদু হয়,
ভক্ত-আস্বাদনে নিজ তৃপ্ত রয়
বন্দি সেই গুরুর চরণ-কমল॥৪॥

শ্রীরাধামাধব-নাম-রূপ-গুণে
অনন্ত মাধুর্য্য-লীলা-আস্বাদনে,
লুব্ধ চিত্ত যিনি হন প্রতিক্ষণে
বন্দি সেই গুরুর চরণ-কমল॥৫॥

ব্রজযুবদ্বন্দ্ব-রতি-সম্বর্দ্ধনে
যুক্তি করে সখীগণে বৃন্দাবনে,
অতি দক্ষ তাহে, প্রিয়তমগণে
বন্দি সেই গুরুর চরণ-কমল॥৬॥
সর্ব্বশাস্ত্রে গায় শ্রীহরির স্বরূপ
ভক্তগণ ভাবে সেই অনুরূপ,
কিন্তু যিনি প্রভু-প্রিয়তম-রূপ
বন্দি সেই গুরুর চরণ-কমল॥৭॥
যাঁহার প্রসাদে কৃষ্ণকৃপা পাই
যাঁ'র অপ্রসাদে অন্য গতি নাই,
ত্রি-সন্ধ্যা কীর্ত্তির স্তব ধ্যানে ভাই
বন্দি সেই গুরুর চরণ-কমল॥৮॥
গুরুদেবাষ্টক অতি যত্নকরি'
ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে পড়ে উচ্চ করি'
বৃন্দাবন-নাথ সাক্ষাৎ শ্রীহরি
সেবা পায় সেই বস্তুসিদ্ধি-কালে॥৯॥

শ্রীগুরু-মহিমা

(১)

শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধান-মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥
গুরু-মুখপদ্ম-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি,
যে-প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

চক্ষু-দান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেম-ভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥
শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
'লোকনাথ' লোকের জীবন।
হা হা প্রভো! কর দয়া, দেহ' মোরে পদ-ছায়া,
তুয়া পদে লইনু শরণ॥

(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ-সদ্ম—আধার, ভবন, মন্দির; **সাবধান**—মনযোগের সহিত।

(২)

আশ্রয় করিয়া বন্দোঁ শ্রীগুরু-চরণ।
যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
জীবের নিস্তার লাগি' নন্দ-সুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ পান গুরু-রূপ ধরি'॥
মহিমায় 'গুরু' 'কৃষ্ণ' এক করি' জান।
গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি' মান॥
সত্যজ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস॥
যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেই নাহি হয় অবসন্ন॥
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥
গুরু—মাতা, গুরু—পিতা, গুরু হ'ন পতি।
গুরু বিনা এ সংসারে নাহি আর গতি॥

গুরুকে 'মনুষ্য'-জ্ঞান না কর কখন।
গুরু-নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ॥
গুরু-নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরুনিন্দা, তথা না যাইবে॥
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন॥
গুরুপাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা-ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি॥
হেন গুরুপাদপদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা॥
গুরুপাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি' বন্দি আমি তাঁহার চরণ॥
শ্রীগুরু-চরণপদ্ম হৃদে করি' আশ।
শ্রীগুরু-বন্দনা করে **সনাতন দাস**॥

শ্রীগুরু-কৃপা-প্রার্থনা

গুরুদেব!

কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে, তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল-সহনে, বল দিয়া কর, নিজ-মানে স্পৃহাহীন॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি, দেহ নাথ! যথাযথ।
তবে ত' গাইব, হরিনাম-সুখে, অপরাধ হ'বে হত॥
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন, কৃতার্থ হইবে নাথ!
শক্তি-বুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন, কর মোরে আত্মসাথ॥
যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর॥

(২)

গুরুদেব!

বড় কৃপা করি', গৌড়-বন-মাঝে, গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান।
আজ্ঞা দিলা মোরে, এই ব্রজে বসি', হরিনাম কর গান॥
কিন্তু কবে প্রভু, যোগ্যতা অর্পিবে, এ দাসেরে দয়া করি'।
চিত্ত স্থির হ'বে, সকল সহিব, একান্তে ভজিব হরি॥
শৈশবে-যৌবনে, জড়সুখ-সঙ্গে, অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজ কর্ম্মদোষে, এ দেহ হইল, ভজনের প্রতিবন্ধ॥
বার্দ্ধক্যে এখন, পঞ্চরোগে হত, কেমনে ভজিব বল।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তোমার চরণে, পড়িয়াছি সুবিহ্বল॥

(৩)

গুরুদেব!

কবে মোর সেই দিন হবে?

মন স্থির করি', নির্জ্জনে বসিয়া, কৃষ্ণনাম গা'ব যবে।
সংসার-ফুকার, কাণে না পশিবে, দেহ-রোগ দূরে র'বে॥
'হরে কৃষ্ণ' বলি' গাহিতে গাহিতে, নয়নে বহিবে লোর।
দেহেতে পুলক, উদিত হইবে, প্রেমেতে করিবে ভোর॥
গদ-গদ বাণী, মুখে বাহিরিবে, কাঁপিবে শরীর মম।
ঘর্ম্ম মুহুর্মুহুঃ, বিবর্ণ হইবে, স্তম্ভিত প্রলয় সম॥
নিষ্কপটে হেন, দশা কবে হ'বে, নিরন্তর নাম গা'ব।
আবেশে রহিয়া, দেহযাত্রা করি', তোমার করুণা পা'ব॥

(৪)

গুরুদেব!

কবে তব করুণা প্রকাশে।

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা, হয় নিত্যতত্ত্ব, এই সুদৃঢ় বিশ্বাসে।
'হরি হরি' বলি' গোদ্রুম-কাননে, ভ্রমিব দর্শন-আশে॥

নিতাই, গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর—পঞ্চজন।
কৃষ্ণনাম-রসে, ভাসা'বে জগৎ, করি' মহাসঙ্কীর্ত্তন॥
নর্ত্তন-বিলাস, মৃদঙ্গ-বাদন, শুনিব আপন-কাণে।
দেখিয়া দেখিয়া, সে-লীলা-মাধুরী, ভাসিব প্রেমের বাণে॥
না দেখি আবার, সে-লীলা-রতন, কাঁদি 'হা গৌরাঙ্গ' বলি'।
আমারে বিষয়ী, পাগল বলিয়া, অঙ্গেতে দিবেক ধূলি॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(৫)

জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেম-কল্পতরু, অদ্ভুত যাঁকো পরকাশ।
হিয়া অগেয়ান, তিমিরবর জ্ঞান-, সুচন্দ্র কিরণে করু নাশ॥
ইহ লোচন আনন্দ-ধাম।
অযাচিত মো-হেন, পতিত হেরি যো পহুঁ, যাচি দেয়ল হরিনাম॥
দুরমতি অগতি, সতত অসতে মতি, নাহি সুকৃতি লব লেশ।
শ্রীবৃন্দাবন, যুগল-ভজন-ধন, তাহে করল উপদেশ॥
নিরমল-গৌর-, প্রেমরস সিঞ্চনে, পূরল জগজন আশ।
সো চরণাম্বুজে, রতি নাহি হোয়ল, রোয়ত **বৈষ্ণব-দাস**॥

(৬)

হা হা প্রভু লোকনাথ! রাখ পদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্ট্যে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি' নিজ-পদতলে দেহ ঠাঞি॥

রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণ গাঙ রাত্রিদিনে।
নরোত্তম-বাঞ্ছাপূর্ণ নহে তুয়া বিনে॥

(৭)

লোকনাথ প্রভু, তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণ-চরণ যেন সদা চিত্তে স্ফুরে॥
তোমার সহিত থাকি সখীর সহিতে।
এইত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে॥
সখীগণ-জ্যেষ্ঠ যেঁহো, তাঁহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে॥
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত-পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল-চরণ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখি! কৃপাদৃষ্ট্যে চাঞা।
তাপী নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা॥

(৮)

কবে মোর শুভদিন হইবে উদয়।
বৃন্দাবন-ধাম মম হইবে আশ্রয়॥
ঘুচিবে সংসার-জ্বালা, বিষয়-বাসনা।
বৈষ্ণব-সংসর্গে মোর পূরিবে কামনা॥
ধূলায় ধূসর হ'য়ে হরিসঙ্কীর্ত্তনে।
মত্ত হ'য়ে প'ড়ে র'ব বৈষ্ণব-চরণে॥
কবে শ্রীযমুনাতীরে কদম্ব-কাননে।
হেরিব যুগলরূপ হৃদয়-নয়নে॥
কবে সখী কৃপা করি', যুগল-সেবায়।
নিযুক্ত করিবে মোরে রাখি' নিজপায়॥
কবে বা যুগল-লীলা করি' দরশন।
প্রেমানন্দভরে আমি হ'ব অচেতন॥

কতক্ষণ অচেতনে পড়িয়া রহিব।
আপন শরীর আমি কবে পাশরিব॥
উঠিয়া স্মরিব পুনঃ অচেতন-কালে।
যা' দেখিনু কৃষ্ণলীলা ভাসি' আঁখিজলে॥
কাকুতি মিনতি করি' বৈষ্ণব-সদনে।
বলিব ভকতি-বিন্দু দেহ' এ দুর্জ্জনে॥
শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরীর চরণ শরণ।
এ ভক্তিবিনোদ আশা করে অনুক্ষণ॥

শ্রীল-কেশব-গোস্বামি-বন্দনা

জয় প্রভুবর, শ্রীকেশব ঠাকুর, শ্রীরাধার নিজজন।
কৃষ্ণ-ইচ্ছাবশে, উদি' গৌড়দেশে, পূরালে সজ্জন-মন॥
তৃতীয় তত্ত্বধন— প্রেম-প্রয়োজন, জানা'তে এ মুখ্যধন।
গোবিন্দ-মাসেতে, কৃষ্ণ-তৃতীয়াতে, হেথা' তব আগমন॥
এ তিথি-বন্দনে, ভকতের মনে, বহে ভক্তি-প্রস্রবণ।
ভক্ত যে তোমার, তুমি ত' তাহার, চাহে না সে অন্য ধন॥
তব গুরুদেব, শ্রীল প্রভুপাদ, তুমি তাঁ'র প্রেষ্ঠজন।
মঠ-সেবাভার, তোমার উপর, ন্যস্ত ছিল সর্ব্বক্ষণ॥
সকলে কহিত, 'গুরুর বিনোদ', তুমি হেন গুণীজন।
গুরু-কার্য্য যত, সাধিতে সতত, জীবন করিয়া পণ॥
অতুল-সেবাধী, প্রভুপাদ দেখি', বুঝিলেন নিজজন।
হেন গুণধামে, 'কৃতিরত্ন'-নামে, করিলেন বিভূষণ॥
দুর্ব্বৃত্তরা মিলে, কীর্ত্তনের দলে, করে যবে আক্রমণ।
তুমি সেই কালে, গুরু-দায় নিলে, সহি' নিজে নিপীড়ন॥
'কুরেশে'র মত, তোমার চরিত, ঘোষে' বাণী চিরন্তন—
সর্ব্ব-শ্রেয়োময়, গুরুসেবা হয়, অতিশয়-প্রয়োজন॥

প্রভুপাদ যবে, রাধা-অনুরাগে, করে লীলা-সঙ্গোপন।
লভি' তদাদেশ, ধরি' ন্যাসি-বেশ, হ'লে গুরু মহাত্মন॥
তব এ সম্মানে, খুশী হ'ল মনে, গৌড়ীয় ভকতগণ।
সরস্বতী-ধারা, পুনঃ বহে ত্বরা, নবরূপে অনুক্ষণ॥
'বেদান্ত-সমিতি', ভূ-ভারতে স্থাপি', বিলা'লে শ্রীরূপ-ধন।
ন্যাসি-নামে যুক্ত, 'ভকতি বেদান্ত', কৈলে তুমি প্রচলন॥
রাধা-চিন্তাবেশে, হরির বিশেষে, কৃষ্ণকান্তি-বিলোপন।
রাধা-আলিঙ্গিত, সে-রূপ অমৃত, কৈলে মর্ত্ত্যে প্রকটন॥
তব সমিতির, আকর-মন্দির, কোলদ্বীপ-আকর্ষণ।
নব-চূড়াযুক্ত, 'দেবানন্দ মঠ', (চারি) সম্প্রদায়-সঞ্জীবন॥
নব-চূড়া হয়, নব' ভক্তিময়, শৃঙ্গে আত্মনিবেদন।
ভক্তি-কীর্ত্তনাঙ্গ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ, এ তব প্রচার-ধন॥
বৈভব তোমার, অনন্ত অপার, জানে তব নিজজন।
আমি অর্ব্বাচীন, শক্তি বুদ্ধিহীন, বুঝি নাই এক কণ॥
মায়াবাদ-মত, অজ্ঞানে আবৃত, ভকতির প্রবঞ্চন।
বিশ্বের বিস্ময়, 'বৈষ্ণব-বিজয়', তব নিজ সম্পাদন॥
শুদ্ধোদন-সুত, জ্ঞানী অবধূত, নহে তিনি নারায়ণ।
অঞ্জনা-নন্দন, বুদ্ধ-নারায়ণ, জানালে এ তথ্য ধন॥
'অচিন্ত্য ভেদাভেদ', বৈষ্ণব-সম্পদ, তব কৃপা-নিদর্শন।
সে' লেখনী-দ্বারে, ঘুচে চিরতরে, অসুরের আস্ফালন॥
'বেদান্ত দর্শন— ভকতি-দর্শন', কহে সব মহাজন।
শব্দব্রহ্ম-নাম, সূত্রে অবিরাম, করিয়াছে সুকীর্ত্তন॥
গৌর ভগবান্, শাস্ত্রে পরমাণ, ভজ তাঁ'র শ্রীচরণ।
গৌরের আচার, গৌরের বিচার, মিলায় শ্রীকৃষ্ণধন॥
বদ্ধ অবস্থাতে, গোষ্ঠী ভজনেতে, (হও) নামসেবা-পরায়ণ।
নির্জ্জন-ভজন, অনর্থ-কারণ, নহে যুক্ত আচরণ॥

অর্চ্চন-মার্গেতে, সূক্ষ্ম-বিচারেতে, দীক্ষাগুরু শ্রেষ্ঠজন।
প্রথম প্রণতি, রাখ তাঁ'র প্রতি, তবে শিক্ষা-গুরুগণ॥
ওহে গুরুবর! সিদ্ধান্ত-সাগর, দিলে শিক্ষা অগণন।
ভকতিবিনোদ, তোমার সম্পদ, করিবে কে তা' বর্ণন??
বৈরাগ্য অদ্ভুত, যেন বলদেব ※, নামে রত সর্ব্বক্ষণ।
গীতা-ভাগবতে, বেদে ও বেদান্তে, তুমি মহাজ্ঞানী জন॥
মুখে 'প্রভুপাদ', শিরে 'প্রভুপাদ', 'প্রভুপাদ'-প্রাণধন।
আচারে-প্রচারে, জানালে মোদেরে, 'গুরুকৃপা হি কেবলম্'॥
শারদ-সন্ধ্যাতে, রাস-পূর্ণিমাতে, গ্রহণের শুভক্ষণ।
সবে ঘরে ঘরে, হরিনাম করে, ডাকে কৃষ্ণে ঘনঘন॥
তুমি সেইক্ষণে, শ্রীরাধা-চিন্তনে, ছিলে প্রেমে নিমগন।
কৃষ্ণের প্রসাদে, রাধার ইঙ্গিতে, গেলে চলি' ব্রজবন॥
সে রাস-মঞ্চেতে, থাকি' রূপ-যূথে, কর রাধা-বিনোদন।
রাধা-অনুচরী, 'বিনোদ-মঞ্জরী', তুমি নিত্য ব্রজজন॥
হে ভক্তবৎসল! জীবন-সম্বল! কর কৃপা বরিষণ।
দাস্য-যোগ দিয়া, মোরে উদ্ধারিয়া, দেহ' কৃষ্ণ-সেবাধন॥

শ্রীল-প্রভুপাদ-বন্দনা

জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
গোস্বামী ঠাকুর জয়, পরম করুণাময়,
দীন-হীন অগতির গতি॥
নীলাচলে হইয়া উদয়।
শ্রীগৌড়মণ্ডলে আসি', প্রেমভক্তি পরকাশি',
জীবের নাশিলা ভব-ভয়॥

※ বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু।

তোমার মহিমা গাই, হেন সাধ্য মোর নাই,
তবে পারি, যদি দেহ' শক্তি।
বিশ্বহিতে অবিরত, আচার-প্রচারে রত,
বিশুদ্ধা শ্রীরূপানুগা ভক্তি॥
শ্রীপাট খেতরি ধাম, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম,
তোমাতে তাঁহার গুণ দেখি।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-সার, শুনি' লাগে চমৎকার,
কুতার্কিক দিতে নারে ফাঁকি॥
শুদ্ধভক্তি-মত যত, উপধর্ম্ম-কবলিত,
হেরিয়া লোকের মনে ত্রাস।
হানি' সুসিদ্ধান্ত-বাণ, উপধর্ম্ম খান খান,
সজ্জনের বাড়া'লে উল্লাস॥
স্মার্ত্তমত-জলধর, শুদ্ধভক্তি-রবি-কর,
আচ্ছাদিল ভাবিয়া অন্তরে।
শাস্ত্রসিন্ধু-মন্থনেতে, সুসিদ্ধান্ত-ঝঞ্ঝাবাতে,
উড়াইলা দিগ্‌দিগন্তরে॥
স্থানে স্থানে কত মঠ, স্থাপিয়াছ নিষ্কপট,
প্রেমসেবা শিখাইতে জীবে।
মঠের বৈষ্ণবগণ, করে সদা বিতরণ,
হরিগুণ-কথামৃত ভবে॥
শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী, বিমল প্রবাহ আনি',
শীতল করিল তপ্তপ্রাণ।
দেশে দেশে নিষ্কিঞ্চন, প্রেরিলা বৈষ্ণবগণ,
বিস্তারিতে হরিগুণগান॥
পূর্ব্বে যথা গৌরহরি, মায়াবাদ ছেদ করি',
বৈষ্ণব করিলা কাশীবাসী।
বৈষ্ণবদর্শন-সূক্ষ্ম, বিচারে তুমি হে দক্ষ,
তেমতি তোষিলা বারাণসী।

দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, হরিভক্তি যার মর্ম্ম,
শাস্ত্রযুক্ত্যে করিলা নিশ্চয়।
জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মচয়, মূল্য তার কিছু নয়,
ভক্তির বিরোধী যদি হয়॥
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, ভক্তসঙ্গে পরিক্রমি',
সুকীর্ত্তি স্থাপিলা মহাশয়।
অভিন্ন ব্রজমণ্ডল, গৌড়ভূমি প্রেমোজ্জ্বল,
প্রচার হইল বিশ্বময়॥
কুলিয়াতে পাষণ্ডীরা, অত্যাচার কৈল যা'রা,
তা-সবার দোষ ক্ষমা করি'।
জগতে কৈলে ঘোষণা, 'তরোরিব সহিষ্ণুনা',
হন 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'॥
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ, সভামধ্যে "পাত্ররাজ",
উপাধি-ভূষণে বিভূষিত।
বিশ্বের মঙ্গল লাগি', হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী,
বিশ্ববাসিজন-হিতে রত॥
করিতেছ উপকার, যা'তে পর-উপকার,
লভে জীব শ্রীকৃষ্ণ-সেবায়।
দূরে যায় ভব-রোগ, খণ্ডে যাহে কর্ম্মভোগ,
হরিপাদপদ্ম যা'তে পায়॥
জীব মোহ-নিদ্রাগত, জাগা'তে বৈকুণ্ঠদূত,
'গৌড়ীয়' পাঠাও ঘরে ঘরে।
উঠরে উঠরে ভাই, আর ত' সময় নাই,
'কৃষ্ণ ভজ' বল উচ্চৈঃস্বরে॥
তোমার মুখারবিন্দ-, বিগলিত মকরন্দ,
সিঞ্চিত অচ্যুত-গুণগাথা।
শুনিলে জুড়ায় প্রাণ, তমো-মোহ অন্তর্দ্ধান,
দূরে যায় হৃদয়ের ব্যথা॥

জানি আমি মহাশয়, যশোবাঞ্ছা নাহি হয়,
বিন্দুমাত্র তোমার অন্তরে।
তব গুণ বীণাধারী, মোর কণ্ঠ-বীণা ধরি',
অবশেষে বলায় আমারে॥
বৈষ্ণবের গুণ-গান, করিলে জীবের ত্রাণ,
শুনিয়াছি সাধু-গুরু-মুখে।
কৃষ্ণভক্তি সমুদয়, জনম সফল হয়,
এ ভব-সাগর তরে সুখে॥
তে কারণে এ প্রয়াস, যথা বামনের আশ,
গগনের চাঁদ ধরিবারে।
অদোষ-দরশী তুমি, অধম পতিত আমি,
নিজগুণে ক্ষমিবা আমারে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-পারিষদ, ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ,
দীন-হীন পতিতের বন্ধু।
কলিতম-বিনাশিতে, আনিলেন অবনীতে,
তোমা' অকলঙ্ক পূর্ণ ইন্দু॥
কর কৃপা বিতরণ, প্রেমসুধা অনুক্ষণ,
মাতিয়া উঠুক জীবগণ।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে, নাচুক জগত-জনে,
বৈষ্ণব দাসের নিবেদন॥

শ্রীল-গৌরকিশোর-বন্দনা

হা প্রভো! গৌরকিশোর, বৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুর,
সাক্ষাৎ বৈরাগ্য মূর্ত্তিমন্ত।
তব উরু-কৃপা বিনে, সাধন-ভজনহীনে,
কৈছে গায় সে গুণ-অনন্ত॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত যত, তাঁ'র মধ্যে (শ্রী) রঘুনাথ,
বৈরাগ্য যেন পাষাণ-রেখা।
তুমি ত' বরিলে তায়, দেখি' গৌর সুখ পায়,
হরিপ্রীতি লাগি' যত চেষ্টা॥
জগতে বিরাগ যাহা, কেবল-কৈতব তাহা,
ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহাময় যত।
অপ্রাকৃত রসসিন্ধু, তাঁহে যে 'বিরহ'-সীধু,
সে-বিরাগে হ'লে অনুরক্ত॥
জগন্নাথ-উপদেশে, ব্রজাভিন্ন উদ্দেশে,
ব্রজ হ'তে এলে নব-বন।
ভকতিবিনোদ-সঙ্গে, গৌরকেলি-কথারঙ্গে,
কর বিপ্রলম্ভ-আস্বাদন॥
বিপ্রলম্ভ শুদ্ধভাব, জীবের সহজ-ভাব,
যা'র আকর রাধা-পদদ্বন্দ্ব।
তাঁহার দাস্য-আশে, 'হা গৌর! হা গৌর! আস্যে,
দিবানিশি কাঁদি হৈলে অন্ধ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞানধনে, দেখাইলে বিশ্বজনে—
জড়বিদ্যা নহে কার্য্যকরী।
শুদ্ধ-বৈষ্ণবানুগত্যে, অকপট হৈয়া চিত্তে,
তবে তাহা লভিবারে পারি॥
'সাধুত্বের অভিমান, ত্যজ সাধু! অবিরাম',—
অমূল্য তোমার উপদেশ।
'পূজা-প্রতিষ্ঠার আশ, হয়ো নাকো তা'র দাস,
যদি চাহ কৃষ্ণকৃপালেশ॥'
'ঐকান্তিক নামাশ্রয়, ইথে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—
ইহ গৌর-শ্রীমুখ-বচন।
ইহাতে বিশ্বাস ধর, নামে শুদ্ধসত্ত্ব কর,
হ'বে সিদ্ধি, লীলার স্ফুরণ॥'

ভণ্ড ও পাষণ্ড যত, জড়ভোগে উন্মত্ত,
তাহা দেখি' ছাড় দীর্ঘশ্বাস।
অমল গৌরাঙ্গ-শিক্ষা, জীবে দিবে চিন্তিয়া,
আনিয়াছ 'শ্রীদয়িতদাস'॥
দামোদর-মাসবরে, হরি-জাগর-বাসরে,
পরিহরি' প্রপঞ্চের লীলা।
'প্রমোদ-মঞ্জরী' তুমি, রূপগণে হৈলে গণি,
শ্রীরাধার উল্লাস বাড়িলা॥
প্রভো! তুমি গঙ্গা-তীর, আর রাধাকুণ্ড-নীড়,
আছ যথা নিত্য-চিদ্বিলাস।
এই কৃপা কর অতি, জাগে গৌর-কৃষ্ণে রতি,
শূন্য হউ' অন্য-অভিলাষ॥

শব্দার্থ ঃ-উরু—অতিশয়; সীধু—অমৃত; নববন—নবদ্বীপ; আস্যে—বদনে।

শ্রীভকতিবিনোদ-জয়-গুণ-গান

(ক)

জয় গদাধরাভিন্ন ভকতিবিনোদ।
চিদানন্দময় তনু ভক্তপ্রাণামোদ॥
উদ্ধার করিলে লুপ্ত তীর্থ-মায়াপুর।
জয়-নামাচার্য্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর॥
স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, রাধাকুণ্ড-তীর।
বিশুদ্ধ ভজন-স্থান—সমাধি-মন্দির॥
জয় জয় নীলাচল, শ্রীভক্তি-কুটীর।
শ্রীভক্তিবিনোদ-স্থান সমুদ্রের তীর॥
জয় জয় শ্রীকল্যাণ-কল্পতরুরাজ।
ঠাকুর আনিল যাঁহা ধরণীর মাঝ॥

শ্রীভক্তি-ভবন জয় গিরিধর-স্থান।
জয় তিরোভাব-তিথি ভক্তগণ-প্রাণ॥
জয় গৌর-পাদপদ্ম-রস-মধুকর।
নাম-রসে ভাসাইলা জীবের অন্তর॥
জয় উপদেশামৃত মধুর মূরতি।
জানাইলা জীবগণে নামের শকতি॥
ভকতিবিনোদ প্রভু গৌর-নিজ-জন।
হরিনাম-মহামন্ত্র যাঁহার সাধন॥
সেই সে-বিনোদ-পদ ভরসা যাঁহার।
জয় গুণগান গাহে অধম সে ছার॥
দয়া করি' শ্রীচরণ-সেবা অধিকার।
দিও দেব! ইহা ছাড়া আশা নাহি আর॥

(খ)

(কোথা) ভকতিবিনোদ শ্রীগৌর-স্বজন!
কৃষ্ণপ্রেম দিতে, এসেছিলে মর্ত্ত্যে,
মানবের সাজে করুণা-কারণ॥
(যবে) ধর্ম্ম-বিপ্লবের, অমানিশা-ঘোরে,
সুসুপ্ত মানব ব্যভিচার করে।
অন্তর্যামী প্রভুর, হৃদয় বিদরে,
জীবের দুঃখেতে করিয়া ক্রন্দন॥
(তখন) গৌড়-গগনের, উদয়-গিরিতে,
উদিলে আচার্য্য মঙ্গল-উষাতে।
গৌর-মনোঽভীষ্ট, স্থাপিয়া বিশ্বেতে,
অজ্ঞানান্ধকার করিলে মোচন॥
প্রেম-প্রয়োজন, বিগ্রহ তুমি ত',
মহান্ পুমর্থ প্রেম-মূলমন্ত্র।

শত গ্রন্থে, পত্রে— করিলে বিবৃত,
নামই সাধ্যসার, নামই সাধন॥
শুদ্ধনাম আর, নাম-অপরাধ,
বিশ্লেষিতে আছে তব গ্রন্থ-মাঝ।
দেখি' স্তব্ধীভূত, সজ্জন-সমাজ,
কোটিকণ্ঠে করে তব গুণগান॥
সহজ-সরল, 'অমৃতবর্ষিণী',
ভাব-ভাষা ভরা তোমার লেখনী।
প্রতি পত্রে ছত্রে, সিদ্ধান্ত-সম্মণি,
শাস্ত্র-সিন্ধু ছানি' করেছ চয়ন॥
'শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা', 'সজ্জন-তোষণী',
'শিক্ষামৃত', 'হরিনাম-চিন্তামণি'।
'শ্রীশরণাগতি',— শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী,
'জৈবধর্ম্মে' জীবের স্বরূপ-স্থাপন॥
'মহাপ্রভুর শিক্ষা', 'গীতাবলী'-গান,
'গীতমালা', 'প্রেমপ্রদীপ' আখ্যান।
'কল্পতরু'-রাজে, বিরাজে কল্যাণ,
অপার অনন্ত তব ভূরিদান॥
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-, রাজসভা আর,
ধাম-প্রচারিণী-সংসৎ তোমার।
উন্নত শীরষে, ধাম-মায়াপুর,
(তব) অপার্থিব কীর্ত্তি করে বিঘোষণ॥
আপেক্ষিক হয়, পতিব্রতা-ধর্ম্ম,
নিরপেক্ষা হ'লে বেশ্যাতে গণন।
পাতিব্রত্য-সার,— কৃষ্ণৈকসেবন,
(এই) বেদগোপ্য-বাণী দিয়েছ সন্ধান॥

তব স্নেহ-ধারা, সম্বর্দ্ধিত যাঁ'রা,
ভূলোকে গোলোক-নিবাসী তাঁহারা।
বিতরি' শ্রীনাম-, সুধার-সুধারা,
ভব-দাবানল করে নির্ব্বাপণ॥
(তুমি) কালাতীত নিত্য, চিদ্বিলাস-তত্ত্ব,
বদ্ধজীব-পক্ষে অগম্য নিতান্ত।
কেমনে বর্ণিব, ও বিরহ-তত্ত্ব,
(যেন) ঐ বাঞ্ছা পঙ্গুর পর্ব্বত-লঙ্ঘন॥
নাহি কর্ম্ম-বল, নাহি জ্ঞান-বল,
না জানি ভকতি, মোরা সুদুর্ব্বল।
তব পদ-রেণু, তব পদ-জল,
(হোক্) সাধন-সম্বল ভুবন-পাবন॥
কে বুঝিবে তোমার, গম্ভীর স্বভাব,
শ্রীরাধার কৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগ।
কোটী কোটী জন্মে, ক'রো দায়ভাক্,
তব পদযুগে এই নিবেদন॥
ভকতিবিনোদ, কৃষ্ণ-বিনোদিতে,
এনেছে প্রপঞ্চে 'শ্রীরাধা-দয়িতে'।
সাধ বিশ্ববাসি! ঐ পদ-প্রান্তে,
অনুকূল-কৃষ্ণ-ভজন-বিজ্ঞান॥
(আজ) বঙ্গে ও ভারতে, পাশ্চাত্য নগরে,
পূজারী পূজিছে যোগ্য উপচারে।
আত্ম-পুষ্পাঞ্জলি— সঙ্কীর্ত্তন-দ্বারে,
(ও) পাদপূজা করি' যাচে কৃপাকণ॥

শ্রীল জগন্নাথ-বন্দনা

[শ্রীল ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-বিরচিত
'ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি' হইতে উদ্ধৃত]

অনাথ জীবেরে, করিতে সনাথ, জগন্নাথ প্রভো তুমি।
প্রভুর আজ্ঞাতে, অবনীতে আসি', বসিলা নদীয়া-ভূমি॥
গৌর-কৃষ্ণ যেন, রাধাকুণ্ড আদি, প্রকাশিলা কৃপা করি'।
তুমি গৌরজন, গৌরাঙ্গ-আদেশে, জানাইলা 'মায়াপুরী'॥
'মধুর-আলোক', করি' দরশন, অমর তুলসী-বনে।
আপনার জন, ভকতিবিনোদে, স্মরণ করিলা মনে॥
মরমের কথা, বুঝিল মরমী, ছুটিয়া আসিলা তথা।
তোমার নির্দ্দেশে, করিল মন্দির, গৌর-জন্মস্থান যথা॥
হৃদয়-দেবতা, প্রকাশি' মন্দিরে, কৃষ্ণদাতা দয়াময়।
গৌর-ধাম-নাম, গৌর-কাম-সেবা, প্রচারিলে বিশ্বময়॥
প্রকটাপ্রকট, তিথি বৈষ্ণবের, অবিদিত ছিল যাহা।
'তদীয়' সেবার, মহিমা-প্রচারে, কৃপায় জানালে তাহা॥
কৃষ্ণেতর শব্দ-, শ্রবণ-কথনে, নিরত-মানবে জানি'।
তিথি-বার-মাস, নক্ষত্রাদি নামে, কৃষ্ণসংজ্ঞা দিলা আনি'॥
ভকতির দ্বারে, কৃষ্ণ-বিনোদন, জানাতে সিদ্ধান্তসার।
ভক্তির স্বরূপে, আনিলে জগতে, করুণার পারাবার॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আর মোক্ষ-আশা, ছাড়িয়া সৌভাগ্যবান্।
বসি' ভক্ত-সঙ্গে, ভক্তি-অনুষ্ঠানে, সেবে সদা ভগবান্॥
জগতের নাথ, ভক্ত, ভগবান্, জানিয়া কৃপায় তব।
তোমার চরণে, ওহে জগন্নাথ! চিরদাস হঞা রব॥

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

১(ক)

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সভার চরণ॥
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সভার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত॥
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সভার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি॥
যে-দেশে যে-দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি' বন্দোঁ সবার চরণ॥
হঞাছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।
সভার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি' ঘাস॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ-পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥
মহাপ্রভুর গণ সব পতিতপাবন।
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ॥
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি।
তমো-বুদ্ধি-দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি॥
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি' মো-অধমে কর নিজ দাস॥
সর্ব্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, যম-বন্ধ-ছুটে।
জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেমধন লুটে॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়॥

(খ)

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর, ধন গোরাচাঁদ।
জগত বাঁধিল গোরা পাতি' প্রেমফাঁদ॥ধ্রু॥
মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করোঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অবতারে।
যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে॥
বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন্ জন হঙ শিশু অল্পমতি॥
জিহ্বার আরতি আর মনের বাসনা।
তেঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণব-বন্দনা॥
যে কিছু কহিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে।
ক্রমভঙ্গ না লইবে মোর অপরাধে॥
বন্দোঁ **শচী জগন্নাথ** মিশ্রপুরন্দর।
যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর॥
বন্দনা করিব **বিশ্বরূপ** ধন্য ধন্য।
চৈতন্য-অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য॥
বন্দিব সে মহাপ্রভু **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**।
পতিতপাবন-অবতার ধন্য ধন্য॥
বন্দোঁ **লক্ষ্মীঠাকুরাণী** আর **বিষ্ণুপ্রিয়া**।
গদাধর পণ্ডিত-গোসাঞি বন্দনা করিয়া॥
বন্দোঁ **পদ্মাবতী** দেবী, **হাড়াই পণ্ডিত**।
যাঁ'র পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুত-চরিত॥
দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ **শ্রীনিত্যানন্দ**।
যাঁহা হৈতে নাটে গীতে সভার আনন্দ॥
বসুধা-জাহ্নবা বন্দোঁ দুই ঠাকুরাণী।
যাঁ'র পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি॥

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি বন্দিব সাবধানে।
সকল ভুবন বশ যাঁ'র আচরণে॥

(গ)

(ভাট্যালি রাগ)

ধন্য অবতার গোরা ন্যাসি-শিরোমণি।
এমন সুন্দর নাম কোথাও না শুনি॥ধ্রু॥
সাবধানে বন্দোঁ আগে **মাধবেন্দ্রপুরী**।
বিষ্ণুভক্তি-পথের প্রথম অবতরি॥
আচার্য্য গোসাঞি বন্দোঁ **অদ্বৈত ঈশ্বর**।
যে আনিল মহাপ্রভু ভুবন-ভিতর॥
সীতা-ঠাকুরাণী বন্দোঁ হঞা একমন।
অচ্যুতানন্দাদি বন্দোঁ তাঁহার নন্দন॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভক্ত-চূড়ামণি।
যাঁ'র নাম ল'য়ে প্রভু কাঁদিলা আপনি॥
বন্দিব **শ্রীশ্রীনিবাস** ঠাকুর পণ্ডিত।
নারদ-খেয়াতি যাঁ'র ভুবন-বিদিত॥
ভক্তি করি' বন্দিব **মালিনী**-ঠাকুরাণী।
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁ'রে বলিলা জননী॥
শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে।
আলবাটী প্রভু যাঁ'রে করিলা আপনে॥
হরিদাস-ঠাকুর বন্দোঁ বিরক্ত-প্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম॥
গোপীনাথ ঠাকুর বন্দোঁ জগত-বিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতিপাঠে যেঁহ ব্রহ্মা সাক্ষাত॥
বন্দিব **মুরারিগুপ্ত** ভক্তি-শক্তিমন্ত।
পূর্ব্ব-অবতারে যাঁ'র নাম হনুমন্ত॥

শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দোঁ চন্দ্র-সুশীতল।
আচার্য্যরত্ন বলি যাঁ'র খ্যাতি নিরমল॥
গোবিন্দ গরুড় বন্দোঁ মহিমা-অপার।
গৌরপদে ভক্তিদ্বারে যাঁ'র অধিকার॥
বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম **শ্রীমুকুন্দ দত্ত**।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁ'র গানের মহত্ত্ব॥
শ্রীগোবিন্দদাস বন্দোঁ বড় শুদ্ধভাবে।
উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে॥
বন্দোঁ মহানিরীহ **পণ্ডিত দামোদর**।
পীতাম্বর বন্দোঁ তাঁ'র জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
বন্দিব **শ্রীজগন্নাথ, শঙ্কর; নারায়ণ**।
বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন॥
বন্দোঁ মহাশয় **চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর**।
প্রভুর ভবিষ্য যেঁহ কহিলা সত্বর॥
শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দোঁ **গুপ্ত নারায়ণ**।
বন্দোঁ গুরু **বিষ্ণু, গঙ্গাদাস, সুদর্শন**॥
বন্দোঁ সদাশিব আর **শ্রীগর্ভ, শ্রীনিধি**।
বুদ্ধিমন্ত-খান বন্দোঁ আর **বিদ্যানিধি**॥
বন্দিব ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী **শুক্লাম্বর**।
প্রভু যাঁ'রে দিল নিজ প্রেমভক্তি বর॥
নন্দন আচার্য্য বন্দোঁ লেখক **বিজয়**।
বন্দোঁ **রামদাস, কবিচন্দ্র** মহাশয়॥
বন্দোঁ খোলাবেচা-খ্যাতি **পণ্ডিত শ্রীধর**।
প্রভু-সঙ্গে যাঁ'র নিত্য কৌতুক কোন্দল॥
বন্দোঁ ভিক্ষু **বনমালী** পুত্রের সহিতে।
প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে॥

হলায়ুধ ঠাকুর বন্দোঁ করিয়া আদর।
বন্দনা করিব **শ্রীবাসুদেব** ভাদর॥
বন্দিব **ঈশানদাস** করযোড় করি'।
শচী ঠাকুরাণী যাঁ'রে স্নেহ কৈল বড়ি॥
বন্দোঁ **জগদীশ** আর **শ্রীমান্ সঞ্জয়**।
গরুড়, **কাশীশ্বর** বন্দোঁ করিয়া বিনয়॥
বন্দনা করিব **গঙ্গাদাস, কৃষ্ণানন্দ**।
শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দোঁ করিয়া আনন্দ॥
বল্লভ আচার্য্য বন্দোঁ জগজনে জানি।
যাঁ'র কন্যা আপনি শ্রীলক্ষ্মী-ঠাকুরাণী॥
সনাতন মিশ্র বন্দোঁ আনন্দিত হৈয়া।
যাঁ'র কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আচার্য্য বনমালী বন্দোঁ **দ্বিজ কাশীনাথ**।
মহাপ্রভুর বিবাহের ঘটনা যাঁ'র সাথ॥
প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল যত জন।
তাঁ' সভার পাদপদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ॥

(ঘ)

(সুহই রাগ)

ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।
এমন করুণানিধি কভু নাহি আর ॥ধ্রু॥
গোসাঞি ঈশ্বরপুরী বন্দোঁ সাবধানে।
লোক-শিক্ষা-দীক্ষা প্রভু কৈলা যাঁ'র স্থানে॥
কেশব ভারতী বন্দোঁ সান্দীপনি-মুনি।
প্রভু যাঁ'রে নিজগুরু করিলা আপনি॥
বন্দিব **শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর** চরণ।
প্রভু যাঁ'রে কহিলেন শ্রীরাধার গণ॥

পরমানন্দপুরী বন্দোঁ উদ্ধব-স্বভাব।
দামোদরস্বরূপ বন্দোঁ ললিতার ভাব॥
নরসিংহতীর্থ বন্দোঁ পুরী-সুখানন্দ।
শ্রীগোবিন্দপুরী বন্দোঁ পুরী-ব্রহ্মানন্দ॥
নৃসিংহপুরী বন্দোঁ সত্যানন্দ ভারতী।
বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতি॥
বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন।
"বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী" যাঁহার গ্রন্থন॥
ব্রহ্মানন্দস্বরূপ বন্দোঁ বড় ভক্তি করি'।
কৃষ্ণানন্দপুরী বন্দোঁ শ্রীরাঘবপুরী॥
বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দোঁ বিশ্ব পরকাশ।
মহাপ্রভুর পদে যাঁ'র বিশেষ-বিশ্বাস॥
শ্রীকেশবপুরী বন্দোঁ অনুভবানন্দ।
বন্দিব ভারতী-শিষ্য নাম চিদানন্দ॥
বন্দোঁ রূপ-সনাতন দুই মহাশয়।
বৃন্দাবনভূমি দুঁহে করিলা নির্ণয়॥
শ্রীজীব গোসাঞি বন্দোঁ সভার সম্মত।
সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতত্ত্ব॥
রঘুনাথদাস বন্দোঁ রাধাকুণ্ডবাসী।
রাঘব-গোসাঞি বন্দোঁ গোবর্দ্ধন-বিলাসী॥
বন্দিব গোপালভট্ট বৃন্দাবন মাঝে।
সনাতন-রূপ সঙ্গে সতত বিরাজে॥
রঘুনাথভট্ট গোসাঞি বন্দিব একচিতে।
বৃন্দাবনে অধ্যাপক—শ্রীভাগবতে॥
লোকনাথ ঠাকুর বন্দোঁ ভূগর্ভ ঠাকুর।
জীব নিস্তারিতে যাঁ'র করুণা প্রচুর॥

কাশীশ্বর গোসাঞি বন্দোঁ হঞা একমতি।
মথুরামণ্ডলে যাঁ'র বিশেষ খেয়াতি॥
শুদ্ধা **সরস্বতী** বন্দোঁ বড় শুদ্ধমতি।
প্রভুর চরণে যাঁ'র বিশুদ্ধ ভকতি॥
প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন।
যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণন॥
জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সাক্ষাৎ সত্যভামা।
মহাপ্রভু কৈল যাঁ'রে পীরিতি পরমা॥
মহা-অনুভব বন্দোঁ **পণ্ডিত রাঘব**।
পানিহাটী-গ্রামে যাঁ'র প্রকাশ বৈভব॥
পুরন্দর-পণ্ডিত বন্দোঁ অঙ্গদবিক্রম।
সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁ'র দেখিলা ব্রাহ্মণ॥
কাশীমিশ্র বন্দোঁ—প্রভু যাঁহার আশ্রমে।
বাণীনাথ পট্টনায়ক বন্দিব সাবধানে॥
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র বন্দোঁ, **রায় ভবানন্দ**।
কলানিধি, সুধানিধি, গোপীনাথ, বন্দোঁ॥
রায় রামানন্দ বন্দোঁ বড় অধিকারী।
প্রভু যাঁ'রে লভিলা দুর্ল্লভ জ্ঞান করি'॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত বন্দোঁ দিব্যশরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ, গৌরাঙ্গ বাহির॥
বন্দিব **সুগ্রীবমিশ্র, শ্রীগোবিন্দানন্দ**।
প্রভু লাগি' মানসিক যাঁ'র সেতুবন্ধ॥
সম্ভ্রমে বন্দিব আর **গদাধর দাস**।
বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ॥
সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ একমনে।
নিরন্তর প্রেমোন্মাদ—বাহ্য নাহি জানে॥

প্রেমময় তনু বন্দোঁ **সেন শিবানন্দ**।
জাতি-প্রাণ-ধন যাঁ'র গোরা-পদদ্বন্দ্ব॥
চৈতন্যদাস, রামদাস আর **কর্ণপূর**।
শিবানন্দের তিনপুত্র বন্দিব প্রচুর॥
বন্দিব **মুকুন্দদাস** ভাবে শুদ্ধচিত্ত।
ময়ূরের পাখা দেখি' হইলা মূর্চ্ছিত॥
প্রেমের আলয় বন্দোঁ **নরহরিদাস**।
নিরন্তর যাঁ'র চিত্তে গৌরাঙ্গ-বিলাস॥
মধুর চরিত্র বন্দোঁ **শ্রীরঘুনন্দন**।
আকৃতি প্রকৃতি যাঁ'র ভুবনমোহন॥
রঘুনাথদাস বন্দোঁ প্রেমসুধাময়।
যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয়॥
আচার্য্য পুরন্দর বন্দোঁ **পণ্ডিত দেবানন্দ**।
গৌরপ্রেমময় বন্দোঁ **শ্রীআচার্য্যচন্দ্র**॥
আকাইহাটের বন্দোঁ **কৃষ্ণদাস ঠাকুর**।
পরমানন্দপুরী বন্দোঁ সতীর্থ প্রভুর॥
শ্রীগোবিন্দ-ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
যাঁ'র নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে॥
বন্দিব **মাধব-ঘোষ** প্রভুর প্রীতিস্থান।
প্রভু যাঁ'রে করিলা অভ্যঙ্গ-স্বরদান॥
শ্রীবাসুদেব-ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনু যাঁ'র অন্য নাহি জ্ঞানে॥
ঠাকুর **শ্রীঅভিরাম** বন্দিব সাদরে।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহো বংশী করি' ধরে॥
সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদম্বফুল জম্বীরের গাছে॥

পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে॥
বংশীবদন ঠাকুর বন্দিব সাদরে।
গদাধর দাস করিলা বংশী-অবতারে॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ **শ্রীপুরুষোত্তম** নাম।
কে কহিতে পারে তাঁ'র গুণ অনুপম॥
সর্ব্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ-করুণাশক্তি-বলে॥
সপ্তম বৎসরে যাঁ'র শ্রীকৃষ্ণ-উন্মাদ।
ভুবনমোহন-নৃত্য শকতি অগাধ॥
গৌরীদাস-কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দস্তব করাইলা নিজ শক্তি দিয়া॥
গদাধর দাস আর **শ্রীগোবিন্দ ঘোষ**।
যাঁহার প্রকাশে প্রভু পাইলা সন্তোষ॥
যাঁ'র অষ্টোত্তরশতঘট গঙ্গা-জলে।
অভিষেক সর্ব্বজ্ঞতা যাঁ'র শিশুকালে॥
করবীর মঞ্জরী আছিল যাঁ'র কানে।
পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সভা-বিদ্যমানে॥
যাঁ'র নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল।
মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁ'র কলেবর॥
কালিয়া-কৃষ্ণদাস বন্দোঁ বড় ভক্তি করি'।
দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণতেজোধারী॥
কমলাকর পিপ্পলাই বন্দোঁ ভাববিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল—লহ বেত্র, দেহ' বাঁশী॥
রত্নাকরসুত বন্দোঁ **পুরুষোত্তম** নাম।
নদীয়া-বসতি যাঁ'র দিব্য তেজোধাম॥

উদ্ধারণ দত্ত বন্দোঁ হঞা সাবহিত।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে বেড়াইল সর্ব্বতীর্থ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য-গোসাঞিরে নিল উৎকলনগরী॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দোঁ বিলাসী সুজন।
প্রভু যাঁ'রে দিলা আচার্য্য-গোসাঞির স্থান॥
বন্দিব সারঙ্গদাস হঞা একমন।
মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়ন॥

(ঙ)

(বড়ারী রাগ)

গোরা গোসাঞি পতিতপাবন অবতার।
তোমার করুণায় সর্ব্বজীবের উদ্ধার॥ধ্রু॥
কবিরাজ-মিশ্র বন্দোঁ ভাগবতাচার্য্য।
শ্রীমধু-পণ্ডিত বন্দোঁ অনন্ত-আচার্য্য॥
গোবিন্দ-আচার্য্য বন্দোঁ সর্ব্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী॥
সার্ব্বভৌম বন্দোঁ বৃহস্পতির চরিত্র।
প্রভুর প্রকাশে যাঁ'র অদ্ভুত কবিত্ব॥
প্রতাপরুদ্র রায় বন্দোঁ ইন্দ্রদ্যুম্ন-খ্যাতি।
প্রকাশিলা প্রভু যাঁ'রে ষড়্ভুজ-আকৃতি॥
দ্বিজ রঘুনাথ বন্দোঁ উড়িয়া বিপ্রদাস।
দ্বিজ হরিদাস বন্দোঁ বৈদ্য বিষ্ণুদাস॥
যাঁ'র গান শুনি' প্রভুর অধিক উল্লাস।
তাঁ'র ভাই বন্দোঁ শ্রীবনমালী দাস॥
সখীভেক ত্যজি' কৈল গোপীপদ আশ।
কহনে না যায় তাঁ'র প্রেমের প্রকাশ॥

কানাই খুটিয়া বন্দোঁ বিশ্ব-পরচার।
জগন্নাথ-বলরাম দুই পুত্র যাঁ'র॥
বন্দোঁ উড়িয়া **বলরাম দাস** মহাশয়।
জগন্নাথ-বলরাম যাঁ'র বশ হয়॥
জগন্নাথ দাস বন্দোঁ সঙ্গীত-পণ্ডিত।
যাঁ'র গানরসে জগন্নাথ বিমোহিত॥
বন্দিব **শিবানন্দ**, পণ্ডিত **কাশীশ্বর**।
বন্দিব **চন্দনেশ্বর** আর **সিংহেশ্বর**॥
বন্দিব **সুবুদ্ধিমিশ্র**, মিশ্র-**শ্রীশ্রীনাথ**।
তুলসী মিশ্র বন্দোঁ মাহাতী **কাশীনাথ**॥
শ্রীহরিভট্ট বন্দোঁ মাহাতী **বলরাম**।
বন্দোঁ **পট্টনায়ক মাধব** যাঁ'র নাম॥
বসুবংশ **রামানন্দ** বন্দিব যতনে।
যাঁ'র বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে॥
বন্দিব **শ্রীপুরুষোত্তম** নাম ব্রহ্মচারী।
শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দোঁ বড় ভক্তি করি'॥
শ্রীকর পণ্ডিত বন্দোঁ দ্বিজ **রামচন্দ্র**।
সর্ব্বসুখময় বন্দোঁ **যদু কবিচন্দ্র**॥
বিলাসী বৈরাগী বন্দোঁ **পণ্ডিত ধনঞ্জয়**।
সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥
জগন্নাথ-পণ্ডিত বন্দোঁ **আচার্য্য-লক্ষণ**।
কৃষ্ণদাস-পণ্ডিত বন্দোঁ বড় শুদ্ধ মন॥
সূর্য্যদাস-পণ্ডিত বন্দোঁ বিদিত সংসার।
বসুধা-জাহ্নবা বন্দোঁ দুই কন্যা যাঁ'র॥
মুরারি-চৈতন্যদাস বন্দোঁ সাবধানে।
আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁ'র প্রহ্লাদ সমানে॥

পরমানন্দ গুপ্ত বন্দোঁ সেন জগন্নাথ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক-রাম-সাথ॥
শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ সেন শ্রীবল্লভ।
ভাস্কর ঠাকুর বন্দোঁ বিশ্বকর্ম্মা-অনুভব॥
সঙ্গীতকারক বন্দোঁ বলরাম দাস।
নিত্যানন্দ-চন্দ্রে যাঁ'র একান্ত বিশ্বাস॥
মহেশ পণ্ডিত বন্দোঁ বড়ই উন্মাদী।
জগদীশ পণ্ডিত বন্দোঁ নৃত্যবিনোদী॥
নারায়ণীসুত বন্দোঁ বৃন্দাবন দাস।
'চৈতন্যমঙ্গল' যেঁহ করিলা প্রকাশ॥
বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস॥
পরমানন্দ অবধূত বন্দোঁ একমনে।
নিরন্তর উন্মত্ত বাহ্য নাহি জানে॥
বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত।
যদুনাথ দাস বন্দোঁ মধুর-চরিত॥
পুরুষোত্তম পুরী বন্দোঁ তীর্থ জগন্নাথ।
শ্রীরামতীর্থ বন্দোঁ পুরী-রঘুনাথ॥
বাসুদেবতীর্থ বন্দোঁ আশ্রম উপেন্দ্র।
বন্দিব অনন্তপুরী, হরিহরানন্দ॥
মুকুন্দ কবিরাজ বন্দোঁ নির্ম্মল চরিত।
বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীব পণ্ডিত॥
বন্দনা করিব শিশু-কৃষ্ণদাস-নাম।
প্রভুর পালনে যাঁ'র দিব্য তেজোধাম॥
মাধব আচার্য্য বন্দোঁ কবিত্ব-শীতল।
যাঁহার রচিত ভাষ্য 'পুরুষমঙ্গল'॥
গৌরীদাস-পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস।
বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্যদাস॥

রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ করিয়া বিশ্বাস।
বন্দোঁ দিব্যলোচন **শ্রীরামচন্দ্র দাস**॥
শ্রীশঙ্কর ঘোষ বন্দোঁ অকিঞ্চন-রীতি।
ডঙ্কের বাদ্যে যে প্রভুরে করিল পীরিতি॥
পরম আনন্দে বন্দোঁ **আচার্য্য মাধব**।
ভক্তিফলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ॥
নারায়ণ পৈড়ারি বন্দোঁ **চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ**।
বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত॥
এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব।
কহনে না যায় সভার অনন্ত বৈভব॥
অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা।
হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা॥
বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি।
দেবেহ করিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি॥
সভাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণবঠাকুর।
শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনে মধুর॥
শরণ লইলুঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে।
সংক্ষেপে কহিলুঁ কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে॥
বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন।
অন্তরের মল ঘুচে, শুদ্ধ হয় মন॥
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোন-কালে নাহি পায় কোনই যন্ত্রণা॥
দেবের দুর্ল্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকীনন্দন দাস কহে এই লোভে॥

শ্রীবৈষ্ণবকৃপা-প্রার্থনা

২ (ক)

ওহে!

বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমারে, তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি', ছয় দোষ শোধি', ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ, দেহ' হে আমারে, বসেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার, নাহি পায় বল, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া, দেহ' কৃষ্ণনাম-ধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি', ধাই তব পাছে পাছে॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ- **ছয় বেগ**—বাক্য-বেগ, মনো-বেগ, ক্রোধ-বেগ, জিহ্বা-বেগ, উদর-বেগ, উপস্থ-বেগ। **ছয় দোষ**—অত্যাহার, অসৎ প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, দুর্জ্জন-সঙ্গ ও অসৎ বিষয়ে লোভ। **ছয় গুণ**—উৎসাহ, নিশ্চয়তা, ধৈর্য্য, ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্তি, অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সৎসঙ্গ গ্রহণ। **ছয় সৎসঙ্গ**—বৈষ্ণবকে দান, তাঁহার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ, তাঁহার নিকট নিজ গোপন কথা বলা এবং তাঁহার নিকট হইতে গোপনীয় ভজন-কথা শ্রবণ, ভক্তকে খাওয়ান ও তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ।

(খ)

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর!

সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে ভজিতে, অভিমান হউ দূর॥
'আমি ত' বৈষ্ণব', এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিব, 'গুরু'-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদ-জল-রেণু, সদা নিষ্কপটে ভজি॥

'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি, উচ্ছিষ্টাদি-দানে, হ'বে অভিমান-ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা, না লইব পূজা কার॥
অমানী মানদ, হইলে কীর্ত্তনে, অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে, নিষ্কপটে আমি, কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(গ)

কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি।
বৈষ্ণব-চরণ, কল্যাণের খনি, মাতিব হৃদয়ে ধরি'॥
বৈষ্ণব-ঠাকুর, অপ্রাকৃত সদা, নির্দ্দোষ, আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন, জীবেতে দয়ার্দ্র হয়॥
অভিমান-হীন, ভজনে প্রবীণ, বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তর-বাহিরে, নিষ্কপট সদা, নিত্যলীলা-অনুরক্ত॥
কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম প্রভেদে, বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি।
কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি, উত্তমে শুশ্রূষা শুনি॥
যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া, আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইব তবে॥
বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তা'রে, থাকে সদা মৌন ধরি॥

(ঘ)

হরি হরি কবে মোর হবে হেন দিন।
বিমল বৈষ্ণবে, রতি উপজিবে, বাসনা হইবে ক্ষীণ॥
অন্তর-বাহিরে, সম ব্যবহার, অমানী মানদ হ'ব।
কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে, শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে, সতত মজিয়া র'ব॥
এ দেহের ক্রিয়া, অভ্যাসে করিব, জীবন যাপন লাগি'।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে, অনুকূল যাহা, তাহে হ'ব অনুরাগী॥
ভজনের যাহা, প্রতিকূল তাহা, দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব।
ভজিতে ভজিতে, সময় আসিলে, এ দেহ ছাড়িয়া দিব॥

ভকতিবিনোদ, এই আশা করি', বসিয়া গোদ্রুম-বনে।
প্রভু-কৃপা লাগি', ব্যাকুল অন্তরে, সদা কাঁদে সঙ্গোপনে॥

শ্রীবৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তি

৩ (ক)

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার॥
বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম-জ্ঞান,
সদাই করম-পাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ, কাতরে তেঞি কান্দে॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ-বিপথ নাহি জানে॥
না লইনু সৎ মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখি' শুনি' লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজ-পাশ॥

(খ)

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়??

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥
হরি-স্থানে অপরাধে তারে' হরিনাম।
তোমা'-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন,—মম বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি'॥

(গ)

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥
ইহারে করিয়া জয়, ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষদরশি প্রভো, পতিত উদ্ধার'।
এইবার **নরোত্তমে** করহ নিস্তার॥

(ঘ)

সকল বৈষ্ণব গোসাঞি দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি' কহে এ দীন পামরে॥
শ্রীগুরু-চরণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পাদপদ্ম পাওয়াইয়া মোরে কর ধন্য॥
তোমা' সবার করুণা বিনে ইহা প্রাপ্তি নয়।
বিশেষে অযোগ্য মুঞি কহিল নিশ্চয়॥
বাঞ্ছা-কল্পতরু হও করুণা-সাগর।
এই ত' ভরসা মুঞি ধরিয়ে অন্তর॥

গুণ-লেশ নাহি মোর অপরাধের সীমা।
আমা' উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-রুচি আর প্রেম-ধন।
এ **রাধামোহনে** দেহ' হৈয়া সকরুণ॥

(৬)

শ্রীকৃষ্ণ-ভজন লাগি' সংসারে আইনু।
মায়াজালে বন্দী হৈয়া বৃক্ষসম হৈনু॥
স্নেহলতা বেড়ি' বেড়ি' তনু কৈল শেষে।
কীড়ারূপে নারী তাহে হৃদয়ে প্রবেশে॥
ফলরূপে পুত্র-কন্যা ডাল ভাঙ্গি' পড়ে।
কালরূপী বিহঙ্গ উপরে বাস করে॥
বাড়িতে না পাইল গাছ শুকাইয়া গেল।
সংসারের দাবানল তাহাতে লাগিল॥
দুরাশা, দুর্ব্বাসনা—দুই উঠে ধূমাইয়া।
ফুকার করয়ে লোচন মরিলাম পুড়িয়া॥
এগাও এগাও মোর বৈষ্ণব-গোঁসাই।
করুণার জল সিঞ্চ তবে রক্ষা পাই॥

শ্রীবৈষ্ণবের পাদোদক-মহিমা

(৪)

ঠাকুর বৈষ্ণব-পদ, অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই, হঞা একমন।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥
বৈষ্ণব-চরণ-জল, প্রেম-ভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত॥

তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে-সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক- সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।
দীন **নরোত্তম** কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তি

(৫)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, তোমার চরণ, স্মরণ না কৈনু আমি।
বিষয় বিষম, বিষ ভাল মানি, খাইছু হইয়া কামী॥
সেই বিষে মোরে, জারিয়া মারিল, বড়ই বিষম হৈল।
জনমে জনমে, এমন কতই, আত্মঘাতী পাপ কৈল॥
সেই অপরাধে, এ ভব-সংসারে, বাঁধিলে এ মায়াজালে।
তোমা' না ভজিয়া, আপনা খাইয়া, আপনি ডুবেছি হেলে॥
আর কত কাল, এ দুঃখ ভুঞ্জিব, ভোগ-দেহ নাহি যায়।
সহিতে নারিয়া, কাতর হইয়া, নিবেদিছি তুয়া পায়॥
ও রাঙ্গা চরণ, পরশ কেবল, বিচারিয়া এই দায়।
উদ্ধার করিয়া, লহ দীনবন্ধু, আপন চরণ-নায়॥
তোমার সেবন-, অমৃত ভোজন, করাইয়া মোরে রাখ।
এ **রাধামোহন**, খতে বিকাইল, দাম গগনে লেখ॥

শব্দার্থ ঃ-দায়—সঙ্কট; নায়—নৌকায়; খতে—প্রতিজ্ঞা-পত্রে; গগনে—শূন্যে অর্থাৎ বিনামূল্যে।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে লালসাময়ী প্রার্থনা

৬ (ক)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা কত দিনে হ'বে।
উপাধি-রহিত-রতি চিত্তে উপজিবে॥
কবে সিদ্ধদেহ মোর হইবে প্রকাশ।
সখী দেখাইবে মোরে যুগল-বিলাস॥
দেখিতে দেখিতে রূপ, হইব বাতুল।
কদম্ব-কাননে যা'ব ত্যজি' জাতি-কুল॥
'স্বেদ' 'কম্প' 'পুলকাশ্রু' 'বৈবর্ণ্য' 'প্রলয়'।
'স্তম্ভ' 'স্বরভেদ' কবে হইবে উদয়॥
ভাবময় বৃন্দাবন হেরিব নয়নে।
সখীর কিঙ্করী হ'য়ে সেবিব দু'জনে॥
কবে নরোত্তম-সহ সাক্ষাৎ হইবে।
কবে বা 'প্রার্থনা'-রস চিত্তে প্রবেশিবে॥
চৈতন্যদাসের দাস ছাড়ি' অন্য রতি।
করযুড়ি' মাগে আজ শ্রীচৈতন্যে মতি॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ- প্রার্থনা-রস—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর রচিত 'প্রার্থনা'-রূপী অমৃত।

(খ)

আমার এমন ভাগ্য কত দিনে হ'বে।
আমারে আপন বলি' জানিবে বৈষ্ণবে॥
শ্রীগুরুচরণামৃত-মাধ্বিক-সেবনে।
মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণগুণ গা'ব বৃন্দাবনে॥
কর্ম্মী, জ্ঞানী, কৃষ্ণদ্বেষী বহির্ম্মুখ-জন।
ঘৃণা করি' অকিঞ্চনে করিবে বর্জ্জন॥
কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ করিবে সিদ্ধান্ত।
আচার-রহিত এই নিতান্ত অশান্ত॥

বাতুল বলিয়া মোরে পণ্ডিতাভিমানী।
ত্যজিবে আমার সঙ্গ মায়াবাদী জ্ঞানী॥
কুসঙ্গ-রহিত দেখি' বৈষ্ণব-সুজন।
কৃপা করি' আমারে দিবেন আলিঙ্গন॥
স্পর্শিয়া বৈষ্ণব-দেহ এ দুর্জ্জন ছার।
আনন্দে লভিবে কবে সাত্ত্বিক বিকার॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থঃ-মাধ্বিক—মধু হইতে উৎপন্ন মদ; বাতুল—বায়ুরোগগ্রস্ত অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ততা।

(গ)

কবে মোর মূঢ় মন ছাড়ি' অন্য ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে পা'বে বিশ্রামের স্থান॥
কবে আমি জানিব আপনে অকিঞ্চন।
আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি অন্য জন॥
কবে আমি আচণ্ডালে করিব প্রণতি।
কৃষ্ণভক্তি মাগি' ল'ব করিয়া মিনতি॥
সর্ব্বজীবে দয়া মোর কতদিনে হ'বে।
জীবের দুর্গতি দেখি' লোতক পড়িবে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে আমি যা'ব বৃন্দাবন।
ব্রজধামে বৈষ্ণবের লইব শরণ॥
ব্রজবাসি-সন্নিধানে যুড়ি' দুই কর।
জিজ্ঞাসিব লীলা-স্থান হইয়া কাতর॥
ওহে ব্রজবাসি! মোরে অনুগ্রহ করি'।
দেখাও কোথায় লীলা করিলেন হরি॥
তবে কোন ব্রজজন সকৃপ-অন্তরে।
আমারে যা'বেন ল'য়ে বিপিন-ভিতরে॥

বলিবেন, দেখ এই কদম্ব-কানন।
যথা রাসলীলা কৈলা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ঐ দেখ নন্দগ্রাম নন্দের আবাস।
ঐ দেখ বলদেব যথা কৈলা রাস॥
ঐ দেখ যথা হৈল দুকূল-হরণ।
ঐ স্থানে বকাসুর হইল নিধন॥
এইরূপ ব্রজ-জনসহ বৃন্দাবনে।
দেখিব লীলার স্থান সতৃষ্ণ-নয়নে॥
কভু বা যমুনা তীরে শুনি' বংশীধ্বনি।
অবশ হইয়া লাভ করিব ধরণী॥
কৃপাময় ব্রজ-জন 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি'।
পান করাইবে জল পূরিয়া অঞ্জলি॥
হরিনাম শুনে পুনঃ পাইয়া চেতন।
ব্রজজন-সহ আমি করিব ভ্রমণ॥
কবে হেন শুভদিন হইবে আমার।
মাধুকরী করি' বেড়াইব দ্বার দ্বার॥
যমুনা-সলিল পিব অঞ্জলি ভরিয়া।
দেবদ্বারে রাত্রিকালে রহিব শুইয়া॥
যখন আসিবে কাল এ ভৌতিক পুর।
জলজন্তু-মহোৎসব হইবে প্রচুর॥
সিদ্ধদেহে নিজ কুঞ্জে সখীর চরণে।
নিত্যকাল থাকিয়া সেবিব কৃষ্ণধনে॥
এই সে প্রার্থনা করে এ পামর ছার।
শ্রীজাহ্নবা মোরে দয়া কর' এইবার॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ-লোতক—অশ্রু; দুকূল-হরণ—পরিধেয়বস্ত্র হরণ; ভৌতিক পুর—পাঞ্চভৌতিক শরীর।

শ্রীরূপানুগত্য-মাহাত্ম্য

(৭)

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপ-কৃপায় মিলে যুগল-চরণ॥
হা! হা! প্রভু সনাতন-গৌর-পরিবার।
সবে মিলি' বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে-পদ আশ্রয় যা'র, সেই মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥
হেন কি হইবে মোর—নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত **নরোত্তমে** করিবে শাসনে॥

শ্রীরূপ-সনাতনে দৈন্যময়ী প্রার্থনা

(৮)

বিষয়-বাসনারূপ চিত্তের বিকার।
আমার হৃদয়ে ভোগ করে অনিবার॥
কত যে যতন আমি করিলাম হায়।
না গেল বিকার বুঝি শেষে প্রাণ যায়॥
এ ঘোর বিকার মোরে করিল অস্থির।
শান্তি না পাইল স্থান, অন্তর অধীর॥
শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।
উদ্ধারিবে কবে যুক্তবৈরাগ্য অর্পিয়া॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়ায়ে বিষয়।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিভাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥

শ্রীচৈতন্য-নাম শুনে উদিবে পুলক।
রাধাকৃষ্ণামৃত-পানে হইব অশোক॥
কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল দুর্জ্জন এ-জন।
বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

পঞ্চতত্ত্ব-মহিমা—শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত

১ (ক)

জয় জয় শ্রীশ্রীবাস ঠাকুর পণ্ডিত।
নারদ-খেয়াতি যা'র ভুবন বিদিত॥
"কি কহিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
ত্রিভুবন হয় যার স্মরণে পবিত্র॥
সত্য সেবিলেন চৈতন্যেরে শ্রীনিবাস।
যাঁর ঘরে চৈতন্যের সকল বিলাস॥
কৃষ্ণ-অবতার যেন বসুদেব-ঘরে।
যতেক বিহার সব—নন্দের মন্দিরে॥
জগন্নাথ-ঘরে হৈল গৌর-অবতার।
শ্রীবাস-পণ্ডিত-গৃহে যতেক বিহার॥
সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রিয় পণ্ডিত শ্রীবাস।
তান বাড়ী গেলে মাত্র সবার উল্লাস॥
কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা।
যাঁর দাসদাসীর ভাগ্যের নাহি সীমা॥
চারি বেদে যাঁরে দেখিবারে অভিলাষ।
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী-দাস॥
পুত্রশোক না জানিল যে গৌরাঙ্গ-প্রেমে।
ভাসে আরো শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন-বাণে॥
এ সব সংসার-দুঃখ তাঁহার কি দায়।
যে তাঁহারে স্মরে সেহ কভু নাহি পায়॥

শ্রীবাসের চরণে রহুক নমস্কার।
গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ—নন্দন যাঁহার॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(খ)

সপ্তদ্বীপ দীপ্ত করি', শোভে নবদ্বীপ-পুরী,
যাহে বিশ্বম্ভর দেবরাজ।
তাহে তাঁ'র ভক্ত যত, তাহাতে শ্রীবাস খ্যাত,
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন যাঁ'র কাজ॥
জয় জয় ঠাকুর পণ্ডিত।
যাঁ'র কৃপালেশ মাত্র, হৈয়া গৌর-প্রেমপাত্র,
অনুপম সকল চরিত॥
গৌরাঙ্গের সেবা বিনে, দেব-দেবী নাহি জানে,
চারি ভাই দাস-দাসী লৈয়া।
সতত কীর্ত্তন-রঙ্গে, গৌর-গৌরভক্ত-সঙ্গে,
অহর্নিশি প্রেমমত্ত হৈয়া॥
যাঁ'র ভার্য্যা শ্রীমালিনী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
যাঁ'রে প্রভু কহয়ে জননী।
নিত্যানন্দ রহে ঘরে, পুত্র-সম স্নেহ করে,
স্তন ঝরে, নেত্রে বহে পানী॥
কভু বা ঈশ্বর-জ্ঞানে, নতি করে শ্রীচরণে,
কভু কোলে করয়ে লালন।
প্রভুর নৃত্যভঙ্গ লাগি, মৃত পুত্রশোক-ত্যাগী,
শুনি' প্রভু করয়ে রোদন॥
ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী, বৈষ্ণবমণ্ডলে ধ্বনি,
যাঁ'র পুত্র বৃন্দাবনদাস।
বর্ণিয়া চৈতন্যলীলা, ত্রিভুবন উদ্ধারিলা,
প্রেমদাস করে যাঁ'র আশ॥

শ্রীগদাধর পণ্ডিত

১(ক)

জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর।
গৌরাঙ্গের প্রিয়োত্তম পণ্ডিত প্রবর॥
"মাধব মিশ্রের পুত্র—শ্রীগদাধর নাম।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান্॥
বিষ্ণু-ভক্তি-তেজোময় দিব্য কলেবর।
আকৃতি, প্রকৃতি—দুই পরম সুন্দর॥
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বার বার।
'গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার॥'
নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
প্রভু-গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কি পর্য্যটনে।
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে॥
গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি প্রভু হন প্রেমরসে মহামত্ত॥
গদাধর-বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়।
ভ্রমে গদাধর-সঙ্গে বৈষ্ণব-আলয়॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়।
'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম হৈল যায়॥
গদাধর-পাদপদ্মে মোর নমস্কার।
গৌরচন্দ্র-সঙ্গে যাঁর কীর্ত্তন বিহার॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(২)

জয় জয় গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞি।
যাঁ'র কৃপাবলে সে চৈতন্য-গুণ গাই॥

হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাঁহার পিরীতি।
'গদাধর-প্রাণনাথ' যাহে লাগে খ্যাতি॥
গৌরগত-প্রাণ, প্রেম কে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্রবাস, কৃষ্ণসেবা যাঁ'র লাগি' ছাড়ে॥
গদাইর গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরাম-জানকী যেন এক কলেবর॥
যেন একপ্রাণ রাধা-বৃন্দাবনচন্দ্র।
তেন গৌর-গদাধর প্রেমের তরঙ্গ॥
কহে **শিবানন্দ** পঁহু যাঁ'র অনুরাগে।
শ্যামতনু গৌরাঙ্গ হইয়া প্রেম মাগে॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য

৩ (ক)

(শ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব-লীলা)

মাঘে শুক্লাতিথি, সপ্তমীতে অতি, উথলায় মহা আনন্দ-সিন্ধু।
নাভাগর্ভ ধন্য, করি' অবতীর্ণ, হৈল শুভক্ষণে অদ্বৈত-ইন্দু॥
কুবের পণ্ডিত, হৈয়া হরষিত, নানা দান দ্বিজ-দরিদ্রে দিয়া।
সূতিকা-মন্দিরে, গিয়া ধীরে ধীরে, দেখি' পুত্রমুখ জুড়ায় হিয়া॥
নবগ্রামবাসী, লোক ধা'য়া আসি', পরস্পর কহে—না দেখি হেন।
কিবা পুণ্যফলে, মিশ্র বৃদ্ধকালে, পাইলেন পুত্ররতন যেন॥
পুষ্প বরিষণ, করে সুরগণ, অলক্ষিত রীতি উপমা নহু।
জয় জয় ধ্বনি, ভরল অবনী, ভণে **ঘনশ্যাম** মঙ্গল বহু॥

(ভক্তিরত্নাকর)

(খ)

অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥

মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি-কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য॥
জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম।
মঙ্গল-চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁর নাম॥
কমল-নয়নের তেঁহো, যাতে 'অঙ্গ', 'অংশ'।
'কমলাক্ষ' বলি' ধরে নাম অবতংস॥
মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণনাম॥
ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম হৈল 'অদ্বৈত আচার্য্য'॥
অদ্বৈত আচার্য্য—ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব-নাম-গুণ, সকলি আশ্চর্য্য॥
যাঁহার তুলসীদলে, যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার॥
আচার্য্য গোসাঞির গুণ-মহিমা অপার।
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার॥
জয় জয়াদ্বৈতাচার্য্য চৈতন্যের আর্য্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ' জয়াদ্বৈতাচার্য্য॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

(গ)

"জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিতপাবন।
মুই সব পতিতেরে করহ মোচন॥
কৃষ্ণ না করেন যাঁর সঙ্কল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ সর্ব্বথা॥
কৃষ্ণচন্দ্র যাঁর বাক্য করেন পালন।
সে তোমা-স্মরণে সর্ব্ববন্ধ-বিমোচন॥

যম, কাল, মৃত্যু যাঁর আজ্ঞা শিরে ধরে।
যাঁর পদ বাঞ্ছে যোগেশ্বরে মুনীশ্বরে॥
সেই তোমা হেন জনে কে জানে সংসারে।
তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তিফল ধরে॥
ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে ভক্তি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণ কারে মিলে?
অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ হে-আমারে।
জন্ম জন্ম আর যেন কৃষ্ণ না পাসরে॥
অদ্বৈত-চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয়, তাঁহে মতি রহুক আমার॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(ঘ)

বিষয়ে সকলে মত্ত, নাহি কৃষ্ণনাম-তত্ত্ব,
ভক্তিশূন্য হইল অবনী।
কলিকাল-সর্পবিষে, দগ্ধ জীব মিথ্যা-রসে,
না জানয়ে কেবা সে আপনি॥
নিজ কন্যা-পুত্রোৎসবে, মাতিয়া আছয়ে সবে,
নাহি অন্য শুভ কর্ম্মলেশ।
যক্ষ পূজে মদ্য-মাংসে, নানারূপ জীব হিংসে,
এই মত হৈল সর্ব্বদেশ॥
দেখিয়া করুণা করি', 'কমলাক্ষ' নাম ধরি',
অবতীর্ণ হৈলা গৌড়দেশে।
ব্রজরাজ-কুমার, সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার,
করাইব এই অভিলাষে॥
সর্ব্ব আগে আগুয়ান, জীবেরে করিয়া ত্রাণ,
শান্তিপুরে হইলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যা'বে, সবে কৃষ্ণনাম পা'বে,
কহে দীন বৈষ্ণবের দাস॥

(ঙ)

নাস্তিকতা অপধর্ম্ম জুড়িল সংসার।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কোথা আর॥
দেখিয়া অদ্বৈত-প্রভু বিষাদিত হৈলা।
কেমনে তরিবে জীব ভাবিতে লাগিলা॥
নেত্র বুজি' তুলসী প্রদানি' বিষ্ণুপদে।
হুঙ্কারি' দিলেন লম্ফ আচার্য্য আহ্লাদে॥
জিতিলুঁ জিতিলুঁ, মুখে বলে বার বার।
জীব-নিস্তারিতে হবে গৌর-অবতার॥
এ কথা শুনিয়া নাচে সাধু হরিদাস।
লোচন বলে খসিল জীবের মোহ-পাশ॥

(চ)

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
যাঁ'র হুহুঙ্কারে গৌর-অবতার হয়॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা-সাগর।
যাঁ'র প্রেমরসে আইলা ব্রজের নাগর॥
যাহারে করুণা করি' কৃপা দিতে চায়।
প্রেম-রসে সে-জন চৈতন্য-গুণ গায়॥
তাঁহার পদেতে যেবা লইল শরণ।
সে-জন পাইল গৌরপ্রেম-মহাধন॥
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ।
লোচন বলে নিজ-মাথে বজর পাড়িলুঁ॥

(ছ)

জয় জয় অদ্ভুত, সো পহুঁ অদ্বৈত, সুরধুনী সন্নিধানে।
আঁখি মুদি' রহে, প্রেম-নদী বহে, বসন তিতিল ঘামে॥
নিজ পহুঁ মনে, ঘন গরজনে, উঠে জোড়ে জোড়ে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি', কাঁদে ফুলি' ফুলি', দেহে বিপরীত কম্প॥

অদ্বৈত হুঙ্কারে, সুরধুনী-তীরে, আইলা নাগর-রাজ।
তাঁহার পীরিতে, আইলা ত্বরিতে, উদয় নদীয়া-মাঝ॥
জয় সীতানাথ, করল বেকত, নন্দের নন্দন হরি।
কহে **বৃন্দাবন**, অদ্বৈত-চরণ, হিয়ার মাঝারে ধরি॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ

৪ (ক)

(শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-লীলা)

রাঢ়দেশ নাম, একচক্রা-গ্রাম, হাড়াই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘ-মাসি, শুক্লা-ত্রয়োদশী, জনমিলা হলধর॥
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত, পুত্র-মহোৎসব করে।
ধরণী-মণ্ডল, করে টলমল, আনন্দ নাহিক ধরে॥
শান্তিপুর-নাথ, মনে হরষিত, করি' কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা, কৃষ্ণের অগ্রজ রাম॥
বৈষ্ণবের মন, হৈল পরসন্ন, আনন্দ-সাগরে ভাসে।
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার, কহে দুঃখী **কৃষ্ণদাসে**॥

(খ)

শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব

জয় জয় নিত্যানন্দ গোকুল-ভূষণ।
জয় জয় অনন্ত প্রকট সঙ্কর্ষণ॥
"সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায়॥
সৃষ্ট্যাদিক সেবা, তাঁর আজ্ঞার পালন।
'শেষ'-রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন॥

সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণগুণ-গান।
নিরবধি গুণ-গান, অন্ত নাহি পান॥
ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন।
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন॥
এত মূর্ত্তি-ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে॥
সেই ত' অনন্ত, যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁ'র খেলা॥
ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেইভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ পূর্ব্বে হঞা লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন॥
কৃষ্ণ-অবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইলা নানা সুখ-আস্বাদন॥
শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥
প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ডীদলন।
দুই কার্য্যে নিত্যানন্দ করেন ভ্রমণ॥
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার।
সহস্রবদনে শেষ নাহি পায় যাঁর॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীনিত্যানন্দ-স্তুতি

(গ)

(মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক শ্রীনিত্যানন্দ-স্তুতি)

"নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি—ঈশ্বর অনন্ত॥

যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ-অবতার॥
স্বর্ণ, মুক্তা, হীরা, কাঁসা, রুদ্রাক্ষাদি-রূপে।
নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ সুখে॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি জগতে সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর-সিদ্ধ-মুনি-যোগেশ্বরে॥
'স্বতন্ত্র' করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণে পার তুমি করিতে বিক্রয়॥
তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার॥
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ-বিলাসের ঘর॥
অতএব তোমারে যে জন প্রীতি করে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িবে তারে॥"
ভজ ভাই হেন নিত্যানন্দের চরণ।
যাঁহার প্রসাদে পাই চৈতন্য-শরণ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(ঘ)

(শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু-কর্ত্তৃক শ্রীনিত্যানন্দ-স্তুতি)

"তুমি নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম॥
সর্ব্বজীব-পরিত্রাণ তুমি মহা-হেতু।
মহা প্রলয়েতে তুমি সত্য-ধর্ম্মসেতু॥
তুমি সে-চৈতন্যবৃক্ষে ধর পূর্ণশক্তি।
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি॥
ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি 'ভক্ত' নাম যাঁর।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার॥

সর্ব্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডে স্মরণে যাঁহার॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্র-বদন-আদি দেব মহীধর॥
রক্ষকুল-হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র।
তুমি গোপপুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত॥
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে॥
যে-ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বরে মুনিগণে।
তোমা হইতে তাহা পাইবেক যে তে জনে॥"
ভজ ভজ ভাই হেন প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্দ্র॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(ঙ)

('মাধাই'-কর্ত্তৃক শ্রীনিত্যানন্দ-স্তুতি)

জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন॥
বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু করহ পালন।
তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন॥
ভক্তির স্বরূপ প্রভু তোর কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্ব্বতী শঙ্কর॥
তোমার সে-প্রসাদে গরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই কুতূহলী॥
তুমি যে অনন্তমুখে কৃষ্ণগুণ গাও।
সর্ব্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ 'ভক্তি', তুমি সে বুঝাও॥
তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ।
তোমার সে যত কিছু চৈতন্য-সম্পদ॥

তোমার সে কালিন্দী-ভেদনকারী নাম।
তোমা সেবি জনক পাইল দিব্যজ্ঞান॥
সর্ব্বধর্ম্মময় তুমি পুরুষ পুরাণ।
তোমারে সে বেদে বলে 'আদিদেব' নাম॥
তুমি সে জগতপিতা, মহা-যোগেশ্বর।
তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র, মহাধনুর্দ্ধর॥
তুমি যে পাষণ্ডক্ষয়, রসিক, আচার্য্য।
তুমি সে জানহ চৈতন্যের সব কার্য্য॥
তুমি শয্যা, তুমি খট্টা, তুমি সে শয়ন।
তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণধন॥
তোমা বহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর।
তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার॥
জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে যুয়ায়॥"
জয় জয় জগতমঙ্গল নিত্যানন্দ।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শ্রীনিত্যানন্দে নিষ্ঠা

(চ)

ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি-স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে হয় বিষ্ণুভক্তি।
জানিহ—কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণশক্তি॥
ভাগবত রস—নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে যে, হয় পরম ভাগ্যবন্ত॥
যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে॥

বেদের অগম্য নিত্যানন্দ-চরিত্র।
সর্ব্বজীব-জনক, রক্ষক, সর্ব্বমিত্র॥
সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তাঁর হৈয়া ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র॥
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা মোর চিত্তে নিরন্তর॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সিন্ধু॥
জয় জয় শ্রীসেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দ।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চাঁদ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন-দাস তছু পদযুগে গান॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(ছ)

নিতাই-পদ-কমল, কোটীচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥
সে-সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।

নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তা'র॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যরে সত্য করি' মানি।
নিতাইয়ের করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পা'বে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

(জ)

নিতাই মোর জীবন-ধন, নিতাই মোর জাতি।
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি॥
সংসার-সুখের মুখে তুলে দিব ছাই।
নগরে মাগিয়া খা'ব গাইয়া নিতাই॥
যে-দেশে নিতাই নাই, সে-দেশে না যা'ব।
নিতাই-বিমুখ-জনার মুখ না হেরিব॥
গঙ্গা যাঁ'র পদজল, হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পেয়ে মরে॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে।
অনল ভেজাই তা'র মাঝ-মুখখানে॥

(ঝ)

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায়।
অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া।
হরিনাম-মহামন্ত্র দিচ্ছেন বিলাইয়া॥

যা'রে দেখে তা'রে কহে দন্তে তৃণ ধরি'।
'আমারে কিনিয়া লহ, বল গৌরহরি॥'
এত বলি' নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি' যায়।
সোনার পর্ব্বত যেন ধূলাতে লোটায়॥
হেন অবতারে যা'র রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল॥

রূপ-বর্ণন

(ঞ)

দেখ নিতাইচাঁদের মাধুরী।
পুলকে পূরল তনু, কদম্ব কেশর জনু,
বাহু তুলি' বলে হরি হরি॥
শ্রীমুখমণ্ডল-ধাম, জিনি কত কোটীকাম,
সে না বিধি কিসে নিরমিল।
মথিয়া লাবণ্য-সিন্ধু, তাহে নিঙ্গাড়িয়া ইন্দু,
সুধা দিয়া মু'খানি গড়িল॥
নব কঞ্জদল আঁখি, তারক ভ্রমর পাখী,
ডুবি' রহু প্রেম-মকরন্দে।
সে-রূপ দেখিল যেহ, সে জানিল রসমেহ,
অবনী ভাসল প্রেমানন্দে॥
পুরবে যে ব্রজপুরে, বিহরে নন্দের ঘরে,
রোহিণী-নন্দন বলরাম।
এবে পদ্মাবতী-সুত, নিত্যানন্দ অবধূত,
ভুবন-পাবন হৈল নাম॥
সে পঁহু পতিত হেরি', করুণায় অবতরি',
জীবেরে বোলায় গৌরহরি।

পড়িয়া সে ভববন্ধে, কাঁদয়ে **লোচন** অন্ধে,
না দেখিয়া সে রূপ-মাধুরী॥

শব্দার্থ ঃ- **কঞ্জদল**—পদ্মপত্র; **তারক**—চোখের তারা; **রসমেহ**—রস-মেঘ; **পঁহু**—প্রভু।

(ট)

আরে ভাই! নিতাই আমার দয়ার অবধি।
জীবেরে করুণা করি', দেশে দেশে ফিরি' ফিরি',
প্রেম-ধন যাচে নিরবধি॥
অদ্বৈতের সঙ্গে রঙ্গ, ধরণে না যায় অঙ্গ,
গোরা-প্রেমে গড়া তনুখানি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে, বাহু তুলি' হরি বলে,
দু'নয়নে বহে নিতাই-এর পানি॥
কপালে তিলক শোভে, কুটিল-কুন্তল-লোলে,
গুঞ্জাহার আঁটুনি চূড়া তায়।
কেশরী জিনিয়া কটি, কটিতটে নীলধটী,
বাজন নূপুর রাঙ্গা পায়॥
ভুবনমোহন বেশ, মজাইল সব দেশ,
রসাবেশে অট্ট অট্ট হাস।
প্রভু মোর নিত্যানন্দ, কেবল আনন্দ-কন্দ,
গুণ গায় **বৃন্দাবনদাস**॥

শব্দার্থ ঃ-**লোলে**—দুলে; **আঁটুনি**—বন্ধন; **কটি**—কোমড়; **কটিতট**—পাছা; **ধটী**—ধূতি।

(ঠ)

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।
জয় জয় কৃষ্ণভক্ত-ধন-মন-প্রাণ॥
শ্যাম-চিক্কণ কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প, যৈছে মহামল্ল-বীর॥

সুবলিত হস্ত, পদ, কমল-লোচন।
পট্টবস্ত্র শিরে, পট্টবস্ত্র পরিধান॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ-বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে, কণ্ঠে পুষ্পমালা॥
চন্দন লেপিত অঙ্গে, তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি' মদ-মন্থর পয়ান॥
কোটিচন্দ্র-জিনি' মুখ উজ্জ্বল-বরণ।
দাড়িম্ব-বীজ-সম দন্তে তাম্বূল-চর্ব্বণ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বোলে॥
রাঙ্গা-যষ্টি-হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ।
চারি পাশে বেড়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ॥
পারিষদগণ মত্ত সব গোপ-বেশে।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে সবে সপ্রেম-আবেশে॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বূল, চামর ঢুলায়॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের অপূর্ব্ব বৈভব।
কিবা রূপ, গুণ, লীলা—অলৌকিক সব॥
নিত্যানন্দচন্দ্র জয় চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান॥

শব্দার্থ ঃ-চিক্কণ—উজ্জ্বল; পয়ান—গমন; দাড়িম্ব—দাড়িম বা দালিম ফল।

গুণ-বর্ণন

(ড)

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী-কুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি' দু'বাহু পসার॥
গদ গদ মধুর মধুর আধো বোল।
যা'রে দেখে তা'রে প্রেমে ধরি' দেয় কোল॥

ডগমগ লোচন ঘুরয়ে নিরন্তর।
সোনার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই পর-দুঃখ জানে।
হরিনামের মালা গাঁথি' দিল জগজনে॥
পাপী-পাষণ্ডী যত করিল দলন।
দীন-হীন-জনে কৈলা প্রেম বিতরণ॥
'আহা রে গৌরাঙ্গ'—বলি' পড়ে ভূমিতলে।
শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে॥
বৃন্দাবনদাস মনে এই বিচারিল।
ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়িল॥

(ঢ)

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী॥
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীন হীন ভাসে॥
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥
আবদ্ধ করুণা-সিন্ধু কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বান॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল॥

শব্দার্থঃ অবনী—পৃথিবী; মুহান—মোহনা, জলপ্রবেশ-পথ; অমিয়া—অমৃত।

(ণ)

গজেন্দ্রগমনে নিতাই চলয়ে মন্থরে।
যা'রে দেখে তা'রে ভাসায় প্রেমের পাথারে॥
পতিত দুর্গত পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিচ্ছেন যাচিয়া॥

যে না লয়, তা'রে কয় দন্তে তৃণ ধরি'।
'আমারে কিনিয়া লও, বল গৌরহরি॥
তো' সবার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
শুন ভাই, গৌরাঙ্গসুন্দর নদীয়ার॥
যে পঁহু গোকুলপুরে নন্দের কুমার।
তো' সবার লাগি' এবে কৈল অবতার॥'
শুনিয়া কাঁদয়ে পাপী চরণে ধরিয়া।
পুলকে পূরল অঙ্গ গর গর হিয়া॥
তা'রে কোলে করি' নিতাই যাই আনঠাম।
হেনমতে প্রেমে ভাসাওল পুর-গ্রাম॥
দেবকীনন্দনে বোলে মুই অভাগিয়া।
ডুবিলুঁ বিষয়-কূপে নিতাই না ভজিয়া॥

শব্দার্থঃ-পাথার—সাগর; **আনঠাম**—আপন স্থান।

(ত)

পূরবে গোবর্দ্ধন, ধরল অনুজ যাঁ'র, জগজনে কহে বলরাম।
এবে সে চৈতন্য-সঙ্গে, আইলা কীর্ত্তন-রঙ্গে, ধরি' পঁহু নিত্যানন্দ নাম॥
পরম উদার, করুণাময় বিগ্রহ, ভুবনমঙ্গল গুণধাম।
গৌর-পীরিতি-রসে, কটির বসন খসে, অবতার অতি অনুপম॥
নাচত গাওত, হরি হরি বোলত, অবিরত গৌর-গোপাল।
হাস-প্রকাশ, মিলিত মধুরাধরে, বোলত পরম রসাল॥
রামদাসের পঁহু, সুন্দর বিগ্রহ, গৌরীদাসের ধন-প্রাণে।
অখিল জীব যত, ইঁহু রসে উনমত, **জ্ঞানদাস** নিতাই গুণগানে॥

শব্দার্থঃ-রামদাস—শ্রীঅভিরাম ঠাকুর।

(থ)

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ, সহজে আনন্দ কন্দ, ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলি' যায়।
ভাইয়ার ভাবেতে মত্ত, জানেন সকল তত্ত্ব, হরি বলি' অবনী লোটায়॥

নিতাইর গোরাপ্রেমে গড়া তনুখানি।
গদাধর-মুখ হেরে, লোলিয়া লোলিয়া পড়ে, ধারা বহে সিঞ্চিত ধরণী॥
অদ্বৈত আনন্দ কন্দ, হেরি' নিতাইর মুখচন্দ, হুঙ্কার পুলক শোভা পায়।
হরি হরি বোল বলে, পুনঃ 'গৌর' 'গৌর' বলে, প্রিয় পারিষদগণ ধায়॥
গোলোকের প্রেমবন্যা, জগৎ করিল ধন্যা, অতুল অপার রসসিন্ধু।
মাতিল জগৎ ভরি', নিতাই চৈতন্য করি', **অনন্তদাস** মাগে এক বিন্দু॥

শব্দার্থঃ—**লোলিয়া**—শিথিল হইয়া।

(দ)

আনন্দ কন্দ, নিতাই-চন্দ, অরুণ নয়ন করুণ ছন্দ।
করুণ- পূর, সঘনে ঝুর, হরি হরি ধ্বনি বোল রে॥
নটক-রঙ্গ, ভকত-সঙ্গ, বিবিধ-ভাস রস-তরঙ্গ।
ঈষত-হাস, মধুর-ভাষ, সঘনে গীমদোল রে॥
পতিত কোর, জপত গৌর, দিন-রজনী আনন্দ ভোর।
প্রেম-রতন, করিয়া যতন, জগজনে করু দান রে॥
কীর্ত্তন-মাঝ, রসিক-রাজ, যৈছন কনয়া-গিরি বিরাজ।
ব্রজবিহার, রস-বিথার, মধুর মধুর গান রে॥
ধূলি-ধূসর, ধরণী-উপর, কবহুঁ লুঠত প্রেমে গরগর।
কবহুঁ চলত, কবহুঁ খেলত, কবহুঁ অট্টহাস রে॥
কবহুঁ স্বেদ, কবহুঁ খেদ, কবহুঁ পুলক, স্বর-বিভেদ।
কবহুঁ লম্ফ, কবহুঁ ঝম্ফ, কবহুঁ দীর্ঘশ্বাস রে॥
করুণা-সিন্ধু, অখিল বন্ধু, কলিযুগ-তম-পূরণ-ইন্দু।
জগত-লোচন, পটল-মোচন, নিতাই পূরল আশ রে॥
অন্ধ-অধম, দীন-দুরজন, প্রেমদানে করল মোচন।
পাওল জগত, কেবল বঞ্চিত, এ **রাধাবল্লভদাস** রে॥

শব্দার্থঃ—**পূর**—সমুদ্র; **সঘন**—নিরন্তর; **ঝুর**—ক্রন্দন; **নটক**—নর্ত্তক; **গীম**—ঘাড়; **কোর**—কোল; **কনয়া-গিরি**—স্বর্ণপর্ব্বত; **বিথার**—বিস্তার; **পটল**—চোখের ছানি।

(ধ)

গজেন্দ্রগমনে যায়, সকরুণ দিঠে চায়, পদভরে মহী টলমল।
মত্ত সিংহ জিনি', কম্পমান মেদিনী, পাষণ্ডিগণ শুনিয়া বিকল॥
আওত অবধূত করুণার সিন্ধু।
প্রেমে গরগর মন, করে হরি-সঙ্কীর্ত্তন, পতিত পাবন দীনবন্ধু॥
হুঙ্কার করিয়া চলে, অচল সচল নড়ে, প্রেমে ভাসে অমর-সমাজ।
সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ-খেলন রঙ্গে, অলখিতে করে সব কাজ॥
শেষশায়ী-সঙ্কর্ষণ, অবতারী—নারায়ণ, যাঁ'র অংশ কলাতে গণন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা, সেই রাম রোহিণীনন্দন॥
যাঁ'র লীলা লাবণ্যধাম, আগমে নিগমে গান, যাঁ'র রূপ মদনমোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে পঁহু দেশে দেশে, উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন॥
ব্রজের বৈদগ্ধী সার, যত যত লীলা আর, পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরামদাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধি হয়, ভজ ভজ শ্রীপাদচরণ॥

শ্রীগৌর-জন্মলীলা

৫ (১ক)

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপ-তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয়॥
সেইকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে॥
দেখি' উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি',
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।

পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান॥
জগৎ আনন্দময়, দেখি' মনে সবিস্ময়,
ঠারে-ঠোরে কহে হরিদাস।
'তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি—কিছু কার্য্যে আছে ভাস॥'
আচার্য্য-রত্ন, শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই' স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি সংকীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে॥
এই মত ভক্ত-যতি, যাঁ'র যেই দেশে স্থিতি,
তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী, নানা দ্রব্যে থালি ভরি',
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচাসোনা-দ্যুতি, দেখি' বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা॥
সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ।
নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি', ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি',
আসি' সবে করে দরশন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ,
স্তুতি-নৃত্য করে বাদ্য-গীত।
নর্ত্তক, বাদক, ভাট, নবদ্বীপে যা'র নাট,
সবে আসি' নাচে পাঞা প্রীত॥

কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কার বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখশোক, প্রমোদপূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
আচার্য্যরত্ন, শ্রীবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ,
আসি' তাঁরে করে সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধি-ধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান॥
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক, গায়ন, ভাট, অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈলা সবার মান॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁ'র 'মালিনী',
আচার্য্যরত্নের পত্নী-সঙ্গে।
সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা, নানা ফল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে॥
অদ্বৈত আচার্য্য-ভার্য্যা, জগৎ-পূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁ'র 'সীতা ঠাকুরাণী'।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি॥
সুবর্ণের কড়ি-বউলি, রজতমুদ্রা-পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কণ।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টসূত্র-ডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ।

চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী, বুনি ফোতো পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন॥
দুর্ব্বা, ধান্য, গোরোচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল-দ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি', সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার, সঙ্গে লইল বহু ভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত॥
সর্ব্ব অঙ্গ—সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ—সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য-জ্যোতি, দেখি' পাইল বহুপ্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥
দুর্ব্বা, ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'॥
পুত্রমাতা-স্নান-দিনে, দিল বস্ত্র-বিভূষণে,
পুত্র-সহ মিশ্রেরে সম্মানি'।
শচী-মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী॥
ঐছে শচী-জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত॥

মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি' মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান॥
লগ্ন গণি' হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
'মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি',—এই তারিবে সংসারে॥'
ঐছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌরপ্রভু দয়াময়, তাঁ'রে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ॥
পাইয়া মানুষ-জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তা'র ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, আচার্য্য-অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস।
ইঁহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল **কৃষ্ণদাস**।

শব্দার্থঃ-উপরাগ—চন্দ্রগ্রহণ; **ভক্ততি**—ভক্তগণ; **ভাট**—চারণকবি; **বউলি**—মুকুলাকৃতি অলঙ্কার; **পাশুলি**—পদাঙ্গুলি-ভূষণ; **অঙ্গদ**—বাহুভূষণ; **মলবঙ্ক**—পাদভূষণ; **হেমজড়ি**—স্বর্ণমণ্ডিত; **ফোতো**—হাত-কাটা ছোট জামা; **পট্টপাড়ী**—রেশমের চাদর; **বালক-ঠাম**—বালকের অঙ্গ-সংস্থান; **দান্ত**—জিতেন্দ্রিয়; **অমৃতধুনী**—অমৃতের নদী।

(খ)

রাহু-কবলে ইন্দু, পরকাশ নাম-সিন্ধু, কলিমর্দ্দন বাজে বাণা।
পহুঁ ভেল পরকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ, জয় জয় পড়িল ঘোষণা॥
দেখিতে গৌরাঙ্গচন্দ্র।
নদীয়ার লোক-, শোক সব নাশল, দিনে দিনে বাড়ল আনন্দ॥ধ্রু॥
দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে, বাজে বেণু-বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য-ঠাকুর, নিত্যানন্দ-প্রভু, **বৃন্দাবনদাস** গান॥

শব্দার্থঃ- বাণা—পতাকা;ভেল—হইল;গাজে—গর্জ্জন করে; বিষাণ—শিঙ্গী।

(গ)

জিনিয়া রবিকর, শ্রীঅঙ্গ-সুন্দর, নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন, ইষৎ বঙ্কিম, উপমা নাহিক বিচারি॥ধ্রু॥
(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনী-মণ্ডলে, চৌদিকে শুনিয়া উল্লাস।
এক হরিধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি' শুনি, গৌরাঙ্গ-চাঁদের পরকাশ॥
চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর, দোলয়ে তথি বনমাল।
চাঁদ-সুশীতল, শ্রীমুখমণ্ডল, আ-জানু বাহু বিশাল॥
দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য ধন্য, উঠয়ে জয়-জয়-নাদ।
কোই নাচত, কোই গায়ত, কলি হৈল হরিষে বিষাদ॥
চারি বেদ-শির-, মুকুট চৈতন্য, পামর মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, নিতাই-ঠাকুর, **বৃন্দাবনদাস** গানে॥

(ঘ)

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র। দশ-দিকে উঠিল আনন্দ॥
রূপ কোটিমদন জিনিঞা হাসে নিজ-কীর্ত্তন শুনিঞা॥
অতি সুমধুর মুখ-আঁখি। মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি॥
শ্রীচরণে ধ্বজ-বজ্র শোভে। সব অঙ্গে জগ-মন লোভে॥
দূরে গেল সকল আপদ। ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ জান। **বৃন্দাবনদাস** গুণ গান॥

(ঙ)

চৈতন্য-অবতার, শুনিয়া দেবগণ, উঠিল পরম-মঙ্গল রে।
সকল-তাপ-হর, শ্রীমুখচন্দ্র দেখি', আনন্দে হইলা বিহ্বল রে॥
অনন্ত-ব্রহ্মা-শিব-, আদি করি' যত দেব, সবেই নররূপ ধরি' রে।
গায়েন 'হরি' 'হরি', গ্রহণ-ছল করি', লখিতে কেহ নাহি পারে রে॥
দশ-দিকে ধায়, লোক নদীয়ায়, বলিয়া উচ্চ 'হরি' 'হরি' রে।
মানুষে দেবে মিলি', একত্র হঞা কেলি, আনন্দে নবদ্বীপ পুরি রে॥
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে, প্রণাম হইয়া পড়িলা রে।
গ্রহণ-অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে, দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে॥
কেহ পড়ে স্তুতি, কাহারো হাতে ছাতি, কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম-হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে, কেহ নাচে, গায়, বা'য় রে॥
সব-ভক্ত সঙ্গে করি', আইলা শ্রীগৌরহরি, পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু-নিত্যানন্দ, **বৃন্দাবনদাস** রস গান রে॥

(চ)

দুন্দুভি-ডিণ্ডিম, মঙ্গল-জয়ধ্বনি, গায় মধুর রসাল রে।
বেদের অগোচর, আজি ভেটব, বিলম্বে নাহি আর কাল রে॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল-কোলাহল, সাজ' সাজ' বলি' সাজ' রে।
বহুত পুণ্য-ভাগ্যে, চৈতন্য-পরকাশ, পাওল নবদ্বীপ-মাঝে রে॥
অন্যোন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘন-ঘন, লাজ কেহ নাহি মানে রে।
নদীয়া-পুরন্দর, জনম-উল্লাসে, আপন-পর নাহি জানে রে॥
ঐছন কৌতুকে, আইলা নবদ্বীপে, চৌদিকে শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গৌর-রস, বিহ্বল পরবশ, চৈতন্য-জয় জয় গান রে॥
দেখিল শচী-গৃহে, গৌরাঙ্গ-সুন্দরে, একত্র যৈছে কোটিচান্দ রে।
মানুষ-রূপ ধরি', গ্রহণ-ছল করি', বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে॥
সকল-শক্তি-সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র, পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-, চাঁদ-প্রভু জান, **বৃন্দাবনদাস** রস গান রে॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র-স্তুতি

(২ক)

জয় জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় শচী-জগন্নাথ-গৃহ-শশধর॥
গৌরচন্দ্র জয় ধর্মসেতু মহাধীর।
জয় সঙ্কীর্ত্তনময় সুন্দর শরীর॥
জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধনপ্রাণ।
জয় গদাধর-অদ্বৈতের প্রেমধাম॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি-ভক্তের অধীন।
ভক্তিদান দেহ প্রভু উদ্ধারহ দীন॥
জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত, বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীবগণ প্রতি কর শুভ দৃষ্টিপাত॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-প্রিয় অতিশয়।
জয় বক্রেশ্বর-হরিদাসের হৃদয়॥
জয় জয় মুরারি-বাহন বিশ্বম্ভর।
জয় সার্ব্বভৌম-রামানন্দের ঈশ্বর॥
জয় শ্রীপরমানন্দ-পুরীর জীবন।
জয় দামোদর-স্বরূপের প্রাণধন॥
জয় রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়।
জয় রঘুনাথ-দাস-গোবিন্দ-হৃদয়॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
কৃপা কর প্রভু যেন তোহে মন রয়॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(খ)

(শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-কর্ত্তৃক স্তুতি)

জয় জয় সর্ব্ব-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর॥

জয় জয় ভকতবচন-সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী॥
জয় জয় সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বিভূষণ॥
জয় জয় 'হরে কৃষ্ণ'-মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজভক্তি-গ্রহণ-বিলাস॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত শয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব্বজীবের শরণ॥
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ।
তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন॥
সর্ব্বদেব-চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ।
তুমি সে ভোজন কর নীলাচল-মাঝ॥
এই তোর দুইখানি চরণ-কমল।
ইহার সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল॥
এই সে চরণ রমা সেবে এক মনে।
ইহার সে যশ গায় সহস্র-বদনে॥
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে ইহার যশ গায়॥
এই সে-চরণ হৈতে গঙ্গা অবতার।
শঙ্কর ধরিলা শিরে মহাবেগ যার॥"
এতেক বলিল তোর চরণযুগল।
মন, প্রাণ, বুদ্ধি তোঁহে অর্পিল সকল॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(গ)

(শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত-কর্ত্তৃক স্তুতি)

বিশ্বম্ভর-চরণে আমার নমস্কার।
নবঘন-বর্ণ, পীত বসন যাঁহার॥

শচীর নন্দন-পায়ে মোর নমস্কার।
নবগুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার॥
গঙ্গাদাস-শিষ্য-পায়ে মোর নমস্কার।
বনমালা, করে দধি-ওদন যাঁহার॥
জগন্নাথ-পুত্র-পায়ে মোর নমস্কার।
কোটিচন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার॥
শৃঙ্গ, বেত্র, বেণু—চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার॥
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদক—গঙ্গা তীর্থবর॥
জানকীজীবন তুমি, তুমি নরসিংহ।
অজ-ভব-আদি—তব চরণের ভৃঙ্গ॥
তুমি সে বেদান্তবেদ্য, তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন॥
তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগৎজীবন।
তুমি নীলাচল-চন্দ্র—সবার কারণ॥
চারি বেদে যাঁরে ঘোষে 'নন্দের কুমার'।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(ঘ)

(শ্রীসার্ব্বভৌম-কৃতা স্তুতি)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ।
জয় জয় শচী পুণ্যবতী-গর্ভজাত॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বপ্রাণ।
জয় জয় বেদ-বিপ্র-সাধু-ধর্ম্ম-ত্রাণ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠাদি লোকের ঈশ্বর।
জয় জয় শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ ন্যাসিবর॥

কালবশে ভক্তি লুকাইলা দিনে দিনে।
পুনর্ব্বার নিজভক্তি প্রকাশ-কারণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম-প্রভু অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে চিত্ত রহুক আমার॥
বৈরাগ্য সহিত নিজ ভক্তি বুঝাইতে।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তনু—পুরুষ পুরাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যাঁর অধিক সমান॥
হেন কৃপাসিন্ধুর চরণ-গুণ-নাম।
স্ফুরুক্ আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
মুঞি পতিতেরে প্রভু করহ উদ্ধার॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শ্রীগৌর-তত্ত্ব

(৩ ক)

(প্রভু হে!)

এমন দুর্ম্মতি, সংসার-ভিতরে, পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ জন, কোন মহাজনে, পাঠাইয়া দিলে তুমি॥
দয়া করি' মোরে, পতিত দেখিয়া, কহিল আমারে গিয়া।
'ওহে দীনজন, শুন ভাল কথা, উল্লসিত হবে হিয়া॥
তোমারে তারিতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নবদ্বীপে অবতার।
তোমা' হেন কত, দীন হীন জনে, করিলেন ভবপার॥
বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে, রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।
মহাপ্রভু নামে, নদীয়া মাতায়, সঙ্গে ভাই অবধূত॥
নন্দসুত যিনি, চৈতন্য-গোঁসাঞী, নিজ-নাম করি' দান।
তারিল জগৎ, তুমিও যাইয়া, লহ নিজ পরিত্রাণ॥'

সে-কথা শুনিয়া, আসিয়াছি, নাথ! তোমার চরণতলে।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, আপন কাহিনী বলে॥

(খ)

চৈতন্য-চন্দ্রের লীলা-সমুদ্র অপার।
বুঝিতে শকতি নাহি, এই কথা সার॥
শাস্ত্রের অগম্য তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ আমার।
তাঁ'র লীলা-অন্ত বুঝে শকতি কাহার॥
তবে মূর্খ জন কেন শাস্ত্র বিচারিয়া।
গৌর-লীলা নাহি মানে অন্ত না পাইয়া??
অনন্তের অন্ত আছে, কোন্ শাস্ত্রে গায়?
শাস্ত্রাধীন কৃষ্ণ, ইহা শুনি' হাসি পায়॥
কৃষ্ণ হইবেন গোরা, ইচ্ছা হ'ল তাঁ'র।
সবৈকুণ্ঠ নবদ্বীপে হৈলা অবতার॥
যখন আসেন কৃষ্ণ জীব উদ্ধারিতে।
সঙ্গে সব সহচর আসে পৃথিবীতে॥
গোরা-অবতারে তাঁর শ্রীজয়-বিজয়।
নবদ্বীপে শত্রুভাবে হইল উদয়॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে অসুর আছিল।
শাস্ত্রে বলে পণ্ডিত হইয়া জনমিল॥
স্মৃতি-তর্ক-শাস্ত্রবলে বৈরী প্রকাশিয়া।
গোরাচাঁদ-সহ রণ করিল মাতিয়া॥
অতএব নবদ্বীপবাসী যত জন।
শ্রীচৈতন্য-লীলা-পুষ্টি করে অনুক্ষণ॥
এখন যে ব্রহ্মকুলে চৈতন্যের অরি।
তা'কে জানি চৈতন্যের লীলা-পুষ্টিকারী॥
শ্রীচৈতন্য-অনুচর শত্রু মিত্র যত।
সকলের শ্রীচরণে হইলাম নত॥

তোমরা করহ কৃপা এ দাসের প্রতি।
চৈতন্যে সুদৃঢ় কর' **বিনোদের** মতি॥

(গ)

জয় নন্দনন্দন, গোপীজন-বল্লভ, রাধানায়ক নাগর-শ্যাম।
সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর, সুর-মুনিগণ-মনোমোহন ধাম॥
জয় নিজকান্তা-, কান্তি কলেবর, জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।
জয় ব্রজ-সহচরী-, লোচন-মঙ্গল, জয় নদীয়াবাসি-নয়ন-আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম, সুদাম-সুবলার্জ্জুন, প্রেমবর্দ্ধন নবঘন রূপ।
জয় রামাদি সুন্দর, প্রিয় সহচর, জয় জগমোহন গৌর অনুপ॥
জয় অতিবল বল-, রাম-প্রিয়ানুজ, জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ-আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন-, গণ-ভয়-ভঞ্জন, **গোবিন্দদাস** আশ অনুবন্ধ॥

শব্দার্থ ঃ- **অনুপ**—উপমাহীন; **অনুবন্ধ**—সতত, অবিচ্ছেদ;

(ঘ)

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভুবন করে যাঁ'র চরণ বন্দন॥
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
নদীয়া নগরে দণ্ড-কমণ্ডলু-কর॥
কেহ বলে,—'পূরবেতে রাবণ বধিলা।'
গোলোকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।
'হরে কৃষ্ণ'-নাম গৌর করিলা প্রচার॥
বাসুদেব ঘোষ বলে করি' যোড় হাত।
যেই গৌর, সেই কৃষ্ণ, সেই জগন্নাথ॥

(ঙ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোরা শচীর দুলাল।
এই সে পূরবে ছিল গোকুলের গোপাল॥

কেহ বলে,—'জানকী-বল্লভ ছিল রাম।'
কেহ বলে,—'নন্দলাল নবঘন-শ্যাম॥'
পূরবে কালিয়া ছিল গোপীপ্রেমে ভোরা।
ভাবিয়া রাধার বরণ এবে হইল গোরা॥
ছল ছল অরুণ নয়ান অনুরাগী।
না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী॥
সন্ন্যাসী বৈরাগী হৈয়া ভ্রমে দেশে দেশে।
তমু না পাইল রাধার প্রেমের উদ্দেশে॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় কিশোরী কিশোরা।
স্বরূপ-রামের সনে সেই রসে ভোরা॥

শব্দার্থ ঃ-ভোরা—আত্মহারা; **ওর**—সীমা; **তমু**—তবু, তথাপি।

শ্রীগৌর-রূপ-গুণ-বর্ণন

(৪ক)

গৌরাঙ্গ সুন্দরবেশ মদনমোহন।
ষোড়শবৎসর প্রভু প্রথম-যৌবন॥
কামদেব জিনিয়াঁ প্রভু সে রূপবান্।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে সে লাবণ্য অনুপম॥
জ্যোতির্ময় কনক-বিগ্রহ বেদসার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি' সর্ব্ব কলা॥
শ্রীললাটে ঊর্দ্ধ সুতিলক মনোহর।
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর॥
সুরঙ্গ অধর অতি, সুন্দর দশন।
শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগ-পত্তন॥

গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ, হৃদয় সুপীন।
তঁহি শোভে শুক্ল-যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ॥
চরণারবিন্দে রমা-তুলসীর স্থান।
পরম নির্ম্মল সূক্ষ্ম-বাস পরিধান॥
উন্নত নাসিকা, সিংহ-গ্রীব-মনোহর।
সবা হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর॥
যেই দেখে, সেই এক দৃষ্ট্যে রূপ চায়।
হেন নাহি ধন্য ধন্য বলি যে না যায়॥"
হেন সে অতুল রূপময় গৌরধাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(খ)

নাচে বিশ্বম্ভর, জগত ঈশ্বর, ভাগীরথী তীরে তীরে।
যার পদধূলি, হই কুতূহলী, সবেই ধরিল শিরে॥
মদন সুন্দর, গৌর কলেবর, দিব্য-বাস-পরিধান।
চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে, যেন দেখি পাঁচবাণ॥
চন্দন-চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ-শোভিত, গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে, প্রেমে থির নহে, আনন্দে শচীর বালা॥
কাম-শরাসন, ভ্রূযুগ-পত্তন, ভালে মলয়জ-বিন্দু।
মুকুতা-দশন, শ্রীযুত বদন, প্রকৃতি করুণাসিন্ধু॥
অতি মনোহর, যজ্ঞসূত্র-বর, সদয়-হৃদয়ে শোভে।
এ বুঝি অনন্ত, হই গুণবন্ত, রহিলা পরশ লোভে॥
ক্ষণে শত শত, বিকার অদ্ভুত, কত করিব নিশ্চয়।
অশ্রু-কম্প-ঘর্ম্ম, পুলক-বৈবর্ণ্য, না জানি কতেক হয়॥
নিত্যানন্দ-চাঁদ, মাধব-নন্দন, শোভা করে দুই পাশে।
যত প্রিয়গণ, করয়ে কীর্ত্তন, সবা চাহি চাহি হাসে॥

যাঁহার কীর্ত্তন, করি অনুক্ষণ, শিব দিগম্বর ভোলা।
সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে, করিয়া কীর্ত্তন খেলা॥
মন্দিরা-মৃদঙ্গ, করতাল-শঙ্খ, না জানি কতেক বাজে।
মহা হরিধ্বনি, চতুর্দ্দিক শুনি, মাঝে শোভে দ্বিজরাজে॥
যেই দিকে চায়, বিশ্বম্ভর রায়, সেই দিক্ প্রেমে ভাসে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ, গায় **বৃন্দাবন-দাসে**॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(গ)

বিমল-হেম-জিনি', তনু অনুপম রে! তাহে শোভে নানা ফুল-দাম।
কদম্ব কেশর জিনি', একটী পুলক রে! তা'র মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
জিনি' মদমত্ত হাতী, গমন মন্থর অতি, ভাবাবেশে ঢুলি' ঢুলি' যায়।
অরুণ-বসন ছবি, জিনি' প্রভাতের রবি, গোরা-অঙ্গে লহরী খেলায়॥
চলিতে না পারে গোরা-, চাঁদ গোসাঞি রে, বলিতে না পারে আধ-বোল।
ভাবেতে আবেশ হৈয়া, হরি হরি বোলাইয়া, আচণ্ডালে ধরি' দেই কোল॥
এ সুখসম্পদ্-কালে, গোরা না ভজিনু হেলে, হেন পদে না করিনু আশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ, গুণ গায় **বৃন্দাবনদাস**॥

(ঘ)

আরে মোর নাচত গৌরকিশোর।
হিরণ কিরণ জিনি, ও তনু সুন্দর, দশ দিশ সকল উজোর॥
শরদ চাঁদ জিনি, ঝলমল বদন হি, গোরোচন-তিলক সুভাল।
কুঞ্চিত চারু, চিকুর তঁহি লোলত, কমলে কিয়ে অলি-জাল॥
নাসা তিলফুল, বিম্ব অধর তুল, চুয়ত বিন্দু বিন্দু ঘাম।
তরুণ অরুণ সর-, সিজ জিনি লোচন, ধারা বহে অবিরাম॥
গাঁথিয়া আপন গুণ, পরকাশে কীর্ত্তন, গাওত সহচরবৃন্দে।
খোল-করতাল, যতন করি' সিরজিল, পাষণ্ড দলন-অনুবন্ধে॥

অবনীতে অদভুত, প্রভু শচীনন্দন, পতিত-পাবন অবতার।
দীন-হীন মূঢ়মতি, **রামানন্দদাস** অতি, পঁহু মোরে কর ভবপার॥

শব্দার্থঃ–**হিরণ**—স্বর্ণ; **দিশ**—দিক্; **উজোর**—উজ্জ্বল; **সুভাল**—সুললাট; **চিকুর**—কেশ; **লোলত**—দুল্যমান; **কিয়ে**—কিবা; **অলিজাল**—ভ্রমরগণ; **অনুবন্ধে**—সম্বন্ধে।

(ঙ)

নবদ্বীপে উদয় করিলা দ্বিজরাজ।
কলি-তিমির-ঘোর, গোরাচাঁদ উজোর, পারিষদ-তারাগণ-মাঝ॥
কীর্ত্তনে ঢর ঢর, অঙ্গ ধূলি-ধূসর, হাসত ভাব-তরঙ্গে।
করে করতাল ধরি', বোলত হরি হরি, ক্ষণে ক্ষণে রহই ত্রিভঙ্গে॥
বামে প্রিয় গদাধর, কাঁধের উপরে তা'র, সুবলিত বাহু আজানে।
সোঙরি বৃন্দাবন, আকুল অনুক্ষণ, ধারা বহে অরুণ নয়ানে॥
আঁখিযুগ ঝর ঝর, যেন নব জলধর, দশন বিজুরী জিনি ছটা।
বাসুদেব ঘোষ গীতে, কলিজীব উদ্ধারিতে, বরিখল হরিনাম-ঘটা॥

শব্দার্থঃ–**উজোর**—আলোকিত; **আজানে**—স্থাপন করিয়া; **দশন**—দন্ত; **বিজুরি**—বিদ্যুৎ; **ঘটা**—মেঘমালা।

(চ)

কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, অবনী করিলা ধন্য, পতিতপাবন যাঁ'র বাণা।
পূরবে রাধার ভাবে, গৌরাঙ্গ হইলা এবে, নিজরূপ ধরি' কাঁচা সোনা॥
গৌরাঙ্গ, পতিতপাবন অবতারি!
কলি-ভুজঙ্গম দেখি', হরিনামে জীব রাখি', আপনি হইলা ধন্বন্তরি॥
গদাধর আদি যত, মহা মহা-ভাগবত, তাঁ'রা সব গোরাগুণ গায়।
অখিল ভুবনপতি, গোলোকে যাঁহার স্থিতি, হরি বলি' অবনী লোটায়॥
সোঙরি পূরব গুণ, মুরছয় পুনঃ পুনঃ, পরশে ধরণী উলসিত।
চরণ-কমল কিবা, নখর উজোর শোভা, **গোবিন্দদাস** সে বঞ্চিত॥

শব্দার্থঃ-**বাণা**—পতাকা; **ভুজঙ্গম**—সর্প; **ধন্বন্তরি**—দেববৈদ্য; **মুরছয়**—মূর্চ্ছিত হয়।

(ছ)

দেবাদিদেব গৌরচন্দ্র গৌরীদাস-মন্দিরে।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে গৌর অম্বিকাতে বিহরে॥
চারু-অরুণ-গুঞ্জাহার হৃৎকমলে যে ধরে।
বিরিঞ্চি-সেব্য-পাদপদ্ম লক্ষ্মী-সেব্য সাদরে॥
তপ্তহেম-অঙ্গকান্তি প্রাতঃ-অরুণ-অম্বরে।
রাধিকানুরাগ প্রেম-ভক্তি বাঞ্ছা যে করে॥
শচীসুত গৌরচন্দ্র আনন্দিত অন্তরে।
পাষণ্ড-খণ্ড নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গে বিহরে॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র গৌরীদাস-মন্দিরে।
গৌরীদাস করত আশ সর্ব্বজীব উদ্ধারে॥

শ্রীগৌর-গুণ-বর্ণন

(৫ ক)

জয় জগন্নাথ-শচী-, নন্দন গৌরাঙ্গ পহুঁ, জয় নিত্যানন্দ প্রেমধাম।
জগৎ দুঃখিত দেখি', হৈয়া সকরুণ আঁখি, উদ্ধারিলা দিয়া হরিনাম॥
বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি, দ্বিজকুলে অবতরি', সঙ্কীর্ত্তন করিলা প্রচার।
ধন্য সুরধুনী-তীরে, ধন্য নবদ্বীপ-পুরে, সাঙ্গোপাঙ্গে করিলা বিহার॥
এমন করুণাসিন্ধু, শ্রীচৈতন্য প্রাণবন্ধু, পাপী পাষণ্ডী নাহি জানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ, বৃন্দাবনদাস গুণগানে॥

(খ)

কি কহিব শত শত তুয়া অবতার।
একলা গৌরাঙ্গচাঁদ পরাণ আমার॥
বিষ্ণু-অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী।
শিব, শুক, নারদ লইয়া জনা-চারি॥

সিন্ধু-বন্ধ কৈলা তুমি রাম-অবতারে।
এবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে॥
কলিযুগে 'কীর্ত্তন' করিলা সেতুবন্ধ।
সুখে পার হউক পঙ্গু-জড়-অন্ধ॥
কিবা গুণে পুরুষ নাচে, কিবা গুণে নারী।
গোরাগুণে মাতিল ভুবন দশ চারি॥
না জানিয়ে জপ-তপ, বেদ-বিচার।
কহে **বাসু**,—গৌরাঙ্গ! মোরে কর পার॥

(গ)

শচীসুত গৌরহরি, নবদ্বীপে অবতরি, করিলেন বিবিধ বিলাস।
সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণ, প্রকাশিয়া সঙ্কীর্ত্তন, বাঢ়াইলা সবার উল্লাস॥
কিবা সে সন্ন্যাসবেশে, ভ্রমি প্রভু দেশে দেশে, নীলাচলে আসিয়া রহিলা।
রাধিকার প্রেমে মাতি', না জানি দিবারাতি, সে প্রেমে জগৎ মাতাইলা॥
নিত্যানন্দ—বলরাম, অদ্বৈত—গুণের ধাম, গদাধর শ্রীবাসাদি যত।
দেখি সে অদ্ভুত রীতি, কেহ না ধরয়ে ধৃতি, প্রেমায় বিহ্বল অবিরত॥
দেবের দুর্ল্লভ রত্ন, মিলাইলা করি' যত্ন, কৃপার বালাই লইয়া মরি।
কৈলা কলিযুগ ধন্য, প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, যশ গায় দাস **নরহরি**॥

(ঘ)

এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাহি আর!
হেন অবতার, হ'বে কি হয়েছে, হেন প্রেম পরচার॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী, প্রাণে না মারিল কা'রে।
হরিনাম দিয়া, হৃদয় শোধিল, যাচি' গিয়া ঘরে ঘরে॥
ভব-বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে-প্রেম, জগতে ফেলিল ঢালি'।
কাঙ্গালে পাইয়া, খাইল নাচিয়া, বাজাইয়া করতালি॥
হাসিয়া কাঁদিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥

ডাকিয়া হাঁকিয়া, খোল-করতালে, গাইয়া-ধাইয়া ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়া, কপাট হানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল, উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে, রতি না জন্মিল মোর॥

(ঙ)

(যদি) গৌরাঙ্গ নহিত, তবে কি হইত, কেমনে ধরিত দে?
রাধার মহিমা, প্রেমরস-সীমা, জগতে জানাত কে??
মধুর বৃন্দা-, বিপিন-মাধুরী-, প্রবেশ চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী-, ভাবের ভকতি, শকতি হইত কা'র??
গাও পুনঃ পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল হইয়া মন।
এ ভব-সাগরে, এমন দয়াল, না দেখি যে একজন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেনু গলিয়া, কেমনে ধরিনু দে।
নরহরি-হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে॥

(চ)

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরস-চমৎকার-মাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্)

এমন শচীর নন্দন বিনে।
'প্রেম' বলি' নাম, অতি অদ্ভুত, শ্রুত হইত কা'র কাণে??
শ্রীকৃষ্ণনামের, স্বগুণ মহিমা, কেবা জানাইত আর?
বৃন্দা-বিপিনের, মহা মধুরিমা, প্রবেশ হইত কা'র??
কেবা জানাইত, রাধার মাধুর্য্য, রস-যশ চমৎকার?
তা'র অনুভব, সাত্ত্বিক বিকার, গোচর ছিল বা কা'র??

ব্রজে যে-বিলাস, রাস-মহারাস, প্রেম পরকীয় তত্ত্ব।
গোপীর মহিমা, ব্যভিচারী সীমা, কা'র অবগতি ছিল এত ??
ধন্য কলি ধন্য, নিতাই চৈতন্য, পরম করুণা করি'।
বিধি-অগোচর, যে প্রেম-বিকার, প্রকাশে জগত-ভরি'॥
উত্তম অধম, কিছু না বাছিল, যাচিয়া দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দে, এমন গৌরাঙ্গে, অন্তরে ধরিয়া দোল॥

শ্রীগৌর-মহিমা

(৬ ক)

কে যাবি কে যাবি ভাই ভবসিন্ধু-পার।
ধন্য কলিযুগের চৈতন্য-অবতার॥
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান-খেয়া বয়।
জড়, অন্ধ, আতুর অবধি পার হয়॥
হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু-কাণ্ডারী।
সঙ্কীর্ত্তন-কেরোয়াল দু'বাহু পসারি॥
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে।
পড়িয়া রহিল **লোচন** আপনার দোষে॥

শব্দার্থ ঃ-কেরোয়াল—দাঁড়, নাবিক।

(খ)

অবতার সার, গোরা-অবতার, কেন না ভজিলি তাঁরে।
করি' নীরে বাস, গেল না পিয়াস, আপন করম ফেরে॥
কণ্টকের তরু, সদাই সেবিলি (মন), অমৃত পাইবার আশে।
প্রেম-কল্পতরু, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার, তাঁহারে ভাবিলি বিষে॥
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি (মন), নাশাতে পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড ভাবি', কাঠ চুষিলি (মন), কেমনে পাইবি মিঠ॥
হার বলিয়া, গলায় পরিলি (মন), শমন-কিঙ্কর সাপ।
শীতল বলিয়া, আগুন পোহালি (মন), পাইলি বজর তাপ॥

সংসার ভজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি, না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল, দু'কাল খোয়ালি (মন), খাইলি আপন মাথা॥

(শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর)

(গ)

গৌরাঙ্গের দু'টী পদ, যা'র ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রসসার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যা'র কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তা'র॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তা'র হয় প্রেমোদয়,
তা'রে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তা'রে স্ফুরে,
সে-জন ভকতি-অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ॥

বর্ণমালায় শ্রীগৌর-মহিমা

(ঘ)

অ, অশেষ গুণের নিধি গৌরাঙ্গসুন্দর।
আ, আনন্দে বিভোর সদা প্রেমের সাগর॥
ই, ইন্দু জিনি' বদনের শোভা মনোহর।
ঈ, ঈশ্বর, ব্রহ্মাদি যাঁ'রে ভাবে নিরন্তর॥

উ, উদ্ধারিলা জগ-জনে দিয়া প্রেমধন।
ঊ, ঊন পাপী-তাপী নাহি কৈলা বিচারণ॥
ঋ, ঋণ শুধিবারে প্রভু শ্রীমতী রাধার।
ৠ, রীতিমত নদীয়ায় হৈলা অবতার॥
ঌ, লিপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-তনু শ্রীহরিচন্দনে।
ৡ, লীলাবলী সবে হেরি' হয় অচেতনে॥
এ, এমন দয়ালু প্রভু নাহি হ'বে আর।
ঐ, ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তি করিল প্রচার॥
ও, ওড্রদেশে যাইয়া প্রভু বহু লীলা কৈল।
ঔ, ঔদার্য্য-গুণেতে সার্ব্বভৌমে নিস্তারিল॥
চতুর্দ্দশ স্বরাবলী যে করে কীর্ত্তন।
অচিরে লভয়ে সেই গৌরাঙ্গ-চরণ॥
শ্রীজাহ্নবা-রামচন্দ্র-পদ করি' আশ।
চতুর্দ্দশ স্বরাবলী গায় **প্রেমদাস**॥

<u>শব্দার্থ</u> ঃ—**ঊন**—হীন; উপেক্ষিত।

(ঙ)

ক, কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অবতার।
খ, খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল-করতাল॥
গ, গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সঙ্কীর্ত্তনে।
ঘ, ঘরে ঘরে হরিনাম দেন সর্ব্বজনে॥
ঙ, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া।
চ, চেতন করান জীবে কৃষ্ণনাম দিয়া॥
ছ, ছল ছল করে আঁখি নয়নের জলে।
জ, জগৎ পবিত্র কৈল গৌর-কলেবরে॥
ঝ, ঝল ঝল মুখ যেন পূর্ণ শশধর।
ঞ, এমত ত' দেখি নাই দয়ার সাগর॥

ট, টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিভোল।
ঠ, ঠমকে ঠমকে চলে বলে হরিবোল॥
ড, ডোরহি কৌপীন ক্ষীণ কটির উপরে।
ঢ, ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে॥
ণ, আন পরসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে।
ত, তান মান গান রসে মজাইল মনে॥
থ, থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল।
দ, দীন হীন জনেরে ধরিয়া দেয় কোল॥
ধ, ধোয়াইয়া পূরব পিরীতি পরসঙ্গ।
ন, না জানি কাহার ভাবে হইল ত্রিভঙ্গ॥
প, প্রেমরসে ভাসাইল অখিল-সংসার।
ফ, ফুটল শ্রীবৃন্দাবন সুরধুনী-ধার॥
ব, ব্রহ্মা, মহেশ্বর যাঁ'রে করে অন্বেষণ।
ভ, ভাবিয়া না পা'ন যাঁ'রে সহস্রলোচন॥
ম, মত্ত-মাতঙ্গ-গতি মধুর মৃদু হাস।
য, যশোমতী মাতা যাঁ'র ভুবনে প্রকাশ॥
র, রতিপতি জিনি রূপ অতি মনোরম।
ল, লীলা লাবণ্য যাঁ'র অতি অনুপম॥
ব, বসুদেব-সুত সেই শ্রীনন্দনন্দন।
শ, শচীর নন্দন এবে বলে সর্ব্বজন॥
ষ, ষড়্ভুজ রূপ হৈলা অত্যাশ্চর্য্যময়।
স, সাবধান, প্রাণনাথ গোরা—রসময়॥
হ, হরি হরি বল ভাই, কর মহাযজ্ঞ।
ক্ষ, ক্ষিতিতলে জন্মি' কেহ না হৈয় অবিজ্ঞ॥
এ' চৌত্রিশ পদাবলী যে করে কীর্ত্তন।
দাস নরোত্তম মাগে তাঁহার চরণ॥

শ্রীগৌরসুন্দরে বিজ্ঞপ্তি

(৭ ক)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াসিন্ধু।
পতিত উদ্ধার হেতু জয় দীনবন্ধু॥
জয় প্রেমভক্তিদাতা, দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি' ডাকে এ-দাস পামরে॥
পূর্ব্বেতে সাক্ষাৎ যত পাতকী তারিলা।
সে বিচিত্র নহে যাতে অবতার কৈলা॥
মো-হেন পাপিষ্ঠে এবে করহ উদ্ধার।
আশ্চর্য্য দয়াল-গুণ ঘুষুক সংসার॥
বিচার করিলে মুঞি নহে দয়াপাত্র।
আপন স্বভাব-গুণে করহ কৃতার্থ॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা শুনি' এই কলিযুগে।
এই ভরসায় **রাধামোহন** দয়া মাগে॥

(খ)

ওহে, প্রেমের ঠাকুর গোরা॥ধ্রু॥
প্রাণের যাতনা কিবা কব, নাথ!
হয়েছি আপন-হারা।
কি আর বলিব, যে-কাজের তরে,
এনেছিলে নাথ! জগতে আমারে,
এতদিন পরে কহিতে সে-কথা
খেদে দুঃখে হই সারা।
তোমার ভজনে না জন্মিল রতি,
জড়মোহে মত্ত সদা দুরমতি—
বিষয়ীর কাছে থেকে থেকে আমি
হইনু বিষয়ীপারা।

কে আমি, কেন যে এসেছি এখানে,
সে-কথা কখনো নাহি ভাবি মনে,
কখনো ভোগের, কখনো ত্যাগের
ছলনায় মন নাচে।

কি গতি হইবে কখনো ভাবি না,
হরি-ভকতের কাছেও যাই না,
হরি-বিমুখের কুলক্ষণ যত
আমাতেই সব আছে।

শ্রীগুরু-কৃপায় ভেঙ্গেছে স্বপন,
বুঝেছি এখন তুমিই আপন,
তব নিজ-জন পরম-বান্ধব
সংসার-কারাগারে।

আন না ভজিব ভক্ত-পদ বিনু,
রাতুল চরণে শরণ লইনু,
উদ্ধারহ নাথ! মায়াজাল হ'তে
এ দাসের কেশে ধ'রে।

পাতকীরে তুমি কৃপা কর নাকি?
জগাই-মাধাই ছিল যে পাতকী,
তাহাতে জেনেছি,—প্রেমের ঠাকুর!
পাতকীরেও তার তুমি।

আমি ভক্তিহীন, দীন, অকিঞ্চন—
অপরাধী-শিরে দাও দু'চরণ,
তোমার অভয় শ্রীচরণে চির-
শরণ লইনু আমি।

(শ্রীসজ্জনতোষণী)

(গ)

পহুঁ মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞী।
এই কৃপা কর যেন তোমার গুণ গাই॥
যে সে কুলে জন্ম হৌক, যে সে দেহ পাঞা।
তোমার ভক্তসঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাইয়া॥
চিরকাল আশা প্রভু আছয়ে হিয়ায়।
তোমার নিগূঢ় লীলা স্ফুরয়ে আমায়॥
তোমার নামে সদা রুচি হৌক মোর।
তোমার গুণগানে যেন সদাই হই ভোর॥
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত-সঙ্গে।
সাত্ত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে??
অশ্রু-কম্প-পুলকে পূরিবে সব তনু।
ভূমিতে পড়িবে প্রেমে অগেয়ান জনু॥
যে সে কর প্রভু, তুমি একমাত্র গতি।
কহয়ে **বৈষ্ণবদাস** তোমায় রহুক মতি॥

শব্দার্থ ঃ—**অগেয়ান জনু**—অজ্ঞান দেহ।

(ঘ)

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদ-ছায়া॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা' লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥

বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর-প্রতি হ'বেন সদয়॥
বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

(ঙ)

আমি ত' দুর্জ্জন অতি সদা দুরাচার।
কোটি কোটি জন্মে মোর নাহিক উদ্ধার॥
এ হেন দয়ালু কেবা এ জগতে আছে।
এমত পামরে উদ্ধারিয়া ল'বে কাছে॥
শুনিয়াছি, শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
অনন্ত-পাতকী জনে করিলা মোচন॥
এমত দয়ার সিন্ধু কৃপা বিতরিয়া।
কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া??
এইবার বুঝা যা'বে করুণা তোমার।
যদি এ পামর-জনে করিবে উদ্ধার॥
কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল' কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই॥
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার॥
তুমি ত' পবিত্র-পদ, আমি দুরাশয়।
কেমনে তোমার পদে পাইব আশ্রয়??
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে এ পতিত ছার।
'পতিতপাবন' নাম প্রসিদ্ধ তোমার॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শ্রীগৌরচন্দ্রে লালসাময়ী প্রার্থনা

(৮ ক)

হা হা মোর গৌরকিশোর।

কবে দয়া করি', শ্রীগোদ্রুমবনে, দেখা দিবে মনঃচোর॥
আনন্দ-সুখদ-, কুঞ্জের ভিতরে, গদাধরে বামে করি'।
কাঞ্চন-বরণ, চাঁচর চিকুর, নটন সুবেশ ধরি'॥
দেখিতে দেখিতে, শ্রীরাধা-মাধব, রূপেতে করিবে আলা।
সখীগণ-সঙ্গে, করিবে নটন, গলেতে মোহনমালা॥
অনঙ্গ-মঞ্জরী, সদয় হইয়া, এ দাসী-করেতে ধরি'।
দুঁহে নিবেদিবে, দুঁহার মাধুরী, হেরিব নয়ন ভরি'॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ—চাঁচর চিকুর—কুঞ্চিত কেশ; **নটন**—নর্ত্তন।

(খ)

কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া।

ভোজন-শয়নে, দেহের যতন, ছাড়িব বিরক্ত হঞা॥
নবদ্বীপ-ধামে, নগরে নগরে, অভিমান পরিহরি'।
ধামবাসী-ঘরে, মাধুকরী ল'ব, খাইব উদর ভরি'॥
নদীতটে গিয়া, অঞ্জলি অঞ্জলি, পিব প্রভু-পদজল।
তরুতলে পড়ি', আলস্য ত্যজিব, পাইব শরীরে বল॥
কাকুতি করিয়া, 'গৌর-গদাধর', 'শ্রীরাধামাধব'-নাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ডাকি' উচ্চরবে, ভ্রমিব সকল ধাম॥
বৈষ্ণব দেখিয়া, পড়িব চরণে, হৃদয়ের বন্ধু জানি'।
বৈষ্ণব ঠাকুর, 'প্রভুর কীর্ত্তন', দেখাইবে দাস মানি'॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শ্রীগৌরাঙ্গ-নিষ্ঠা

(৯ ক)

আরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গ-চরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি' গৃহ-বিষকূপে, দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ॥
তাপত্রয়-বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে, দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল, বিমুখ হইল হেন ধন॥
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি' সব লাজ-ভয়, কায়মনে লহ রে শরণ।
পরম দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল, তাঁ'রা হইল পতিতপাবন॥
গোরা দ্বিজ-নটরাজে, বান্ধহ হৃদয়-মাঝে, কি করিবে সংসার-শমন।
নরোত্তমদাসে কহে, গোরা-সম কেহ নহে, না ভজিতে দেয় প্রেমধন॥

(খ)

ভাইরে! ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে আর, দয়ার ঠাকুর নাই, গোরা বড় পতিতপাবন॥
হেন অবতারে যা'র, নহিল ভকতি লেশ, বল তা'র কি হবে উপায়।
রবির কিরণে যা'র, আঁখি পরসন্ন নৈল, বিধাতা বঞ্চিত কৈল তায়॥
হেন-জলদ কায়, প্রেমধারা বরিষয়, করুণাময় অবতার।
গোরা হেন প্রভু পেয়ে, যে-জন শীতল নৈল, কি জানি কেমন মন তা'র॥
কলি-ভব-সাগরে, নিজ-নাম ভেলা করি', আপনে গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে, কে তা'রে উদ্ধার করে, এ **প্রেমানন্দের** পরিহার॥

(গ)

কলিঘোর তিমিরে, গরাসল জগজন, ধরম করম রহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি', গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥
ভাইরে ভাই, গোরা-গুণ কহন না যায়।
কত শত আনন, কত চতুরানন, বরণিয়া ওর নাহি পায়॥
চারিবেদ ষড়্-, দরশন পড়ি', সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
বৃথা তা'র অধ্যয়ন, লোচনবিহীনজন, দরপণে অন্ধে কিবা কাজে??

বেদ বিদ্যা দুই, কিছুই না জানত, সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভণে, সেই ত'সকলি জানে, সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তা'র॥

আক্ষেপ

(১০ ক)

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া॥

(খ)

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞী।
দীনে দয়া তোমা বিনা করে কেহ নাই॥
এই ত' ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত রেণু-প্রায়।
কে গণিবে পাপ মোর গণন না যায়॥
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম না হইবে আর।
তোমা না ভজিয়া কৈনু ভাঁড়ের আচার॥
হেন প্রভু না ভজিনু কি গতি আমার।
আপনার মুখে দিলাম জ্বলন্ত অঙ্গার॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
বল্লভদাসিয়া কেন না যায় মরিয়া॥

(গ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বলরাম নিত্যানন্দ, পারিষদ-সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেমধন, সবারে যাচিঞা দিল, না লইনু মুঞি দুরাচার॥
আরে পামর মন, মরমে রহল বড় শেল।
সঙ্কীর্ত্তন-প্রেম-বাদলে, সব হিয়া ডুবল, মোহে বিধি বঞ্চিত কৈল॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপদ, কল্পতরু-ছায়া-পাঞা, সব জীব তাপ পাসরিল।
মুঞি অভাগিয়া বিষ-, বিষয়ে মাতিয়া রইনু, হেন যুগে নিস্তার না হৈল॥
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ, জলে পরবেশ করোঁ, বিষ খাঞা মরোঁ মো পাপিয়া।
এই মত করি' যদি, মরণ না করে বিধি, প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া॥
এ হেন গৌরাঙ্গ-গুণ, না করিনু শ্রবণ, হায় হায়, করি হা হুতাশ।
'হরে কৃষ্ণ'-মহামন্ত্র, মুখ ভরি' না লইলাম, জীবন্মৃত **গোবিন্দদাস**॥

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দে বিজ্ঞপ্তি

(১১ক)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু।
এই কৃপা কর যেন না পাসর কভু॥
হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম না হইল তখনে।
বঞ্চিত হইনু সেই সুখ-দরশনে॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
এ সব বিহার মোর রহুক হৃদয়॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ রায়।
তোমার চরণ-ধন রহুক হিয়ায়॥
সপার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা যথা।
কৃপা কর মুঞি যেন ভৃত্য হই তথা॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥

হেন দিন হইবে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত কি সকল ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ পঁহু জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

(খ)

পরম করুণ, পঁহু দুইজন, নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার-, সার শিরোমণি, কেবল আনন্দ-কন্দ॥
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য-নিতাই, সুদৃঢ় বিশ্বাস করি'।
বিষয় ছাড়িয়া, সে-রসে মজিয়া, মুখে বল হরি হরি॥
দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই, এমন দয়াল দাতা।
পশু পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে, শুনি' যাঁ'র গুণগাথা॥
সংসারে মজিয়া, রহিলে পড়িয়া, সে-পদে নহিল আশ।
আপন করম, ভুঞ্জায় শমন, কহয়ে **লোচনদাস**॥

(গ)

নিতাই চৈতন্য দোঁহে বড় অবতার।
এমন দয়াল দাতা না হইবে আর॥
ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল-নিন্দুক-পাষণ্ডাদি যত।
করুণাময় উদ্ধার করিলা শত শত॥
হেন অবতারে মোর কিছুই না হৈল।
হায়রে দারুণ প্রাণ কি সুখে রহিল॥
যত যত অবতার হইল ভুবনে।
হেন অবতার ভাই না হয় কখনে॥
হেন প্রভুর পাদপদ্ম না করি ভজন।
হাতে তুলি' মুখে বিষ করিনু ভক্ষণ॥
গৌর-কীর্ত্তন-রসে জগত ডুবিল।
হায়রে অভাগার বিন্দু পরশ নহিল॥

কাঁদে **কৃষ্ণদাস** কেশ ছিঁড়ি' নিজ করে।
ধিক্ ধিক্ অভাগিয়া কেন নাহি মরে॥

(ঘ)

জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে দোন ভাই।
ভুবনমোহন গোরাচাঁদ আর নিতাই॥
কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন।
হরিনামামৃত দিয়া করিলা চেতন॥
হেন অবতার ভাই, কভু শুনি নাই।
পাতকী উদ্ধার কৈলা ঘরে ঘরে যাই॥
হেন অবতার ভাই নাহি কোন যুগে।
কোন্ অবতারে বল পাপীর পাপ মাগে??
রুধির পড়িল অঙ্গে খাইয়া প্রহার।
যাচি প্রেম দিয়া তা'রে করিলা উদ্ধার॥
নাম-প্রেম-সুধাতে ভরিল ত্রিভুবন।
একেলা বঞ্চিত ভেল এ **দাস লোচন**॥

(ঙ)

এইবার করুণা কর চৈতন্য-নিতাই।
মো-সম পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই॥
মুঞি অতি মূঢ়মতি মায়ার নফর।
এই সব পাপে মোর তনু জর জর॥
ম্লেচ্ছ অধম যত ছিল অনাচারী।
তা-সবা' হইতে মোর পাপ অতি ভারী॥
অশেষ পাপের পাপী জগাই-মাধাই।
তা-দোঁহারে উদ্ধারিলে তোমরা দু'টী ভাই॥
লোচন বলে মো-অধমে দয়া নৈল কেনে।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে॥

(চ)

কবে হ'বে বল সে-দিন আমার।
(আমার) অপরাধ ঘুচি', শুদ্ধ নামে রুচি,
কৃপা-বলে হ'বে হৃদয়ে সঞ্চার॥
তৃণাধিক হীন, কবে নিজ মানি',
সহিষ্ণুতা-গুণ হৃদয়েতে আনি'।
সকলে মানদ, আপনি অমানী,
হ'য়ে আস্বাদিব নাম-রস-সার॥
ধন জন আর, কবিতা সুন্দরী,
বলিব না চাহি দেহ সুখকরী।
জন্মে জন্মে দাও, ওহে গৌরহরি,
অহৈতুকী ভক্তি চরণে তোমার॥
(কবে) করিতে শ্রীকৃষ্ণ-, নাম উচ্চারণ,
পুলকিত দেহ গদ্‌গদ বচন।
বৈবর্ণ্য-বেপথু, হ'বে সংঘটন,
নিরন্তর নেত্রে ব'বে অশ্রুধার॥
কবে নবদ্বীপে, সুরধুনী-তটে,
গৌর-নিত্যানন্দ বলি' নিষ্কপটে।
নাচিয়া গাহিয়া, বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার॥
কবে নিত্যানন্দ, মোরে করি' দয়া,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।
দিয়া মোরে নিজ- চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার॥
কিনিব, লুটিব, হরি-নাম-রস,
নামরসে মাতি' হইব বিবশ।
রসের রসিক- চরণ পরশ,
করিয়া মজিব রসে অনিবার॥

কবে জীবে দয়া, হইবে উদয়,
নিজসুখ ভুলি' সুদীন-হৃদয়।
ভকতিবিনোদ, করিয়া বিনয়,
শ্রীআজ্ঞা টহল করিবে প্রচার॥

(ছ)

এ ঘোর-সংসারে, পড়িয়া মানব, না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি', হরি-ভজে যদি, তবে অন্ত হয় ক্লেশ॥
সংসার-অনলে, জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বাড়য়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি', লয় কৃষ্ণনাম, অনলে পড়য়ে জল॥
নিতাই-চৈতন্য, চরণ-কমলে, আশ্রয় লইল যেই।
কৃষ্ণদাস বলে, জীবন-মরণে, আমার আশ্রয় সেই॥

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দে লালসাময়ী প্রার্থনা

(১২ ক)

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হবে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পীরিতি॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা **নরোত্তমদাস**॥

(খ)

কবে হ'বে হেন দশা মোর।
ত্যজি' জড়-আশা, বিবিধ বন্ধন, ছাড়িব সংসার ঘোর॥
বৃন্দাবনাভেদে, নবদ্বীপ-ধামে, বাঁধিব কুটীরখানি।
শচীর নন্দন-, চরণ আশ্রয়, করিব সম্বন্ধ মানি'॥
জাহ্নবী-পুলিনে, চিন্ময়-কাননে, বসিয়া বিজন-স্থলে।
কৃষ্ণনামামৃত, নিরন্তর পিব, ডাকিব 'গৌরাঙ্গ' ব'লে॥
হা-গৌর-নিতাই, তোরা দু'টী ভাই, পতিতজনের বন্ধু।
অধম পতিত, আমি হে দুর্জ্জন, হও মোরে কৃপাসিন্ধু॥
কাঁদিতে কাঁদিতে, ষোলক্রোশ-ধাম, জাহ্নবী উভয়-কূলে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, কভু ভাগ্যফলে, দেখি কিছু তরুমূলে॥
হা হা মনোহর, কি দেখিনু আমি, বলিয়া মূর্চ্ছিত হ'ব।
সম্বিৎ পাইয়া, কাঁদিব গোপনে, স্মরি' দুঁহু কৃপা-লব॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(গ)

হা হা কবে গৌর-নিতাই।
এ পতিত জনে, উরু কৃপা করি', দেখা দিবে দু'টী ভাই॥
দুঁহু কৃপা-বলে, নবদ্বীপ-ধামে, দেখিব ব্রজের শোভা।
আনন্দ-সুখদ-, কুঞ্জ মনোহর, হেরিব নয়ন-লোভা॥
তাহার নিকটে, শ্রীললিতা-কুণ্ড, রত্নবেদী কত শত।
যথা রাধাকৃষ্ণ, লীলা বিস্তারিয়া, বিহরেন অবিরত॥
সখীগণ যথা, লীলার সহায়, নানা-সেবা-সুখ পায়।
এ দাসী তথায়, সখীর আজ্ঞাতে, কার্য্যে ইতি-উতি ধায়॥
মালতীর মালা, গাঁথিয়া আনিব, দিব তবে সখী-করে।
রাধাকৃষ্ণ-গলে, সখী পরাইবে, নাচিব আনন্দভরে॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দে নিষ্ঠা

(১৩ ক)

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত-আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনোনিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চৌতারা, তাহে মোর মনোঘেরা,
কহে দীন **নরোত্তমদাস**॥

শব্দার্থঃ—**চৌতারা**—চত্বর, অঙ্গন; **মনোঘেরা**—মনরূপী বেড়া।

(খ)

নিতাই-গৌর-নাম, আনন্দের ধাম, যেই জন নাহি লয়।
তা'রে যমরায়, ধ'রে ল'য়ে যায়, নরকে ডুবায় তায়॥
তুলসীর হার, না পরে যে ছার, যমালয়ে বাস তা'র।
তিলক ধারণ, না করে যে-জন, বৃথায় জনম তা'র॥
না লয় হরিনাম, বিধি তা'রে বাম, পামর পাষণ্ডমতি।
বৈষ্ণব-সেবন, না করে যে-জন, কি হ'বে তাহার গতি॥
গুরুমন্ত্র সার, কর এইবার, ব্রজেতে হইবে বাস।
তমোগুণ যা'বে, সত্ত্ব-গুণ পা'বে, হইবে কৃষ্ণের দাস॥
এ দাস **লোচন**, বলে অনুক্ষণ, (নিতাই)গৌরগুণ গাও সুখে।
এই রসে যা'র, রতি না হইল, চূণ-কালি তা'র মুখে॥

সগণ শ্রীগৌর-মহিমা

(১৪ ক)

এ'লো গৌর-রস-নদী কাদম্বিনী হ'য়ে।
ভাসাইল গৌড়দেশ প্রেমবৃষ্টি দিয়ে॥
নিত্যানন্দ-রায় তাহে মারুত সহায়।
যাঁহা নাহি প্রেমবৃষ্টি, তাঁহা ল'য়ে যায়॥
হুড়্ হুড়্-শব্দে আইল শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জল-রসধারা তাহে রায়-রামানন্দ॥
চৌষট্টি মহান্ত আইল মেঘে শোভা করি'।
শ্রীরূপ-সনাতন তাহে হইল বিজুরি॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসের ভাণ্ডারী।
যতনে রাখিল প্রেম হেমকুম্ভ ভরি'॥
এবে সেই প্রেম ল'য়ে জগজনে দিল।
এ-দাস **লোচন**-ভাগ্যে বিন্দু না মিলিল॥

(খ)

নদীয়ার ঘাটে ভাই কি অদ্ভুত তরী।
নিতাই—গলুইয়া তা'তে চৈতন্য—কাণ্ডারী॥
দুই রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল, শ্রীরূপ, সনাতন।
পারের নৌকায় এঁরা দাঁড়ি ছয়জন॥
'কে যাবি ভাই ভবপারে'—বলি' নিতাই ডাকে।
খেয়ার কড়ি বিনা পার করে যা'কে তা'কে॥
আতুরে কাতর বিনা কে পার করে ভাই?
কিন্তু পার করে সভে চৈতন্য-নিতাই॥
কৃষ্ণদাস বলে—ভাই বল' 'হরি হরি'।
নিতাই-চৈতন্যের ঘাটে নাহি লাগে কড়ি॥

শব্দার্থঃ-গলুইয়া—নৌকায় যিনি পাল ঠিক রাখেন; **কাণ্ডারী**—যিনি হাল ধরেন; **আতুরে কাতর**—পরদুঃখ দুঃখী।

সগণ শ্রীগৌরচরণে প্রার্থনা

(১৫ ক)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
কৃপা করি' সবে মিলি করহ করুণা।
অধম পতিতজনে না করিহ ঘৃণা॥
এ-তিন সংসার-মাঝে তুয়া-পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে—গতি নাহি আর॥
সে পদ পা'বার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয়ে সদা করিয়ে ক্রন্দনে॥
কিরূপে পাইব, কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ॥
তুমি ত' দয়াল প্রভু, চাহ একবার।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥

(খ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা' বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে॥
পতিতপাবন-হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দসুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই॥
হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে **নরোত্তমদাস**॥

(গ)

জয়রে জয়রে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র, জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ, সীতানাথ দেহ' পদছায়॥
জয় জয় মোর, আচার্য্য ঠাকুর, অগতি-পতিত-গতি।
করুণা করিয়া, স্বচরণে রাখ, এ মোর পাপিষ্ঠ-মতি॥
তোমার চরণ, ভরসা কেবল, না দেখি আর উপায়।
মোর দুষ্ট মনে, রাখ শ্রীচরণে, এই মাগো তুয়া পায়॥
সদা মনোরথ, যে কিছু আমার, সকল জানহ তুমি।
কহে **বংশীদাস**, পূর সব আশ, কি আর কহিব আমি॥

(ঘ)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বাশ্রয়।
জয় শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রেমময়॥
জয় শ্রীল সনাতন কৃপালু-হৃদয়।
জয় শ্রীল রূপ রস-সম্পদ-নিলয়॥
জয় শ্রীগোপালভট্ট করুণা-সাগর।
জয় রঘুনাথ-যুগ কৃপা-পূর্ণান্তর॥
জয় শ্রীজীব গোসাঞি দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি' কহে এ দীন পামরে॥
প্রতিজ্ঞা আছয়ে এই ঘোর কলিকালে।
উদ্ধার করিবে মহাপাতকী সকলে॥
বিচার করহ যদি মোর অপরাধ।
এ **রাধামোহনের** তবে বড় পরমাদ॥

(ঙ)

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ জয়, জয় নিতাই গৌরাঙ্গ॥
(জয়) যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
(জয়) রোহিণীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ॥

(জয়) মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
(জয়) গদাধর, শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥
(জয়) স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রায়-রামানন্দ।
(জয়) খণ্ডবাসী নরহরি, মুরারি, মুকুন্দ॥
(জয়) পঞ্চপুত্র সঙ্গে নাচে রায়-ভবানন্দ।
(জয়) তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সেন-শিবানন্দ॥
(জয়) দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত।
(তোমরা) কৃপা করি' দেহ গৌর-চরণারবিন্দ॥

সপার্ষদ শ্রীগৌর-বিরহ-বিলাপ

(১৬ ক)

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা' গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিত-পাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা' গেলা গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা' গেলে পাব॥
সে-সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে-সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস॥

(খ)

গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীবাসাদি গদাধর,
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ, হরিদাস প্রেম-কন্দ,
দামোদর পরমানন্দ পুরী॥

যে-সব করয়ে লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।
তখন নহিল জন্ম, এবে ভেল ভববন্ধ,
সে না শেল রহি' গেল চিতে॥
প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মিলি', যে-সব করিলা কেলি,
বৃন্দাবনে ভক্তগণ-সাথ॥
সবে হৈলা অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
অন্ধ হৈল সবাকার আঁখি।
কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাও ছার মুখ,
আছি যেন মরা পশু-পাখী॥
শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস, আছিনু যাঁহার পাশ,
কথা শুনি' জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহো মোরে ছাড়ি' গেলা, রামচন্দ্র না আইলা,
দুঃখে জীউ করে আনচান॥
যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্ন-জল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক্ ধিক্ **নরোত্তমদাস**॥

শব্দার্থঃ-ভেল—ঘটে, হয়; শেল—মর্ম্মপীড়া; জীউ—প্রাণধারণ।

স্বাভীষ্ট-লালসাত্মক-প্রার্থনা

(১৭ ক)

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।

সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপঃ, সেই মোর মন্ত্র-জপ,
সেই মোর ধরম-করম॥
অনুকূল হ'বে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ-দুই নয়নে।
সে-রূপ-মাধুরীরাশি, প্রাণকুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হ'বে নিশিদিনে॥
তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥

শব্দার্থঃ-কুবলয়—পদ্ম (নীলপদ্ম); **অহি**—সর্প; **গরল**—বিষ।

(খ)

হরি হরি, কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব শ্রীরাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন॥
সুযন্ত্রে মিশাঞা গা'ব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দুঁহার রূপ-গুণ-গান॥
'রাধিকা-গোবিন্দ' বলি' কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে॥
এইবার করুণা কর রূপ-সনাতন।
রঘুনাথদাস মোর শ্রীজীব জীবন॥
এইবার করুণা কর, ললিতা-বিশাখা।
সখ্যভাবে শ্রীদাম-সুবল-আদি সখা॥

সবে মিলি' কর দয়া পূরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা **নরোত্তমদাস**॥

সগণ শ্রীগৌর-কৃষ্ণে দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা

(১৮ক)

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্যজনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥
গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায়।
সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তা'র সাক্ষী জগাই-মাধাই॥
হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানু-সুতাযুত,
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিও রাঙ্গাপায়,
তোমা বিনা কে আছে আমার॥

(খ)

হরি হরি! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্ল্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি'
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।

মুঞি সে পামর-মতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্যচিন্তামণিধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেই ধামে না কৈনু বসতি॥
বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তমদাস কহে, জীবার উচিত নহে,
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা বিনে॥

(গ)

হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ, না ভজিনু তিল-আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ।
ইহাঁ সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল-আধ,
আর কিসে পূরিবেক সাধ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক-ভকত-মাঝ,
যেহোঁ কৈল চৈতন্য-চরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥
সে-সব ভকত-সঙ্গ, যে করিল তা'র সঙ্গ,
তা'র সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস॥

(ঘ)

হরি হরি! কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্তসাগর।
শুনিতাম সে-সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর॥
যখন গৌর-নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া-নগরে অবতার।
তখন না হইল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছামাত্র বহি' ফিরি ভার॥
হরিদাস-আদি বুলে, মহোৎসব আদি করে,
না হেরিনু সে সুখ-বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ **নরোত্তমদাস**॥

শব্দার্থঃ-অনুরত—আসক্তি; **বুলে**—ভ্রমণ করে।

সিদ্ধি-লালসা

(১৯)

কবে গৌর-বনে, সুরধুনী-তটে, 'হা রাধে, হা কৃষ্ণ' বলে।
কাঁদিয়া বেড়া'ব, দেহ-সুখ ছাড়ি', নানা লতা-তরুতলে॥
শ্বপচ-গৃহেতে, মাগিয়া খাইব, পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব, করি' কৃষ্ণ-কোলাহল॥
ধামবাসী-জনে, প্রণতি করিয়া, মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ, রেণু গায় মাখি', ধরি' অবধূত-বেশ॥

গৌড়-ব্রজ-জনে, ভেদ না দেখিব, হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থঃ-অবধূত—সংসারাসক্তি-শূন্য বর্ণাশ্রম-চিহ্নহীন।

শ্রীরাধাষ্টক

১ (ক) (শ্রীরাধাতত্ত্ব)

"অনারাধ্য রাধা-পদাম্ভোজ-রেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাব-গম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধু-রসস্যাবগাহঃ॥"

(শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী)

রাধিকাচরণ-পদ্ম, সকল শ্রেয়ের সদ্ম,
যতনে যে নাহি আরাধিল।
রাধা-পদাঙ্কিত-ধাম, বৃন্দাবন যা'র নাম,
তাহা যে না আশ্রয় করিল॥
রাধিকাভাব-গম্ভীর- চিত্ত যেবা মহাধীর,
গণ-সঙ্গ না কৈল জীবনে।
কেমনে সে শ্যামানন্দ, রসসিন্ধু-স্নানানন্দ,
লভিবে বুঝহ একমনে॥
রাধিকা উজ্জ্বল-রসের আচার্য্য।
রাধামাধব-শুদ্ধপ্রেম বিচার্য্য॥
যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্যরতনে॥
রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ, সর্ব্ববেদে বলে॥

ছোড়ত ধন-জন, কলত্র-সুত-মিত, ছোড়ত করম-গেয়ান।
রাধা পদপঙ্কজ-, মধুরত-সেবন, **ভকতিবিনোদ** পরমাণ॥

(খ)

বিরজার পারে, শুদ্ধপরব্যোম-ধাম।
তদুপরি শ্রীগোকুল-'বৃন্দারণ্য'-নাম॥
বৃন্দাবন চিন্তামণি, চিদানন্দ-রত্নখনি,
চিন্ময় অপূর্ব্ব-দরশন।
তঁহি মাঝে চমৎকার, কৃষ্ণ বনস্পতি-সার,
নীলমণি তমাল যেমন॥
তাঁহে এক স্বর্ণময়ী, লতা সর্ব্বধাম-জয়ী,
উঠিয়াছে পরমপাবনী।
হ্লাদিনী-শক্তির সার, 'মহাভাব' নাম যা'র,
ত্রিভুবনমোহন-মোহিনী॥
'রাধা'-নামে পরিচিত, তুষিয়া গোবিন্দ-চিত,
বিরাজয়ে পরম-আনন্দে।
সেই লতা-পত্র-ফুল, ললিতাদি সখীকুল,
সবে মিলি' বৃক্ষে দৃঢ় বান্ধে॥
লতার পরশে প্রফুল্ল তমাল।
লতা ছাড়ি' নাহি রহে কোনকাল॥
তমাল ছাড়িয়া লতা নাহি বাঁচে।
সে লতা-মিলন সদাকাল যাচে॥
ভকতিবিনোদ মিলন দোঁহার।
না চাহে কখন বিনা কিছু আর॥

(গ) (রূপ-গুণ-বর্ণন)

রমণী-শিরোমণি, বৃষভানু-নন্দিনী, নীলবসন-পরিধানা।
ছিন্ন-পুরট জিনি', বর্ণ-বিকাশিনী, বদ্ধকবরী হরিপ্রাণা॥
আভরণ-মণ্ডিতা, হরিরস-পণ্ডিতা, তিলক-সুশোভিত-ভালা।
কঞ্চুলিকাচ্ছাদিতা, স্তনমণি-মণ্ডিতা, কজ্জ্বল-নয়নী রসালা॥

সকল ত্যজিয়া সে-রাধা-চরণে।
দাসী হ'য়ে ভজ পরম-যতনে॥
সৌন্দর্য্য-কিরণ দেখিয়া যাঁহার।
রতি-গৌরী-লীলা-গর্ব্ব-পরিহার॥
শচী-লক্ষ্মী-সত্যা সৌভাগ্য-বলনে।
পরাজিত হয় যাঁহার চরণে॥
কৃষ্ণ-বশীকারে চন্দ্রাবলী-আদি।
পরাজয় মানে হইয়া বিবাদী॥
হরিদয়িত-রাধা-চরণ-প্রয়াসী।
ভকতিবিনোদ শ্রীগোদ্রুমবাসী॥

শব্দার্থঃ-ছিন্ন-পুরট—খণ্ডিত স্বর্ণ; **কবরী**—খোপা; **ভালা**—ললাট-যুক্তা।

(ঘ) (রূপ-গুণ-লীলা-বর্ণন)

রসিক-নাগরী-, গণ-শিরোমণি, কৃষ্ণপ্রেম-সরহংসী।
বৃষভানুরাজ-, শুদ্ধকল্পবল্লী, সর্ব্বলক্ষ্মীগণ-অংশী॥
রক্ত পট্টবস্ত্র, নিতম্ব-উপরি, ক্ষুদ্র ঘণ্টি দুলে তা'য়।
কুচযুগোপরি, দুলি' মুক্তামালা, চিত্তহারী শোভা পায়॥
সরসিজবর-, কর্ণিকা-সমান, অতিশয় কান্তিমতী।
কৈশোর-অমৃত-, তারুণ্য-কর্পূর-, মিশ্রস্মিতাধরা সতী॥
বনান্তে আগত, ব্রজপতি-সুত, পরম চঞ্চলবরে।
হেরি' শঙ্কাকুল, নয়ন-ভঙ্গিতে, আদরেতে স্তব করে॥
ব্রজের মহিলা-, গণের পরাণ, যশোমতী-প্রিয়পাত্রী।
ললিত-ললিতা-, স্নেহেতে প্রফুল্ল-, শরীরা ললিতগাত্রী॥
বিশাখার সনে, বনফুল তুলি', গাঁথে বৈজয়ন্তী মালা।
সকল-শ্রেয়সী, কৃষ্ণ-বক্ষঃস্থিতা, পরম প্রেয়সী বালা॥
স্নিগ্ধ বেণুরবে, দ্রুতগতি যাই', কুঞ্জে পে'য়ে নটবরে।
হসিত-নয়নী, নম্রমুখী সতী, কর্ণ কণ্ডূয়ন করে॥

স্পর্শিয়া কমল, বায়ু সুশীতল, করে যবে কুণ্ডনীর।
নিদাঘে তথায়, নিজগণ-সহ, তুষয় গোকুল-বীর॥
ভকতিবিনোদ, রূপ-রঘুনাথে, কহয়ে চরণ ধরি'।
হেন রাধা-দাস্য, সুধীর-সম্পদ্, কবে দিবে কৃপা করি'॥

(ঙ) (ভূষণরূপ ভাবাদি বর্ণন)

মহাভাব-চিন্তামণি, উদ্ভাবিত তনুখানি,
সখীপতি-সজ্জ-প্রভাবতী।
কারুণ্য-তারুণ্য আর, লাবণ্য-অমৃতধার,
তাহে স্নাতা লক্ষ্মীজয়ী সতী॥
লজ্জা পট্টবস্ত্র যা'র, সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম-সার,
কস্তুরী-চিত্রিত কলেবর।
কম্পাশ্রু-পুলক-রঙ্গ, স্তম্ভ-স্বেদ-স্বরভঙ্গ,
জাড্যোন্মাদ—নবরত্নধর॥
পঞ্চবিংশতিক-গুণ-, ফুলমালা সুশোভন,
ধীরাধীরা-ভাব—পট্টবাসা।
পিহিত-মান—ধম্মিল্লা, সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলা,
কৃষ্ণনাম-যশঃ—কর্ণোল্লাসা॥
রাগতাম্বূলিত-ওষ্ঠ, কৌটিল্য-কজ্জ্বল স্পষ্ট,
স্মিতকর্পূরিত-নর্ম্মশীলা।
কীর্ত্তিযশ-অন্তঃপুরে, গর্ব্ব-খট্টোপরি স্ফুরে,
দুলিত-প্রেমবৈচিত্ত্য-মালা॥
প্রণয়রোষ-কঞ্চুলী-, পিহিত-স্তনযুগ্মকা,
চন্দ্রাজয়ী কচ্ছপী-রবিণী।
সখীদ্বয়স্কন্ধে লীলা-, করাম্বুজার্পণশীলা,
শ্যামা শ্যামামৃত-বিতরণী॥
এ হেন রাধিকা-পদ, তোমাদের সুসম্পদ,
দন্তে তৃণ যাচে তব পায়।

এ **ভক্তিবিনোদ** দীন, রাধা-দাস্যামৃত-কণ,
রূপ রঘুনাথ! দেহ তায়॥

শব্দার্থ ঃ—**পিহিত-মান-ধম্মিল্লা**—প্রচ্ছন্ন-মানরূপ খোপা; **কর্ণোল্লাসা**—কর্ণভূষণ; **স্মিতকর্পূরিত**—মৃদুহাস্যরূপী কর্পূরদ্বারা সুবাসিত; **নর্ম্মশীলা**—পরিহাস-শীলা; **চন্দ্রাজয়ী**—চন্দ্রাবলী-জয়ী; **কচ্ছপী-রবিণী**—'কচ্ছপী' নামক বীণা; **করাম্বুজার্পণশীলা**—করকমল অর্পণকারিণী।

(চ)

(কৃষ্ণাকর্ষকত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব-বর্ণন)

বরজ-বিপিনে যমুনা-কূলে।
মঞ্চ মনোহর শোভিত ফুলে॥
বনস্পতি লতা তুষয়ে আঁখি।
তদুপরি কত ডাকয়ে পাখী॥
মলয় অনিল বহয়ে ধীরে।
অলিকুল মধু- লোভেতে ফিরে॥
বাসন্তীর রাকা- উড়ুপ তদা।
কৌমুদী বিতরে আদরে সদা॥
এমত সময়ে রসিকবর।
আরম্ভিল রাস মুরলীধর॥
শতকোটী গোপী- মাঝেতে হরি।
রাধা-সহ নাচে আনন্দ করি'॥
মাধব-মোহিনী গাইয়া গীত।
হরিল সকল জগত চিত॥
স্থাবর-জঙ্গম মোহিলা সতী।
হারাওল চন্দ্রা- বলীর মতী॥
মথিয়া বরজ- কিশোর মন।
অন্তরিত হয় রাধা তখন॥

ভকতিবিনোদ পরমাদ গণে।
রাস ভাঙ্গল (আজি) রাধা বিহনে॥

শব্দার্থঃ-অলিকুল—ভ্রমরগণ; রাকা-উড়ুপ—পূর্ণিমার-চন্দ্র; কৌমুদী—জ্যোৎস্না।

(ছ)

শতকোটী গোপী মাধব-মন।
রাখিতে নারিল করি' যতন॥
বেণুগীতে ডাকে রাধিকা-নাম।
'এস এস রাধে!' ডাকয়ে শ্যাম॥
ভাঙ্গিয়া শ্রীরাস- মণ্ডল তবে।
রাধা অন্বেষণে চলয়ে যবে॥
'দেখা দিয়া রাধে! রাখহ প্রাণ!'
বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান॥
নির্জ্জন-কাননে রাধারে ধরি'।
মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি॥
বলে, 'তুঁহু বিনা কাহার রাস?
তুঁহু লাগি' মোর বরজ বাস॥'
এহেন রাধিকা- চরণ-তলে।
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া বলে॥
"তুয়া গণ-মাঝে আমারে গণি'।
কিঙ্করী করিয়া রাখ আপনি॥"

(জ)

(শ্রীরাধা-ভজন মহিমা-বর্ণন)

রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥
আতপ-রহিত সূরয নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি॥

কেবল মাধব পূজয়ে, সো অজ্ঞানী।
রাধা-অনাদর করই অভিমানী॥
কবহিঁ নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস-রঙ্গ॥
রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী।
রাধিকা-পদরজ পূজয়ে মানি॥
উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী।
রাধা-অবতার সবে,—আম্নায়-বাণী॥
হেন রাধা-পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতিবিনোদ তাঁ'র মাগয়ে চরণ॥

শ্রীরাধা-নিষ্ঠা

২ (ক)

বৃষভানুসুতা-, চরণ-সেবনে, হইব যে পাল্যদাসী।
শ্রীরাধার সুখ, সতত সাধনে, রহিব আমি প্রয়াসী॥
শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ, জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি', শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে, কভু না হইব কামী॥
সখীগণ মম, পরম সুহৃৎ, যুগল-প্রেমের গুরু।
তদনুগা হয়ে, সেবিব রাধার, চরণ-কল্পতরু॥
রাধাপক্ষ ছাড়ি', যে-জন সে-জন, যেভাবে সেভাবে থাকে।
আমি ত' রাধিকা-,পক্ষপাতী সদা, কভু নাহি হেরি তাঁ'কে॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(খ)

শ্রীকৃষ্ণবিরহে, রাধিকার দশা, আমি ত' সহিতে নারি।
যুগল-মিলন, সুখের কারণ, জীবন ছাড়িতে পারি॥
রাধিকা-চরণ, ত্যজিয়া আমার, ক্ষণেকে প্রলয় হয়।
রাধিকার তরে, শতবার মরি, সে-দুঃখ আমার সয়॥
এ হেন রাধার, চরণ-যুগলে, পরিচর্য্যা পা'ব কবে।
হা হা ব্রজ-জন, মোরে দয়া করি', কবে ব্রজবনে ল'বে॥
বিলাসমঞ্জরী, অনঙ্গমঞ্জরী, শ্রীরূপমঞ্জরী আর।
আমাকে তুলিয়া, লহ নিজপদে, দেহ মোর সিদ্ধি-সার॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(গ)

রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়,
তাঁ'রে মুঞি যাঁও বলিহারী॥
জয় জয় 'রাধা' নাম, বৃন্দাবন যাঁ'র ধাম,
কৃষ্ণসুখ-বিলাসের নিধি।
হেন রাধা-গুণগান, না শুনিল মোর কাণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥
তাঁ'র ভক্ত-সঙ্গে সদা, রসলীলা প্রেমকথা,
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তা'র কভু সিদ্ধি নাই,
নাহি যেন শুনি তা'র নাম॥
কৃষ্ণনাম-গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধানাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিনু কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্য কথা-দ্বন্দ্ব॥

(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর)

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর উদ্দেশ্যে রচিত গীত বলিয়া প্রচলিত

(শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ-কীর্ত্তিত)

(৩)

কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে।
রাধে রাধে গো, জয় রাধে রাধে॥
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাধে রাধে।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে॥
রাধে বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাধে রাধে।
রাধে কানুমনোমোহিনী রাধে রাধে॥
রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি রাধে রাধে।
রাধে বৃষভানু-নন্দিনি রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে, রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে কেশীঘাটে,
আবার ডাকে বংশীবটে, রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) একবার ডাকে নিধুবনে,
আবার ডাকে কুঞ্জবনে, রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে,
আবার ডাকে শ্যামকুণ্ডে, রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) একবার ডাকে কুসুমবনে,
আবার ডাকে গোবর্দ্ধনে, রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে তালবনে,
আবার ডাকে তমালবনে, রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) মলিন বসন দিয়ে গায়,
ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি যায়, রাধে রাধে।
(গোসাঞী) মুখে রাধা রাধা বলে,

ভাসে নয়নের জলে, রাধে রাধে॥
(গোসাঞী) বৃন্দাবনে কুলি কুলি,
কেঁদে বেড়ায় রাধা বলি', রাধে রাধে।
(গোসাঞী) ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে
জানে না রাধা-গোবিন্দ বিনে, রাধে রাধে॥
তারপর চারিদণ্ড শুতি' থাকে।
স্বপনে রাধা-গোবিন্দ দেখে, রাধে রাধে॥

শব্দার্থ ঃ—**কুলি কুলি**—গলিতে গলিতে।

সিদ্ধি-লালসা

৪ (ক)

দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে, নিজ-স্থূল-পরিচয়।
নয়নে হেরিব, ব্রজপুর-শোভা, নিত্য চিদানন্দময়॥
বৃষভানুপুরে, জনম লইব, যাবটে বিবাহ হ'বে।
ব্রজগোপী-ভাব, হইবে স্বভাব, আন-ভাব না রহিবে॥
নিজ সিদ্ধদেহ, নিজ সিদ্ধনাম, নিজ-রূপ-স্ববসন।
রাধাকৃপা-বলে, লভিব বা কবে, কৃষ্ণপ্রেম-প্রকরণ॥
যামুন-সলিল, আহরণে গিয়া, বুঝিব যুগল-রস।
প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে, পাগলিনী-প্রায়, গাইব রাধার যশ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(খ)

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দু'জন॥

শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে **নরোত্তমদাস**॥

শ্রীরাধা-কৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তি

৫ (ক)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পদকমলে মন।
কেমনে লভিবে চরম শরণ॥
চিরদিন করিয়া ও-চরণ-আশ।
আছে হে বসিয়া এ অধম দাস॥
হে রাধে, হে কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তপ্রাণ।
পামরে যুগল-ভক্তি কর' দান॥
ভক্তিহীন বলি' না কর' উপেক্ষা।
মূর্খজনে দেহ' জ্ঞান-সুশিক্ষা॥
বিষয়-পিপাসা-প্রপীড়িত দাসে।
দেহ' অধিকার যুগল-বিলাসে॥
চঞ্চল জীবন-, স্রোত প্রবাহিয়া, কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর, এবে কৃষ্ণ কি উপায়॥
তুমি পতিতজনের বন্ধু।
জানি হে তোমারে নাথ, তুমি ত' করুণা-জলসিন্ধু॥

আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্ব্বাচীন, না জানি ভকতি-লেশ।
নিজ-গুণে নাথ, কর' আত্মসাৎ, ঘুচাইয়া ভব-ক্লেশ॥
সিদ্ধ-দেহ দিয়া, বৃন্দাবন-মাঝে, সেবামৃত কর' দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি' মোরে, শুন নিজ গুণগান॥
যুগল-সেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে, নিযুক্ত কর' আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী, **বিনোদ** ধরিছে পায়॥

(খ)

প্রভু হে, এইবার করহ করুণা।
যুগলচরণ দেখি', সফল করিব আঁখি,
এই মোর মনের কামনা॥
নিজ-পদসেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
দুঁহু পঁহু করুণাসাগর।
দুঁহু বিনু নাহি জানোঁ, এই বড় ভাগ্য মানো,
মুঞি বড় পতিত পামর॥
ললিতা-আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা,
প্রিয়সখী-সঙ্গে হয় মনে।
দুঁহু দাতা শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি',
নিকটে চরণ দিবে দানে॥
পাব রাধাকৃষ্ণ-পা, ঘুচিবে মনের ঘা,
দূরে যাবে এসব বিকল।
নরোত্তমদাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
দেহ-প্রাণ—সকল সফল॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণে সংপ্রার্থনা

৬ (ক)

রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে।
দোঁহে অতি রসময়, সকরুণ-হৃদয়,
অবধান কর নাথ মোরে॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, গোপীজন-বল্লভ,
হে কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি।
হেমগৌরী শ্যাম-গায়, শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি' জুড়ায় পরাণী॥
অধম দুর্গত জনে, কেবল করুণা মনে,
ত্রিভুবনে এ যশঃখেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে,
উপেখিলে নাহি মোর গতি॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে করি', **নরোত্তম** ভূমে পড়ি',
কহে দোঁহে পুরাও মনঃসাধে॥

শব্দার্থ ঃ—**শ্যাম-গায়**—শ্যাম-অঙ্গ; **শ্রবণ**—কর্ণ।

(খ)

আন কথা আন ব্যথা, নাহি যেন যাই তথা,
তোমার চরণ-স্মৃতি-মাঝে।
অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কল কল,
গাই যেন সতের সমাজে॥
অন্য ব্রত অন্য দান, নাহি করোঁ বস্তু-জ্ঞান,
অন্য সেবা অন্য দেবপূজা।
হা হা কৃষ্ণ বলি' বলি', বেড়াব আনন্দ করি',
মনে আর নহে যেন দুজা॥

জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি,
দোঁহার পিরীতি রসসুখে।
যুগল ভজয়ে যাঁ'রা, প্রেমানন্দে ভাসে তাঁ'রা,
এই কথা রহু মোর বুকে॥
যুগল-চরণসেবা, এই ধন মোরে দিবা,
যুগলেতে মনের পিরীতি।
যুগল-কিশোর-রূপ, কাম-রতি-গুণ-ভূপ,
মনে রহু ও-লীলা-পিরীতি॥
দশনেতে তৃণ ধরি', হা হা কিশোর-কিশোরী,
চরণাব্জে নিবেদন করি।
ব্রজরাজ-সুত শ্যাম, বৃষভানু-সুতা নাম,
'শ্রীরাধিকা' নাম মনোহারী॥
কনক-কেতকী রাই, শ্যাম মরকত তায়,
কন্দর্প দরপ করু চূর।
নটবর-শিরোমণি, নটিনীর শিখরিণী,
দুঁহু গুণে দুঁহু মন ঝুর॥
শ্রীমুখ সুন্দরবর, হেম-নীলকান্তিধর,
ভাব-ভূষণ করু শোভা।
নীল পীত বাসধর, গৌরী শ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দুঁহে লোভা॥
আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,
তছু পাঁয়ে নরোত্তম কহে।
দিবানিশি গুণ গাঙ, পরম আনন্দ পাঙ,
মনে এই অভিলাষ হয়ে॥

শব্দার্থ ঃ **দুজা**—দ্বিধা; **ভূপ**—শ্রেষ্ঠ; **চরণাব্জে**—চরণকমলে; **রাই**—শ্রীরাধা; **মরকত**—হরিদ্বর্ণ-মণিবিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি

(ক)

জয় জয় নন্দসুত ব্রজকুলপতি।
জয় জয় যদুনাথ ত্রিভুবন-গতি॥
জয় জয় জগতনিবাস হৃষীকেশ।
জয় জয় ভক্তকুল-নলিনী-দিনেশ॥
জয় জয় কমলা-লালিত-পদদ্বন্দ্ব।
জয় জয় মুনীন্দ্র-মানস-সুখানন্দ॥
জয় জয় গুণনিধি, জয় দয়াময়।
জয় জয় ভকতবৎসল রসময়॥
জয় জয় মহাভয়-দুরিত-ভঞ্জন।
জয় জয় পরচণ্ড, পাষণ্ড-মর্দ্দন॥
জয় জয় অসুর-কুঞ্জর-মহাসিংহ।
জয় জয় ব্রজবধূ-মুখপদ্ম-ভৃঙ্গ॥
জয় জয় যোগেন্দ্র-মানস-পরমহংস।
জয় ভক্ত-ভবপথ-পরিক্রম-ধ্বংস॥
জয় জয় জগত্মঙ্গল গুণধাম।
জয় জয় শ্রুতিবাণী-অগোচর নাম॥
জয় পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচিত্র-বিহার।
জয় জগন্নাথ নীলাচল-অবতার॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্য-মূরতি।
প্রেমভক্তিদাতা প্রভু ভকতের গতি॥

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী)

(খ)

(ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক-স্তুতি)

স্তুতিযোগ্য তুমি প্রভু, নবঘন শ্যাম।
বিজুরী উজ্জ্বল-পীতবস্ত্র-পরিধান॥

নবগুঞ্জা-অবতংস শ্রবণ-ভূষণ।
শিখণ্ড-মণ্ডিত কেশ প্রসন্ন-বদন॥
আজানুলম্বিত বনমালা বিলোলিত।
বেণু, বেত্র, বিষাণ, কবল বিরাজিত॥
অমল-কমল জিনি' চরণসুন্দর।
নমো নমো নন্দগোপ-সুত মনোহর॥
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বৃষ্ণিকুল-পুষ্কর-ভাস্কর।
পৃথ্বী-দেব-দ্বিজ-পশু-সিন্ধু-শশধর॥
উদ্ধর্ম্ম-শার্ব্বর-হর অসুর-সংহারী।
অর্ক-আদি-সর্ব্বসুর-পূজ্য অধিকারী॥
আকল্পপর্য্যন্ত মোর রহু নমস্কার।
এই বর মাগোঁ, নাথ, চরণে তোমার॥
তোমার পদারবিন্দ সেবোঁ নিরন্তর।
এই আজ্ঞা কর মোরে করুণাসাগর॥

(শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী)

শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-বর্ণন

(ক)

জনম সফল তা'র, কৃষ্ণ দরশন যা'র,
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন, করি' কৃষ্ণ-দরশন,
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার॥
বৃন্দাবন-কেলিচতুর বনমালী।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ, বংশীধারী অপরূপ,
রসময়নিধি গুণশালী॥
বর্ণ নবজলধর, শিরে শিখিপিচ্ছবর,
অলকা তিলক শোভা পায়।
পরিধানে পীতবাস, বদনে মধুর হাস,
হেন রূপ জগত মাতায়॥

ইন্দ্রনীল জিনি', কৃষ্ণরূপখানি, হেরিয়া কদম্বমূলে।
মন উচাটন, না চলে চরণ, সংসার গেলাম ভুলে॥
(সখি হে) সুধাময়, সে রূপমাধুরী।
দেখিলে নয়ন, হয় অচেতন, ঝরে প্রেমময় বারি॥
কিবা চূড়া শিরে, কিবা বংশী করে, কিবা সে ত্রিভঙ্গ-ঠাম।
চরণকমলে, অমিয়া উছলে, তাহাতে নূপুরদাম॥
সদা আশা করি', ভৃঙ্গরূপ ধরি', চরণকমলে স্থান।
অনায়াসে পাই, কৃষ্ণগুণ গাই, আর না ভজিব আন॥
(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থঃ-হৃন্নয়ন—হৃদয়চক্ষু; ইন্দ্রনীল—নীলবর্ণের শ্রেষ্ঠ মণি; উচাটন—ব্যাকুল।

(খ)

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধর-কিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে! বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২/২৩৯)

বন্ধুসঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস, থাকে অভিলাষ।
(থাকে অভিলাষ)
তবে মোর কথা রাখ, যেয়ো নাকো যেয়ো নাকো,
মথুরায় কেশীতীর্থ-ঘাটের সকাশ॥
গোবিন্দবিগ্রহ ধরি', তথায় আছেন হরি,
নয়নে বঙ্কিম-দৃষ্টি, মুখে মন্দহাস।
কিবা ত্রিভঙ্গম ঠাম, বর্ণ সমুজ্জ্বল শ্যাম,
নবকিশলয় শোভা শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ॥
অধরে বংশীটী তা'র, অনর্থের মূলাধার,
শিখিচূড়াকেও ভাই করো না বিশ্বাস।

সে মূর্ত্তি নয়নে হেরে, কেহ নাহি ঘরে ফিরে,
সংসারী গৃহীর যে গো হয় সর্ব্বনাশ॥
(তাই মোর মনে বড় ত্রাস)
ঘটিবে বিপদ ভারী, যেয়ো নাকো হে সংসারি,
মথুরায় কেশীতীর্থ ঘাটের সকাশ॥

শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-বর্ণন

বহির্ম্মুখ হ'য়ে, মায়ারে ভজিয়ে, সংসারে হইনু রাগী।
কৃষ্ণ দয়াময়, প্রপঞ্চে উদয়, হইলা আমার লাগি'॥
(সখি হে) কৃষ্ণচন্দ্র গুণের সাগর।
অপরাধী জনে, কৃপা-বিতরণে, শোধিতে নহে কাতর॥
সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া, পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি', নিজে অবতরি', বংশীরবে নিলা হরি'॥
এমন রতনে, বিশেষ যতনে, ভজ সখি অবিরত।
বিনোদ এখনে, শ্রীকৃষ্ণচরণে, গুণে বাঁধা, সদা নত॥

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-বর্ণন

(ক) ধানশী

জীবে কৃপা করি', গোলোকের হরি, ব্রজভাব প্রকাশিল।
সে ভাব-রসজ্ঞ, বৃন্দাবনযোগ্য, জড়বুদ্ধি না হইল॥
কৃষ্ণলীলা-সমুদ্র-অপার।
বৈকুণ্ঠ-বিহার, সমান ইঁহার, কভু নহে জান' সার॥
কৃষ্ণ-নরাকার, সর্ব্ব-রসাধার, শৃঙ্গারের বিশেষতঃ।
বৈকুণ্ঠ-সাধক, সখ্যে অপারক, মধুরে না হয় রত॥
ব্রজে কৃষ্ণধন, নবীন-মদন, অপ্রাকৃত রসময়।
জীবের সহিত, নিত্য-লীলোচিত, কৃষ্ণ-গুণগণ হয়॥
(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(খ) ধানশী

যমুনা-পুলিনে, কদম্ব-কাননে, কি হেরিনু সখি! আজ।
শ্যাম বংশীধারী, মণিমঞ্চোপরি, করে লীলা রসরাজ॥
কৃষ্ণকেলি সুধা-প্রস্রবণ।
অষ্টদলোপরি, শ্রীরাধা শ্রীহরি, অষ্টসখী পরিজন॥
সুগীত-নর্ত্তনে, সব সখীগণে, তুষিছে যুগলধনে।
কৃষ্ণলীলা হেরি', প্রকৃতি সুন্দরী, বিস্তারিছে শোভা বনে॥
ঘরে না যাইব, বনে প্রবেশিব, ও লীলা-রসের তরে।
ত্যজি' কুললাজ, ভজ ব্রজরাজ, **বিনোদ** মিনতি করে'॥

শ্রীকৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তি

(ক)

তুমি ত' দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎ ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ কর পরিত্রাণ॥
যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপি যে তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
মোর সম নাহিক অধমা॥
পতিত-পাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,
সত্য সত্য যেন সতীর পতি॥
তুমি ত' পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।

যদি করি অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর॥
কামে মোর হত চিত, নাহি শুনে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা॥
মো-সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
'নরোত্তম-পাবন' নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত উদ্ধার' শ্যাম,
নিজদাস কর গিরিধর॥
নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন-সঙ্কীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায়, এই সে পরম-ভয়,
নিবেদন করি অনুক্ষণে॥

(খ)

মোর প্রভু মদনগোপাল, গোবিন্দ গোপীনাথ,
দয়া কর মুঞি অধমেরে।
সংসার-সাগর-মাঝে, পড়িয়া রৈয়াছি নাথ,
কৃপাডোরে বান্ধি লহ মোরে॥
অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এ বড় ভরসা মনে, লৈয়া ফেল বৃন্দাবনে,
বংশীবট যেন দেখি সুখে॥
কৃপা কর আগুগুরি, লহ মোরে কেশে ধরি',
শ্রীযমুনা দেহ' পদছায়া।
অনেক দিনের আশ, নহে যেন নৈরাশ,
দয়া কর, না করহ মায়া॥

অনিত্য এ দেহ ধরি, আপন আপন করি,
পাছে পাছে শমনের ভয়।
নরোত্তমদাস ভণে, প্রাণ কান্দে রাত্রিদিনে,
পাছে ব্রজপ্রাপ্তি নাহি হয়॥

শব্দার্থ ঃ—**আগুওরি**—অগ্রসর হইয়া; **ভণে**—জ্ঞাপন করে।

(গ)

প্রাণনাথ! মোরে তুমি কৃপাদৃষ্টি কর।
মুই পাপী দুরাচার, মোরে করু অঙ্গীকার,
এ ভব-সাগর হৈতে তার'॥
মধ্যে মধ্যে বাঞ্ছা হয়, সেহ মোর স্থায়ী নয়,
মনযোগে ও রাঙ্গা চরণে।
সেহ বুদ্ধি মোর নয়, বিচারিলে এই হয়,
আকর্ষে সে তোমার নিজগুণে॥
তুমি করুণার সিন্ধু, এ দীনজনার বন্ধু,
উদ্ধারিয়া দেহ' পদসেবা।
এই অধমের ত্রাতা, তোমা বিনা প্রেমদাতা,
ভুবনে আছয়ে অন্য কেবা॥
মোর কর্ম্ম না বিচারি', পূর্ব্বরূপ দয়া করি',
মোরে দেহ' সেই প্রেমসেবা।
এ **রাধামোহন** কয়, মোর পরিত্রাণ হয়,
তবে গুণ নাহি গায় কেবা॥

(ঘ)

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন।
বিষয়ী দুর্জ্জন, সদা কামরত, কিছু নাহি মোর গুণ॥
গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে, লইনু শরণ, তোমার কিঙ্কর আমি॥

গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে।
না জানি ভকতি, কর্ম্মে জড়মতি, পড়েছি সংসার-ঘোরে॥
গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া।
নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্ম্মল, স্বাধীন নহে এ কায়া॥
গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, করহে করুণা দান॥
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি পার।
দুর্জ্জনে তারিতে, তোমার শকতি, কে আছে পাপীর আর॥
গোপীনাথ, তুমি কৃপা-পারাবার।
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে, লীলা কৈলে সুবিস্তার॥
গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী।
অসুর-সকল, পাইল-চরণ, বিনোদ থাকিল বসি'॥

(ঙ)

গোপীনাথ, ঘুচাও সংসার-জ্বালা।
অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে, জনম-মরণ-মালা॥
গোপীনাথ, আমি ত' কামের দাস।
বিষয়-বাসনা, জাগিছে হৃদয়ে, ফাঁদিছে করম ফাঁস॥
গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি, দূরে তেয়াগিব, হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি॥
গোপীনাথ, আমি ত' তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু, ভুলিয়া আপন ধন॥
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি জান।
আপনার জনে, দণ্ডিয়া এখন, শ্রীচরণে দেহ স্থান॥
গোপীনাথ এই কি বিচার তব।
বিমুখ দেখিয়া, ছাড় নিজ-জনে, না কর' করুণা-লব॥
গোপীনাথ, আমি ত' মূরখ অতি।
কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিনু, তাই হেন মম গতি॥

গোপীনাথ, তুমি ত' পণ্ডিতবর।
মূঢ়ের মঙ্গল, তুমি অন্বেষিবে, এ দাসে না ভাব' পর॥

(চ)

গোপীনাথ, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি', আমারে লইলে, সংসারে উদ্ধার পাই॥
গোপীনাথ, পড়েছি মায়ার ফেরে।
ধন-দারা-সুত, ঘিরেছে আমারে, কামেতে রেখেছে জেরে॥
গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, সদা অচেতন, বিষয়ে র'য়েছে ঘোর॥
গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন, হইল বিফল, এখন ভরসা তুমি॥
গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি।
প্রবল ইন্দ্রিয়-, বশীভূত মন, না ছাড়ে বিষয়-রতি॥
গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ-পানে, ঘুচিবে বিপদ ঘোর॥
গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে।
তুমি হৃষীকেশ, হৃষীক দমিয়া, তার' হে সংসৃতি-ঘোরে॥
গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস।
কৃপা-অসি ধরি', বন্ধন ছেদিয়া, বিনোদে করহ দাস॥

শব্দার্থ ঃ-হৃষীক—ইন্দ্রিয়; সংসৃতি—সংসার;

শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-প্রার্থনা

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যে-জন, কেহ না দেখয়ে তা'রে।
প্রেমের পিরীতি, যে-জন জানয়ে, সেই সে পাইতে পারে॥
'পিরীতি' 'পিরীতি' তিনটী আখর, জানিবে ভজন-সার।
রাগ-মার্গে যেই, ভজন করয়ে, প্রাপ্তি হইবে তা'র॥
মৃত্তিকার উপরে, জলের বসতি, তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে, পিরীতি-বসতি, তাহা কি জানয়ে কেউ॥

রসের পিরীতি, রসিক জানয়ে, রস উদ্গারিল কে?
সকল ত্যজিয়া, যুগল হইয়া, গোলোকে রহিল সে॥
পুত্র-পরিজন, সংসার আপন, সকল ত্যজিয়া লেখ।
পিরীতি করিলে, তাহারে পাইবে, মনেতে ভাবিয়া দেখ॥
'পিরীতি''পিরীতি', তিনটী আখর, পিরীতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে, হইবে একই মত॥
পরকীয়া ধন, সকল-প্রধান, যতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইয়া, ভজন করিলে, পদ্ধতি-সাধক হই॥
পদ্ধতি হইয়া, রস আস্বাদিয়া, নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়।
তাঁহার চরণ, হৃদয়ে ধরিয়া, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিসূচক-নির্ব্বেদ

বংশীগানামৃত-ধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক্ তা'র মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে, শুন মোর হত বিধিবল।
মোর বপু-চিত্ত-মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তা'র প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র-সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তা'র জন্ম হইল অকারণে॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-গুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদু-বিনিন্দন।
তা'র স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম॥

মৃগমদ-নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তা'র গর্ব্ব-মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যা'র নাহি সে-সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তা'র স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তা'র স্পর্শ নাই যা'র, সে যাউক্ ছারখার,
সেই বপু লোহাসম জানি॥
শুন মোর প্রাণের বান্ধব।
নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব॥
করি' এত বিলাপন, প্রভু শ্রীশচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য-নির্ব্বেদ-বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে আর শ্লোক॥

(শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী)

শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-নিষ্ঠা

ব্রজেন্দ্রনন্দন, ভজে যেই জন, সফল জীবন তা'র।
তাহার উপমা, বেদে নাহি সীমা, ত্রিভুবনে নাহি আর॥
এমন মাধব, না ভজে মানব, কখন মরিয়া যাবে।
সেই সে অধম, প্রহারিয়া যম, রৌরবে কৃমিতে খাবে॥
তারপর আর, পাপী নাহি ছার, সংসার জগৎ-মাঝে।
কোনকালে তা'র, গতি নাহি আর, মিছাই ভ্রমিছে কাজে॥
শ্রীলোচনদাস, ভকতির আশ, হরিগুণ কহি লিখি।
হেন রস-সার, মতি নাহি যা'র, তা'র মুখ নাহি দেখি॥

শ্রীকৃষ্ণে দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা

(ক)

প্রাণেশ্বর! নিবেদন এইজন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ,
গোপীকুল-প্রিয় দেখ মোরে॥
তুয়া পাদপদ্ম-সেবা, এই ধন মোরে দিবা,
তুমি নাথ করুণার নিধি।
পরমমঙ্গল-যশ, শ্রবণে পরম রস,
কা'র কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি॥
দারুণ সংসার-গতি, বিষম বিষয়-মতি,
তুয়া বিস্মরণ-শেল বুকে।
জর জর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে॥
মো হেন অধম জনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে,
দাস করি' রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম, প্রভু মোর গৌরধাম,
নরোত্তম লইল শরণে॥

(খ)

হরি হরি! কৃপা করি' রাখ নিজ পদে।
কাম-ক্রোধ ছয় জনে, লঞা ফিরে নানাস্থানে,
বিষয়-ভুঞ্জায় নানামতে॥
হইয়া মায়ার দাস, করি' নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে॥
অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।

দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥
পুনঃ যদি কৃপা করি', এ জনার কেশে ধরি',
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নতুবা পরাণ গেল,
কহে দীন **দাস নরোত্তমে**॥

(গ)

হরি হরি! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ॥
যজ্ঞ, দান, তীর্থ-স্নান, পুণ্যকর্ম্ম, জপ, ধ্যান,
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে॥
সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।
সতত অসৎসঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন॥
শ্রুতি-স্মৃতি সদা রবে, শুনিয়াছি এই সবে,
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে,
না করিনু সে-রূপ ভাবন॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু পায়, তনু মন রহু তায়,
আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তম দাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু-মন সঁপিনু আপনা॥

শব্দার্থ ঃ-**ভেল**—হইল; **শমন**—যম; **রবে**—ঘোষণা করে।

শ্রীকৃষ্ণে স্বাভীষ্ট-লালসাত্মক প্রার্থনা

(ক)

হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশা।
এ-দশা করিয়া বামে, যা'ব বৃন্দাবন-ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা॥
ধন-জন পুত্র-দারে, এসব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি', বৃন্দাবনে বাস করি',
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥
যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ড-জলে, স্নান করি' কুতূহলে,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে যে স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ-স্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া॥
ভজনের স্থান কবে, নয়নগোচর হবে,
আর যত আছে উপবন।
তা'র মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তম দাসের মন,
আশা করে যুগল-চরণ॥

শব্দার্থ ঃ-বামে—ত্যাগে; শুধাইব—জিজ্ঞাসা করিব;

(খ)

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
এ-ভব-সংসার ত্যজি', পরম-আনন্দে মজি',
আর কবে ব্রজভূমে যা'ব॥

সুখময় বৃন্দাবন, কবে হ'বে দরশন,
সে-ধূলি লাগিবে ক'বে গায়।
প্রেমে গদগদ হৈঞা, রাধাকৃষ্ণ-নাম লৈয়া,
কান্দিয়া বেড়াব উভরায়॥
নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া,
ডাকিব 'হা রাধানাথ' বলি'।
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,
কবে পিব করপুটে তুলি'॥
আর কবে এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যা'ব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট-ছায়া পাঞা, পরম-আনন্দ হঞা,
পড়িয়া রহিব তা'র ছায়॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি',
কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ-দেহ পতন হবে,
কহে দীন নরোত্তমদাস॥

(গ)

করঙ্গ কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কান্থা গায়ে দিয়া,
তেয়াগিব সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হ'বে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়॥
হরি হরি, কবে মোর হইবে সুদিন।
ফলমূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা-অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনা-জলে, স্নান করি' কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।

বাহুর উপর বাহু তুলি', বৃন্দাবনে কুলি-কুলি,
কৃষ্ণ বলি' বেড়াব কান্দিয়া॥
দেখিব সঙ্কেত-স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি, কাঁহা গিরিবরধারি,
কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব॥
মাধবীকুঞ্জের 'পরি, সুখে বসি' শুকশারী,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ-রস।
তরুমূলে বসি' তাহা, শুনি' জুড়াইব হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব দিবস॥
শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ, শ্রীমতী-রাধিকা-সাথ,
দেখিব রতন-সিংহাসনে।
দীন **নরোত্তমদাস**, করয়ে দুর্ল্লভ আশ,
এই মতি হৈবে কতদিনে॥

শব্দার্থ ঃ- করঙ্গ—কমণ্ডলু; কুলিকুলি—গলিতে গলিতে।

(ঘ)

হরি হরি! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি॥
ত্যজিয়া শয়নসুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হ'বে অঙ্গ॥
ষড়্‌রস ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই যমুনা-পুলিনে॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
(কবে) কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব-নিকটে॥
নরোত্তমদাস কহে করি' পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥

শ্রীকৃষ্ণে-আত্মনিবেদন

(ক)

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু-সম, সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু, অব্ মঝু হব কোন্ কাজে॥
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ, দীন-দয়াময়, অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম, নিদেঁ গোঙায়নু, জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী-, রসরঙ্গে মাতনু, তোহে ভজব কোন্ বেলা॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ, তোহে সমাওত, সাগর-লহরী সমানা॥
ভণয়ে **বিদ্যাপতি**, শেষ শমন-ভয়ে, তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহাওসি, অব্ তারণ-ভার তোহারা॥

শব্দার্থ ঃ-**তাতল**—তপ্ত; **সৈকত**—বালুকাময় স্থান; **তোহে**—তোমাকে, তোমাতে; **বিসরি**—ভুলিয়া; **অতয়ে**—অতএব; **তোহারি**—তোমার; **নিধুবন**—রতিক্রীড়া; **কহাওসি**—কথিত।

(খ)

যতনে যতেক ধন, পাপে বটারলো, মেলি মেলি পরিজন খায়।
মরণক বেরি, কোই না পুছই, করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদ-নায়।
তুয়া পদ পরিহরি, পাপ-পয়োনিধি, পার হব কোন্ উপায়॥
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু, যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত ত্যেজি কিয়ে, হলাহল পিয়নু, সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণহুঁ **বিদ্যাপতি**, লেহ মনে গণি, কহিলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি, সেব কোই মাগই, হেরইতে তুয়া পদ লাজে॥

শব্দার্থ ঃ-**বটারলো**—সঞ্চয় করিলাম; **বেরি**—সময়; **মেলি**—সঙ্গে; **কিয়ে**—কত; **ভেলি**—হইল; **লেহ**—প্রণয়; **সাঁঝক**—সন্ধ্যা; **সেব**—আরাধ্য।

(গ)

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি না ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ, জগতে কহাওসি,
জগ-বাহির নহি মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু-, পাখী যে জনমিয়ে,
অথবা কীট-পতঙ্গে।
করম-বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

শব্দার্থ ঃ-তিল—সামান্য; কহাওসি—কথিত।

(ঘ)

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বারবার এই বার লহ নিজ সাথ॥
বহু যোনি ভ্রমি' নাথ, লইনু শরণ।
নিজগুণে কৃপা কর অধমতারণ॥
জগত-কারণ তুমি জগত-জীবন।
তোমা ছাড়া কা'র নহি, হে রাধারমণ॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত-মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে॥

শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা

শুন, হে রসিক জন, কৃষ্ণগুণ অগণন,
অনন্ত কহিতে নাহি পারে।
কৃষ্ণ জগতের গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
নাবিক সে ভব-পারাবারে॥
হৃদয় পীড়িত যা'র, কৃষ্ণ চিকিৎসক তা'র,
ভব-রোগ নাশিতে চতুর।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ-জনে, প্রেমামৃত-বিতরণে,
ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর॥
কর্ম্মবন্ধ-জ্ঞানবন্ধ-, আবেশে মানব অন্ধ,
তা'রে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম-মধু দিয়া, অন্ধভাব ঘুচাইয়া,
চরণে করেন অনুচর॥
বিধিমার্গরত-জনে, স্বাধীনতা রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগ-বশবর্ত্তী হ'য়ে, পারকীয়-ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ॥
প্রেমামৃত বারিধারা, সদা পানরত তাঁ'রা,
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু, পতি।
সেইসব ব্রজজন, সুকল্যাণ-নিকেতন,
দীন হীন বিনোদের গতি॥

শ্রীনাম-কীর্ত্তন

(ক)

(হরি) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গোপ্তা।
হরি, গুরু, বৈষ্ণব, ভাগবত, গীতা॥
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥
এই ছয় গোসাঞী যাঁ'র, মুই তাঁ'র দাস।
তাঁ' সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
তাঁ'দের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয়, এই অভিলাষ॥
এই ছয় গোসাঞী যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
আনন্দে বল হরি, ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি' আশ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কহে **নরোত্তমদাস**॥

<u>শব্দার্থ</u> ঃ-গোপ্তা—পালয়িতা (পাঠান্তরে সীতা)।

(খ)

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন।
কালিন্দী যমুনা জয়, জয় মহাবন॥
কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ-কানন।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন॥

শ্রীনন্দ-যশোদা জয়, জয় গোপগণ।
শ্রীদামাদি জয়, জয় ধেনু-বৎসগণ॥
জয় বৃষভানু, জয় কীর্ত্তিদা-সুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী, জয় আভীরনাগরী॥
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন-মাঝ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ॥
জয় রামঘাট, জয় রোহিণীনন্দন।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন॥
জয় দ্বিজপত্নী, জয় নাগকন্যাগণ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দচরণ॥
শ্রীরাসমণ্ডল জয়, জয় রাধাশ্যাম।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব্বমনোরম॥
জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব্বরস সার।
পারকীয়ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার॥
শ্রীজাহ্নবা-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥

শব্দার্থ ঃ-আভীরনাগরী—গোপকুলের রসিকা রমণী।

(গ)

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ॥
জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ॥
জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকূলচন্দ্র।
জয় জয় ললিতা-বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীরূপমঞ্জরী রতি-মঞ্জরী-অনঙ্গ।
জয় জয় পৌর্ণমাসী যোগমায়া জয় বীরাবৃন্দ॥

সবে মিলি' কর কৃপা আমি অতি মন্দ॥
(তোমরা) কৃপা করি' দেহ' যুগল-চরণারবিন্দ॥

শব্দার্থ ঃ-বীরা—শ্রীকৃষ্ণের একজন আপ্তদূতী।

(ঘ)

জয় জয় রাধা-মাধব রাধা-মাধব রাধে।
(জয়দেবের প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধা-মদনগোপাল রাধা-মদনগোপাল রাধে।
(সীতানাথের প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধা-গোবিন্দ রাধা-গোবিন্দ রাধে।
(রূপ গোস্বামীর প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধা-মদনমোহন রাধা-মদনমোহন রাধে।
(সনাতনের প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধা-গোপীনাথ রাধা-গোপীনাথ রাধে।
(মধু পণ্ডিতের প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধা-দামোদর রাধা-দামোদর রাধে।
(জীব গোস্বামীর প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধারমণ রাধারমণ রাধে।
(গোপালভট্টের প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধাবিনোদ রাধাবিনোদ রাধে।
(লোকনাথের প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধা-গিরিধারী রাধা-গিরিধারী রাধে।
(দাস গোস্বামীর প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধা-শ্যামসুন্দর রাধা-শ্যামসুন্দর রাধে।
(শ্যামানন্দের প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধাকান্ত রাধাকান্ত রাধে।
(বক্রেশ্বরের প্রাণধন হে)

(ঙ)

কলিকুক্কুর-কদন যদি চাও (হে)।
কলিযুগ-পাবন, কলিভয়-নাশন, শ্রীশচীনন্দন গাও (হে)॥
গদাধর-মাদন, নিতা'য়ের প্রাণধন, অদ্বৈতের প্রপূজিত গোরা।
নিমাঞি বিশ্বম্ভর, শ্রীনিবাস-ঈশ্বর, ভক্তসমূহ-চিত-চোরা॥
নদীয়া-শশধর, মায়াপুর-ঈশ্বর, নাম-প্রবর্ত্তন সুর।
গৃহি-জন-শিক্ষক, ন্যাসিকুল-নায়ক, মাধব রাধাভাবপুর॥
সার্ব্বভৌমশোধন, গজপতি-তারণ, রামানন্দ-পোষণ বীর।
রূপানন্দ-বর্দ্ধন, সনাতন-পালন, হরিদাস-মোদন ধীর॥
ব্রজরস-ভাবন, দুষ্টমত-শাতন, কপটি-বিঘাতন কাম।
শুদ্ধভক্ত-পালন, শুষ্কজ্ঞান-তাড়ন, ছলভক্তি-দূষণ রাম॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

<u>শব্দার্থ</u> ঃ- **কলিকুক্কুর-কদন**—কলিরূপ কুকুরের বিনাশ; **মাদন**—আনন্দজনক; **শাতন**—নাশক; **বিঘাতন**—বিনাশন।

(চ)

'দয়াল নিতাই চৈতন্য' ব'লে নাচ্ রে আমার মন।
নাচ্ রে আমার মন, নাচ্ রে আমার মন॥
(এমন দয়াল তো নাই হে, মার খে'য়ে প্রেম দেয়)
(ওরে) অপরাধ দূরে যা'বে, পা'বে প্রেমধন।
(ও নামে অপরাধ-বিচার তো নাই হে)
(তখন) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে, ঘুচিবে বন্ধন॥
(কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হ'বে হে)
(তখন) অনায়াসে সফল হ'বে জীবের জীবন।
(কৃষ্ণরতি বিনা জীবন তো মিছে হে)
(শেষে) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পা'বে দরশন॥
(গৌর-কৃপা হ'লে হে)

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ছ)

'হরি' বল, 'হরি' বল, 'হরি' বল, ভাই রে।
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ নিতাই রে॥
(মোদের দুঃখ দে'খে রে)
হরিনাম বিনা জীবের অন্য ধন নাই রে।
হরিনামে শুদ্ধ হ'ল জগাই-মাধাই রে॥
(বড় পাপী ছিল রে)
মিছে মায়াবদ্ধ হয়ে জীবন কাটাই রে।
(আমি আমার বলে রে)
আশাবশে ঘুরে' ঘুরে' আর কোথা যাই রে॥
(আশার শেষ নাই রে)
'হরি' ব'লে দেও ভাই আশার মুখে ছাই রে।
(নিরাশ তো সুখ রে)
ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাই রে॥
(শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে রে)
না চে'য়েও নামের গুণে ও সব ফল পাই রে।
(তুচ্ছ ফলে প্রয়াস ছে'ড়ে রে)
বিনোদ বলে, যাই ল'য়ে নামের বালাই রে॥
(নামের বালাই ছে'ড়ে রে)

শব্দার্থ ঃ-বালাই—প্রতিবন্ধক, এস্থলে দশ নামাপরাধ।

(জ)

বিভাবরী-শেষ, আলোক প্রবেশ, নিদ্রা ছাড়ি' উঠ জীব।
বল' হরি হরি, মুকুন্দ মুরারি, রাম কৃষ্ণ হয়গ্রীব॥
নৃসিংহ বামন, শ্রীমধুসূদন, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম।
পূতনা-ঘাতন, কৈটভ-শাতন, জয় দাশরথি-রাম॥

যশোদা-দুলাল, গোবিন্দ-গোপাল, বৃন্দাবন-পুরন্দর।
গোপীপ্রিয়-জন, রাধিকা-রমণ, ভুবন-সুন্দরবর॥
রাবণান্তকর, মাখন-তস্কর, গোপীজন-বস্ত্রহারী।
ব্রজের রাখাল, গোপবৃন্দপাল, চিত্তহারী বংশীধারী॥
যোগীন্দ্র-বন্দন, শ্রীনন্দ-নন্দন, ব্রজজন-ভয়হারী।
নবীন নীরদ, রূপ মনোহর, মোহন-বংশীবিহারী॥
যশোদা-নন্দন, কংস-নিসূদন, নিকুঞ্জরাস-বিলাসী।
কদম্ব-কানন, রাসপরায়ণ, বৃন্দাবিপিন-নিবাসী॥
আনন্দ-বর্দ্ধন, প্রেম-নিকেতন, ফুলশর-যোজক কাম।
গোপাঙ্গনাগণ-, চিত্ত-বিনোদন, সমস্ত-গুণগণ-ধাম॥
যামুন-জীবন, কেলি-পরায়ণ, মানসচন্দ্র-চকোর।
নাম-সুধারস, গাও কৃষ্ণ-যশ, রাখ বচন মন মোর॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ-বিভাবরী—রাত্রি; কৈটভ-শাতন—কৈটভ-অসুর নাশক; ফুলশর-যোজক কাম—পুষ্পবাণ-যোজনকারী কামদেব।

(ঝ)

যশোমতী-নন্দন, ব্রজবর-নাগর, গোকুল-রঞ্জন কান।
গোপী-পরাণধন, মদন-মনোহর, কালীয়-দমন-বিধান॥
অমল হরিনাম অমিয়-বিলাসা।
বিপিন-পুরন্দর, নবীন-নাগরবর, বংশীবদন, সুবাসা॥
ব্রজজন-পালন, অসুরকুল-নাশন, নন্দ-গোধন-রাখওয়ালা।
গোবিন্দ, মাধব, নবনীত-তস্কর, সুন্দর নন্দগোপালা॥
যামুন-তটচর, গোপী-বসনহর, রাস-রসিক কৃপাময়।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর, ভকতিবিনোদ-আশ্রয়॥

(ঞ)

বোল হরি বোল (৩ বার)
মনের আনন্দে, ভাই, বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল (৩ বার)
জনমে জনমে সুখে বোল হরি বোল॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
মানব-জন্ম পে'য়ে, ভাই, বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল (৩ বার)
সুখে থাক, দুঃখে থাক, বোল হরি বোল॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
সম্পদে বিপদে, ভাই, বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল (৩ বার)
কৃষ্ণের সংসারে থাকি', বোল হরি বোল॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
অসৎসঙ্গ ছাড়ি', ভাই, বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল (৩ বার)
বৈষ্ণব-চরণে পড়ি', বোল হরি বোল॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
গৌর-নিত্যানন্দ বোল (৩ বার)
গৌর-গদাধর বোল (৩ বার)
গৌর-অদ্বৈত বোল (৩ বার)

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ট)

শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ
গোবিন্দ হে নন্দ কিশোরকৃষ্ণ।
হা শ্রীযশোদাতনয় প্রসীদ
শ্রীবল্লবীজীবন রাধিকেশ॥ (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত)

(ঠ)

জয় গৌরুমপতি গোরা।
নিতাই-জীবন, অদ্বৈতের ধন, বৃন্দাবন-ভাব-বিভোরা।
গদাধর-প্রাণ, শ্রীবাস-শরণ, কৃষ্ণভক্ত-মানস-চোরা॥

(ড)

কলিযুগপাবন বিশ্বম্ভর।
গৌড়চিত্তগগন-শশধর॥
কীর্ত্তন-বিধাতা, পরপ্রেমদাতা,
শচীসুত পুরটসুন্দর॥

(ঢ)

কৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দ।
গদাধর শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ।
স্বরূপ-রূপ-সনাতন-পুরী-রামানন্দ॥

(ণ)

কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে।
গোপীবল্লভ শৌরে॥
শ্রীনিবাস দামোদর শ্রীরাম মুরারে।
নন্দনন্দন মাধব নৃসিংহ কংসারে॥

(ত)

রাধাবল্লভ মাধব শ্রীপতি মুকুন্দ।
গোপীনাথ মদনমোহন রাস-রসানন্দ।
অনঙ্গ-সুখদ-কুঞ্জবিহারী গোবিন্দ॥

(থ)

রাধামাধব কুঞ্জবিহারী।
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী।
যশোদানন্দন, ব্রজজনরঞ্জন,
যামুনতীর-বনচারী॥

(দ)

রাধাবল্লভ রাধাবিনোদ।
রাধামাধব রাধাপ্রমোদ॥
রাধারমণ, রাধানাথ, রাধাবরণামোদ।
রাধারসিক, রাধাকান্ত, রাধামিলন-মোদ॥

(ধ)

জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ।
জয় মদনমোহন হরে অনন্ত মুকুন্দ॥
জয় অচ্যুত মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ন)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত-গোসাঞী।
যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য-নিতাই॥
জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর।
গৌরাঙ্গের প্রিয়োত্তম পণ্ডিত-প্রবর॥
শ্রীবংশীবদন জয় গৌরপ্রিয়োত্তম।
শ্রীবাসপণ্ডিত জয়, জয় ভক্তগণ॥
সভাকার পদরেণু শিরে রহু মোর।
যাহার প্রভাবে নাশে কলি মহাঘোর॥
জয় জয় গুরুগোসাঞি শরণ তোহাঁর।
যাঁহার কৃপাতে তরি এ-ভব-সংসার॥

জয় জয় রসিকেন্দ্র স্বরূপগোসাঞী।
প্রভুর নিকটে যাঁ'র অত্যন্ত বড়াই॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ।
মো-পাপীরে কৃপা করি' কর আত্মসাৎ॥
জয় শ্রীগোপালদেব ভকতবৎসল।
নবঘন জিনি' তনু পরম উজ্জ্বল॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরী গোসাঞী লাগি' যাঁ'র নাম 'ক্ষীরচোর'॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
জয় জয় শ্রীরাসমণ্ডল সর্ব্বোত্তম॥
শ্রীরাস-নাগরী জয় জয় নন্দলাল।
জয় জয় মোহন শ্রীমদনগোপাল॥
জয় জয় বংশীবট জয় শ্রীপুলিনা।
জয় জয় শ্রীকালিন্দী জয় শ্রীযমুনা॥
জয় রে দ্বাদশবন কৃষ্ণ-লীলাস্থান।
তাল-বন, খেজুর-বন, ভাণ্ডীর-বন নাম॥
জয় জয় বেল-বন, খদির-বহুলা।
জয় জয় কুমুদ-কাম্য-বনে কৃষ্ণলীলা॥
জয় জয় নিভৃত-নিকুঞ্জ রম্যস্থান।
জয় জয় শ্রীবনাদি ভদ্র-বন নাম॥
জয় জয় শ্যামকুণ্ড জয় ললিতাকুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ-প্রচণ্ড॥
জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন।
জয় জয় দানঘাট-লীলা সর্ব্বোত্তম॥

জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
যথায় সঙ্কেত—রাধাকৃষ্ণ-লীলাস্থান॥
জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবনসরোবর॥
জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম॥
জয় জয় মধুবন মধুপান-স্থান।
যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম॥
জয় জয় রামঘাট পরম নির্জ্জন।
যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণীনন্দন॥
জয় জয় নন্দঘাট জয়াক্ষয়বট।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা-নিকট॥
জয় জয় বৃষভানু অভিমন্যু জয়।
কৃষ্ণপ্রাণতুল্য শ্রীদামাদি জয় জয়॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি' যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণলীলা কৈলা কায়া আচ্ছাদিয়া॥
জয় শ্রীসরলা বংশী ত্রিলোকাকর্ষিণী।
কৃষ্ণাধরে স্থিতা নিত্য-আনন্দরূপিণী॥
জয় জয় ললিতাদি সর্ব্বসখীগণ।
যাঁ' সভার প্রেমাধীন শ্রীনন্দনন্দন॥
জয় জয় ব্রজগোপশ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী—শ্রেষ্ঠা গোপীমাঝ॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
বেদ-অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন॥
জয় জয় রত্নবেদী রত্ন-সিংহাসন।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ॥

শুন শুন ওরে ভাই! করিয়ে প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা করহ ভাবনা॥
এই সব রসলীলা যে করে স্মরণ।
শিরে ধরি' বন্দি আমি তাঁহার চরণ॥
আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি' আশ।
নামসঙ্কীর্ত্তন কহে **নরোত্তমদাস**॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম

নদীয়া নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে॥ধ্রু॥
জগন্নাথসুত মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
মায়াপুরশশী নবদ্বীপ-সুধাকর॥
শচীসুত গৌরহরি নিমাই-সুন্দর।
রাধা-ভাবকান্তি-আচ্ছাদিত-নটবর॥
নামানন্দ-চপল-বাল্যক মাতৃভক্ত।
ব্রহ্মাণ্ডবদন তর্কী কৌতুকানুরক্ত॥
বিদ্যার্থি-উড্ডুপ চৌরদ্বয়ের মোহন।
তৈর্থিক-সর্ব্বস্ব গ্রাম্যবালিকা-ক্রীড়ন॥
লক্ষ্মী-প্রতি বরদাতা উদ্ধত-বালক।
শ্রীশচীর পতি-পুত্র-শোক-নিবারক॥
লক্ষ্মীপতি পূর্ব্বদেশ-সর্ব্বক্লেশহর।
দিগ্বিজয়ী-দর্পহারী বিষ্ণুপ্রিয়েশ্বর॥
আর্য্যধর্ম্ম-পাল পিতৃ-গয়াপিণ্ডদাতা।
পুরীশিষ্য মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়-পাতা॥

কৃষ্ণনামোন্মত্ত কৃষ্ণতত্ত্ব-অধ্যাপক।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক॥
অদ্বৈত-বান্ধব শ্রীনিবাস-গৃহধন।
নিত্যানন্দপ্রাণ গদাধরের জীবন॥
অন্তর্দ্বীপ-শশধর সীমন্ত-বিজয়।
গোদ্রুম-বিহারী মধ্যদ্বীপ-লীলাশ্রয়॥
কোলদ্বীপ-পতি ঋতুদ্বীপ-মহেশ্বর।
জহ্নু-মোদদ্রুম-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর॥
নবখণ্ড-রঙ্গনাথ জাহ্নবী-জীবন।
জগাই-মাধাই আদি দুর্ব্বৃত্ততারণ॥
নগরকীর্ত্তন-সিংহ কাজী-উদ্ধারণ।
শুদ্ধনাম-প্রচারক ভক্তার্ত্তিহরণ॥
নারায়ণী-কৃপাসিন্ধু জীবের নিয়ন্তা।
অধমপড়ুয়া-দণ্ডী ভক্ত-দোষ-হন্তা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভারতী-তারণ।
পরিব্রাজ-শিরোমণি উৎকল-পাবন॥
অম্বুলিঙ্গ-ভুবনেশ-কপোতেশ-পতি।
ক্ষীরচোর-গোপাল-দর্শন-সুখী যতি॥
নির্দ্দণ্ডি-সন্ন্যাসী সার্ব্বভৌম-কৃপাময়।
স্বানন্দ-আস্বাদানন্দী সর্ব্বসুখাশ্রয়॥
পুরট-সুন্দর বাসুদেব-ত্রাণকর্ত্তা।
রামানন্দসখা ভট্টকুল-ক্লেশহর্ত্তা॥
বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদি-কুতর্ক-খণ্ডন।
দক্ষিণ-পাবন ভক্তিগ্রন্থ-উদ্ধারণ॥
আলাল-দর্শনানন্দী রথাগ্র-নর্ত্তক।
গজপতি-ত্রাণ দেবানন্দ-উদ্ধারক॥

কুলিয়া-প্রকাশে দুষ্ট পড়ুয়ার ত্রাণ।
রূপ-সনাতন-বন্ধু সর্ব্বজীব-প্রাণ॥
বৃন্দাবনানন্দমূর্ত্তি বলভদ্র-সঙ্গী।
যবন-উদ্ধারী ভট্ট-বল্লভের-রঙ্গী॥
কাশীবাসি-সন্ন্যাসি-উদ্ধারী প্রেমদাতা।
মর্কটবৈরাগি-দণ্ডী আচণ্ডাল-ত্রাতা॥
ভক্তের গৌরবকারী ভক্তপ্রাণধন।
হরিদাস-রঘুনাথ-স্বরূপ-জীবন॥
নদীয়া নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে।
ভকতিবিনোদ তাঁ'র পড়ে রাঙ্গা পায় রে॥

শ্রীকৃষ্ণের বিংশোত্তর-শতনাম

নগরে নগরে গোরা গায়॥ধ্রু॥
যশোমতী-স্তন্যপায়ী শ্রীনন্দ-নন্দন।
ইন্দ্রনীলমণি ব্রজ-জনের জীবন॥
শ্রীগোকুল-নিশাচরী-পূতনা-ঘাতন।
দুষ্ট-তৃণাবর্ত্তহন্তা শকট-ভঞ্জন॥
নবনীত-চোর দধিহরণ-কুশল।
যমল-অর্জ্জুন-ভঞ্জী গোবিন্দ গোপাল॥
দামোদর বৃন্দাবন-গোবৎস-রাখাল।
বৎসাসুরান্তক হরি নিজজনপাল॥
বকশত্রু অঘহন্তা ব্রহ্মবিমোহন।
ধেনুকনাশন কৃষ্ণ কালীয়দমন॥
পীতাম্বর শিখিপিচ্ছধারী বেণুধর।
ভাণ্ডীরকাননলীল দাবানল-হর॥
নটবর গুহাচর শরতবিহারী।
বল্লবীবল্লভ দেব গোপীবস্ত্রহারী॥

যজ্ঞপত্নীগণ-প্রতি করুণার সিন্ধু।
গোবর্দ্ধনধৃক্ মাধব ব্রজবাসিবন্ধু॥
ইন্দ্রদর্পহারী নন্দরক্ষিতা মুকুন্দ।
শ্রীগোপীবল্লভ রাসক্রীড়-পূর্ণানন্দ॥

শ্রীরাধাবল্লভ রাধামাধব সুন্দর।
ললিতা-বিশাখা-আদি-সখী-প্রাণেশ্বর॥
নব-জলধরকান্তি মদনমোহন।
বনমালী স্মেরমুখ গোপীপ্রাণধন॥
ত্রিভঙ্গী মুরলীধর যামুন-নাগর।
রাধাকুণ্ড-রঙ্গনেতা রসের সাগর॥

চন্দ্রাবলী-প্রাণনাথ কৌতুকাভিলাষী।
রাধামান-সুলম্পট মিলন-প্রয়াসী॥
মানস-গঙ্গার দানী প্রসূন-তস্কর।
গোপীসহ হঠকারী ব্রজবনেশ্বর॥
গোকুল-সম্পদ্ গোপদুঃখ-নিবারণ।
দুর্ম্মদ-দমন ভক্তসন্তাপ-হরণ॥

সুদর্শন-মোচন শ্রীশঙ্খচূড়ান্তক।
রামানুজ শ্যামচাঁদ মুরলীবাদক॥
গোপীগীত-শ্রোতা মধুসূদন মুরারি।
অরিষ্টঘাতক রাধাকুণ্ডাদি-বিহারী॥
ব্যোমান্তক পদ্মনেত্র কেশিনিসূদন।
রঙ্গক্রীড় কংসহন্তা মল্লপ্রহরণ॥

বসুদেব-সুত বৃষ্ণিবংশ-কীর্ত্তিধ্বজ।
দীননাথ মথুরেশ দেবকীগর্ভজ॥
কুব্জা-কৃপাময় বিষ্ণু শৌরি নারায়ণ।
দ্বারকেশ নরকঘ্ন শ্রীযদুনন্দন॥

শ্রীরুক্মিণীকান্ত সত্যাপতি সুরপাল।
পাণ্ডব-বান্ধব শিশুপালাদির কাল॥
জগদীশ জনার্দ্দন কেশবার্ত্তত্রাণ।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ বিশ্বের নিদান॥
মায়েশ্বর যোগেশ্বর ব্রহ্মতেজাধার।
সর্ব্বাত্মার আত্মা প্রভু প্রকৃতির পার॥
পতিতপাবন জগন্নাথ সর্ব্বেশ্বর।
বৃন্দাবনচন্দ্র সর্ব্বরসের আকর॥
নগরে নগরে গোরা গায়।
ভকতিবিনোদ তছু পায়॥

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর॥
জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি॥
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দনাম বিনে।
বিফলে মনুষ্যজন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে॥
কৃষ্ণ-ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছে-মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষসম হৈনু॥
ফলরূপে পুত্র-কন্যা ডাল ভাঙ্গি' পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে॥
যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী-উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥

বসুদেব রাখি' আইলা নন্দের মন্দিরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে॥
শ্রীনন্দ রাখিল নাম 'নন্দের নন্দন'।
যশোদা রাখিল নাম 'যাদু বাছাধন'॥
উপানন্দ নাম রাখে 'সুন্দর-গোপাল'।
ব্রজবালক নাম রাখে 'ঠাকুর রাখাল'॥
সুবল রাখিল নাম 'ঠাকুর কানাই'।
শ্রীদাম রাখিল নাম 'রাখালরাজা ভাই'॥
'ননীচোরা' নাম রাখে যতেক গোপিনী।
'কালসোনা' নাম রাখে রাধাবিনোদিনী॥
চন্দ্রাবলী নাম রাখে 'মোহন-বংশীধারী'।
কুব্জা রাখিল নাম 'পতিতপাবন হরি'॥
'অনন্ত' রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।
'কৃষ্ণ'-নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া॥
কণ্বমুনি রাখে নাম 'দেব চক্রপাণি'।
'বনমালী' নাম রাখে বনের হরিণী॥
গজরাজ নাম রাখে 'শ্রীমধুসূদন।
অজামিল নাম রাখে 'দেব নারায়ণ'॥
পুরন্দর নাম রাখে 'দেব শ্রীগোবিন্দ'।
দ্রৌপদী রাখিল নাম 'দেব দীনবন্ধু'॥
সুদামা রাখিল নাম 'দারিদ্র্যভঞ্জন'।
ব্রজবাসী নাম রাখে 'ব্রজের জীবন'॥
'দর্পহারী'-নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর।
'পশুপতি' নাম রাখে গরুড় মহাবীর॥
যুধিষ্ঠির রাখে নাম 'দেব-যদুবর'।
বিদুর রাখিল নাম 'কাঙ্গালের ঠাকুর'॥

বাসুকী রাখিল নাম 'দেব-সৃষ্টি-স্থিতি।
ধ্রুবলোকে নাম রাখে 'ধ্রুবের সারথি'॥
নারদ রাখিল নাম 'ভক্তপ্রাণধন'।
ভীষ্মদেব নাম রাখে 'লক্ষ্মীনারায়ণ'॥
সত্যভামা নাম রাখে 'সত্যের সারথি'।
জাম্ববতী নাম রাখে 'দেব-যোদ্ধাপতি'॥
বিশ্বামিত্র নাম রাখে 'সংসারের সার'।
অহল্যা রাখিল নাম 'পাষাণী-উদ্ধার'॥
ভৃগুমুনি নাম রাখে 'জগতের হরি'।
পঞ্চমুখে 'রাম'-নাম গান ত্রিপুরারি॥
'কুঞ্জকেশী' নাম রাখে বলী সদাচারী।
প্রহ্লাদ রাখিল নাম 'নৃসিংহ মুরারি'॥
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্র্যভঞ্জন।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ॥
স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ কমলার পতি॥
বাসুদেব-প্রদ্যুম্নাদি-চতুর্ব্যূহ-সহ।
মহৈশ্বর্য্যপূর্ণ হ'য়ে বিহার করহ॥
অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ নৃসিংহ বামন।
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি অবতারগণ॥
ক্ষীরোদকশায়ী হরি গর্ব্ভোদবিহারী।
কারণসাগরে শক্তি মায়াতে সঞ্চারী॥
বৃন্দাবনে কর লীলা ধরি' গোপবেশ।
সে-লীলার অন্ত প্রভু নাহি পায় 'শেষ'॥
পূতনা-বিনাশকারী শকটভঞ্জন।
তৃণাবর্ত্ত-বক-কেশী-ধেনুক-মর্দ্দন॥

অঘারি গোবৎসহারি-ব্রহ্মার মোহন।
গিরিগোবর্দ্ধনধারী অর্জ্জুনভঞ্জন॥
কালীয়দমনকারী যমুনাবিহারী।
গোপীকুল-বস্ত্রহারী শ্রীরাসবিহারী॥
ইন্দ্রদর্প-নাশকারী কুব্জামনোহারী।
চাণুর-কংসাদি-নাশী অক্রূরনিস্তারী॥
নবীন-নীরদ-কান্তি শিশুগোপবেশ।
শিখিপুচ্ছবিভূষিত ব্রহ্ম পরমেশ॥
পীতাম্বর বেণুধর শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
গোপ-গোপী-পরিবৃত কমল-নয়ন॥
বৃন্দাবন-বনচারী মদনমোহন।
মথুরামণ্ডলচারী শ্রীযদুনন্দন॥
সত্যভামা-প্রাণপতি রুক্মিণীরমণ।
প্রদ্যুম্ন-জনক শিশুপালাদি-দমন॥
উদ্ধবের গতিদাতা দ্বারকার পতি।
ত্রিভুবন-পরিত্রাতা অখিলের গতি॥
শাল্ব-দন্তবক্র-নাশী মহিষীবিলাসী।
সাধুজন-ত্রাণকর্ত্তা ভূভার-বিনাশী॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদুরের প্রভু।
ভীষ্মের উপাস্যদেব ভুবনের বিভু॥
দেবের আরাধ্যদেব মুনিজনগতি।
যোগিধ্যেয়-পাদপদ্ম রাধিকার পতি॥
রসময় রসিক নাগর অনুপম।
নিকুঞ্জবিহারী হরি নবঘনশ্যাম॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর।
তারক-ব্রহ্ম সনাতন পরম-ঈশ্বর॥

কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ।
পতিতপাবন গুরু জ্ঞান-উপদেশ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি।
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি॥
অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা॥
নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
শতভার-সুবর্ণ গো-কোটী কন্যাদান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ-নামের সমান॥
যেই নাম, সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥
শুন শুন ওরে ভাই, নামসঙ্কীর্ত্তন।
যে-নাম শ্রবণে হয় পাপ-বিমোচন॥
কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই বড় চতুর॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁ'রে ধ্যানে নাহি পায়।
সে-হরি বঞ্চিত হ'লে কি হবে উপায়॥
হিরণ্যকশিপুর করি' উদর বিদারণ।
প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দেব নারায়ণ॥
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ॥
অষ্টোত্তরশত-নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংস-ধ্বংস, লঙ্কায় রাবণ॥
বকাসুরবধ-আদি কালীয় দমন।
দ্বিজ হরিদাস কহে নামসঙ্কীর্ত্তন॥

অধিবাস-কীর্ত্তন

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গ-আদেশ পাঞা, ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা,
করে খোল মঙ্গলের সাজ॥
আনিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব,
সঙ্কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
আপনি নিতাই ধন, দেই মালা-চন্দন,
করে প্রিয় বৈষ্ণব-সম্ভাষ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া, বাজায় তাতা থৈয়া থৈয়া,
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান,
নাচে গোরা, কীর্ত্তন মঙ্গল॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণে, হরি বোলে ঘনে ঘনে,
কালি হবে কীর্ত্তন-মহোৎসব।
আজি খোল-মাঙ্গলি, রাখিয়ে আনন্দ করি',
বংশী বলে দেহ 'জয়' রব॥

অরুণোদয়-কীর্ত্তন

(ক)

উদিল অরুণ পূরব ভাগে, দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে,
ভকতসমূহ লইয়া সাথে, গেলা নগর-ব্রাজে।

'তাথই তাথই' বাজল খোল, ঘন ঘন তাহে ঝাঁজের রোল,
প্রেমে ঢল ঢল সোনার অঙ্গ, চরণে নূপুর বাজে॥
মুকুন্দ মাধব যাদব হরি, বলরে বলরে বদন ভরি',
মিছে নিদ-বশে গেলরে রাতি, দিবস শরীর-সাজে।
এমন দুর্ল্লভ মানব দেহ, পাইয়া কি কর, ভাবনা কেহ,
এবে না ভজিলে যশোদা-সুত,চরমে পড়িবে লাজে॥
উদিত তপন হইলে অস্ত, দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হই' না ভজ হৃদয়রাজে।
জীবন অনিত্য জানহ সার, তাহে নানাবিধ বিপদ ভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি, থাকহ আপন কাজে॥
কৃষ্ণনাম সুধা করিয়া পান, জুড়াও **'ভকতিবিনোদ'** প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর, চৌদ্দ ভুবন-মাঝে।
জীবের কল্যাণসাধন-কাম, জগতে আসি' এ মধুর নাম,
অবিদ্যা-তিমির-তপনরূপে হৃদ্‌গগনে বিরাজে॥

(খ)

জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥
ভজিব বলিয়া এসে' সংসার-ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥
তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ওষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম-মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'॥
ভকতিবিনোদ প্রভু-চরণে পড়িয়া।
সেই হরিনাম-মন্ত্র লইল মাগিয়া॥

শ্রীনগর-কীর্ত্তন

(শ্রীনামহট্ট—আজ্ঞাটহল)

(ক)

নদীয়া-গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥
(শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে)
প্রভুর আজ্ঞায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর, ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম—সর্ব্বধর্ম্মসার॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(খ)

বড় সুখের খবর গাই।
সুরভি-কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ-নিতাই॥
বড় মজার কথা তায়।
শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায়॥
যত ভক্তবৃন্দ বসি'।
অধিকারী দেখে' নাম বেচ্‌ছে দর কষি॥
যদি নাম কিন্‌বে ভাই।
আমার সঙ্গে চল মহাজনের কাছে যাই॥
তুমি কিন্‌বে কৃষ্ণনাম।
দস্তুরি লইব আমি, পূর্ণ হ'বে কাম॥
বড় দয়াল নিত্যানন্দ।
শ্রদ্ধামাত্র ল'য়ে দেন পরম আনন্দ॥

একবার দেখ্‌লে চক্ষে জল।
গৌর ব'লে নিতাই দেন সকল সম্বল॥
দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ-শিক্ষা।
জাতি, ধন, বিদ্যা-বল না করে অপেক্ষা॥
অমনি ছাড়ে মায়াজাল।
গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল॥
আর নাইকো কলির ভয়।
আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময়॥
ভকতিবিনোদ ডাকি' কয়।
নিতাইচাঁদের চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয়॥

শব্দার্থ ঃ-দস্তুরি—দালালের প্রাপ্য।

(গ)

গায় গোরা মধুর স্বরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
গৃহে থাক, বনে থাক, সদা 'হরি' ব'লে ডাক,
সুখে দুঃখে ভুল না'ক,
বদনে হরিনাম কর রে॥
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে, আছ মিছে কাজ ল'য়ে,
এখনও চেতন পে'য়ে
রাধা-মাধব নাম বল রে॥
জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ,
ভক্তিবিনোদ-(এই) উপদেশ,
একবার নামরসে মাতরে॥

(ঘ)

একবার ভাব মনে,
আশা-বশে ভ্রমি' হেথা পা'বে কি সুখ জীবনে।
কে তুমি কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে,
কিবা কাজ ক'রে গেলে, যাবে কোথা শরীর-পতনে।
কেন সুখ, দুঃখ, ভয়, অহংতা-মমতাময়,
তুচ্ছ জয়-পরাজয়, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ অন্যজনে।
ভকতিবিনোদ কয়, করি' গোরাপদাশ্রয়,
চিদানন্দ-রসময়, হও রাধাকৃষ্ণ-নামগানে॥

(ঙ)

'রাধাকৃষ্ণ' বল্ বল্ বল রে সবাই।
(এই) শিক্ষা দিয়া, সব নদীয়া ফির্‌ছে নেচে গৌর-নিতাই।
(মিছে) মায়ার বশে' যাচ্ছ ভেসে', খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই॥
(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস, কর্'লে ত' আর দুঃখ নাই।
(কৃষ্ণ) বল্‌বে যবে, পুলক হ'বে, ঝ'র্‌বে আঁখি, বলি তাই॥
(রাধা-) কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল, এইমাত্র ভিক্ষা চাই।
(যায়) সকল বিপদ, **ভক্তিবিনোদ**, বলেন, যখন ও-নাম গাই॥

(চ)

গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে
হরে কৃষ্ণ হরে॥ধ্রু॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে কৃষ্ণ হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,
হরে কৃষ্ণ হরে॥
একবার বল রসনা উচ্চৈঃস্বরে।
(বল) নন্দের নন্দন, যশোদা-জীবন, শ্রীরাধারমণ প্রেম-ভরে॥

(বল) শ্রীমধুসূদন, গোপী-প্রাণধন, মুরলীবদন নৃত্য ক'রে।
(বল) অঘ-নিসূদন, পূতনা-ঘাতন, ব্রহ্ম-বিমোহন, ঊর্দ্ধ-করে॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ছ)

অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ-সঙ্গে।
নাচই ভাব-মূরতি গোরা রঙ্গে॥
গাওত কলিযুগ-পাবন নাম।
ভ্রমই শচীসুত নদীয়া ধাম॥
(হরি) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(জ)

হরে কৃষ্ণ হরে॥ধ্রু॥
নিতাই কি নাম এনেছে রে।
(নিতাই) নাম এনেছে, নামের হাটে,
শ্রদ্ধা-মূল্যে নাম দিতেছে রে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে রে॥
(নিতাই) জীবের দশা, মলিন দেখে,
নাম এনেছে ব্রজ থেকে রে।
এ নাম, শিব জপে পঞ্চমুখে রে
(মধুর এই হরিনাম)
এ নাম, ব্রহ্মা জপে চতুর্ম্মুখে রে
(মধুর এই হরিনাম)
এ নাম, নারদ জপে বীণাযন্ত্রে রে
(মধুর এই হরিনাম)

এ নামাভাসে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে।
এ নাম বল্‌তে বল্‌তে ব্রজে চল রে॥
(ভক্তিবিনোদ বলে)

ঝ)

হরি ব'লে মোদের গৌর এলো॥ ধ্রু॥
এল রে গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমে এলো-থেলো।
নিতাই-অদ্বৈত-সঙ্গে গোদ্রুমে পশিল॥
সঙ্কীর্ত্তন-রসে মেতে নাম বিলাইল।
নামের হাটে এসে প্রেমে জগৎ ভাসাইল॥
গোদ্রুমবাসীর আজ দুঃখ দূরে গেল।
ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে আসি' হাট জাগাইল॥
নদীয়া ভ্রমিতে গোরা এল নামের হাটে।
গৌর এল হাটে, সঙ্গে নিতাই এল হাটে॥
নাচে মাতোয়ারা নিতাই গোদ্রুমের মাঠে।
জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে॥
(তোরা দেখে যারে)
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ নাচে ঘাটে ঘাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে॥
কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥
(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

ভজন-কীর্ত্তন

(ক)

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ।
(ভজন বিনা গতি নাই রে)
(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ॥

(জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি রে)
(ভজ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু-নিত্যানন্দ।
(গৌর-কৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(গুরু কৃষ্ণপ্রিয় জেনে রে)
(স্মর) শ্রীনিবাস হরিদাস-মুরারি-মুকুন্দ॥
(গৌরপ্রেমে স্মর, স্মর রে)
(স্মর) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথদ্বন্দ্ব।
(যদি ভজন কর্‌বে রে)
(স্মর) রাঘব-গোপালভট্ট-স্বরূপ-রামানন্দ॥
(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাও রে)
(স্মর) গোষ্ঠীসহ কর্ণপূর, সেন শিবানন্দ।
(অজস্র স্মর, স্মর রে)
(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন-আনন্দ॥
(ব্রজে বাস যদি চাও রে)

(খ)

ভাব না ভাব না, মন, তুমি অতি দুষ্ট।
(বিষয়-বিষে আছ হে)
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদাদি-আবিষ্ট॥
(রিপুর বশে আছ হে)
অসদ্বার্ত্তা-ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা-আকৃষ্ট।
(অসৎকথা ভাল লাগে হে)
প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি-শঠতাদি-পিষ্ট।
(সরল ত' হ'লে না হে)
ঘিরেছে তোমারে, ভাই, এ সব অরিষ্ট॥
(এ সব ত' শত্রু হে)
এ সব না ছেড়ে' কিসে পা'বে রাধাকৃষ্ণ।

(যতনে ছাড়, ছাড় হে)
সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট?
(সাধুসঙ্গ কর হে)
বৈষ্ণব-চরণে মজ, ঘুচিবে অনিষ্ট॥
(একবার ভেবে দেখ হে)

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শ্রীনাম-মহিমা

(ক)

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা-জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম।
কর্ণরন্ধ্র-পথ দিয়া, হৃদি-মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ॥
চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব-দেহ জর জর॥
করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে'॥

লইনু আশ্রয় যাঁ'র, হেন ব্যবহার তাঁ'র,
বর্ণিতে না পারি এ-সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল॥
প্রেমের কলিকা 'নাম', অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজ-রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ-দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্যমুক্ত শুদ্ধরসময়।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয়॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ-বালাই—প্রতিবন্ধক, এস্থলে দশ নামাপরাধ।

(খ)

ভোজন লালসে, রসনে আমার, শুনহ বিধান মোর।
শ্রীনাম-যুগল, রাগ-সুধারস, খাইয়া থাকিও ভোর॥
নবসুন্দর পীযুষ রাধিকা-নাম।
অতিমিষ্ট মনোহর তর্পণ ধাম॥
কৃষ্ণনাম মধুরাদ্ভুত গাঢ় দুগ্ধে।
অতীব যতনে কর মিশ্রিত লুব্ধে॥

সুরভি রাগ, হিম রম্য তঁহি আনি'।
অহরহ পান করহ সুখ জানি'॥
নাহি রবে রসনে প্রাকৃত পিপাসা।
অদ্ভুত রস তুয়া পূরাওব আশা॥
দাস-রঘুনাথ-পদে **ভক্তিবিনোদ**।
যাচই রাধাকৃষ্ণ-নাম প্রমোদ॥

শব্দার্থ ঃ-রসনে—হে জিহ্বা; পীযুষ—অমৃত; লুব্ধে—হে লুভিতা; হিম—কর্পূর; রম্য—রমণীয়।

(গ)

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই, তারে॥
নাম-পরতাপে যা'র, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তা'র, নয়নে হেরিব গো,
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে চাহি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব, কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ **চণ্ডীদাসে**, কুলবতী-কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায়॥

শ্রীনামাষ্টক

(ক)

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-, দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥ক॥

শ্রীরূপ-বদনে, শ্রীশচীকুমার।
স্বনাম-মহিমা করল প্রচার॥
যো নাম সো হরি, কিছু নাহি ভেদ।
সো নাম সত্যমিতি গায়তি বেদ॥

সবু উপনিষদ্, রত্নমালা-দ্যুতি, ঝকমকি' চরণ-সমীপে।
মঙ্গল-আরতি, করব অনুক্ষণ, দ্বিগুণিত-পঞ্চপ্রদীপে॥
চৌদ্দভুবন মাহ, দেব-নর-দানব, ভাগ যাকর বলবান্।
নামরস-পীযুষ, পিয়ই অনুক্ষণ, ছোড়ত করম-গেয়ান॥
নিত্যমুক্ত পুনঃ, নাম-উপাসনা, সতত করই সামগানে।
গোলোকে বৈঠত, গাওয়ে নিরন্তর, নাম-বিরহ নাহি জানে॥
সবু রস-আকর, 'হরি' ইতিদ্ব্যক্ষর, সবুভাবে করল আশ্রয়।
নামচরণে প'ড়ে, **ভকতিবিনোদ** কহে, তুয়া পদে মাগহু নিলয়॥

<u>শব্দার্থ</u> ঃ-মাহ—মধ্যে; ভাগ—ভাগ্য; যাকর—যাহার; নিলয়—আশ্রয়।

(খ)

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়, জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং, নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি॥খ॥

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃত ধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর-আকার।
নিজ-জনে কৃপা করি', নামরূপে অবতরি',
জীবে দয়া করিলে অপার॥
জয় হরি-কৃষ্ণ-নাম, জগজন-সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানস-রঞ্জন।

মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া বদন॥
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে॥
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোন জন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি' অন্য প্রতিকার॥
তব স্বল্পস্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গ-ভঙ্গ হয় অনায়াসে।
ভকতিবিনোদ কয়, জয় হরিনাম জয়,
প'ড়ে থাকি তুয়া পদ-আশে॥

শব্দার্থ ঃ-লিঙ্গভঙ্গ—সূক্ষ্মদেহ-নাশ, তখন সেই মুক্ত জীবের আত্মদেহ প্রকাশিত হয়।

(গ)

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণয়িনীম্।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম-তরণে
কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি॥গ॥

বিশ্বে উদিত, নাম তপন,
অবিদ্যা-বিনাশ লাগি'।
ছোড়ত সব, মায়া-বিভব,
সাধু তাহে অনুরাগী॥
হরিনাম-প্রভাকর, অবিদ্যা-তিমিরহর,
তোমার মহিমা কেবা জানে।

কে হেন পণ্ডিতজন, তোমার মাহাত্ম্যগণ,
উচ্চৈঃস্বরে সকল বাখানে॥
তোমার আভাস পহিলহি ভায়।
এ ভব-তিমির কবলিতপ্রায়॥
অচিরে তিমির নাশিয়া প্রজ্ঞান।
তত্ত্বান্ধ-নয়নে করেন বিধান॥
সেই ত' প্রজ্ঞান বিশুদ্ধা ভকতি।
উপজায় হরি-বিষয়িনী মতি॥
এ অদ্ভুতলীলা সতত তোমার।
ভকতিবিনোদ জানিয়াছে সার॥

শব্দার্থ ঃ-প্রভাকর—সূর্য্য; পহিলহি—প্রথমে; ভায়—প্রকাশ পায়।

(ঘ)

যদ্‌ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম-স্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধ-কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥ঘ॥

জ্ঞানী জ্ঞানযোগে, করিয়া যতনে, ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করে।
ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার, অপ্রারব্ধ কর্ম্ম, সম্পূর্ণ জ্ঞানেতে হরে॥
তবু ত' প্রারব্ধ, নাহি হয় ক্ষয়, ফলভোগ বিনা কভু।
ব্রহ্মভূত জীব, ফলভোগ লাগি', জনম-মরণ লভু॥
কিন্তু ওহে নাম, তব স্ফূর্ত্তি হ'লে, একান্তী জনের আর।
প্রারব্ধাপ্রারব্ধ, কিছু নাহি থাকে, বেদে গায় বার বার॥
তোমার উদয়ে, জীবের হৃদয়, সম্পূর্ণ শোধিত হয়।
কর্ম্মজ্ঞান-বন্ধ, সব দূরে যায়, অনায়াসে ভব-ক্ষয়॥
ভকতিবিনোদ, বাহু তুলে কয়, নামের নিশান ধর।
নামডঙ্কা-ধ্বনি, করিয়া যাইবে, ভেটিবে মুরলীধর॥

শব্দার্থ ঃ-অপ্রারব্ধ—পূর্ব্বকৃত যে কর্ম্মফল-ভোগ আরম্ভ হয় নাই; প্রারব্ধ—যে কর্ম্মফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে; ব্রহ্মভূত—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি; ভেটিবে—সাক্ষাৎ পাইবে।

(ঙ)

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয়॥ঙ॥

হরিনাম তুয়া অনেক স্বরূপ।

যশোদা-নন্দন, আনন্দ-বর্দ্ধন, নন্দতনয় রসকূপ॥
পূতনা-ঘাতন, তৃণাবর্ত্তহন, শকট-ভঞ্জন গোপাল।
মুরলী-বদন, অঘ-বক-মর্দ্দন, গোবর্দ্ধনধারী রাখাল॥
কেশি-মর্দ্দন, ব্রহ্ম-বিমোহন, সুরপতি-দর্প-বিনাশী।
অরিষ্ট-পাতন, গোপী-বিমোহন, যামুনপুলিন-বিলাসী॥
রাধিকা-রঞ্জন, রাস-রসায়ন, রাধাকুণ্ড-কুঞ্জবিহারী।
রাম-কৃষ্ণ-হরি, মাধব-নরহরি, মৎস্যাদি-গণে অবতরি॥
গোবিন্দ-বামন, শ্রীমধুসূদন, যাদবচন্দ্র-বনমালী।
কালীয়-শাতন, গোকুল-রঞ্জন, রাধাভজন-সুখশালী॥
ইত্যাদিক নাম, স্বরূপে প্রকাম, বাড়ুক মোর রতি রাগে।
রূপ-স্বরূপ-পদ, জানি' নিজ-সম্পদ, ভক্তিবিনোদ ধরি' মাগে॥

শব্দার্থ ঃ- প্রকাম—পর্য্যাপ্ত, পূর্ণ, সমর্থ।

(চ)

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম স্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধ-নিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি॥চ॥

বাচ্য, বাচক—এই দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য—তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার॥
বাচক-স্বরূপ—তব শ্রীকৃষ্ণাদি নাম।
বর্ণরূপী সর্ব্বজীব-আনন্দ-বিশ্রাম॥

এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ।
দয়া করি' দেয় জীবে তোমার বিলাস॥
কিন্তু জানিয়াছি নাথ, বাচক-স্বরূপ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময়—এই অপরূপ॥
নাম-নামী ভেদ নাই—বেদের বচন।
তবু নাম—নামী হ'তে অধিক করুণ॥
কৃষ্ণ-অপরাধে যদি নামে শ্রদ্ধা করি'।
প্রাণ ভরি' ডাকে নাম—রাম, কৃষ্ণ, হরি॥
অপরাধ দূরে যায়, আনন্দ-সাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে॥
বিগ্রহস্বরূপ বাচ্যে অপরাধ করি'।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি॥
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপ-চরণে।
বাচক-স্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে॥

(ছ)

সূদিতাশ্রিত-জনার্ত্তিরাশয়ে রম্যচিদ্‌ঘন-সুখ-স্বরূপিণে।
নাম গোকুল-মহোৎসবায় তে কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ॥ছ॥

ওহে হরিনাম, তব মহিমা অপার।
তব পদে নতি আমি করি বারবার॥
গোকুলের মহোৎসব আনন্দসাগর!
তোমার চরণে পড়ি হইয়া কাতর॥
তুমি কৃষ্ণ পূর্ণবপু রসের নিদান।
তব পদে পড়ি' তব গুণ করি গান॥
যে করে তোমার পদে একান্ত আশ্রয়।
তা'র আর্ত্তিরাশি নাশ করহ নিশ্চয়॥
সর্ব্ব অপরাধ তুমি নাশ কর তা'র।
নাম-অপরাধাবধি নাশহ তাহার॥

সর্ব্বদোষ ধৌত করি' তাহার হৃদয়-।
সিংহাসনে বৈস তুমি পরম আশ্রয়॥
অতিরম্য চিদ্‌ঘন-আনন্দ-মূর্ত্তিমান্।
'রসো বৈ সঃ' বলি' বেদ করে তুয়া গান॥
ভক্তিবিনোদ রূপ-গোস্বামি-চরণে।
মাগয়ে সর্ব্বদা নাম-স্ফূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণে॥

(জ)

নারদবিণোজ্জীবন সুধোর্ম্মি-নির্য্যাস-মাধুরীপুর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা॥জ॥

নারদ মুনি, বাজায় বীণা, রাধিকারমণ-নামে।
নাম অমনি, উদিত হয়, ভকত-গীত সামে॥
অমিয়-ধারা, বরিষে ঘন, শ্রবণ-যুগলে গিয়া।
ভকত-জন, সঘনে নাচে, ভরিয়া আপন হিয়া॥
মাধুরী-পুর, আসব পশি', মাতায় জগত-জনে।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে, কেহ মাতে মনে মনে॥
পঞ্চবদন, নারদে ধরি', প্রেমের সঘন রোল।
কমলাসন, নাচিয়া বলে, 'বোল বোল হরিবোল'॥
সহস্রানন, পরমসুখে, 'হরি হরি' বলি' গায়।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব, নাম-রস সবে পায়॥
শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি', পুরা'ল আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে, যাচয়ে ইহা, ভকতিবিনোদ-দাস॥

শব্দার্থ ঃ-সাম—রাগ-বিশেষ; অমিয়—অমৃত; পুর—ভাণ্ডার; আসব—মধু, যাহা মত্ত করে, পঞ্চবদন—শিব, কমলাসন—ব্রহ্মা; সহস্রানন—অনন্ত।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

(ক)

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥ ক॥

পীতবরণ কলি-পাবন গোরা।
গাওয়ই ঐছন ভাব-বিভোরা॥
চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী॥
হেলা-ভবদাব-নির্ব্বাপণ-বৃত্তি।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি॥
শ্রেয়ঃ-কুমুদবিধু-জ্যোৎস্না-প্রকাশ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ভক্তিবিলাস॥
বিশুদ্ধ-বিদ্যাবধূ-জীবনরূপ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ॥
আনন্দ-পয়োনিধি-বর্দ্ধন-কীর্ত্তি।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্লাবন-মূর্ত্তি॥
পদে পদে পীযূষ-স্বাদ-প্রদাতা।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমবিধাতা॥
ভক্তিবিনোদ স্বাত্মস্নপন বিধান।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেম-নিদান॥

(খ)

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ খ॥

তুহুঁ দয়া-সাগর তারয়িতে প্রাণী।
নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি॥
সকল শকতি দেই নামে তোহারা।
গ্রহণে রাখলি নাহি কাল-বিচারা॥
শ্রীনামচিন্তামণি তোহারি সমানা।
বিশ্বে বিলাওলি করুণা-নিদানা॥
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ নাথ! ভাগ হামারা॥
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর॥

(গ)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ গ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোঁহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার॥
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার॥
বৃক্ষসম ক্ষমা গুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন॥
জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর-উপকারে নিজ-সুখ পাসরিবে॥
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয়॥
কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্ব জীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই', করহ কীর্ত্তন॥

ভকতিবিনোদ কাঁদি' বলে প্রভু পায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায়॥

(ঘ)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ঘ॥

প্রভু! তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ-সুখ, বিদ্যা, ধন, জন॥
নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি॥
নিজ-কর্ম্ম-গুণ-দোষে যে যে-জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই॥
এইমাত্র আশা মম, তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক, চরণে তোমার॥
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে॥
পশুপক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে॥

(ঙ)

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিত-ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥ ঙ॥

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি' উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবা-নিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়॥

আশা-পাশ শতশত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-উর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধু-জলে।
এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে॥
পতিত কিঙ্করে ধরি', পাদপদ্মধূলি করি',
দেহ **ভক্তিবিনোদে** আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়॥

শব্দার্থ ঃ-প্রবৃত্তি—সংসারসুখ-প্রাপক চেষ্টা; **উর্ম্মি**—ঢেউ।

(চ)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ চ॥

অপরাধ-ফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি',
বড় দুঃখে ডাকি বারবার॥
দীন দয়াময় করুণা-নিদান।
ভাববিন্দু দেই রাখহ পরাণ॥
কবে তব নাম উচ্চারণে মোর।
নয়নে ঝরব দরদর লোর॥
গদগদ-স্বর কণ্ঠে উপজব।
মুখে বোল আধ আধ বাহিরাব॥

পুলকে ভরব শরীর হামার।
স্বেদ-কম্প-স্তম্ভ হবে বারবার॥
বিবর্ণ-শরীরে হারাওব জ্ঞান।
নাম-সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ॥
মিলব হামার কিএ ঐছে দিন।
রোয়ে **ভক্তিবিনোদ** মতিহীন॥

শব্দার্থ ঃ-লোর—অশ্রু; উপজব—সংঘটিত হইবে; রোয়ে—ক্রন্দন করে।

(ছ)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥ছ॥

(১)

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল।
'কৃষ্ণ নিত্যদাস মুঞি' হৃদয়ে স্ফুরিল॥
জানিলাম মায়াপাশে এ-জড় জগতে।
গোবিন্দ-বিরহে দুঃখ পাই নানা মতে॥
আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাই, কৃষ্ণ হেরি—এ চিন্তা বিশাল॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়।
বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয়॥
নিমেষ হইল মোর শতযুগ-সম।
গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম॥
শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে, পরাণ উদাস হয়।
কি করি, কি করি, স্থির নাহি হয়, জীবন নাহিক রয়॥
ব্রজবাসিগণ, মোর প্রাণ রাখ, দেখাও শ্রীরাধানাথে।
ভকতিবিনোদ-, মিনতি মানিয়া, লওহে তাহারে সাথে॥
শ্রীকৃষ্ণবিরহ আর সহিতে না পারি।
পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি॥

(২)

গাইতে গোবিন্দ নাম, উপজিলভাবগ্রাম, দেখিলামযমুনারকূলে।
বৃষভানুসুতা-সঙ্গে, শ্যামনটবর-রঙ্গে, বাঁশরী বাজায়নীপমূলে॥
দেখিয়া যুগলধন, অস্থির হইল মন, জ্ঞানহারা হইলুঁ তখন।
কতক্ষণ নাহি জানি, জ্ঞান লাভ হৈল মানি, আর নাহি ভেল দরশন॥
সখি গো, কেমতে ধরিব পরাণ।
নিমেষ হইল যুগের সমান॥
শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরিষয়, শূন্য ভেল ধরাতল।
গোবিন্দ-বিরহে, প্রাণ নাহি রহে, কেমনে বাঁচিব বল॥
ভকতিবিনোদ, অস্থির হইয়া, পুনঃ নামাশ্রয় করি'।
ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন, প্রাণ রাখ, নহে মরি॥

শব্দার্থ ঃ-নীপমূলে—কদম্ববৃক্ষের নীচে; ভেল—হইল।

(জ)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ জ॥

(১)

(অধিকার-ভেদে)

বন্ধুগণ! শুনহ বচন মোর।
ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন, দেখা দেয় চিত-চোর॥
বিচক্ষণ করি', দেখিতে চাহিলে, হয় আঁখি অগোচর।
পুনঃ নাহি দেখি', কাঁদয়ে পরাণ, দুঃখের নাহি থাকে ওর॥
জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ।
যথা তথা রাখু মোরে, আমার সে প্রাণনাথ॥
দর্শন-আনন্দ-দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে,
বলে মোরে প্রণয়-বচন।
পুনঃ অদর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া,
প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন॥

যাহে তার সুখ হয়, সেই সুখ মম।
নিজ সুখে দুঃখে মোর সর্ব্বদাই সম॥
ভকতিবিনোদ, সংযোগে-বিয়োগে, তাহে জানে প্রাণেশ্বর।
তাঁ'র সুখে সুখী, সেই প্রাণনাথ, সে কভু না হয় পর॥

(২)

যোগপীঠোপরি স্থিত, অষ্টসখী-সুবেষ্টিত,
বৃন্দারণ্যে কদম্ব-কাননে।
রাধাসহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী,
প্রাণ মোর তাঁহার চরণে॥
সখী-আজ্ঞামত করি দোঁহার সেবন।
পাল্যদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ॥
কভু কৃপা করি', মম হস্ত ধরি' মধুর বচন বলে।
তাম্বুল লইয়া, খায় দুইজনে, মালা লয় কুতূহলে॥
অদর্শন হয় কখন কি ছলে।
না দেখিয়া দোঁহে হিয়া মোর জ্বলে॥
যেখানে সেখানে, থাকুক দু'জনে, আমি ত' চরণ-দাসী।
মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা, সকল সমান বাসি॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে।
মোরে রাখি' মারি' সুখে থাকুক দু'জনে॥
ভকতিবিনোদ, আন নাহি জানে, পড়ি' নিজসখী-পায়।
রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত, যুগল-চরণ চায়॥

শ্রীউপদেশামৃত

(ক)

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥ ক॥

হরি হে!

প্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া, না দেখি' উপায় আর।
অগতির গতি, চরণে শরণ, তোমায় করিনু সার॥
করম গেয়ান, কিছু নাহি মোর, সাধন-ভজন নাই।
তুমি কৃপাময়, আমি ত' কাঙ্গাল, অহৈতুকী কৃপা চাই॥
বাক্য-মনোবেগ, ক্রোধ-জিহ্বা-বেগ, উদর-উপস্থ-বেগ।
মিলিয়া এ সব, সংসারে ভাসায়ে, দিতেছে পরমোদ্বেগ॥
অনেক যতনে, সে-সব দমনে, ছাড়িয়াছি আশা আমি।
অনাথের নাথ, ডাকি তব নাম, এখন ভরসা তুমি॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(খ)

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥খ॥

হরি হে!

অর্থের সঞ্চয়ে, বিষয়-প্রয়াসে, আন কথা প্রজল্পনে।
আন অধিকার, নিয়ম-আগ্রহে, অসৎসঙ্গ-সংঘটনে॥
অস্থির সিদ্ধান্তে, রহিনু মজিয়া, হরিভক্তি রৈল দূরে।
এ হৃদয়ে মাত্র, পরহিংসা-মদ, প্রতিষ্ঠা, শঠতা, স্ফুরে॥
এ সব আগ্রহ, ছাড়িতে নারিনু, আপন দোষেতে মরি'।
জনম বিফল, হইল আমার, এখন কি করি' হরি॥
আমি ত' পতিত, পতিত-পাবন, তোমার পবিত্র নাম।
সে-সম্বন্ধ ধরি', তোমার চরণে, শরণ লইনু হাম॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(গ)

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥ গ॥

হরি হে!

ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস, প্রেমলাভে ধৈর্য্য-ধন।
ভক্তি-অনুকূল, কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন, অসৎসঙ্গ-বিসর্জ্জন॥
ভক্তি-সদাচার, এই ছয় গুণ, নহিল আমার নাথ।
কেমনে ভজিব, তোমার চরণ, ছাড়িয়া মায়ার সাথ॥
গর্হিত আচারে, রহিলাম মজি', না করিনু সাধুসঙ্গ।
ল'য়ে সাধু-বেশ, আনে উপদেশি, এ বড় মায়ার রঙ্গ॥
এ হেন দশায়, অহৈতুকী কৃপা, তোমার পাইব, হরি।
শ্রীগুরু-আশ্রয়ে, ডাকিব তোমায়, কবে বা মিনতি করি'॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ঘ)

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥ ঘ॥

হরি হে!

দান-প্রতিগ্রহ, মিথো গুপ্ত-কথা, ভক্ষণ, ভোজন-দান।
সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়, ইহাতে ভক্তির প্রাণ॥
তত্ত্ব না বুঝিয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, অসতে এ সব করি'।
ভক্তি হারাইনু, সংসারী হইনু, সুদূরে রহিলে হরি॥
কৃষ্ণভক্ত-জনে, এ সঙ্গ-লক্ষণে, আদর করিব যবে।
ভক্তি-মহাদেবী, আমার হৃদয়-, আসনে বসিবে তবে॥
যোষিৎসঙ্গী জন, কৃষ্ণাভক্ত আর, দুঁহু-সঙ্গ পরিহরি'।
তব ভক্তজন-, সঙ্গ অনুক্ষণ, কবে বা হইবে হরি॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ-প্রতিগ্রহ—দানগ্রহণ; মিথো—পরস্পর; কৃষ্ণাভক্ত—কৃষ্ণপ্রতি ভক্তিহীন।

(ঙ)

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্য-হৃদমীপ্সিত-সঙ্গলব্ধ্যা॥ ঙ॥

হরি হে!
সঙ্গদোষ-শূন্য, দীক্ষিতাদীক্ষিত, যদি তব নাম গায়।
মানসে আদর, করিব তাঁহারে, জানি' নিজ-জন তা'য়॥
দীক্ষিত হইয়া, ভজে তুয়া পদ, তাঁহারে প্রণতি করি।
অনন্য-ভজনে, বিজ্ঞ যেই জন, তাঁহারে সেবিব, হরি॥
সর্ব্বভূতে সম, যে ভক্তের মতি, তাঁহার দর্শনে মানি।
আপনাকে ধন্য, সে-সঙ্গ পাইয়া, চরিতার্থ হইলুঁ জানি॥
নিষ্কপট মতি, বৈষ্ণবের প্রতি, এই ধর্ম্ম কবে পা'ব।
কবে এ সংসার-, সিন্ধু পার হ'য়ে, তব ব্রজপুরে যা'ব॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(চ)

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্ব্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥ চ॥

হরি হে!
নীরধর্ম্ম-গত, জাহ্নবী-সলিলে, পঙ্ক-ফেন দৃষ্ট হয়।
তথাপি কখন, ব্রহ্মদ্রব-ধর্ম্ম, সে সলিল না ছাড়য়॥
বৈষ্ণব-শরীর, অপ্রাকৃত সদা, স্বভাব-বপুর ধর্ম্মে।
কভু নহে জড়, তথাপি যে নিন্দে, পড়ে সে বিষমাধর্ম্মে॥
সেই অপরাধে, যমের যাতনা, পায় জীব অবিরত।
হে নন্দনন্দন! সেই অপরাধে, যেন নাহি হই হত॥

তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার, আমারে করুন দয়া।
তবে মোর গতি, হবে তব প্রতি, পা'ব তব পদছায়া॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ছ)

স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্ত-রসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥ছ॥

হরি হে!

তোমারে ভুলিয়া, অবিদ্যা-পীড়ায়, পীড়িত রসনা মোর।
কৃষ্ণনাম-সুধা, ভাল নাহি লাগে, বিষয়-সুখেতে ভোর॥
প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া, সে-নাম কীর্ত্তন করি।
সিতপল যেন, নাশি' রোগ-মূল, ক্রমে স্বাদু হয়, হরি!!
দুর্দ্দৈব আমার, সে নামে আদর, না হইল দয়াময়!
দশ অপরাধ, আমার দুর্দ্দৈব, কেমনে হইবে ক্ষয়॥
অনুদিন যেন, তব নাম গাই, ক্রমেতে কৃপায় তব।
অপরাধ যা'বে, নামে রুচি হ'বে, আস্বাদিব নামাসব॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থঃ- রসনা—জিহ্বা; সিতপল—মিছরীখণ্ড; নামাসব—নাম রূপ মধু।

(জ)

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনা-মনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥জ॥

হরি হে!

শ্রীরূপগোসাঞি, শ্রীগুরু-রূপেতে, শিক্ষা দিলা মোর কাণে।
'জান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল! রতি পা'বে নাম-গানে॥

কৃষ্ণনাম-রূপ-, গুণ-সুচরিত, পরম যতনে করি'।
রসনা-মানসে, করহ-নিয়োগ, ক্রম-বিধি অনুসরি'॥
ব্রজে করি' বাস, রাগানুগা হঞা, স্মরণ, কীর্ত্তন কর।
এ নিখিল কাল, করহ যাপন, উপদেশ-সার ধর॥"
হা! রূপগোসাঞি, দয়া করি' কবে, দিবে দীনে ব্রজবাসা।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ, হইতে দাসের আশা॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থঃ-রাগাত্মিক—'রাগাত্মিকা ভক্তি'-যুক্ত নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-পরিকর।

(ঝ)

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥ ঝ॥

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা 'মথুরা' নগরী।
জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি॥
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ 'বৃন্দাবন-ধাম'।
যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব-কাম॥
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ 'গোবর্দ্ধন-শৈল'।
গিরিধারি-গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল॥
গোবর্দ্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ 'রাধাকুণ্ড-তট'।
প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল-লম্পট॥
গোবর্দ্ধন-গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি'।
অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ—পুষ্পবাড়ী॥
নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর।
কুণ্ড-তীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার॥

(শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর)

(ঞ)

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥ ঞ॥

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী।
হরিপ্রিয়-জন বলি' গায় সব-ধর্ম্মী॥
কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরি-প্রিয়তর জন।
সুখভোগ-বুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন॥
জ্ঞানমিশ্র ভাব ছাড়ি' মুক্ত জ্ঞানী জন।
পর-ভক্তি সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হ'ন॥
ভক্তিমান্ জন হৈতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ॥
গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা।
সে রাধা-সরসী প্রিয় হয় তাঁ'র সমা॥
সে কুণ্ড-আশ্রয় ছাড়ি' কোন্ মূঢ় জন।
অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন??

(শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর)

(ট)

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা-
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি॥ ট॥

শ্রীমতী রাধিকা—কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি।
কৃষ্ণপ্রিয়-মধ্যে তাঁ'র সম নাহি ধনী॥
মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে।
গান্ধর্ব্বিকা-তুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে॥

নারদাদি-প্রিয়বর্গে যে প্রেম দুর্ল্লভ।
অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ॥
কিন্তু, রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে।
মধুর রসেতে তাঁ'র স্নানে সিদ্ধি ধরে॥
অপ্রাকৃত-ভাবে সদা যুগল-সেবন।
রাধা-পাদপদ্ম লভে সেই হরিজন॥
শ্রীবার্ষভানবী কবে দয়িতদাসেরে।
কুণ্ড-তীরে স্থান দিবে নিজ-জন ক'রে॥
'উপদেশামৃত' ধরি' রূপানুগ-ভাবে।
জীবন যাপিলে কৃষ্ণ-কৃপা সেই পা'বে॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের যে-সকল ভক্ত।
কৃষ্ণকৃপা লভিয়াছে গৃহস্থ-বিরক্ত॥
ভাবী-কালে, বর্ত্তমানে ভক্তের সমাজ।
সকলের পদরজঃ যাচে দীন আজ॥
ভকতিবিনোদ-প্রভু অনুগ যে-জন।
দয়িত-দাসের তা'র পদে নিবেদন॥
দয়া করি', দোষ হরি', বল 'হরি! হরি!'
'উপদেশামৃত'-বারি শিরোপরি ধরি'॥

(শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর)

শ্রীমনঃশিক্ষা

[শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতা]

১ (ক)

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥ ক॥

(ক ১)

ব্রজধাম নিত্যধন, রাধাকৃষ্ণ দুইজন,
লীলাবেশে একতনু হঞা।
ধামসহ গৌড়দেশে, প্রকট হইলা এসে',
নিজ নিত্য-পারিষদ লঞা॥
মন, তুমি সত্য বলি' জান।
নবদ্বীপে গৌরহরি, নাম-সঙ্কীর্ত্তন করি',
প্রেমামৃত গৌড়ে কৈল দান॥
সন্ন্যাসের ছল করি', নীলাচলে সেই হরি,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যতীশ্বর।
দামোদর, রামানন্দ, লয়ে করি' পরানন্দ,
গূঢ়তত্ত্ব জানায় বিস্তর॥
রঘুনাথে সেই তত্ত্ব, শিখাইয়া পরমার্থ,
পাঠাইলা শ্রীরূপের কাছে।
শ্রীদাসগোস্বামী ব্রজে, রূপসহ কৃষ্ণ-ভ'জে,
'মনঃশিক্ষা'-শ্লোক লিখিয়াছে॥
তাঁহার দাসের দাস, হৈতে যা'র বড় আশ,
এ **ভক্তিবিনোদ** অকিঞ্চন।
'মনঃশিক্ষা ভাষা' গায়, যথা শুদ্ধভক্ত পায়,
দয়া করি' করেন শ্রবণ॥

(ক ২)

গুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসী জনে,
শুদ্ধভক্তে, আর বিপ্রগণে।
ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, যুগল-ভজন-কামে,
কর রতি অপূর্ব্ব যতনে॥
ধরি, মন, চরণে তোমার।

জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর,
নাহি ঘুচে জীবের সংসার॥
কর্ম্ম জ্ঞান তপঃ যোগ, সকলই ত' কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।
সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁ'র কৃপা ভক্তি দিতে পারে॥
ছাড়ি' দম্ভ অনুক্ষণ, স্মর অষ্টতত্ত্ব, মন,
কর তাহে নিষ্কপট রতি।
সেই রতি-প্রার্থনায়, শ্রীদাসগোস্বামি-পায়,
এ **ভক্তিবিনোদ** করে নতি॥

(খ)

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥ খ॥

'ধর্ম্ম' বলি বেদে যারে, এতেক প্রশংসা করে,
'অধর্ম্ম' বলিয়া নিন্দে যা'রে।
তাহা কিছু নাহি কর, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহর,
হও রত নিগূঢ় ব্যাপারে॥
যাচি' মন, ধরি' তব পায়।
সে-সকল পরিহরি', ব্রজভূমে বাস করি',
রত হও যুগলসেবায়॥
শ্রীশচীনন্দন-ধনে, শ্রীনন্দনন্দন-সনে,
এক করি' করহ ভজন।
শ্রীমুকুন্দ-প্রিয়জন, গুরুদেবে জান মন,
তোমা' লাগি' পতিতপাবন॥
জগতে প্রকট, ভাই, তাঁহা বিনা গতি নাই,
যদি চাও আপন কুশল।

তাঁহার চরণে ধরি', তদাদেশ সদা স্মরি',
এ ভক্তিবিনোদে দেহ বল॥

(গ)

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ॥গ॥

রাগাবেশে ব্রজধাম-, বাসে যদি তীব্র কাম,
থাকে তব হৃদয়-ভিতরে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস, পরিচর্য্যা-সুলালস,
হও যদি নিতান্ত অন্তরে॥
বলি তবে, শুন, মম মন।
ভজন চতুরবর, শ্রীস্বরূপদামোদর,
প্রভুসেবা যাঁহার জীবন॥
সগণ শ্রীরূপ—যিনি, রসতত্ত্ব-জ্ঞানমণি,
লীলাতত্ত্ব যে কৈল প্রকাশ।
তাঁহার অগ্রজ ভাই, যাঁহার সমান নাই,
বর্ণিল যে যুগলবিলাস॥
সেই সব মহাজনে, স্পষ্টপ্রেম-বিজ্ঞাপনে,
স্মর, মন তুমি নিরন্তর।
ভক্তিবিনোদের নতি, মহাজনগণ-প্রতি,
বিজ্ঞাপিত করহ সত্বর॥

(ঘ)

অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্ব-হরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্রা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্মরতি-মণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ॥ঘ॥

কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন, 'অসদ্বার্ত্তা' বলি' জান,
সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।
শ্রীকৃষ্ণবিষয়া মতি, জীবের দুর্ল্লভ অতি,
সেই বেশ্যা মতি লয় হরি'॥
শুন, মন, বলি হে তোমায়।
'মুক্তি'-নামে শার্দ্দূলিনী, তা'র কথা যদি শুনি,
সর্ব্বাত্মসম্পত্তি গিলি' খায়॥
তদুভয় ত্যাগ কর, মুক্তিকথা পরিহর,
লক্ষ্মীপতি-রতি রাখ দূরে।
সে-রতি প্রবল হ'লে, পরব্যোমে দেয় ফেলে,
নাহি দেয় বাস ব্রজপুরে॥
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-রতি, অমূল্য-ধনদ অতি,
তা'ই তুমি ভজ চিরদিন।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, সেই রতি প্রার্থনায়,
এ ভক্তিবিনোদ দীন হীন॥

(ঙ)

অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতিব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধ্বা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ॥ ঙ॥

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ- মদ-মৎসরতা-সহ,
জীবের জীবনপথে বসি'।
অসচ্চেষ্টা-রজ্জুফাঁসে, পথিকের ধর্ম্ম নাশে,
প্রাণ ল'য়ে করে কষাকষি॥
মন, তুমি ধর বাক্য মোর।
এই সব বাটপাড়, অতিশয় দুর্নিবার,
যখন ঘেরিয়া করে জোর॥

আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লঞা,
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়।
বকশত্রু-সেনাগণে, কৃপা করি' নিজজনে,
যা'তে করে উদ্ধার তোমায়॥
বাটপাড় ছয়জন, অসচ্চেষ্টা-রজ্জুগণ,
দিয়া গলে করিল বন্ধন।
প্রাণবায়ু গতপ্রায়, রূপ-রঘুনাথ, হায়,
কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ॥

(চ)

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎ-কপট-কুটিনাটী-ভর-খর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধরপদ-প্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়॥ চ॥

কাম-ক্রোধ-আদি করি', বাহিরে সে-সব অরি,
আছে এক গূঢ়শত্রু তব।
'কপটতা'-নাম তা'র, তা'হে কুটিনাটী ভার,
খরমূর্ত্তি পরম কিতব॥
ওরে মন, গূঢ় কথা ধর।
সেই খরমূত্রে ভু'লে, স্নান করি' কুতূহলে,
'পবিত্র' বলিয়া মনে কর॥
বনে বা গৃহে বা থাক, সেই খরে দূরে রাখ,
যা'র মূত্রে তুমি আমি জ্বলি।
ছাড়িয়া কাপট্য-বশ, যুগল-বিলাসরস-,
সাগরে করহ স্নানকেলি॥
রূপ-রঘুনাথ-পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দেখিতে যুগল-রসসিন্ধু।

জীবন সার্থক করে, সর্ব্বজীব-চিত্ত হরে,
সেই সাগরের এক বিন্দু॥

শব্দার্থঃ-খর—গাধা; কিতব—বঞ্চক।

(ছ)

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ॥ ছ॥

কপটতা হৈলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পুর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে॥
শুন মন, নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম-, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্ত্তন॥
কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি', প্রভুপ্রেষ্ঠ-পদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর॥
তেঁহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া॥

(জ)

যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।

যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাঙ্ক্ষা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥ জ॥

ব্রজভূমি চিন্তামণি, চিদানন্দ-রত্নখনি,
যথা নিত্য রসের বিলাস।
'জীবে দিব গূঢ় ধন', চিন্তি' কৃষ্ণ বৃন্দাবন,
জড়ে আনি' করিল প্রকাশ॥
কৃষ্ণ মোর দয়ার সাগর।
তুমি মন, ব্রজধাম, ভ্রমি' ভ্রমি' অবিরাম,
ডাক কৃষ্ণে হইয়া কাতর॥
অবিদ্যা-বিলাসবশে, ছিলে তুমি জড়রসে,
দুষ্টতা হৃদয়ে পাইল স্থান।
হৈলে তুমি শঠরাজ, ভুলিলে আপন কাজ,
হৃদয়ে বরিলে অভিমান॥
এবে উপদেশ শুন, গাইয়া যুগল-গুণ,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে করহ রোদন।
দয়া করি' গিরিধর, শুনিয়া কাকুতি-স্বর,
তবে দোষ করিবে শোধন॥
উজ্জ্বল-রসের প্রীতি, শ্রীরাধাভজন-নীতি,
অনায়াসে দিবেন আমায়।
রূপ-রঘুনাথ মোরে, কৃপা করি' অতঃপরে,
এই তত্ত্ব গোপনে শিখায়॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ঝ)

মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং মন্নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাম্।
বিশাখাং শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ॥ ঝ॥

ব্রজবন-সুধাকর, ব্রজবনের ঈশ্বর,
ব্রজেশ্বরী আমার ঈশ্বরী।
ললিতা তাঁহার সখী, তুল্য তা'র নাহি লিখি,
বিশাখা শিক্ষিকা-পদ ধরি॥
এইভাবে ভাব, ওরে মন।
রাধাকুণ্ড-সরোবর, গোবর্দ্ধন-গিরীশ্বর,
রতিপ্রদ-তত্ত্ব তদীক্ষণ॥
ব্রজে গোপীদেহ ধরি', মঞ্জরী আশ্রয় করি',
প্রাপ্ত-সেবা কর সম্পাদন।
মঞ্জরীর কৃপা হ'বে, সখীর চরণ পা'বে,
সখী দেখাইবে নিত্যধন॥
প্রহরে প্রহরে আর, দণ্ডে দণ্ডে সেবাসার,
করিয়া যুগলধনে ডাক।
সকল অনর্থ যা'বে, চিদ্বিলাস-রস পা'বে,
ভক্তিবিনোদের কথা রাখ॥

শব্দার্থ ঃ-সুধাকর—চন্দ্র; ব্রজেশ্বরী—শ্রীরাধা; তদীক্ষণ—তাঁহার দর্শন।

(ঞ)

রতিং গৌরীলীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলীমুখ-নবীন-ব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্ যা তাং হরিদয়িত-রাধাং ভজ মনঃ॥ ঞ॥

সৌন্দর্য্য-কিরণমালা, জিনে রতি, গৌরী, লীলা,
অনায়াসে স্বরূপবৈভবে।
শচী, লক্ষ্মী, সত্যভামা, যত ভাগ্যবতী রামা,
সৌভাগ্য-বলনে পরাভবে॥
ভজ মন, চরণ তাঁহার।

চন্দ্রাবলী-মুখ যত, নবীনা নাগরী শত,
বশীকারে করে তিরস্কার॥
সে যে কৃষ্ণ-প্রাণেশ্বরী, কৃষ্ণ-প্রাণাহ্লাদকরী,
হ্লাদিনী স্বরূপশক্তি সতী।
তাঁহার চরণ ত্যজি', যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভজি,
কোটীযুগে কৃষ্ণগেহে গতি॥
সখীকৃপা-ভেলা ধরি', প্রেমসিন্ধুমাঝে চরি',
বৃষভানুনন্দিনী-চরণে।
কবে বা পড়িয়া র'ব, ঈশ্বরীর কৃপা পা'ব,
গণিত হইব নিজজনে॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থঃ-চন্দ্রাবলী-মুখ—চন্দ্রাবলী প্রমুখ গোপীগণ; কৃষ্ণগেহে—কৃষ্ণগৃহে বা কৃষ্ণস্থানে।

(ট)

সমং শ্রীরূপেণ স্মর-বিবশ-রাধাগিরিভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎসেবা-লভন-বিধয়ে তদ্‌গণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যা-ধ্যান-শ্রবণ-নতি পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ॥ট॥

ব্রজের নিকুঞ্জ-বনে, রাধাকৃষ্ণ সখীসনে,
লীলারসে নিত্য থাকে ভোর।
সেই দৈনন্দিন-লীলা, বহুভাগ্যে যে সেবিলা,
তাহার ভাগ্যের বড় জোর॥
মন, যদি চাহ সেই ধন।
শ্রীরূপের সঙ্গ ল'য়ে, তাঁ'র অনুচরী হ'য়ে,
কর' তাঁ'র নির্দ্দিষ্ট ভজন॥
হৃদয়ে রাগের ভাবে, কালোচিত সেবা পা'বে,
সদা রসে রহিবে মজিয়া।

বাহিরে সাধন-দেহ, করিবে ভজন-গেহ,
নিঃসঙ্গে বা সাধুসঙ্গ লঞা॥
যুগল-পূজন, ধ্যান, নতি, শ্রুতি, সঙ্কীর্ত্তন,
পঞ্চামৃতে সেব গোবর্দ্ধনে।
রূপ-রঘুনাথ পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দৃঢ়মতি এরূপ ভজনে॥

শব্দার্থঃ-ভজনগেহ—ভজনের গৃহ; নতি—প্রণতি; শ্রুতি—শ্রবণ।

(ঠ)

মনঃশিক্ষাদৈকাদশক-বরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত-সর্ব্বার্থততি যঃ।
সযূথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজনরত্নং স লভতে॥ ঠ॥

[রূপ-রঘুনাথানুগ 'মনঃশিক্ষা-ভাষা'। মধুর বচনে গাও সর্ব্বার্থ-বিকাশা॥
লভ সবে—শ্রীরূপের আনুগত্য-ধন। গোকুলের রাধাকৃষ্ণ-ভজন-রতন॥]

উপদেশ (মনঃশিক্ষা)

২ (ক)

মন রে, কেন মিছে ভজিছ অসার?
ভূতময় এ সংসার, জীবের পক্ষেতে ছার,
অমঙ্গল-সমুদ্র অপার॥
ভূতাতীত শুদ্ধজীব, নিরঞ্জন সদা শিব,
মায়াতীত প্রেমের আধার।
তব শুদ্ধসত্তা তাই, এ জড়-জগতে ভাই,
কেন মুগ্ধ হও বার বার??
ফিরে দেখ একবার, আত্মা অমৃতের ধার,
তা'তে বুদ্ধি উচিত তোমার।
তুমি আত্মা-রূপী হ'য়ে, শ্রীচৈতন্য-সমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবনে থাক অনিবার॥

নিত্যকাল সখীসঙ্গে, পরানন্দ-সেবারঙ্গে,
যুগল-ভজন কর' সার।
এ-হেন যুগল-ধন, ছাড়ে যেই মূর্খজন,
তা'র গতি নাহি দেখি আর॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থঃ-ভূতাতীত—পঞ্চভূতের অতীত; নিরঞ্জন—জড় উপাধিহীন; সদা শিব—সদা মঙ্গলময়।

(খ)

মন, তুমি ভালবাস কামের তরঙ্গ।
জড়কাম পরিহরি', শুদ্ধকাম সেবা করি',
বিস্তারহ অপ্রাকৃত রঙ্গ॥
অনিত্য জড়ীয় কাম, শান্তিহীন অবিশ্রাম,
নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ॥
কামের সামগ্রী চাও, তবু তাহা নাহি পাও,
পাইলেও ছাড়ে তব সঙ্গ॥
তুমি সেবা কর' যা'রে, সে তোমা' ভজিতে নারে,
দুঃখে জ্বলে বিনোদের অঙ্গ।
ছাড়' তবে মিছা-কাম, হও তুমি সত্যকাম,
ভজ বৃন্দাবনের অনঙ্গ॥
যাঁহার কুসুম-শরে, তব নিত্য-কলেবরে,
ব্যাপ্ত হ'বে প্রেম অন্তরঙ্গ॥

শব্দার্থঃ-অনঙ্গ—কামদেব, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ; কুসুম-শর—পুষ্পবাণ।

(গ)

মন রে, তুমি বড় সন্দিগ্ধ-অন্তর।
আসিয়াছ এ সংসারে, বদ্ধ হ'য়ে জড়াধারে,
জড়াসক্ত হ'লে নিরন্তর॥
ভুলিয়া স্বকীয় ধাম, সেবি' জড়গত কাম,
জড় বিনা না দেখ অপর।

তোমার তুমিত্ব যিনি, আচ্ছাদিত হ'য়ে তিনি,
লুপ্তপ্রায় দেহের ভিতর॥
তুমি ত' জড়ীয় জ্ঞান, সদা করিতেছ ধ্যান,
তাহে সৃষ্টি কর' চরাচর।
এ দুঃখ কহিব কা'রে, নিত্যপতি-পরিহারে,
তুচ্ছতত্ত্বে করিলে নির্ভর॥
নাহি দেখ আত্মতত্ত্ব, ছাড়ি' দিলে শুদ্ধসত্ত্ব,
আত্মা হ'তে নিলে অবসর।
আত্মা আছে কি না আছে, সন্দেহ তোমার কাছে,
ক্রমে ক্রমে পাইল আদর॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে, পড়িয়া জড়ের ভ্রমে,
আপনা আপনি হ'লে পর।
এবে কথা রাখ মোর, নাহি হও আত্মচোর,
সাধুসঙ্গ কর' অতঃপর॥
বৈষ্ণবের কৃপাবলে, সন্দেহ যাইবে চ'লে,
তুমি পুনঃ হইবে তোমার।
পা'বে বৃন্দাবন-ধাম, সেবিবে শ্রীরাধাশ্যাম,
পুলকাশ্রুময় কলেবর॥
ভক্তিবিনোদের ধন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
তাহে রতি রহুঁ নিরন্তর॥

(ঘ)

মন, তুমি বড়ই পামর।
তোমার ঈশ্বর হরি, তাঁ'কে কেন পরিহরি',
কামমার্গে ভজ' দেবান্তর??
পরব্রহ্ম এক তত্ত্ব, তাঁহাতে সঁপিয়া সত্ত্ব,
নিষ্ঠাগুণে করহ আদর।
আর যত দেবগণ, 'মিশ্রসত্ত্ব' অগণন,
নিজ নিজ কার্য্যের ঈশ্বর॥

সে-সবে সম্মান করি', ভজ' একমাত্র হরি,
যিনি সর্ব্ব-ঈশ্বর-ঈশ্বর।
মায়া যাঁ'র ছায়াশক্তি, তাঁ'তে ঐকান্তিকী ভক্তি,
সাধি' কাল কাট নিরন্তর॥
মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর।
হরিভক্তি আছে যাঁ'র, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁ'র,
ভক্তে সবে করেন আদর॥
বিনোদ কহিছে—মন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ভজ ভজ ভজ নিরন্তর॥

শব্দার্থঃ-দেবান্তর—অন্যদেব; **সত্ত্ব**—চিত্ত।

(ঙ)

মন, তব কেন এ সংশয়?
জড়-প্রতি ঘৃণা করি', ভজিতে প্রেমের হরি,
স্বরূপ লক্ষিতে কর' ভয়॥
স্বরূপ করিতে ধ্যান, পাছে জড় পায় স্থান,
এই ভয়ে ভাব' ব্রহ্মময়।
নিরাকার নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী সনাতন,
অস্বরূপ করিছ নিশ্চয়॥
অভাব-ধর্ম্মের বশে, স্বভাব না চিত্তে পশে,
ভাবের অভাব তাহে হয়।
ত্যজ এই তর্কপাশ, পরানন্দ-পরকাশ,
কৃষ্ণচন্দ্রে করহ আশ্রয়॥
সচ্চিৎ-আনন্দময়, কৃষ্ণের স্বরূপ হয়,
সর্ব্বানন্দ-মাধুর্য্য-নিলয়।
সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ রূপ, এই এক অপরূপ,
সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মে তাহা নয়॥

অতএব ব্রহ্ম তাঁ'র, অঙ্গকান্তি সুবিস্তার,
বৃহৎ বলিয়া তাঁ'রে কয়।
ব্রহ্ম পরব্রহ্ম যেই, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ সেই,
বিনোদের যাহাতে প্রণয়॥

শব্দার্থঃ-স্বরূপ—সবিশেষ; **অস্বরূপ**—নির্ব্বিশেষ।

(চ)

মন, তুমি পড়িলে কি ছার?
নবদ্বীপে পাঠ করি', ন্যায়রত্ন নাম ধরি',
ভেকের কচকচি কৈলে সার॥
'দ্রব্য'াদি পদার্থজ্ঞান, 'ছল'াদি নিগ্রহ-স্থান,
'সমবায়' করিলে বিচার।
তর্কের চরম ফল, ভয়ঙ্কর হলাহল,
নাহি বিচারিলে দুর্নিবার॥
হৃদয় কঠিন হ'ল, ভক্তি-বীজ না বাড়িল,
কিসে হ'বে ভবসিন্ধু পার?
অনুমিলে যে ঈশ্বর, সে কুলালচক্রধর,
সাধন কেমনে হ'বে তাঁ'র??
সহজ-সমাধি ত্যজি', 'অনুমিতি' মান ভজি',
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার।
সে হৃদয়ে কৃষ্ণধন, নাহি পান সুখাসন,
অহো, ধিক্ সেই তর্ক ছার॥
অন্যায় ন্যায়ের মত, দূর কর অবিরত,
ভজ কৃষ্ণচন্দ্র সারাৎসার॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ-**ছলাদি নিগ্রহ-স্থান**—ন্যায়শাস্ত্রে ১৬ প্রকার পদার্থের অন্তর্গত ছল, জাতি, নিগ্রহ, প্রভৃতি; **সমবায়**—(উক্ত দর্শনে) অবয়বীর সহিত অবয়ব ইত্যাদি যে-সম্বন্ধ, যেমন বস্ত্রের সহিত সূত্রের; **কুলাল-চক্র**—

কুমারের চাক, এই মতে ঈশ্বরকে কুম্ভকার-তুল্য দৃশ্য জগতের স্রষ্টারূপে মাত্র বিচার; **অনুমিতি মান**—'অনুমান' নামক 'প্রমাণ'।

(ছ)

মন, যোগী হ'তে তোমার বাসনা।
যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন, নিয়ম-যম-সাধন,
প্রাণায়াম, আসন-রচনা॥
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধৃতি, সমাধিতে হ'লে ব্রতী,
ফল কিবা হইবে বল না।
দেহ-মন শুষ্ক করি', রহিবে কুম্ভক ধরি',
ব্রহ্মাত্মতা করিবে ভাবনা॥
অষ্টাদশ সিদ্ধি পা'বে, পরমার্থ ভুলে যা'বে,
ঐশ্বর্য্যাদি করিবে কামনা।
স্থূল-জড় পরিহরি', সূক্ষ্মেতে প্রবেশ করি',
পুনরায় ভুগিবে যাতনা॥
আত্মা নিত্য শুদ্ধধন, হরিদাস-অকিঞ্চন,
যোগে তা'র কি ফল ঘটনা।
কর' ভক্তি-যোগাশ্রয়, না থাকিবে কোন ভয়,
সহজ অমৃত সম্ভাবনা॥
বিনোদের এ মিনতি, ছাড়ি' অন্য যোগগতি,
কর' রাধাকৃষ্ণ-আরাধনা॥

(জ)

ওহে ভাই, মন কেন ব্রহ্ম হ'তে চায়।
কি আশ্চর্য্য ক'ব কা'কে, সদোপাস্য বল যাঁ'কে,
তাঁ'তে কেন আপনে মিশায়॥
বিন্দু নাহি হয় সিন্ধু, বামন না স্পর্শে ইন্দু,
রেণু কি ভূধর-রূপ পায়?
লাভ মাত্র অপরাধ, পরমার্থ হয় বাধ,
সাযুজ্যবাদীর হায় হায়॥

এ হেন দুরন্ত বুদ্ধি, ত্যজি' কর' সত্ত্বশুদ্ধি,
অন্বেষহ প্রীতির উপায়।
'সাযুজ্য'-'নির্ব্বাণ'-আদি, শাস্ত্রে শব্দ দেখ যদি,
সে-সব ভক্তির অঙ্গে যায়॥
কৃষ্ণপ্রীতি-ফলময়, 'তত্ত্বমসি' আদি হয়,
সাধক চরমে কৃষ্ণ পায়।
অখণ্ড আনন্দময়, বৃন্দাবন কৃষ্ণালয়,
পরব্রহ্ম-স্বরূপ জানায়॥
তা' হ'তে কিরণ জাল, ব্রহ্মরূপে শোভে ভাল,
মায়িক জগৎ চমকায়।
মায়াবদ্ধ জীব তাহে, নির্বৃত হইতে চাহে,
সূর্য্যাভাবে খদ্যোতের প্রায়॥
যদি কভু ভাগ্যোদয়ে, সাধু-গুরু-সমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবন সম্মুখেতে ভায়।
কৃষ্ণাকৃষ্ট হ'য়ে তবে, ক্ষুদ্ররস-অনুভবে,
ব্রহ্ম ছাড়ি' পরব্রহ্মে ধায়॥
শুকাদির সুজীবন, কর' ভাই আলোচন,
এ দাস ধরিছে তব পায়॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থঃ-সাযুজ্য—ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া নিত্য সেবা; নির্ব্বাণ—নিরতিশয় সুখ; তত্ত্বমসি—'তস্য ত্বম্ অসি' অর্থাৎ তুমি তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) হও; চমকায়—প্রকাশিত হয়; নির্বৃত—সুখী; খদ্যোত—জোনাকী পোকা; শুকাদির সুজীবন—শ্রীশুক, শ্রীসনকাদি জন্মাবধি ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেও কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের কৃষ্ণভজন।

(ঝ)

মন রে, কেন আর বর্ণ-অভিমান।
মরিলে পাতকী হ'য়ে, যমদূতে যা'বে ল'য়ে,
না করিবে জাতির সম্মান॥

যদি ভাল কর্ম্ম কর', স্বর্গভোগ অতঃপর,
তা'তে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুইজনে, দণ্ড পা'বে এক সনে,
জন্মান্তরে সমান বিধান॥
তবে কেন অভিমান, ল'য়ে তুচ্ছ বর্ণ-মান,
মরণ অবধি যা'র মান।
উচ্চ বর্ণপদ ধরি', বর্ণান্তরে ঘৃণা করি',
নরকের না কর সন্ধান॥
সামাজিক মান ল'য়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে,
বৈষ্ণবে না কর' অপমান।
আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান্॥
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, সাধ তুমি যথাশক্তি,
সোনায় সোহাগা পা'বে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র, সর্ব্বলাভ ইহামুত্র,
বিনোদ করিবে স্তুতিগান॥

শব্দার্থ ঃ-সূত্র—পৈতা; ইহামুত্র—ইহলোক-পরলোক।

(ঞ)

মন রে, কেন কর বিদ্যার গৌরব।
স্মৃতিশাস্ত্র, ব্যাকরণ, নানা-ভাষা-আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ॥
কিন্তু দেখ চিন্তা করি', যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
কৃষ্ণ-প্রতি অনুরক্তি, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হ'তে তাহা অসম্ভব॥

বিদ্যায় মার্জ্জন তা'র, কভু কভু অপকার,
জগতেতে করি অনুভব।
যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণরতি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর জান' সব॥
ভক্তি-বাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর' অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তা'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব॥

শব্দার্থ ঃ- রৌরব—নরক-বিশেষ; অকৈতব—অকপট।

(ট)

রূপের গৌরব কেন ভাই?

অনিত্য এ কলেবর, কভু নহে স্থিরতর,
শমন আইলে কিছু নাই।
এ অঙ্গ শীতল হ'বে, আঁখি স্পন্দহীন র'বে,
চিতার আগুনে হ'বে ছাই॥
যে মুখসৌন্দর্য্য হের, দর্পণেতে নিরন্তর,
শ্ব-শিবার হইবে ভোজন।
যে বস্ত্রে আদর কর', যেবা আভরণ পর',
কোথা সব রহিবে তখন??
দারা সুত বন্ধু সবে, শ্মশানে তোমারে ল'বে,
দগ্ধ করি' গৃহেতে আসিবে।
তুমি কা'র, কে তোমার, এবে বুঝি' দেখ সার,
দেহ-নাশ অবশ্য ঘটিবে॥
সুনিত্য-সম্বল চাও, হরিগুণ সদা গাও,
হরিনাম জপহ সদাই।
কুতর্ক ছাড়িয়া মন, কর কৃষ্ণ-আরাধন,
বিনোদের আশ্রয় তাহাই॥

শব্দার্থ ঃ- শমন—মৃত্যু; শ্ব-শিবা—কুকুর-শৃগাল; আভরণ—অলংকার।

(ঠ)

মন রে, ধনমদ নিতান্ত অসার।
ধন জন বিত্ত যত, এ দেহের অনুগত,
দেহ গেলে সে-সকল ছার॥
বিদ্যার যতেক চেষ্টা, চিকিৎসক উপদেষ্টা,
কেহ দেহ রাখিবারে নারে।
অজপা হইলে শেষ, দেহ মাত্র অবশেষ,
জীব নাহি থাকেন আধারে॥
ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ।
ধনে নাহি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ,
অতএব কি করিবে ধন॥
যদি থাকে বহু ধন, নিজে হ'বে অকিঞ্চন,
বৈষ্ণবের কর উপকার।
জীবে দয়া অনুক্ষণ, রাধাকৃষ্ণ-আরাধন,
কর সদা হ'য়ে সদাচার॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ-অজপা—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-রূপী স্বাভাবিক জপ, যাহা সাধন-রূপে জপনীয় নহে, অর্থাৎ প্রাণবায়ু; ধরামর—ধরায় অমর।

(ড)

মন, তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেন চাও?
বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত,
দম্ভ পূজি' শরীর নাচাও॥
আমার বচন ধর, অন্তর বিশুদ্ধ কর,
কৃষ্ণামৃত সদা কর পান।
জীবন সহজে যায়, ভক্তি বাধা নাহি পায়,
তদুপায় করহ সন্ধান॥

অনায়াসে যাহা পাও, তাহে তুষ্ট হ'য়ে যাও,
আড়ম্বরে না কর' প্রয়াস।
পূর্ণবস্ত্র যদি নাই, কৌপীন পর হে ভাই,
শীতবস্ত্র কন্থা বহির্ব্বাস॥
অগুরু চন্দন নাই, মৃত্তিকা-তিলক ভাই,
হারের বদলে ধর মালা।
এইরূপে আশা-পাশ, সুখাদির কুবিলাস,
খর্ব্বি' ছাড় সংসারের জ্বালা॥
সন্ন্যাস-বৈরাগ্য-বিধি, সেহ আশ্রমের নিধি,
তাহে কভু না কর আদর।
সে-সব আদরে ভাই, সংসারে নিস্তার নাই,
দাম্ভিকের লিঙ্গ নিরন্তর॥
তুমি ত' চৈতন্যদাস, হরিভক্তি তব আশ,
আশ্রমের লিঙ্গে কিবা ফল।
বৈষ্ণবের পরিচয়, আবশ্যক নাহি হয়,
আড়ম্বরে কভু নাহি যাও।
বিনোদের নিবেদন, রাধাকৃষ্ণ-গুণগণ,
ফুকারি' ফুকারি' সদা গাও॥

শব্দার্থ ঃ-খর্ব্বি—খর্ব্ব করিয়া অর্থাৎ অল্প করিয়া, এস্থলে দূর করিয়া; **লিঙ্গ**—চিহ্ন; **ফুকারি'**—উচ্চস্বরে বলিয়া।

(ঢ)

মন, তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিয়া,
দ্বারাবতী আর আছে যত॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে।
সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্তস্থির তীর্থে নাহি করে॥

তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সে-স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তি দাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥
বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত॥

(৭)

দেখ মন, ব্রতে যেন না হও আচ্ছন্ন।
কৃষ্ণভক্তি আশা করি', আছ নানা ব্রত ধরি',
রাধাকৃষ্ণে করিতে প্রসন্ন॥
ভক্তি যে সহজ তত্ত্ব, চিত্তে তা'র আছে সত্ত্ব,
তাহার সমৃদ্ধি তব আশ।
দেখিবে বিচার করি', সু-কঠিন ব্রত ধরি',
সহজের না কর বিনাশ॥
কৃষ্ণ-অর্থে কায়ক্লেশ, তা'র ফল আছে শেষ,
কিন্তু তাহা সামান্য না হয়।
ভক্তির বাধক হ'লে, ভক্তি আর নাহি ফলে,
তপঃফল হইবে নিশ্চয়॥
কিন্তু ভেবে দেখ ভাই, তপস্যায় কাজ নাই,
যদি হরি আরাধিত হ'ন।

ভক্তি যদি না ফলিল, তপস্যার তুচ্ছ ফল,
বৈষ্ণব না লয় কদাচন॥
ইহাতে যে গূঢ় মর্ম্ম, বুঝ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম,
পাত্রভেদে অধিকার ভিন্ন।
বিনোদের নিবেদন, বিধিমুক্ত অনুক্ষণ,
সারগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণপ্রপন্ন॥

শব্দার্থ ঃ-সত্ত্ব—অস্তিত্ব; কৃষ্ণ-অর্থে—কৃষ্ণ লাগিয়া; শেষ—পরিণাম; শ্রীকৃষ্ণপ্রপন্ন—শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত ব্যক্তি।

(ত)

মন, তুমি বড়ই চঞ্চল।
একান্ত সরল ভক্ত-, জনে নহ অনুরক্ত,
ধূর্ত্তজনে আসক্তি প্রবল॥
বুজ্‌রুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই,
তা'র সঙ্গ তোমারে নাচায়।
ক্রূর-বেশ দেখ যা'র, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার,
ভক্তি করি, পড় তা'র পায়॥
ভক্ত-সঙ্গ হয় যাঁ'র, ভক্তিফল ফলে তাঁ'র,
অকৈতবে শান্তভাব ধর।
চঞ্চলতা ছাড়ি' মন, ভজ কৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ধূর্ত্তসঙ্গ দূরে পরিহর॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ-বুজ্‌রুগী—অলৌকিক ঋর্ষ্যের নামে ধূর্ত্তত্ব; ক্রূর-বেশ—শিরোস্থি, জটাভস্মাদি ধারণ।

(থ)

মন, তোরে বলি এ বারতা।
অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক-পা-য়,
বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা॥
সম্প্রদায়ে দোষ-বুদ্ধি, জানি' তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।

না নিলে তিলক-মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান॥
পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজমত প্রচারিয়া,
নিজে অবতার-বুদ্ধি ধরি'।
ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রমদৃষ্টি করি'॥
ফোঁটা দীক্ষা মালা ধরি', ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে তোমার বিরাগ।
মহাজন-পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ-প্রতি ছাড় অনুরাগ॥
এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' লৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হ'বে উপায়॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(দ)

কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল 'প্রেম-প্রেম', বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্ফ অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছাপ্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া॥
প্রেমের সাধন—'ভক্তি', তা'তে নৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে?
দশ-অপরাধ ত্যজি', নিরন্তর নাম ভজি',
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে॥

না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি',
দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন॥
অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম'-নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ-হেম—স্বর্ণ; **শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন**—কোন দ্রব্য ছাড়াই আঁচলে গাঁট বাঁধা।

(ধ)

কেন মন, কামেরে নাচাও প্রেম-প্রায়?
চর্ম্মমাংসময় কাম, জড়সুখ অবিরাম,
জড় বিষয়েতে সদা ধায়॥
জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম, চিৎস্বরূপে প্রেম-মর্ম্ম,
তাহার বিষয়মাত্র হরি।
কাম-আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্ত-প্রায়,
প্রেমে জাগাও কাম দূর করি'॥
শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া-রঙ্গে,
নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-উদয়।
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপজয়॥

ইহাতে যতন যা'র, সেই পায় প্রেমসার,
ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে।
এ-ক্রম-সাধনে ভয়, কেন কর' দুরাশয়,
কামে প্রেম কভু নাহি লাগে॥
নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর' পরিহার,
ছাড়' ভাই অপরাধ-দোষ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ- **প্রাদুর্ভাব**—আবির্ভাব; **ভায়**—প্রকাশ পায়।

মনঃশিক্ষা

৩ (ক)

ভজ ভজ হরি, মন দৃঢ় করি', মুখে বোল তাঁ'র নাম।
ব্রজেন্দ্রনন্দন, গোপী-প্রাণধন, ভুবনমোহন শ্যাম॥
কখন মরিবে, কেমনে তরিবে, বিষম শমন ডাকে।
যাঁহার প্রতাপে, ভুবন কাঁপয়ে, না জানি মর বিপাকে॥
কুল-ধন পাইয়া, উনমত হৈয়া, আপনাকে জান বড়।
শমনের দূতে, ধরি' পায়ে হাতে, বাঁধিয়া করিবে জড়॥
কিবা যতি,সতী, কিবা নীচ জাতি, যেই হরি নাহি ভজে।
তবে জনমিয়া, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, রৌরব-নরকে মজে॥
এ দাস **লোচন**, ভাবে অনুক্ষণ, বৃথাই জনম গেল।
হরি না ভজিনু, বিষয়ে মজিনু, হৃদয়ে রহল শেল॥

(খ)

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্ল্লভ মানব-, জনম সৎসঙ্গে, তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥

শীত-আতপ, বাত-বরিষণ এ দিন যামিনী জাগি' রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখ-লব লাগি' রে॥
এ ধন, যৌবন, পুত্র-পরিজন ইথে কি আছে পরতীতি রে।
কমলদল-জল, জীবন টলমল ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, দাস্য রে।
পূজন, সখীজন, আত্মনিবেদন **গোবিন্দদাস** অভিলাষ রে॥

শব্দার্থঃ-যামিনী—রাত্রি; **পরতীতি**—প্রতীতি, বিশ্বাস; **কমলদল**—পদ্মপত্র।

(গ)

ভোলা মন, একবার ভাব পরিণাম।
ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ-নাম॥
কৃষ্ণ ভজিবার সেথা প্রতিজ্ঞা করিলে।
সংসারে আসিবামাত্র সকল ভুলিলে॥
কত কষ্টে পাল' ভাই—ভার্য্যা, বেটী, বেটা।
কৃষ্ণপদ ভজিতেই বাধে সব লেঠা॥
শত জিহ্বা—পরনিন্দা, পর-তোষামোদে।
কৃষ্ণনাম কহিতেই রসনায় বাধে॥
পরপদ ধরি' সদা করিছ লেহনে।
নিযুক্ত না কর' কর সে পদসেবনে॥
আরে মন, ভবরোগে ঘিরিল তোমারে।
হাসফাস করিতেছ বিষম বিকারে॥
কৃষ্ণপদ না ভজিয়া মর উপসর্গে।
কৃষ্ণপদ ভজ, লাভ হবে চতুর্ব্বর্গে॥
লইতে মধুর নাম কেনরে কাতর।
কেন ভাই মিছামিছি হইছ ফাঁপর॥
কহে এ অধম দাস ঘুচিবে বিকার।
নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার॥

শব্দার্থঃ-সেথা—মাতৃগর্ভে; **কর**—হস্ত; **উপসর্গ**—রোগবিকার।

(ঘ)

ভজ মন! নন্দকুমার।
ভাবিয়া দেখহ ভাই গতি নাহি আর॥
ধন জন পুত্র আদি কেবা আপনার।
অতএব করহ মন হরিপদ সার॥
কুসঙ্গ ছাড়িয়া সদা সৎসঙ্গে থাক।
পরম নিপুণ হই, নাম বলি' ডাক॥
তাঁ'র নাম-লীলা-গানে সদা হও মত্ত।
সে চরণ-ধন পাবে, হইবে কৃতার্থ॥
রাধামোহন বলে, মন! কি বলিব তোরে।
সংসার-যাতনা আর নাহি দেহ মোরে॥

(ঙ)

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল॥
সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র্য বেঢ়ল, মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালাম, সাগর বাঁধিলাম, মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল, অভাগী-করম-দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল।
কহে **চণ্ডীদাস**, শ্যামের পিরীতি, মরমে রহল শেল॥

শব্দার্থঃ- **অমিয়া**—অমৃত; **উচল**—উচ্চস্থান; **অচল**—পর্ব্বত; **জলদ**—মেঘ; **বজর**—বজ্র।

মনঃশিক্ষা

৪ (১)

দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে-সব॥
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়মায়া-মরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥
হরিজন-দ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশা-ক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব।
বৈষ্ণবের কাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব॥
সে হরি-সম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব।
প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নির্জ্জনতা-জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব॥
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।

মাধবেন্দ্র-পুরী, ভাবঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানব॥
তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
তার সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতা-বশে, তুমি জড়রসে,
মজে'ছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব॥
তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন-ভজন,
প্রচারিছ ছলে কুযোগি-বৈভব।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা চিন্ত' সেই সব॥
সেই দু'টী কথা, ভুল' না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম-রব।
ফল্গু আর যুক্ত, বদ্ধ আর মুক্ত,
কভু না ভাবিহ 'একাকার' সব॥
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যা'রে সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।
আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥
সে-যুক্তবৈরাগ্য, তাহা ত' সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।
কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠা-সম্ভার,
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব॥
বিষয়-মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু,
দু'য়ে ত্যজ মন, দুই অবৈষ্ণব।

কৃষ্ণের সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত স্কন্ধ,
কভু নহে তাহা জড়ের সম্ভব॥
মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি-আশ,
কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন আহব॥
যে ফল্গু-বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
হরিপদ ছাড়ি', নির্জ্জনতা বাড়ি',
লভিয়া কি ফল ফল্গু সে-বৈভব॥
রাধাদাস্যে রহি, ছাড়' ভোগ-অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব।
রাধা-নিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজন-কৈতব॥
ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তা'রা নহে শব।
প্রাণ আছে তা'র, সে-হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥
শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে-কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥

(প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর)

শব্দার্থঃ-জড়মায়া-মরু—মায়া-মরিচিকা; প্রতিষ্ঠাশা-ক্লেশ—প্রতিষ্ঠার আশায় ক্লেশ; নির্জ্জনতা-জালি—নির্জ্জনতারূপ ফাঁদ; কুযোগি-বৈভব—বৈষ্ণবতার নামে চরিত্রহীনতা; সেই দুটি কথা—"আচার ও প্রচার নামের করহ দুই

কার্য্য"; **ফল্গু**—তুচ্ছ; **যুক্ত**—ন্যায্য, সমুচিত; **অপ্রাকৃত স্কন্ধ**—অপ্রাকৃত দেহ; **নির্জ্জন আহব**—একাকী যুদ্ধ বা অলক্ষ্যে যুদ্ধ; **নির্জ্জনতা বাড়ি**—নির্জ্জনতা বৃদ্ধি অথবা গৃহ; **ভোগ-অহি**—ভোগবাসনারূপ সর্প; **ব্রজবাসিগণ**—শ্রীরূপ-সনাতনাদি; **শব**—নিষ্প্রাণ।

(২)

এ মন! আর কি মানুষ হবে।
ভারত-ভূমেতে, জনম লভিয়ে, কি কাজ করিলি কবে॥
প্রথমে জননী-, কোলেতে কৌতুক, নাহি ছিল জ্ঞান আর।
শিশুর সহিতে, খেলালি বেড়ালি, পৌগণ্ড এমতি পার॥
প্রকৃতি অর্থ, অনর্থ হইল, সে মদে হইলি ভোর।
বুঝিতে নারিয়ে, কামিনী-সাপিনী, মাতিয়ে রাখিলি ক্রোড়॥
সুত-সুতা লয়ে, মগন রহিলি, ভুলিয়ে পূরব কথা।
মায়ের উদরে, কত না কহিলি, যখন পাইলি ব্যাথা॥
চতুর্থে আসিয়ে, জরায় ঘেরিল, সামর্থ্য হইল হীন।
তবু 'তোর' 'মোর', না ঘুচে বচন, শমন গণিছে দিন॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়ে, 'হরি হরি' বল, নিকটে শমন ভাই।
কহে **প্রেমানন্দ**, যে-নাম লইলে, শমন-গমন নাই॥

(৩)

ওরে মন! শুন শুন তু অতি বর্ব্বর।
শত-সন্ধি-জরজর, পেয়ে এই কলেবর, কিবা গর্ব্ব করিছ অন্তর॥
ত্রয়াত্মিকা ব্যাধি যত, বেড়িয়া আছয়ে কত, কি জানি কখন কেবা নাশে।
'এ আমি আমার' বলি, নিজ-প্রভু পাসরিলি, শমনকিঙ্কর দেখি' হাসে॥
যে দেহ আপন-জ্ঞানে, যত্ন কর' রাত্রিদিনে, বসন ভূষণ কত বেশ।
পরমাত্মা ভগবান্, যবে হবে অন্তর্দ্ধান, ভস্ম কীট কৃমি অবশেষ॥
নিদ্রাতে পড়িলে মন, কোথা ঘর-দ্বার-ধন, স্ত্রী-পুত্র-বান্ধব থাকে কথি।
ইহাতে না লাগে ধন্দ, তবু কার্য্য কর মন্দ, না চিন্তিলে আপনার গতি॥

নিতি নিতি জীয় মর, ইতে না বিচার কর, এমতি যাইবে একবার।
কহে দীন **প্রেমানন্দ**, ভজ কৃষ্ণ-পদদ্বন্দ্ব, মায়া-পাশ ঘুচিবে গলার॥

শব্দার্থ ঃ-ত্রয়াত্মিকা—কফ-বাত-পিত্তাত্মিকা; ধন্দ—সংশয়।

(৪)

ওরে মন! কিসে কর দেহের গুমান।
মৈলে দেহের যে-অবস্থা, নহ কি তাহার জ্ঞাতা,
দেখিয়ে শুনিয়ে নহে জ্ঞান॥
ভূষণে ভূষিত যেই, পচিয়ে পড়িবে সেই,
পোড়া'য়ে করিবে নহে ছাই।
কুক্কুর-শকুনি-শিবা, বেড়িয়ে খাইবে কিবা,
কিম্বা কৃমি, ইহা কি এড়াই॥
সত্যে লক্ষ্য-বর্ষ যা'রা, কেহ নাহি আছে তা'রা,
এবে কলি কি আয়ু তোমার।
চরাচর দেখ যত, সকলি হইবে হত,
ধন-জন-সম্পদ আর॥
'কৃষ্ণ' হৈতে জন্ম তোর, মায়াতে ভুলিয়া ভোর,
চুরি-দারী প্রবঞ্চ-বচনে।
আপন-উদ্ধার-পথে, তিলে দৃষ্টি নাহি তা'তে,
নরকের হেতু রাত্রি-দিনে॥
চারি যুগে ত্রিভুবনে, ভূত-ভবিষ্য-বর্ত্তমানে,
সত্য সত্য 'হরিনাম' সার।
স্মৃতি ছাড়ি' হরিপদে, ডুবিলে সংসার-মদে,
এ সুখ লুটিবে যম-দ্বার॥
কহে **প্রেমানন্দ**-দাস, দন্তে তৃণ, গলে বাস,
'হরি হরি' কহ ওরে ভাই।
যদি 'হরি' বল বক্ত্রে, ফুকার করয়ে শাস্ত্রে,
ত্রিভুবনে তার সম নাই॥

শব্দার্থ ঃ**গুমান**—অহঙ্কার; **শিবা**—শৃগাল; **সত্যে**—সত্যযুগে; **বক্ত্রে**—মুখে।

(৫)

এ মন! তুমি বা ভুলেছ কিসে।
তোমারে দেখিয়া, শমন-কিঙ্কর, হাতে তালি দিয়া হাসে॥
রাত্রিদিনে কত, অসত পচালো, 'শ্রীহরি' কহিতে নারো।
এমন দুর্ল্লভ, জনম পাইয়ে, কি সুখে এ ক্ষেপ হারো॥
ধন-জনে যত, আপনা বলিছ, কে তোর যাইবে সাথে।
গায়ের গুমানে, পিছু না গণিলি, ঠেকালি শমন-হাতে॥
দেখিয়ে শুনিয়ে, বুঝিতে নারিলি, অসারে জানিলি সার।
আপনার মাথা, আপনি ভাঙ্গিলি, বল না এ দোষ কা'র॥
এখন তখন, কখন কি জানি, হাসিতে খেলিতে পড়ি।
এ সুখ স্মরিবে, গলায় যখন, চড়িবে চামের দড়ি॥
বদন ভরিয়া, 'হরি হরি' বল, শমন তরিবে সুখে।
কহে **প্রেমানন্দ**, 'হরি' না ভজিলি, কালি চুণ তোর মুখে॥

শব্দার্থ ঃ-**ক্ষেপ**—যাত্রা, বার; **পিছু**—পশ্চাৎ; **চাম**—চামড়া।

(৬)

ওরে মন! কি রসে হৈয়া রৈলি ভোর।
কি বলিয়া এলি সেথা, কি কাজ বা কর হেথা, তিলেক চেতন নাহি তোর॥
পুত্র দারা-সম্পদ, জীবন-যৌবন-মদ, যে কর, সকলি অসার।
জলবিম্ব কতক্ষণ, তেমতি জানিহ মন, ত্রিভুবনে 'কৃষ্ণ' মাত্র সার॥
যে দিন যে গেল যায়, যা আছে সামালো তায়, কালদূত দাঁড়াইয়া পথে।
ছাড়িয়া অন্যথা কাম, বল 'রাধাকৃষ্ণ' নাম, কভু দেখা না হবে তা-সাথে॥
আজ্ঞাকারী ব্রহ্মা-হর, শমন কিঙ্কর আর, সুর-মুনি যে পদ ধেয়ায়।
হেন কৃষ্ণপদ ছাড়ি', গলে দিয়া মায়াদড়ি, দুঃখ দেহ কেন রে আমায়॥
প্রেমানন্দ কহে ভাই, 'কৃষ্ণ' বিনা গতি নাই, ভজ কৃষ্ণ-চরণারবিন্দে।
সংসার-সাগরে পড়ি', কেন কর কাড়ুবাড়ি, কহ 'কৃষ্ণ' তরিবে আনন্দে॥

শব্দার্থ ঃ-**কাড়ুবাড়ি**—অনর্থবৃদ্ধি;

(৭)

ওরে মন! শুন শুন তু বড়ি গোঙার।
ছাড়িয়া সতের সঙ্গ, অসৎ-সঙ্গে সদা রঙ্গ, পরিণাম না কর বিচার॥
কামাদির বশ হ'য়ে, সদা ফির মত্ত হ'য়ে, জান' তোমা অক্ষয় অমর।
দণ্ড কর্ত্তা আছে যেই, দণ্ডে দণ্ডে লিখে সেই, তিলেকে ভাঙ্গিবে গর্ব তোর॥
খর-প্রায় বহ ভার, যেবা কন্যা-পুত্র-দার, পাল' যা'রে আপনা জানিয়া।
যবে কাল বান্ধি' লবে, এ দেহ পড়িয়া র'বে, দেখি' মুখ রহিবে ফিরিয়া॥
করিয়া বাহির-বাটী, গৃহে দিবে ছড়া-ঝাটী, স্নান করে পবিত্র লাগিয়া।
কহ দেখি কেবা ছিল, কাহারআদর কৈল, এবে কেনে ফেলে পোড়াইয়া॥
কহে **প্রেমানন্দ** চিত, যদি চাহ নিজ হিত, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ শ্বাস শ্বাস।
কৃষ্ণ জগতের কর্ত্তা, কৃষ্ণ তিন-লোকত্রাতা, ভজি' কৃষ্ণ কাট কর্ম্মফাঁস॥

(৮)

ওরে মন! রুচি নহে কেন কৃষ্ণ-নাম।
তবে জানি পূর্ব্ব-জন্মে, আছে কত পাপ-কর্ম্মে,
সে লাগি' বিধাতা তোরে বাম॥
যদি অন্য কথা পাও, আঁটিয়া সাঁটিয়া কও,
'কৃষ্ণনাম' লইতে আলিস।
যদি শুন 'কৃষ্ণ-কথা', বজ্র যেন পড়ে মাথা,
ঘুমে ঝুমে তল্লাস' বালিশ॥
যদি হয় অসৎ-কথা, ঘুমেতে চিয়াও তথা,
শুনিতে বাড়য়ে কত রতি।
নীচ-সঙ্গে সদা বাস, সাধুজন দেখি' হাস,
কুলটা বন্দিয়া নিন্দ সতী॥
শ্রাদ্ধ-দেব-অধিকারী, ভাঙ্গিবে এ ভারিভুরি,
আসি' দূত লইবে বান্ধিয়া।
কি গুমান কর দেহ, পচি' গলি' যা'বে এহ,
ধন-জন রহিবে পড়িয়া॥

যে-সুখে হ'য়েছ মত্ত, বুঝি' দেখ তা'র তত্ত্ব,
ইহা তোর রহিবে কোথায়?
আজি মর, মর কালি, মরণ এ নহে গালি,
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ, দিন যায়॥
যে-কৈলে সে-কৈলে মন, এবে হও সচেতন,
ফিরে বৈস কে তোরে হারায়।
কহে **প্রেমানন্দ** সুখে, 'রাধাকৃষ্ণ' বল মুখে,
শমন জিনিয়া উঠ নায়॥

(৯)

ওরে মন! ধন-জন-জীবন-যৌবন।
এই আছে এই নাই, চক্ষে কিনাদেখতাই, তুমি কিসে বলিছ আপন॥
নিশির স্বপন যেন, এ ধন-সম্পদ তেন, তিলেকে সকলি ভাই মিছে।
দেখিয়া নাদেখকেনে, শুনিয়ানা শুন কাণে, কি লাগি ছাড়িতে নার ইচ্ছে॥
কন্যা পুত্র যত ইথি, মরিলেসে যায় কথি, কি জানি কোথায় তুমি যাও।
মিথ্যা 'মোর মোর' কর, রাত্রিদিন ভাবি' মর, পর লাগি' আপনা হারাও॥
কিবা আর অন্য পর, আপনাএ কলেবর, সে নাহি তোমার সঙ্গে যায়।
পাছু নাহি দেখ এবা, তোর লাগি কান্দে কেবা, কার লাগি কর হায় হায়॥
যেবা হইয়াছে আয়ু, সে মাত্র নাসার বায়ু, সরিয়া পড়িলে আর নাই।
কিবা বৃদ্ধ কিবা বাল, নাহি তার কালাকাল, কোথা থাকে যৌবন-বড়াই॥
এ-সকল যাঁর মায়া, তাঁরে কেন ভুল ভায়া, যাঁর নামে ত্রিভুবন তরে।
প্রেমানন্দ কহে যদি, 'কৃষ্ণ' কহ নিরবধি, তবে কি এ জন আর মরে??

(১০)

ওরে মন! এবার বুঝিব ভারিভুরি।
কুপিয়াছে সূর্য্য-সুত, বান্ধিবে তাহার দূত, যেন ফির অসতাই করি॥
যদি মোর বোল ধর, তবে মোকে রক্ষা কর, যদি জয় করিবে শমন।
কৃষ্ণনাম গড় করি, সাধুগণ-শূর ভরি, তার মাঝে রহ অনুক্ষণ॥

ত্রিভুবনে যেই আলা, তিলক তুলসী-মালা, দৃঢ় করি' ধর আগুয়ান।
দেখি হেঁট করি' মাথা, সসৈন্যে সে যমভ্রাতা, ভঙ্গ দিয়া করিবে প্রস্থানে॥
শ্রীগুরু-করুণা-ছায়া, চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া, বসি' থাক আনন্দ-হৃদয়।
কৃষ্ণ-নিত্যদাস বলি, সর্ব্বত্র ফিরাও ঢুলি, **প্রেমানন্দ** কহে কারে ভয়॥

(১১)

এ মন! কি লাগি' আইলি ভবে।
এমন জনমে, 'হরি' না ভজিলি, সে তুই মানুষ কবে॥
মানুষ-আকার, হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম।
নহিলে বদনে, কেন না বলহ, 'শ্রীকৃষ্ণ' 'গোবিন্দ'-নাম॥
পাখীরে যে-নাম, লওয়াইলে লয়, শারী শুক আদি কত।
তুমি যে ইহাতে, আলস্য করহ, এ হয় কেমন মত॥
দিবস-রজনী, আবোল তাবোল, পচাল পাড়িতে পার।
তাহার ভিতরে, কখন কেন কি, 'গোবিন্দ' বলিতে নার॥
ভজিব বলিয়ে, কহিয়া আইলি, ভুলিলি কি সুখ পাইয়ে।
বুঝিনু আবার, শমন-নগরে, নরকে মজিবি যাইয়ে॥
বদন ভরিয়া, 'হরি' বল যদি, ক্ষতি না হইবে তায়।
কহে **প্রেমানন্দ**, তবে যে নিতান্ত, এড়াবে কৃতান্ত-দায়॥

(১২)

ওরে মন! আর কি হইবে হেনজন্ম।
না জানি কি পুণ্য-ফলে, মানুষ-উত্তম-কুলে,
হেলে যা'র না বুঝিলে মর্ম্ম॥
দেখ আয়ু-সংখ্যা যত, নিদ্রাতে অর্দ্ধেক গত,
চৌঠি রোগ-শোক-অপকথা।
চৌঠি বিদ্যা-ধনে-মানে, কাম-ক্রোধ-দুর্ব্বাসনে,
হাস্য-কৌতুকে গেল বৃথা॥

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেতে, বহু আয়ু ছিল তাতে,
বিনা সংখ্যা-পূর্ণ মৃত্যু নাই।
কত করি' পরিশ্রম, আচরিত যুগ-ধর্ম্ম,
ধ্যান যজ্ঞার্চ্চন ভরি আই॥
এবে কলি অল্প আই, শতেক বৎসর ভাই,
সেহ দৃঢ় নহে নিরূপণ।
তা গোঙালি মিছা কাজে, কি বলিবি কোন্ লাজে,
যবে তোরে সুধাবে শমন॥
এমন সুলভ কলি, যাতে 'হরে কৃষ্ণ' বলি,
হেন নামে না করিলি রতি।
প্রেমানন্দ কহে পুনি, ও চৌরাশীলক্ষ যোনি,
ভ্রমাইবে কতেক দুর্গতি!!

শব্দার্থঃ-চৌঠি—একচতুর্থাংশ; আই—আয়ু।

(১৩)

ওরে মন! কিবা তুমি বিচারি না চাও।
'কৃষ্ণ' ভুলি এই পাপ, তেঁহ তোর তিন তাপ, নানা যোনি ভ্রমিয়া বেড়াও॥
তুমি কৃষ্ণ-নিত্যদাস, কোথা গেল সেঁ অভ্যাস, ধন-জন-মদে হৈয়া আন্ধে।
বিনামূল্যে মাথা পাতি, দাস হয়ে খাও লাথি, শ্রদ্ধাতে বসন দিয়া কান্ধে॥
এই মোর সদা ধন্দ, কহ লক্ষ কথা মন্দ, 'কৃষ্ণনাম' লইতে আলিস।
থাকিতে রসনা তুণ্ড, যাও কেন নরক-কুণ্ড, ইহা হৈতে কে আর বালিশ॥
বৃথা তবে নর-তনু, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বিনু, কেমনে পামর জীতে চায়।
কৃষ্ণ বিনা কোটিযুগ, জীয়েই বা কোন্ সুখ, সে জীবন পাথরের প্রায়॥
এবার মানুষ-দেহ, আর কি হইবে এহ, ভজ কৃষ্ণ, ছাড় অনাচার।
দেখ সব নাশা-ফাঁদা, কেবল অনর্থ-ধাঁধা, অসময়ে হয় কেবা কা'র॥
প্রেমানন্দ কহে মন, 'কৃষ্ণ' কহ অনুক্ষণ, আপনার তত্ত্বে হও দৃঢ়।
সংসার-বাসনা-গর্ত্ত, কীট-ক্রিমিময় কত, দেখিয়া শুনিয়া কেন পড়॥

(১৪)

ওরে মন! কেন হেন বুঝ বিপরীত।

দণ্ডে পলে আয়ুক্ষয়, তাতে তোর বোধ নয়, আইসে দিন ইথে হরষিত॥
দিনে মাসে অব্দে বাঢ়, ঐছে জানিয়াছ দঢ়, ঘাটে কে, তা বুঝিতে না পার।
নায়ে চড়ি' চাহ কুলে, দেখ যেন পৃথ্বী চলে, তুমি যে চলিছ তা না হের॥
ধন জন আপনার, সে না ভাবিয়াছ সার, সে কি তোর, জান না সে কার।
তিলেকে কাড়িয়া লয়, যারে ইচ্ছা তারে দেয়, নহে তুমি মরিলেও তার॥
বৃথা অহঙ্কারে মর, বিচারিয়া পূর্ব্বাপর, সাধুজন-পথেতে দাঁড়াও।
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম, কেন কর অপকর্ম্ম, করে রত্ন পাইয়া ফেলাও॥
যাবত সামর্থ্য আছে, জরা না আসিছে কাছে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ অবিরাম।
জরায় ভাঙ্গিবে তনু, সর্ব্বেন্দ্রিয় হবে ক্ষীণু, তবে কি স্ফুরিবে কৃষ্ণনাম ??
নহে বা কখনে যাই, কিছু নিরূপণ নাই, তিলে এক নাহিক বিশ্বাস।
প্রেমানন্দ কহে ভাই, কহ 'কৃষ্ণ', ব্যাজ নাই, এ জীবন কেবল নিশ্বাস॥

শব্দার্থঃ-অব্দে—বৎসরে; বাঢ়—বৃদ্ধি পাও; ঘাটে—ক্ষয় হয়; করে রত্ন—হস্তে রত্ন; ব্যাজ—বিলম্ব।

(১৫)

ওরে মন! নিবেদন শুনহ আমার।

জন্মিলে মরণ আছে, কালদূত আছে পিছে, ভুঞ্জাইবে কর্ম্ম-অনুসারে॥
যাবত আছয়ে আই, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ ভাই, কহি 'কৃষ্ণ' সার' আপনাকে।
কৃষ্ণনাম যে বদনে, সে জিতিল ত্রিভুবনে, কি ভয় শমনে আছে তাকে॥
যদি চিন্ত নিজ-হিত, সাধু-সঙ্গে কর প্রীত, অসৎসঙ্গ না করিহ ক্ষণে।
কুক্কুর-ভবনে গেলে, অস্থি-চর্ম্ম খুব মিলে, গজ-দন্ত-মুক্তা সিংহ-স্থানে॥
কৃষ্ণ-নাম-লীলা-গুণ-, শ্রবণ-কীর্ত্তন মন, অশ্রু-কম্প-পুলক আনন্দে।
সাধুসঙ্গে সদা বসি', বিলসহ দিবানিশি, তবে বাঞ্ছা পুরে **প্রেমানন্দে**॥

শব্দার্থঃ-আই—আয়ু; সার'—রক্ষা কর।

(১৬)

ওরে মন! ভাবিয়া না বুঝ আপনাকে।
যা'র লাগি' দুঃখ কর, স্বদেশে বিদেশে ফির,
সে-জন কি সুখ দিবে তোকে??
যাবৎ সামর্থ্য আছে, তাবৎ তোমার কাছে,
যাবৎ আনিয়া দেহ অর্থ।
যখন সে গন্ধ নাই, ডাকিলে না শুনে ভাই,
না পুছে, দেখিলে অসমর্থ॥
অবস্থা দেখিয়া হাসে, ভাল কথা মন্দ বাসে,
বাঁকা-মুখে ও নাক-তোলাই।
ক্ষুধায় না দেয় ভাত, তা'তে আর কটু বাত,
কহে একি হইল বালাই॥
দিনে দিনে খাট রতি, কিসে আর পিতা পতি,
পরিজনে না কর বড়াই।
যেবা আগে যোড়-হাতে, তা'রা শুনায় নির্ঘাতে,
এ সময়ে বন্ধু কে রে ভাই॥
পরকে আপন করি, ভেবে মলি জন্ম ভরি,
কে তুমি, তোমার আছে কেবা?
প্রেমানন্দ কহে মতি, 'কৃষ্ণ' বিনা নাহি গতি,
কহ 'কৃষ্ণ'—এ দুঃখ তরিবা॥

(১৭)

ওরে মন! স্বর্গ নরক বুঝ কোথা।
যে যেমন কর্ম্ম করে, তেমনি ভুঞ্জায় তারে, ভাবিয়া দেখিলে সব হেথা॥
কেহ ঘোড়ায় দোলায় ফেরে, কেহ স্কন্ধে বহে কারে, ছত্রধরি কেহ চলে পথে।
কেহ কর্ম্ম-অনুসারে, জন্ম ভরি কারাগারে, কারো বিষ্ঠা কেহ বহে মাথে॥
শত সহস্রাযুত লক্ষ, কেহ পালে দিয়া ভক্ষ্য, উদর ভরিতে কেহ নারে।
এখানে দেখিছ যেবা,পরে যা'তা' জানে কেবা,বিধাতার মনে সে বিচারে॥

দেবতা-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ, প্রেত-পিশাচ-দৈত্য-রক্ষ, স্বভাবে সকল পরচার।
যাহার যেমন মত, সেই কর্ম্মে অনুরত, সেইমত ভক্ষ্য সে আচার॥
কৃষ্ণ-পারিষদ ভক্ত, কৃষ্ণকর্ম্মে সদা রত, কভু লিপ্ত নহে এ সংসারে।
সে রহে মায়ার পার, তাতে কার অধিকার, নিত্য-সঙ্গ নিত্য-পরিবারে॥
কৃষ্ণ-লীলা-গুণ-নাম, রাত্রিদিনে অবিরাম, শ্রবণ-কীর্ত্তন সদানন্দ।
প্রেমানন্দ কহে মতি, হয়ে তাঁ'র অনুগতি, 'কৃষ্ণ' কহি ছিঁড় কর্ম্মবন্ধ॥

(১৮)

এ মন! তুমি সে কেবল ভূত।
কুসঙ্গ-শ্মশানে, সতত বসিছ, পাইয়া পরম যুত॥
মল মূত্র যত, অসত পচাল, এ তোর ভক্ষণ সুখে।
'রাম কৃষ্ণ হরি', 'গোপাল গোবিন্দ', বলিতে নারিছ মুখে॥
যে 'কর' তোমার, গোবিন্দ-পূজনে, তীরথ ভ্রমিতে পা-য়।
সে দুই রাখিলে, চুরিয়ে দারিয়ে, তবে কি উল্‌টা নয়??
যত না করিছ, সাধুর হেলন, সে তোর অনল মুখে।
দেখ না তাহাতে, আপনি দহিছ, এমতি গোঙাবি দুখে॥
কৃষ্ণের বসতি, সাধুর হৃদয়ে, সুখের বিশ্রাম-ভূমি।
এমন দুর্দ্দৈব, তাঁহার পরশ, করিতে নারিছ তুমি॥
শ্রীহরি-চরণ, করহ শরণ, গয়া-গঙ্গা সব তা'তে।
কহে **প্রেমানন্দ**, তবে সে উদ্ধার, নহিলে বা হবে কা'তে॥

(১৯)

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষীণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

এ মন! তুমি কি ভেবেছ সুখ।
সুপথ ছাড়িয়া, কুপথে গমন, এ তোর কেমন বুক॥

স্থাবর-যোনিতে, ক্রমে যে-জনম, হইয়া বিংশতি লক্ষ।
জল-জন্তু-মাঝে, নব লক্ষ আর, জলেই বসতি ভক্ষ্য॥
একাদশ লক্ষ, কৃমিতে জনম, দশ লক্ষ যোনি পক্ষ।
পশুর মাঝারে, ক্রমে তেত্রিশ লক্ষ, মানব চতুর্ লক্ষ॥
মানুষে আসিয়া, কুৎসিৎ দ্বি-লক্ষ, শূদ্রাদি দ্বিশতবার।
ব্রাহ্মণ-কুলেতে, পরে একবার, তা-সম নাহিক আর॥
কতেক কলপ, ভ্রমিয়া মানুষ, এমন জনমে পাপ।
শমনে বান্ধিয়া, পুন না ফেলাবে, আবার তোমারে বাপ॥
বদন ভরিয়া, 'হরি হরি' বল, অসত-ভাবনা ছাড়।
কহে **প্রেমানন্দ**, তবে সে চতুর, এ সব যাতনা এড়॥

(২০)

এ মন! তু বড় কলির ভূত।
কর বল জারি, শূন্যে দিয়া বাড়ি, হাসয়ে তপন-সুত॥
ভূতের বাপের, শ্রাদ্ধ কর নিতি, ভূতের বেগার খাট।
লাজ নাহি মুখে, কাল কাট' সুখে, চলিছ যমের বাট॥
কামিনী-কাঞ্চন, হৃদয়-রঞ্জন; তাহাতে মগন থাক।
ও দিকে তোমার, কি দশা ঘটিছে, তার কিছু খোঁজ রাখ॥
চৌরাশী নরকে, যাবে একে একে, পথ পরিষ্কার প্রায়।
কপালের জোর, বড় বটে তোর, বাহাদুরী হবে তায়॥
মূরখ বর্ব্বর, সুযুকতি ধর, যদি তরিবারে চাও।
কহে **প্রেমানন্দে**, মনের আনন্দে, সদা হরিগুণ গাও॥

(২১)

ওরে মন! এবে তোর এ কেমন রীত।
যে কর্ম্মে আইলি হেথা, সে-সব রহিল কোথা,
এবে যে দেখিয়ে বিপরীত॥
কৃষ্ণ-কর্ম্ম লাগি' কর, তাহে কেন বর্ব্বর,
সে-করে পরের বিত্ত হর।

সে অবশ নহে কেনে, কি সুসার বহু দানে,
তাহে আর কর বা না কর॥
মুখে ক'বে 'হৃষীকেশ', তাহে যদি সাধু-দ্বেষ,
তবে বক্রমুখ কেনে নও।
অগ্নি দিয়া হেন মুখ, পোড়া'লে না ঘুচে দুখ,
তাহে 'কৃষ্ণ' কও বা না কও॥
ভ্রমিতে কৃষ্ণের তীর্থ, পদের না এহি কৃত্য,
তাহে যদি পর-দারে চল।
কি কাজ পদের এই, পঙ্গু কেনে নহে সেই,
তবে তীর্থে গেল বা না গেল॥
কৃষ্ণ-লীলা-গুণ-কথা, কর্ণেতে শুনিবে যথা,
তাহে যদি কু-কথায় ভোর।
যদি আর সাধু-নিন্দা, শুনিয়া বাড়য়ে শ্রদ্ধা,
সে কাণ বধির হউ তোর॥
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-মূর্ত্তি, দেখিবে করিয়া আর্ত্তি,
সে যদি দেখয়ে পর-দারে।
অসন্তোষ সাধু দেখি', কেন বিধি হেন আঁখি,
আশু অন্ধ না করে তাহারে॥
তুমি কৃষ্ণ-স্মৃতি-কাজে, জন্মিলা সংসার-মাঝে,
তাহা ছাড়ি' ধনে-জনে আশ।
তবে জীয়ে কিবা কাজ, পড়ুক তোর মুণ্ডে বাজ,
কেনে আর নহে সর্ব্বনাশ॥
প্রেমানন্দ কহে মন, 'কৃষ্ণ' কহ অনুক্ষণ,
কেনে ভুল আপনার প্রভু।
মুখে 'হরি হরি' বল, সদাই আনন্দে দোল,
তিন-লোকে দুঃখ নহে কভু॥

(২২)

এ মন! কি করে বরণ-কুল।
যেই কুলে কেন, জনম না হয়, কেবল ভকতি মূল॥
কপি-কুলে ধন্য, বীর হনুমান, শ্রীরাম-ভকতরাজ।
রাক্ষস হইয়া, বিভীষণ বৈসে, ঈশ্বর-সভার মাঝ॥
দৈত্যের ঔরসে, প্রহ্লাদ জনমি, ভুবনে রাখিল যশ।
স্ফটিক-স্তম্ভেতে, প্রকটে নৃহরি, হইয়া যাঁহার বশ॥
চণ্ডাল হইয়া, মিতালি করিলা, গুহক চণ্ডালবর।
বল না কি কুল, বিদুরের ছিল, খাইল তাঁহার ঘর॥
দেখ না কেমন, সাধন করিল, গোকুলে গোপের নারী।
জাতি-কুলাচারে, তবে কি করিল, সে হরি যে ভজে তারি॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে, সবে অধিকারী, কুলের গরব নাই।
কহে **প্রেমানন্দ,** যে করে গরব, নিতান্ত মূরখ ভাই॥

(২৩)

ওরে মন! কি ভয় শমনে করি আর।
যদি কৃষ্ণপদে রতি, কি করিবে পিতৃ-পতি, ইহা কেনে না কর বিচার॥
যে পদ ভরসা করি', ব্রহ্মা সৃষ্টি-অধিকারী, যে-পদ বাঞ্ছয়ে পঞ্চানন।
যে পদে গঙ্গার জন্ম, লক্ষ্মী জানে যা'র মর্ম্ম, অহর্নিশি স্মরে অনুক্ষণ॥
ধ্রুব-আদি যে প্রসাদে, যোগীন্দ্র ধরয়ে হৃদে, মুনিগণ যে-পদ ধেয়ায়।
দ্রৌপদী প্রহ্লাদ করি, যে-পদ হৃদয়ে স্মরি, দেখ কত সঙ্কট এড়ায়॥
যদি কর নিজ কাজ, মিত্র হবে ধর্ম্মরাজ, বৃথা চিন্ত অসার-সংসার।
কহে দীন **প্রেমানন্দ,** চিন্ত কৃষ্ণ-পদদ্বন্দ্ব, ত্রিভুবনে শত্রু নহে আর॥

(২৪)

ওরে ভাই! কৃষ্ণ সে এ তিন-লোক-বন্ধু।
জীব নিজ-কর্ম্মে বদ্ধ, মায়াতে পড়িয়া অন্ধ,
উদ্ধারিতে করুণার সিন্ধু॥

নিজ-শক্তি-গুণগণ, সব 'নামে' সমর্পণ,
ন্যূনাধিক নাহিক বিচার।
নাম-নামী ভেদ নাই, নামের গুণে নামী পাই,
নাম করে হেলায় উদ্ধার॥
নাহি কালাকাল তা'র, শুচি কি অশুচি আর,
নাম লৈতে নিষেধ না ইথে।
কি মোর দুর্দ্দৈব হায়, হেন সে দয়ালু-পায়,
অনুরাগ না জন্মিল তা'তে॥
ওরে মন! পায়ে পড়ি, অসৎ প্রয়াস ছাড়ি',
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ অনুক্ষণ।
এ বড় সুলভ অতি, নামে যদি কর প্রীতি,
তবে **প্রেমানন্দের** নন্দন॥

(২৫)

ওরে মন! সাধু সঙ্গে করহ বসতি।
যদি কর্ম্মপাশ-বন্ধে, মগন করয়ে অন্ধে,
যদি কুল-বিহীন উৎপতি॥
যদি পশু-পক্ষী-কৃমি, জন্মিয়া জন্মিয়া ভ্রমি,
সতত করায় গতাগতি।
যেমন তেমন স্থানে, গৃহে বা পর্ব্বতে বনে,
কাঁহা কেনে না হয় বসতি॥
থাকে যেন এই সূত্র, দৃঢ়-চিত এই মাত্র,
শ্রীহরিচরণে রতি-মতি।
ঘুচিবে সকল দুখ, পাইবে অশেষ সুখ,
বুঝি কর শ্রীহরি-ভকতি॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ, স্বর্গ-মোক্ষ-ভুক্তি-ভোগ,
'কৃষ্ণ-সেবানন্দ'—ইহা বিনে।

যদি ইথে কোন ক্ষণ, বান্ধ তায় আমায় মন,
তবে যেন হয় ত' মরণে॥
'রাধা' 'কৃষ্ণ' দু'টী নাম, জিহ্বা যেন অবিরাম,
দুঁহু-গুণ-লীলাতে শ্রবণ।
কহে **প্রেমানন্দ** দীনে, দুঁহু চিন্তা অনুক্ষণে,
রূপে যেন থাকয়ে নয়ন॥

(২৬)

এ মন! বিচারি কেন না চাও।
দেখ ভবরোগ, তে কেনে ঘুচে না, কত না ঔষধ খাও॥
কত না করিছ, প্রসাদ ভক্ষণ, চরণ-ধৌত জল।
এ সব ঔষধি, পান কর তবু, ধাতুতে নাহিক বল॥
জিহ্বার পরশে, যে হরিনামেতে, প্রেমেতে ভাসায় তনু।
সে নাম লইয়ে, আর্দ্র না হইলি, লোহার পিণ্ড সে জনু॥
ভাবিয়া দেখ না, ঔষধে কি করে, কুপথ্য ছাড়িতে নারো।
কুপথ্য থাকিলে, রোগ না ছাড়িবে, অরুচি বাড়িবে আরো॥
অনুপান জানি, ঔষধি খাও তো, রোগের দমন হবে।
এখনো তা যদি, বুঝিতে না পার, তবে সে বুঝিবে কবে॥
ক্ষুধাটী বাড়য়ে, রুচিটী জনমে, খাইতে আনন্দ-জল।
কহে **প্রেমানন্দ**, তবে সে জানিহ, ঔষধি-ধারণ-ফল॥

শব্দার্থ ঃ-জনু—দেহ; **অনুপান**—ভোজনের পরে পেয় দ্রব্য।

(২৭)

ওরে মন! কৃষ্ণনাম-সম নাহি আন।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-তপ-ত্যাগ, ধ্যান-জ্ঞান-ব্রত-যাগ, কিছু নহে নামের সমান॥
যে নাম লইতে হর, প্রেমে মত্ত দিগম্বর, বাল্মীকি হইল তপোধন।
অজামিল পাপী ছিল, নামাভাসে তরে গেল, পুত্রকে ডাকিয়া নারায়ণ॥
যে-নামের স্বাদ পেয়ে, তম্বুরে ফিরয়ে গেয়ে, দেবঋষি নারদ-গোঁসাই।
সত্যভামা ব্রত-ছলে, কৃষ্ণ-সঙ্গে করি' তূলে, দেখাইলা নামের বড়াই॥

অনন্ত সহস্র মুখে, যে নাম গায়েন সুখে, তবু তো করিতে নারে সীমা।
লক্ষ্য করি' অর্জ্জুনকে, প্রভু আপনার মুখে, কহেছেন নামের মহিমা॥
প্রেমানন্দ কহে মন, 'কৃষ্ণ' বল অনুক্ষণ, দুর্ব্বাসনা ছাড়িয়া হৃদয়।
প্রেমে উচ্চ নাম করি', অবশ্য পাইবে হরি, নাম আর নামী ভিন্ন নয়॥

(২৮)

এ মন! 'হরিনাম' কর সার।

এ ভব-সাগর, হবে বালি-চর, হাঁটিয়া হইবি পার॥
ধরম করম, এ জপ, এ তপ, জ্ঞান-যোগ-যাগ-ধ্যান।
নহি নহি নহি, কলিতে কেবল, উপায় 'গোবিন্দ'-নাম॥
ভুকতি মুকতি, যে-গতি সে-গতি, তাহে না করিহ রতি।
মেঘের ছায়ায়, জুড়ান যেমন, কহ না সে কোন্ গতি॥
বদন ভরিয়া, 'হরি হরি' বল, এমন সুলভ কবে।
ভারত-ভূমেতে, মানুষ-জনম, আর কি এমন হবে॥
যতেক পুরাণ-, প্রমাণ দেখ না, নামের সমান নাই।
নামে রতি হৈলে, প্রেমের উদয়, প্রেমেতে হরিকে পাই॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন, কর অনুক্ষণ, অসত পচাল ছাড়ি'।
কহে **প্রেমানন্দ**, মানুষ-জনম, সফল কর না ভাড়ি॥

---

(১)

ষড়ঙ্গ-শরণাগতি

আনুকূলস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতি॥

(বৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্য)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি'॥
অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥

দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
'অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ'—বিশ্বাস-পালন॥
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥
রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুহুঁ পদ ধরি'॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে—"আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম॥"

(২)

দৈন্য—দুঃখাত্মক, (বাচিক)

ভুলিয়া তোমারে, সংসারে আসিয়া, পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
তোমার চরণে, আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা॥
জননী-জঠরে, ছিলাম যখন, বিষম বন্ধনপাশে।
একবার প্রভু, দেখা দিয়া মোরে, বঞ্চিলে এ দীন দাসে॥
তখন ভাবিনু, জনম পাঁইয়া, করিব ভজন তব।
জনম হইল, পড়ি' মায়া-জালে, না হইল জ্ঞান-লব॥
আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে, হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক-জননী, স্নেহেতে ভুলিয়া, সংসার লাগিল ভাল॥
ক্রমে দিন দিন, বালক হইয়া, খেলিনু বালক-সহ।
আর কিছু দিনে, জ্ঞান উপজিল, পাঠ পড়ি' অহরহঃ॥
বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি' দেশে দেশে, ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন-পালন, করি একমনে, ভুলিনু তোমারে হরি!!
বার্দ্ধক্যে এখন, **ভকতিবিনোদ**, কাঁদিয়া কাতর অতি।
না ভজিয়া তোরে, দিন বৃথা গেল, এখন কি হ'বে গতি!!

(৩)

দৈন্য—দুঃখাত্মক (কায়িক)

(প্রভু হে!) শুন মোর দুঃখের কাহিনী।
বিষয়-হলাহল, সুধাভাণে পিয়লুঁ, আব্ অবসান দিনমণি॥
খেলারসে শৈশব, পঢ়ইতে কৈশোর, গোঁয়াওলুঁ, না ভেল বিবেক।
ভোগবশে যৌবনে, ঘর পাতি' বসিলুঁ, সুত-মিত বাড়ল অনেক॥
বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল, পীড়াবশে হইনু কাতর।
সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল, ক্ষীণ কলেবর, ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর॥
জ্ঞান-লব-হীন, ভক্তিরসে বঞ্চিত, আর মোর কি হ'বে উপায়।
পতিত বন্ধু তুহুঁ, পতিতাধম হাম, কৃপায় উঠাও তব পা-য়॥
বিচারিতে আবহি, গুণ নাহি পাওবি, কৃপা কর, ছোড়ত বিচার।
তব পদপঙ্কজ-, সীধু পিবাওত, **ভকতিবিনোদে** কর' পার॥

(৪)

দৈন্য—দুঃখাত্মক (মানসিক)

বিদ্যার বিলাসে, কাটাইনু কাল, পরম সাহসে আমি।
তোমার চরণ, না ভজিনু কভু, এখন শরণ তুমি॥
পড়িতে পড়িতে, ভরসা বাড়িল, জ্ঞানে গতি হবে মানি'।
সে-আশা বিফল, সে-জ্ঞান দুর্ব্বল, সে-জ্ঞান অজ্ঞান জানি॥
জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা।
মোহ-জনমিয়া, অনিত্য-সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা॥
সেই গাধা হ'য়ে, সংসারের বোঝা, বহিনু অনেক কাল।
বার্দ্ধক্যে এখন, শক্তির অভাবে, কিছু নাহি লাগে ভাল॥
জীবন—যাতনা, হইল এখন, সে-বিদ্যা অবিদ্যা ভেল।
অবিদ্যার জ্বালা, ঘটিল বিষম, সে-বিদ্যা হইল শেল॥'
তোমার চরণ, বিনা কিছু ধন, সংসারে না আছে আর।
ভকতিবিনোদ, জড়বিদ্যা ছাড়ি', তুয়া পদ করে সার॥

(৫)

দৈন্য—ত্রাসাত্মক

(ক)

যৌবনে যখন, ধন-উপার্জ্জনে, হইনু বিপুল কামী।
ধরম স্মরিয়া, গৃহিনীর কর, ধরিনু তখন আমি॥
সংসার পাতা'য়ে, তাহার সহিত, কালক্ষয় কৈনু কত।
বহু সুত-সুতা, জনম লভিল, মরমে হইনু হত॥
সংসারের ভার, বাড়ে দিনে দিনে, অচল হইল গতি।
বার্দ্ধক্য আসিয়া, ঘেরিল আমারে, অস্থির হইল মতি॥
পীড়ায় অস্থির, চিন্তায় জ্বরিত, অভাবে জ্বলিত চিত।
উপায় না দেখি', অন্ধকারময়, এখন হ'য়েছি ভীত॥
সংসার-তটিনী-, স্রোত নহে শেষ, মরণ নিকটে ঘোর।
সব সমাপিয়া, ভজিব তোমায়, এ আশা বিফল মোর॥
এবে শুন, প্রভু! আমি গতিহীন, **ভকতিবিনোদ** কয়।
তব কৃপা বিনা, সকলি নিরাশা, দেহ মোরে পদাশ্রয়॥

(খ)

(প্রভু হে!) তুয়া পদে এ মিনতি মোর।
তুয়া পদপল্লব, ত্যজত মরু-মন, বিষম বিষয়ে ভেল ভোর॥
উঠয়িতে তাকত, পুন নাহি মিলই, অনুদিন করহুঁ হুতাশ।
দীনজন-নাথ, তুহুঁ কহায়সি, তোহারি চরণ মম আশ॥
ঐছন দীনজন, কঁহি নাহি মিলই, তুহুঁ মোরে কর পরসাদ।
তুয়া জন-সঙ্গে, তুয়া কথারঙ্গে, ছাড়হুঁ সকল পরমাদ॥
তুয়া ধাম-মাহে, তুয়া নাম গাওত, গোঁয়াওবুঁ দিবানিশি আশ।
তুয়া পদছায়া, পরম সুশীতল, মাগে **ভকতিবিনোদ** দাস॥

শব্দার্থ ঃ- উঠয়িতে—উদ্যোগী হইতে; তাকত—শক্তি; কহায়সি—কথিত; মাহে—মধ্যে।

(৬)

দৈন্য—অপরাধাত্মক

আমার জীবন, সদা পাপে রত, নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত, দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ॥
নিজ সুখ লাগি', পাপে নাহি ডরি, দয়াহীন স্বার্থপর।
পর-সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী, পরদুঃখ সুখকর॥
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর, ক্রোধী দম্ভপরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত, হিংসা-গর্ব্ব-বিভূষণ॥
নিদ্রালস্য-হত, সুকার্য্যে বিরত, অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ, লোভহত সদা কামী॥
এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন-বর্জ্জিত, অপরাধী নিরন্তর।
শুভকার্য্যশূন্য, সদানর্থমনা, নানা দুঃখে জর জর॥
বার্দ্ধক্যে এখন, উপায়বিহীন, তা'তে দীন অকিঞ্চন।
ভকতিবিনোদ, প্রভুর চরণে, করে দুঃখ নিবেদন॥

(৭ ক)

দৈন্য—অপরাধ ও লজ্জাত্মক

নিবেদন করি প্রভু! তোমার চরণে।
পতিত-অধম আমি, জানে ত্রিভুবনে॥
আমা-সম পাপী নাহি জগৎ-ভিতরে।
মম-সম অপরাধী নাহিক সংসারে॥
সেই সব পাপ আর অপরাধ, আমি।
পরিহারে পাই লজ্জা, সব জান' তুমি॥
তুমি বিনা কা'র আমি লইব শরণ?
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
জগৎ তোমার নাথ! তুমি সর্ব্বময়।
তোমা-প্রতি অপরাধ তুমি কর' ক্ষয়॥

তুমি ত' স্খলিত-পদ জনের আশ্রয়।
তুমি বিনা আর কেবা আছে, দয়াময়॥
সেইরূপ তব অপরাধী জন যত।
তোমার শরণাগত হইবে সতত॥
ভকতিবিনোদ এবে লইয়া শরণ।
তুয়া পদে করে আজ আত্মসমর্পণ॥

(খ)

(প্রাণেশ্বর!) কহবুঁ কি সরম্ কি বাত্।
ঐছন পাপ নাহি, যো হাম্ ন করলুঁ, সহস্র সহস্র বেরি নাথ॥
সোহি করম-ফল, ভবে মোকে পেশই, দোখ দেওব আব্ কাহি।
তখনক পরিণাম, কছু না বিচারলুঁ, আব্ পছু তরইতে চাহি॥
দোখ বিচারই, তুঁহু দণ্ড দেওবি, হাম্ ভোগ করবুঁ সংসার।
করত গতাগতি, ভকতজন-সঙ্গে, মতি রহু চরণে তোহার॥
আপন চতুরপণ, তুয়া পদে সোঁপলুঁ, হৃদয়-গরব দূরে গেল।
দীন দয়াময়, তুয়া কৃপা নিরমল, **ভকতিবিনোদ** আশা ভেল॥

শব্দার্থঃ- বেরি—বার ; ভবে—সংসারে; মোকে—আমাকে; দোখ—দোষ; আব—এখন; কহি—কাহাকে ; পছু—পশ্চাতে; চতুরপণ—চতুরতা, পাণ্ডিত্য।

(৮ক)

আত্মনিবেদন—মমতাস্পদ দেহসমর্পণ

(বাচিক)

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর, বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে, রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ-জনেরে, আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে॥
তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া, উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে, প্রতিদিন হবে তাহা॥

বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ, চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব, যখন ডাকিবে তুমি॥
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব, রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক, বলিয়া বরণ করে॥

শব্দার্থ ঃ-প্রতীপ—প্রতিকূল; **গড়ের পারে**—সীমানার বাহিরে।

(খ)

বস্তুতঃ সকলি তব, জীব কেহ নয়।
'অহং'-'মম'-ভ্রমে ভ্রমি' ভোগে শোক-ভয়॥
'অহং'-'মম'-অভিমান এইমাত্র ধন।
বদ্ধজীব নিজ-বলি' জানে মনে মন॥
সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া।
হাবুডুবু খাই ভবসিন্ধু সাঁতারিয়া॥
তোমার অভয় পদে লইয়া শরণ।
আজি আমি করিলাম আত্মনিবেদন॥
'অহং'-'মম'-অভিমান ছাড়িল আমায়।
আর যেন মম হৃদে স্থান নাহি পায়॥
এইমাত্র বল প্রভু! দিবে হে আমারে।
অহংতা-মমতা দূরে পারি রাখিবারে॥
আত্মনিবেদন-ভাব হৃদে দৃঢ় রয়।
হস্তিস্নান-সম যেন ক্ষণিক না হয়॥
ভকতিবিনোদ প্রভু-নিত্যানন্দ-পা-য়'।
মাগে পরসাদ, যাহে অভিমান যায়॥

(৯)

আত্মনিবেদন—মমতাস্পদ দেহসমর্পণ

(কায়িক)

'আমার' বলিতে প্রভু! আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা-বন্ধু-ভাই॥

বন্ধু, দারা, সুত-সুতা—তব দাসী-দাস।
সেই ত' সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস॥
ধন, জন, গৃহ, দার, 'তোমার' বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া॥
তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার-ব্যয় করিব বহন॥
ভালমন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা।
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন-বাসনা॥
নিজসুখ লাগি' কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে, তব সুখ সার॥

(১০)

আত্মনিবেদন—মমতাস্পদ দেহসমর্পণ (মানসিক)

দারা-পুত্র-নিজ-দেহ-কুটুম্ব-পালনে।
সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে॥
কেমনে অর্জ্জিব অর্থ, যশ কিসে পাব।
কন্যা-পুত্র-বিবাহ কেমনে সম্পাদিব॥
এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভু! সংসার তোমার॥
তুমি ত' পালিবে মোরে নিজদাস জানি'।
তোমার সেবায় প্রভু! বড় সুখ মানি॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু! সর্ব্ব কার্য্য হয়।
জীব বলে,—'করি আমি', সে ত' সত্য নয়।
জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে?
আশামাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা—ফলে॥

নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে ভাল-মন্দ হ'লে নাহি মোর দায়॥
ভকতিবিনোদ নিজ-স্বাতন্ত্র্য ত্যজিয়া।
তোমার চরণ সেবে' অকিঞ্চন হইয়া॥

(১১)

আত্মনিবেদন—অহংতাস্পদ দেহীসমর্পণ

(বাচিক)

মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর!!
সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও-পদ বরণে॥
মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা॥
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর॥
কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ॥
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাবিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত॥
জনক, জননী, দয়িত, তনয়।
প্রভু, গুরু, পতি—তুহুঁ সর্ব্বময়॥
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান!
রাধানাথ! তুহুঁ হামার পরাণ॥

শব্দার্থ ঃ-জনি—যেন; কান—কানু অর্থাৎ কৃষ্ণ;

(১২)

আত্মনিবেদন—অহংতাস্পদ দেহীসমর্পণ

(কায়িক)

'অহং'-'মম'-শব্দ-অর্থে যাহা কিছু হয়।
অর্পিলুঁ তোমার পদে ওহে দয়াময়!!
'আমার' আমি ত' নাথ! না রহিনু আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার॥
'আমি'-শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল।
ত্বদীয়াভিমান আজি হৃদয়ে পশিল॥
আমার সর্ব্বস্ব—দেহ, গেহ, অনুচর।
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত, দ্রব্য, দ্বার, ঘর॥
সে-সব হইল তব, আমি হৈনু দাস।
তোমার গৃহেতে এবে আমি করি বাস॥
তুমি গৃহস্বামী, আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার॥
স্থূল-লিঙ্গ-দেহে মোর সুকৃত-দষ্কৃত।
আর মোর নহে, প্রভু! আমি ত' নিষ্কৃত॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইল।
ভকতিবিনোদ আজ আপনে ভুলিল॥

শব্দার্থ ঃ-ত্বদীয়াভিমান—আমি তোমার জন, এই অভিমান।

(১৩)

আত্মনিবেদন—ফলস্বরূপ দেহসমর্পণ

(মানসিক)

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি', হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক-অভয়, অমৃত-আধার, তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া, ছাড়িনু ভবের ভয়॥

তোমার সংসারে, করিব সেবন, নহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন, হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ॥
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ্, নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥
পূর্ব্ব-ইতিহাস, ভুলিনু সকল, সেবা-সুখ পে'য়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে॥
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া, তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা-মত, থাকিয়া তোমার ঘরে॥

(১৪)

গোপ্তৃত্ববরণ—অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ

(বাচিক)

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, ব্রজেন্দ্রকুমার!
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন-সংহার॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন॥
তব ইচ্ছামতে শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত দুঃখ-সুখ-সংঘটন॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে'।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজ-বল-চেষ্টা-প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥

ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তা'র জীবন-মরণ॥

শব্দার্থ ঃ-সমৃদ্ধি-নিপাত—উন্নতি-অবনতি।

(১৫)

গোপ্তৃত্বে বরণ—দৈন্যাত্মক (কায়িক)

কি জানি কি বলে, তোমার ধামেতে, হইনু শরণাগত।
তুমি দয়াময়, পতিত-পাবন, পতিত-তারণে রত॥
ভরসা আমার, এইমাত্র নাথ, তুমি ত' করুণাময়।
তব দয়াপাত্র, নাহি মোর সম, অবশ্য ঘুচাবে ভয়॥
আমারে তারিতে, কাহারো শকতি, অবনী-ভিতরে নাহি।
দয়াল ঠাকুর, ঘোষণা তোমার, অধম পামরে ত্রাহি॥
সকল ছাড়িয়া, আসিয়াছি আমি, তোমার চরণে নাথ!
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা, তুমি গোপ্তা জগন্নাথ!!
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস, আমারে তারিবে তুমি।
তোমার চরণ, করিনু বরণ, আমার নহি ত' আমি॥
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ, ল'য়েছে তোমার পা-য়।
ক্ষমি' অপরাধ, নামে রুচি দিয়া, পালন করহ তায়॥

(১৬)

গোপ্তৃত্বে বরণ—আত্মনিবেদনাত্মক (মানসিক)

না করলুঁ করম, গেয়ান নাহি ভেল, না সেবিলুঁ চরণ তোহার।
জড়সুখে মাতিয়া, আপনকু বঞ্চই, পেখহুঁ চৌদিশ আন্ধিয়ার॥
তুহুঁ নাথ! করুণা-নিদান।
তুয়া পদপঙ্কজে, আত্ম-সমর্পিলুঁ, মোরে কৃপা করবি বিধান॥
প্রতিজ্ঞা তোহার ঐ, যো হি শরণাগত, নাহি সো জানব পরমাদ।
সো হাম দুষ্কৃতি, গতি না হেরই আন, আব্ মাগোঁ তুয়া পরসাদ॥

আন মনোরথ, নিঃশেষ ছোড়ত, কব্ হাম হউবুঁ তোহারা।
নিত্য সেব্য তুহুঁ, নিত্য-সেবক মুঞি, **ভকতিবিনোদ** ভাব সারা॥

শব্দার্থঃ- গেয়ান—জ্ঞান; ভেল—হইল; আপনাকু—আপনাকে; পেখহুঁ—দেখিতেছি; চৌদিশ—চতুর্দ্দিক; আন্ধিয়ার—অন্ধকার; সারা—অভিভূত।

(১৭)

অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—এইরূপ বিশ্বাস

(বাচিক ও কায়িক)

এখন বুঝিনু প্রভু! তোমার চরণ।
অশোকাভয়ামৃত পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ! তব পদতলে॥
তব পাদপদ্ম, নাথ! রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব-সংসারে॥
আমি তব নিত্যদাস—জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ বরণে॥
যে-পদ লাগিয়া রমা তপস্যা করিলা।
যে-পদ পাইয়া শিব শিবত্ব লভিলা॥
যে-পদ লভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইলা।
যে-পদ নারদমুনি হৃদয়ে ধরিলা॥
সেই সে অভয় পদ শিরেতে ধরিয়া।
পরম-আনন্দে নাচি পদগুণ গাইয়া॥
সংসার-বিপদ্ হ'তে অবশ্য উদ্ধার।
ভকতিবিনোদে, ও-পদ করিবে তোমার॥

(১৮)

অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—এইরূপ বিশ্বাস

(মানসিক)

তুমি ত' মারিবে যা'রে, কে তা'রে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছা-বশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ, তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন॥
তব ইচ্ছামতে যত, গ্রহগণ অবিরত,
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ-শোক-মৃতি-ভয়, তব ইচ্ছামতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান্॥
তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র-সূর্য্য সমুদয়,
স্ব-স্ব নিয়মিত কার্য্য করে।
তুমি ত' পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম পরাৎপর,
তব বাস ভকত-অন্তরে॥
সদা-শুদ্ধ সিদ্ধকাম, 'ভকতবৎসল'-নাম,
ভকত-জনের নিত্যস্বামী।
তুমি ত' রাখিবে যা'রে, কে তা'রে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি॥
তোমার চরণে নাথ! করিয়াছি প্রণিপাত,
ভকতিবিনোদ তব দাস।
বিপদ্ হইতে স্বামি! অবশ্য তাহারে তুমি,
রক্ষিবে—তাহার এ বিশ্বাস॥

(১৯)

অনুকূল গ্রহণ (কায়িক)

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে-যে কার্য্য হয়।
পরম-যতনে তাহা করিব নিশ্চয়॥

ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য-তুলসী-ঘ্রাণ করিব গ্রহণ॥
কর-দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতি-স্থলে বসিব সর্ব্বদা॥
তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষি-জনে ক্রোধ দেখাইব॥
এইরূপে সর্ব্ববৃত্তি আর সর্ব্বভাব।
তুয়া অনুকূল হ'য়ে লভুক প্রভাব॥
তুয়া ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি।
তুয়া ভক্তি-অনুকূল বলি' তাহা ধরি॥
ভকতিবিনোদ নাহি জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম।
ভক্তি-অনুকূল তা'র হউ সব কর্ম্ম॥

(২০)

অনুকূল গ্রহণ—বাচিক ও মানসিক

শুদ্ধভকত-, চরণ-রেণু, ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরম-সিদ্ধি, প্রেম-লতিকার মূল॥
মাধব-তিথি, ভক্তি-জননী, যতনে পালন করি।
কৃষ্ণবসতি, বসতি বলি', পরম-আদরে বরি॥
গৌর আমার, যে-সব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি, প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥
মৃদঙ্গ-বাদ্য, শুনিতে মন, অবসর সদা যাচে।
গৌর-বিহিত, কীর্ত্তন শুনি', আনন্দে হৃদয় নাচে॥

যুগলমূর্ত্তি, দেখিয়া মোর, পরম-আনন্দ হয়।
প্রসাদ-সেবা, করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ জয়॥
যে-দিন গৃহে, ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণ-সীধু, দেখিয়া গঙ্গা, সুখ না সীমা পায়॥
তুলসী দেখি', জুড়ায় প্রাণ, মাধবতোষণী জানি'।
গৌর-প্রিয়, শাক-সেবনে, জীবন সার্থক মানি॥
ভকতিবিনোদ, কৃষ্ণভজনে, অনুকূল পায় যাহা।
প্রতিদিবসে, পরম-সুখে, স্বীকার করয়ে তাহা॥

শব্দার্থঃ-**মাধবতিথি**—একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি; **কৃষ্ণবসতি**—শ্রীকৃষ্ণধাম; **বসতি**—বাসস্থান; **ভায়**—প্রকাশিত হয়; **চরণ-সীধু**—ভগবৎচরণামৃত।

(২১)

প্রতিকূল বর্জ্জন (বাচিক)

কেশব! তুয়া জগত বিচিত্র।
করম-বিপাকে, ভব-বন ভ্রমই, পেখলুঁ রঙ্গ বহু চিত্র॥
তুয়া পদ-বিস্মৃতি, আ-মর যন্ত্রণা, ক্লেশ-দহনে দহি' যাই।
কপিল-পতঞ্জলি, গৌতম-কণভোজী, জৈমিনি-বৌদ্ধ আওয়ে ধাই'॥
তব্ কোই নিজ-মতে, ভুক্তি-মুক্তি যাচত, পাতই নানাবিধ ফাঁদ।
সো-সবু—বঞ্চক, তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ, ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ॥
বৈমুখ-বঞ্চনে, ভট সো-সবু, নিরমিল বিবিধ পসার।
দণ্ডবৎ দূরত, **ভকতিবিনোদ** ভেল, ভকতচরণ করি' সার॥

শব্দার্থ ঃ- **পেখলুঁ**—দেখিলাম; **ভট**—বীর অর্থাৎ অতিদক্ষ; **সো-সবু**—সেইসকল; **নিরমিল**—নির্ম্মাণ করিল।

(২২)

প্রতিকূল বর্জ্জন (কায়িক)

তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যা'তে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয়॥

তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গ-বিরোধি-জন-মুখ না হেরিব॥
ভক্তি-প্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি॥
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব॥
গৌরাঙ্গবর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি-বহির্ম্মুখ নিজ-জনে জানি পর॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ॥
যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা, এ নিশ্চয় বাণী॥
ভকতিবিনোদ পড়ি' প্রভুর চরণে।
মাগয়ে শকতি প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনে॥

(২৩)

প্রতিকূল বর্জ্জন (মানসিক)

বিষয়বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন।
ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ॥
এই দুই-সঙ্গ নাথ! না হয় আমার।
প্রার্থনা করিয়ে আমি চরণে তোমার॥
সে দু'য়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।
মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল॥
বিষয়ি-হৃদয় যবে সাধুসঙ্গ পায়।
অনায়াসে লভে ভক্তি ভক্তের কৃপায়॥
মায়াবাদ-দোষ যা'র হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তা'র বজ্রসম ভেল॥

ভক্তির স্বরূপ, আর 'বিষয়', 'আশ্রয়'।
মায়াবাদী 'অনিত্য' বলিয়া সব কয়॥
ধিক্ তা'র কৃষ্ণ-সেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥
মায়াবাদ-সম ভক্তি-প্রতিকূল নাই।
অতএব মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি চাই॥
ভকতিবিনোদ মায়াবাদ দূর করি'।
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে বৈসে নামাশ্রয় ধরি'॥

(২৪)

সিদ্ধদেহ—গোপ্তৃত্বে বরণ

ছোড়ত পুরুষ-অভিমান। কিঙ্করী হইলুঁ আজি, কান!!
বরজ-বিপিনে সখীসাথ। সেবন করবুঁ, রাধানাথ!!
কুসুমে গাঁথবুঁ হার। তুলসী-মণিমঞ্জরী তার॥
যতনে দেওবুঁ সখী-করে। হাতে লওব সখী আদরে॥
সখী দিব তুয়া দুঁহুক গলে। দূরত হেরবুঁ কুতূহলে॥
সখী কহব,—"শুন, সুন্দরি! রহবি কুঞ্জে মম কিঙ্করী॥
গাঁথবি মালা মনোহারিণী। নিতি রাধাকৃষ্ণ-বিমোহিনী॥
তুয়া রক্ষণ-ভার হামারা। মম কুঞ্জকুটীর তোহারা॥
রাধামাধব-সেবনকালে। রহবি হামার অন্তরালে॥
তাম্বূল সাজি' কর্পূর আনি'। দেওবি মোএ আপন জানি'॥"
ভকতিবিনোদ শুনি' বাত্। সখীপদে করে প্রণিপাত॥

(২৫)

সিদ্ধদেহে—আত্মনিবেদন

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা-বিধান॥
তুয়া ধন জানি' তুহুঁ রাখবি, নাথ।
পাল্য গোধন জ্ঞান করি' তুয়া সাথ॥
চরাওবি মাধব! যামুনতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে॥

অঘ-বক মারত' রক্ষা-বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল-কান!!
রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি'।
পান করবুঁ হাম যামুনপানি॥
'কালিয়-দোখ' করবি বিনাশা।
শোধবি নদীজল, বাড়াওবি আশা॥
পিয়ত দাবানল রাখবি মোয়।
'গোপাল', 'গোবিন্দ' নাম তব হোয়॥
সুরপতি-দুর্ম্মতি-নাশ বিচারি'।
রাখবি বর্ষণে, গিরিবরধারি!!
চতুরানন করব যব্ চোরি।
রক্ষা করবি মুঝে, গোকুল-হরি!!
ভকতিবিনোদ—তুয়া গোকুল-ধন।
রাখবি কেশব! করত যতন॥

(২৬)

সিদ্ধদেহ—অনুকূল

গোদ্রুমধামে ভজন-অনুকূলে। মাথুর-শ্রীনন্দীশ্বর সমতুলে॥
তঁহি মাহ সুরভি-কুঞ্জ কুটীরে। বৈঠবুঁ হাম সুরতটিনী-তীরে॥
গৌরভকত-প্রিয়বেশ-দধানা। তিলক-তুলসীমালা-শোভমানা॥
চম্পক, বকুল, কদম্ব, তমাল। রোপত নিরমিব কুঞ্জ বিশাল॥
মাধবী, মালতী উঠাবুঁ তাহে। ছায়া-মণ্ডপ করবুঁ তঁহি মাহে॥
রোপবুঁ তত্র কুসুমবনরাজি। যূথি, জাতি, মল্লী বিরাজব সাজি'॥
মঞ্চে বসাওবু তুলসী মহারাণী। কীর্ত্তন-সজ্জ তঁহি রাখব আনি'॥
বৈষ্ণবজন-সহ গাওবুঁ নাম। জয় গোদ্রুম জয় গৌর কি ধাম॥
ভকতিবিনোদ ভক্তি-অনুকূল। জয় কুঞ্জ, মুঞ্জ, সুরনদীকূল॥

শব্দার্থঃ-তঁহি মাহে—তাহার মধ্যে; **দধানা**—ধারণ করিয়া; **রোপত**—রোপণ করত; **নিরমিব**—নির্ম্মাণ করিব; **মুঞ্জ**—একপ্রকার তৃণ; **সুরনদী**—গঙ্গা।

(২৭)

সিদ্ধদেহ—প্রতিকূল (ত্রাস ও দুঃখাত্মক)

আমি ত স্বানন্দ-সুখদবাসী। রাধিকামাধব-চরণদাসী॥
দুঁহার মিলনে আনন্দ করি। দুঁহার বিয়োগে দুঃখেতে মরি॥
সখীস্থলী নাহি হেরি নয়নে। দেখিলে শৈব্যাকে পড়য়ে মনে॥
যে-যে প্রতিকূল চন্দ্রার সখী। প্রাণে দুঃখ পাই তাহারে দেখি'॥
রাধিকা-কুঞ্জ আঁধার করি'। লইতে চাহে সে রাধার হরি॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলন-সুখ। প্রতিকূলজন না হেরি মুখ॥
রাধা-প্রতিকূল যতেক জন। সম্ভাষণে কভু না হয় মন॥
ভকতিবিনোদ শ্রীরাধাচরণে। সঁপেছে পরাণ অতীব যতনে॥

(২৮)

সিদ্ধদেহে—কৃষ্ণভজনের উদ্দীপন

রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জকুটীর। গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত, যামুনতীর॥
কুসুমসরোবর, মানসগঙ্গা। কলিন্দ-নন্দিনী বিপুলতরঙ্গা॥
বংশীবট, গোকুল, ধীরসমীর। বৃন্দাবন-তরু-লতিকা-বানীর॥
খগ-মৃগকুল, মলয়-বাতাস। ময়ূর, ভ্রমর, মুরলী, বিলাস॥
বেণু, শৃঙ্গ, পদচিহ্ন, মেঘমালা। বসন্ত, শশাঙ্ক, শঙ্খ, করতালা॥
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি। লীলা-বিলাস-উদ্দীপক মানি॥
এ সব ছোড়ত কঁহি নাহি যাঁউ। এ সব ছোড়ত পরাণ হারাঁউ॥
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান! তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ॥

শব্দার্থঃ-**বানীর**—বেতস-বৃক্ষ অর্থাৎ বেত গাছ; **শশাঙ্ক**—চন্দ্র।

শ্রেয়োনির্ণয়

(ক)

কৃষ্ণভক্তি বিনা কভু নাহি ফলোদয়।
মিছে সব ধর্ম্মাধর্ম্ম জীবের উপাধিময়॥

যোগ-যাগ-তপোধ্যান, সন্ন্যাসাদি ব্রহ্মজ্ঞান।
নানা কাণ্ডরূপে জীবের বন্ধন-কারণ হয়॥
বিনোদের বাক্য ধর, নানা কাণ্ড ত্যাগ কর।
নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেম হৃদয়ে দেহ আশ্রয়॥

(খ)

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ, জীব মীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে র'বে তুমি চিরদিন॥
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে, বন্দী হ'য়ে মায়া-পাশে।
রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন॥
এখন ভকতিবলে, কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু-জলে।
ক্রীড়া করি অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন॥

(গ)

পীরিতি সচ্চিদানন্দে রূপবতী নারী।
দয়াধর্ম্ম-আদি গুণ অলঙ্কার সব তাহারি॥
জ্ঞান—তা'র পট্টশাটী, যোগ—গন্ধ-পরিপাটী।
এ সবে শোভিতা সতী করে কৃষ্ণমন চুরি॥
রূপ বিনা অলঙ্কারে, কিবা শোভা এ-সংসারে।
পীরিতি-বিহীন গুণে, কৃষ্ণ না তুষিতে পারি॥
বানরীর অলঙ্কার, শোভা নাহি হয় তা'র।
কৃষ্ণপ্রেম বিনা তথা গুণে না আদর করি॥

(ঘ)

'নিরাকার নিরাকার' করিয়া চীৎকার।
কেন সাধকের শান্তি ভাঙ্গ, ভাই, বার বার॥
তুমি যা' বুঝেছ ভাল, তাই ল'য়ে কাট কাল।
ভক্তি বিনা ফলোদয়, তর্কে নাহি জান সার॥

সামান্য তর্কের বলে, ভক্তি নাহি আস্বাদিলে।
জনম হইল বৃথা, না করিলে সুবিচার॥
রূপাশ্রয়ে কৃষ্ণ ভজি', যদি হরিপ্রেমে মজি।
তা' হ'লে অলভ্য, ভাই, কি রহিবে বল আর॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শান্ত-দাস্য-ভক্তিসাধন-লালসা

(যামুন-ভাবাবলী)

(১)

যন্মূর্ধ্নি মে শ্রুতিশিরঃসু চ ভাতি যস্মি-
ন্নস্মন্মনোরথপথঃ সকলঃ সমেতি।
স্তোষ্যামি নঃ কুলধনং কুলদৈবতং তৎ
পাদারবিন্দমরবিন্দ-বিলোচনস্য॥ ১॥

হরি হে!
ওহে প্রভু দয়াময়, তোমার চরণদ্বয়,
শ্রুতি-শিরোপরি শোভা পায়।
গুরুজন-শিরে পুনঃ, শোভা পায় শত গুণ,
দেখি' আমার পরাণ জুড়ায়॥
জীব-মনোরথ-পথ, তঁহি সব অনুগত,
জীব-বাঞ্ছাকল্পতরু যথা।
জীবের সে কুলধন, অতি পূজ্য সনাতন,
জীবের চরমগতি তথা॥
কমলাক্ষ-পদদ্বয়, পরম-আনন্দময়,
নিষ্কপটে সেবিয়া সতত।
এ ভক্তিবিনোদ চায়, সতত তুষিতে তায়,
ভক্তজনের হ'য়ে অনুগত॥

শব্দার্থঃ-মনোরথ পথ—অভিলাষ-পথ (যাহা সকলই ভগবানে আসিয়া সমাপ্ত হয়)।

(২)

নাবেক্ষসে যদি ততো ভুবনান্যমুনি
নালং প্রভো ভবিতুমেব কুতঃ প্রবৃত্তিঃ।
এবং নিসর্গ-সুহৃদি ত্বয়ি সর্ব্বজন্তোঃ
স্বামিন্ ন চিত্রমিদমাশ্রিত-বৎসলত্বম্॥২॥

হরি হে!
তোমার ঈক্ষণে হয়, সকল উৎপত্তি লয়,
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে যত।
জড় জীব আদি করি', তোমার কৃপায় হরি,
লভে জন্ম, আর ক'ব কত॥
তাহাদের বৃত্তি যত, তোমার ঈক্ষণে স্বতঃ,
জন্মে, প্রভু তুমি সর্ব্বেশ্বর।
সকল জন্তুর তুমি, স্বাভাবিক নিত্যস্বামী,
সুহৃন্মিত্র—প্রাণের ঈশ্বর॥
এ ভক্তিবিনোদ কয়, শুন, প্রভু দয়াময়,
ভক্তপ্রতি বাৎসল্য তোমার।
নৈসর্গিক ধর্ম্ম হয়, ঔপাধিক কভু নয়,
দাসে দয়া হইয়া উদার॥

শব্দার্থঃ- নৈসর্গিক—স্বভাবসিদ্ধ; ঔপাধিক—উপাধিগত অর্থাৎ তাৎকালিক।

(৩)

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্ট-
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত-দৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুর-প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥৩॥

হরি হে!

পরতত্ত্ব বিচক্ষণ, ব্যাস-আদি মুনিগণ,
শাস্ত্র বিচারিয়া বার বার।
প্রভু, তব নিত্যরূপ, গুণশীল অনুরূপ,
তোমার চরিত্র সুধাসার॥
শুদ্ধসত্ত্বময়ী লীলা, মুখ্যশাস্ত্রে প্রকাশিলা,
জীবের কুশল সুবিধানে।
রজস্তমোগুণ-অন্ধ, অসুর-প্রকৃতি মন্দ,
জনে তাহা বুঝিতে না জানে॥
নাহি মানে নিত্যরূপ, ভজিয়া মণ্ডুন্ধকূপ,
রহে তাহে উদাসীনপ্রায়।
এ ভক্তিবিনোদ গায়, কি দুর্দ্দৈব হায় হায়,
হরিদাস হরি নাহি পায়॥

শব্দার্থ ঃ- মণ্ডুন্ধকূপ—ব্যাঙের অন্ধকূপ অর্থাৎ দুর্লঙ্ঘ্য সংসার।

(৪)

উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধসীম-সমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িম-স্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাঽপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥৪॥

হরি হে!

জগতের বস্তু যত, বদ্ধ সব স্বভাবতঃ,
দেশ-কাল-বস্তু-সীমাশ্রয়ে।
তুমি প্রভু সর্ব্বেশ্বর, নহ সীমা-বিধিপর,
বিধি সব কাঁপে তব ভয়ে॥
সম বা অধিক তব, স্বভাবতঃ অসম্ভব,
বিধি লঙ্ঘি' তব অবস্থান।

স্বতন্ত্র-স্বভাব ধর, আপনে গোপন কর,
মায়াবলে করি' অধিষ্ঠান॥
তথাপি অনন্য-ভক্ত, তোমারে দেখিতে শক্ত,
সদা দেখে স্বরূপ তোমার।
এ ভক্তিবিনোদ দীন, অনন্যভজন-হীন,
ভক্ত-পদ-রেণু মাত্র সার॥

(৫)

বশী বদান্যো গুণবানৃজুঃ শুচির্মৃদুর্দয়ালুর্মধুরঃ স্থিরঃ সমঃ।
কৃতী কৃতজ্ঞস্ত্বমসি স্বভাবতঃ সমস্তকল্যাণ-গুণামৃতোদধিঃ॥৫॥

হরি হে!
তুমি সর্ব্বগুণযুত, শক্তি তব বশীভূত,
বদান্য, সরল, শুচি, ধীর।
দয়ালু, মধুর, সম, কৃতী, স্থির, সর্ব্বোত্তম,
কৃতজ্ঞ-লক্ষণে পুনঃ বীর॥
সমস্ত কল্যাণ-গুণ-, গণামৃত-সম্ভাবন,
সমুদ্র-স্বরূপ ভগবান্।
বিন্দু বিন্দু গুণ তব, সর্ব্বজীব-সুবৈভব,
তুমি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্॥
এ ভক্তিবিনোদ ছার, কৃতাঞ্জলি বার বার,
করে চিত্তকথা বিজ্ঞাপন।
তব দাসগণ-সঙ্গে, তব লীলাকথা-রঙ্গে,
যায় যেন আমার জীবন॥

শব্দার্থ ঃ-সম্ভাবন—সংস্থান; সর্ব্বজীব-সুবৈভব—সকল জীবের সুসম্পত্তি।

(৬)

তদাশ্রিতানাং জগদুদ্ভব-স্থিতি-প্রণাশ-সংসার-বিমোচনাদয়ঃ।
ভবন্তি লীলা বিধয়শ্চ বৈদিকাস্ত্বদীয়-গম্ভীর-মনোঽনুসারিণঃ॥৬॥

হরি হে!

তোমার গম্ভীর মন, নাহি বুঝে অন্য জন,
সেই মন-অনুসারি' সব।
জগৎ-উদ্ভব-স্থিতি, প্রলয়-সংসারগতি,
মুক্তি-আদি শক্তির বৈভব॥
এ সব বৈদিক লীলা, ইচ্ছামাত্র প্রকাশিলা,
জীবের বাসনা-অনুসারে।
তোমাতে বিমুখ হ'য়ে, মজিল অবিদ্যা ল'য়ে,
সেই জীব কর্ম্ম-পারাবারে॥
পুনঃ যদি ভক্তি করি', ভজে ভক্তসঙ্গ ধরি',
তবে পায় তোমার চরণ।
অন্তরঙ্গ-লীলারসে, ভাসে, মায়া না পরশে,
ভক্তিবিনোদের ফিরে মন॥

শব্দার্থঃ- পারাবারে—সমুদ্রে।

(৭)

নমো নমো বাঙ্মনসাতিভূময়ে নমো নমো বাঙ্মনসৈকভূময়ে।
নমো নমোঽনন্তমহাবিভূতয়ে নমো নমোঽনন্তদয়ৈকসিন্ধবে॥ ৭॥

হরি হে!

মায়াবদ্ধ যতক্ষণ, থাকে ত' জীবের মন,
জড়মাঝে করে বিচরণ।
পরব্যোম জ্ঞানময়, তাহে তব স্থিতি হয়,
মন নাহি পায় দরশন॥
ভক্তিকৃপা-খড়্গাঘাতে, জড়বন্ধ ছেদ তা'তে,
যায় মন প্রকৃতির পার।
তোমার সুন্দর রূপ, হেরে' তব অপরূপ,
জড়বস্তু করয়ে ধিক্কার॥

অনন্ত বিভূতি যাঁ'র, যিনি দয়া-পারাবার,
সেই প্রভু জীবের ঈশ্বর।
এ ভক্তিবিনোদ হীন, সদা শুদ্ধভক্তিহীন,
শুদ্ধভক্তি মাগে নিরন্তর॥

(৮)

ন ধর্ম্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী
ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্য!
ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে॥৮॥

হরি হে!
ধর্ম্মনিষ্ঠা নাহি মোর, আত্মবোধ বা সুন্দর,
ভক্তি নাহি তোমার চরণে।
অতএব অকিঞ্চন, গতিহীন দুষ্টজন,
রত সদা আপন বঞ্চনে॥
পতিতপাবন তুমি, পতিত অধম আমি,
তুমি মোর একমাত্র গতি।
তব পাদমূলে পৈনু, তোমার শরণ লৈনু,
আমি দাস, তুমি মোর পতি॥
এ ভক্তিবিনোদ কাঁদে, হৃদে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে,
ভূমে পড়ি' বলে অতঃপর।
অহৈতুকী কৃপা করি', এই দুষ্টজনে হরি,
দেহ পদ-ছায়া নিরন্তর॥

শব্দার্থঃ- আত্মবোধ—স্বরূপ অনুভব।

(৯)

ন নিন্দিতং কর্ম্ম তদস্তি লোকে
সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি।

সোঽহং বিপাকাবসরে মুকুন্দ!
ক্রন্দামি সম্প্রত্যগতিস্তবাগ্রে॥ ৯॥

হরি হে!

হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই, যাহা আমি করি নাই,
সহস্র সহস্রবার হরি।
সেই সব কর্ম্মফল, পেয়ে অবসর-বল,
আমায় পিশিছে যন্ত্রোপরি॥
গতি নাহি দেখি' আর, কাঁদি হরি অনিবার,
তোমার অগ্রেতে এবে আমি।
যা তোমার হয় মনে, দণ্ড দেও অকিঞ্চনে,
তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী॥
ক্লেশ-ভোগ ভাগ্যে যত, ভোগ মোর হউ তত,
কিন্তু এক মম নিবেদন।
যে যে দশা ভোগি আমি, আমাকে না ছাড় স্বামি!
ভক্তিবিনোদের প্রাণধন॥

(১০)

নিমজ্জন্তোঽনন্ত-ভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥ ১০॥

হরি হে!

নিজকর্ম্ম-দোষ-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
হাবুডুবু খাই কতকাল।
সাঁতারি' সাঁতারি' যাই, সিন্ধু-অন্ত নাহি পাই,
ভবসিন্ধু অনন্ত বিশাল॥

নিমগ্ন হইনু যবে, ডাকিনু কাতর রবে,
কেহ মোরে করহ উদ্ধার।
সেইকালে আইলে তুমি, তোমা জানি' কূলভূমি,
আশাবীজ হইল আমার॥
তুমি হরি দয়াময়, পাইলে মোরে সুনিশ্চয়,
সর্ব্বোত্তম দয়ার বিষয়।
তোমাকে না ছাড়ি আর, এ **ভক্তিবিনোদ** ছার,
দয়াপাত্র পাইলে দয়াময়॥

(১১)

নিরাসকস্যাপি ন তাবদুৎসহে
মহেশ হাতুং তব পাদপঙ্কজম্।
রুষা নিরস্তোঽপি শিশুঃ স্তনন্ধয়ো
ন জাতু মাতুশ্চরণৌ জিহাসতি॥১১॥

হরি হে!
অন্য আশা নাহি যা'র, তব পাদপদ্ম তা'র,
ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়।
তব পদাশ্রয়ে নাথ, করে সেই দিনপাত,
তব পদে তাহার অভয়॥
স্তন্যপায়ী শিশুজনে, মাতা ছাড়ে ক্রোধমনে,
শিশু তবু নাহি ছাড়ে মায়।
যেহেতু তাহার আর, এ জীবন ধরিবার,
মাতা বিনা নাহিক উপায়॥
এ **ভক্তিবিনোদ** কয়, তুমি ছাড় দয়াময়,
দেখিয়া আমার দোষগণ।
আমি ত' ছাড়িতে নারি, তোমা বিনা নাহি পারি,
কখন ধরিতে এ জীবন॥

(১২)

তবামৃতস্যন্দিনি পাদপঙ্কজে নিবেদিতাত্মা কথমন্যদিচ্ছতি।
স্থিতেঽরবিন্দে মকরন্দনির্ভরে মধুব্রতো নেক্ষুরকং হি বীক্ষতে॥ ১২॥

হরি হে!

তব পদ-পঙ্কজিনী, জীবামৃত-সঞ্চারিণী,
অতিভাগ্যে জীব তাহা পায়।
সে-অমৃত পান করি', মুগ্ধ হয় তাহে হরি,
আর তাহা ছাড়িতে না চায়॥
নিবিষ্ট হইয়া তায়, অন্য স্থানে নাহি যায়,
অন্য রস তুচ্ছ করি' মানে।
মধুপূর্ণ পদ্মস্থিত, মধুব্রত কদাচিত,
নাহি চায় ইক্ষুদণ্ড-পানে॥
এ ভক্তিবিনোদ কবে, সে-পঙ্কজস্থিত হ'বে,
নাহি যা'বে সংসারাভিমুখে।
ভক্তকৃপা, ভক্তিবল, এই দুইটী সুসম্বল,
পাইলে সে-স্থিতি ঘটে সুখে॥

(১৩)

ত্বদঙ্ঘ্রিমুদ্দিশ্য কদাপি কেনচিদ্
যথা তথা বাপি সকৃৎ কৃতোঽঞ্জলিঃ।
তদৈব মুষ্ণাত্যশুভান্যশেষতঃ
শুভানি পুষ্ণাতি ন জাতু হীয়তে॥ ১৩॥

হরি হে!

ভ্রমিতে সংসার-বনে, কভু দৈব-সংঘটনে,
কোনমতে কোন ভাগ্যবান্।
তব পদ উদ্দেশিয়া, থাকে কৃতাঞ্জলি হঞা,
একবার ওহে ভগবান্॥

সেইক্ষণে তা'র যত, অমঙ্গল হয় হত,
সুমঙ্গল হয় পুষ্ট অতি।
আর নাহি ক্ষয় হয়, ক্রমে তা'র শুভোদয়,
তা'রে দেয় সর্ব্বোত্তম-গতি॥
এমন দয়ালু তুমি, এমন দুর্ভাগা আমি,
কভু না করিনু পরণাম।
তব পাদপদ্ম-প্রতি, না জানে এ দুষ্টমতি,
ভক্তিবিনোদের পরিণাম॥

(১৪)

উদীর্ণ-সংসার-দবাগুগুক্ষণিং ক্ষণেন নির্ব্বাপ্য পরাঞ্চ নির্বৃতিম্।
প্রযচ্ছতি ত্বচ্চরণারুণাম্বুজ-দ্বয়ানুরাগামৃত-সিন্ধুশীকরঃ॥ ১৪॥

হরি হে!
তোমার চরণপদ্ম, অনুরাগ-সুধাসদ্ম-,
সাগরশীকর যদি পায়।
কোন ভাগ্যবান্ জনে, কোন কার্য্য-সংঘটনে,
তা'র সব দুঃখ দূরে যায়॥
সে-সুধা-সমুদ্রকণ, সংসারাগ্নি-নির্ব্বাপণ,
ক্ষণেকে করিয়া ফেলে তা'র।
পরম-নির্বৃতি দিয়া, তোমার চরণে লঞা,
দেয় তবে আনন্দ অপার॥
এ ভক্তিবিনোদ কাঁদে, পড়িয়া সংসার-ফাঁদে,
বলে, নাহি কোন ভাগ্য মোর।
এ ঘটনা না ঘটিল, আমার জনম গেল,
বৃথা রৈনু হ'য়ে আত্মভোর॥

শব্দার্থ ঃ- সদ্ম—আধার; শীকর—জলকণ; নির্বৃতি—শান্তি; আত্মভোর—ইন্দ্রিয়তর্পণ-পর।

(১৫)

বিলাস-বিক্রান্ত-পরাবরালয়ং
নমস্যদার্ত্তি-ক্ষপণে কৃতক্ষণম্।
ধনং মদীয়ং তব পাদপঙ্কজং
কদা নু সাক্ষাৎকরবাণি চক্ষুষা॥ ১৫॥

হরি হে!
তবাঙ্ঘ্রি-কমলদ্বয়, বিলাস-বিক্রমময়,
পরাবর জগৎ ব্যাপিয়া।
সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান, ভক্তক্লেশ-অবসান,
লাগি' সদা প্রস্তুত হইয়া॥
জগতের সেই ধন, আমি জগমধ্য জন,
অতএব সম অধিকার।
আমি কিবা ভাগ্যহীন, সাধনে বঞ্চিত দীন,
কি কাজ জীবনে আর ছার॥
কৃপা বিনা নাহি গতি, এ **ভক্তিবিনোদ** অতি,
দৈন্য করি' বলে প্রভু-পায়।
কবে তব কৃপা পে'য়ে, উঠিব সবলে ধে'য়ে,
হেরিব সে পদযুগ হায়॥

শব্দার্থ ঃ- তবাঙ্ঘ্রি—তব চরণ; **পরাবর জগৎ**—'পর' জগৎ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ ও 'অবর'-জগৎ অর্থাৎ জড়জগৎ।

(১৬)

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তর
প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিক নিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্॥ ১৬॥

হরি হে!

আমি সেই দুষ্টমতি, না দেখিয়া অন্য গতি,
তব পদে ল'য়েছি শরণ।
জানিলাম আমি নাথ, তুমি প্রভু জগন্নাথ,
আমি তব নিত্য পরিজন॥
সেইদিন কবে হ'বে, ঐকান্তিকভাবে যবে,
নিত্যদাস-ভাব ল'য়ে আমি।
মনোরথান্তর যত, নিঃশেষ করিয়া স্বতঃ,
সেবিব আমার নিত্যস্বামী॥
নিরন্তর সেবা-মতি, বহিবে চিত্তেতে সতী,
প্রশান্ত হইবে আত্মা মোর।
এ ভক্তিবিনোদ বলে, কৃষ্ণসেবা-কুতূহলে,
চিরদিন থাকি যেন ভোর॥

(১৭)

অপরাধসহস্রভাজনং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥১৭॥

হরি হে!

আমি অপরাধি-জন, সদা দণ্ড্য, দুর্ল্লক্ষণ,
সহস্র সহস্র দোষে দোষী।
ভীম ভবার্ণবোদরে, পতিত বিষম ঘোরে,
গতিহীন গতি-অভিলাষী॥
হরি! তব পাদদ্বয়ে, শরণ লইনু ভয়ে,
কৃপা করি' কর আত্মসাথ।
তোমার প্রতিজ্ঞা এই, শরণ লইবে যেই,
তুমি তা'র রক্ষাকর্ত্তা নাথ॥

প্রতিজ্ঞাতে করি' ভর, ও মাধব প্রাণেশ্বর!
শরণ লইল এই দাস।
এ **ভক্তিবিনোদ** গায়, তোমার সে রাঙ্গাপায়,
দেহ দাসে সেবায় বিলাস॥

শব্দার্থ ঃ- দণ্ড্য—দণ্ডনীয়; ভীম ভবার্ণবোদরে—ভীষণ-ভবসাগর মধ্যে।

(১৮)

অবিবেক-ঘনান্ধ-দিঙ্মুখে বহুধা সন্তত-দুঃখবর্ষিণি।
ভগবন্ ভব দুর্দ্দিনে পথঃ স্খলিতং মামবলোকয়াচ্যুত॥১৮॥

হরি হে!
অবিবেকরূপ ঘন, তাহে দিক্ আচ্ছাদন,
হৈল তা'তে অন্ধকার ঘোর।
তাহে দুঃখ-বৃষ্টি হয়, দেখি' চারিদিকে ভয়,
পথভ্রম হইয়াছে মোর॥
নিজ অবিবেক-দোষে, পড়ি দুর্দ্দিনের রোষে,
প্রাণ যায় সংসার-কান্তারে।
পথপ্রদর্শক নাই, এ দুর্দ্দৈবে মারা যাই,
ডাকি তাই, অচ্যুত, তোমারে॥
একবার কৃপাদৃষ্টি, কর আমা-প্রতি বৃষ্টি,
তবে মোর ঘুচিবে দুর্দ্দিন।
বিবেক সবল হ'বে, এ **ভক্তিবিনোদে** তবে,
দেখাইবে পথ সমীচীন॥

শব্দার্থ ঃ- ঘন—মেঘ; কান্তার—মহা অরণ্য।

(১৯)

ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে ততো দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ॥১৯॥

হরি হে!

অগ্রে এক নিবেদন, করি মধু-নিসূদন,
শুন কৃপা করিয়া আমায়।
নিরর্থক কথা নয়, নিগূঢ়ার্থময় হয়,
হৃদয় হইতে বাহিরায়॥
অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি,
তব দয়া মোর অধিকার।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়,
তা'তে আমি সুপাত্র দয়ার॥
মোরে যদি উপেক্ষিবে, দয়া-পাত্র কোথা পা'বে,
'দয়াময়'-নামটী ঘুচা'বে।
এ **ভক্তিবিনোদ** কয়, দয়া কর দয়াময়,
যশঃকীর্ত্তি চিরদিন পা'বে॥

শব্দার্থ ঃ- মধুনিসূদন—হে মধুসূদন অর্থাৎ হে মধুদৈত্য-হননকারী; নিগূঢ়ার্থময়—গোপন প্রার্থনাময়; অপকৃষ্ট—নীচ।

(২০)

তদহং ত্বদৃতে ন নাথবান্ মদৃতে ত্বং দয়নীয়বান্ন চ।
বিধিনির্ম্মিতমেতদন্বয়ং ভগবন্ পালয় মাস্ম জীহয়॥২০॥

হরি হে!

তোমা ছাড়ি' আমি কভু, সনাথ না হই প্রভু,
প্রভুহীন দাস নিরাশ্রয়।
আমাকে না নিলে সাথ, কৈছে তুমি হ'বে নাথ,
দয়নীয় কে তোমার হয়॥
আমাদের এ সম্বন্ধ, বিধিকৃত সুনির্ব্বন্ধ,
সবিধি তোমার গুণধাম।
অতএব নিবেদন, শুন হে মধুমথন,
ছাড়া-ছাড়ি নহে কোন কাম॥

এ ভক্তিবিনোদ গায়, রাখ মোরে তব পায়,
পাল' মোরে না ছাড় কখন।
যবে মম পাও দোষ, করিয়া উচিত রোষ,
দণ্ড দিয়া দেও শ্রীচরণ॥

শব্দার্থঃ- সনাথ—নাথযুক্ত; দয়নীয়—দয়ার যোগ্য; সুনির্ব্বন্ধ—সু-নিয়ম-বদ্ধ।

(২১)

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতোঽসানি যথাতথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ॥২১॥

হরি হে!

স্ত্রী-পুরুষ-দেহগত, বর্ণ-আদি ধর্ম্ম যত,
তাহে পুনঃ দেহগত ভেদ।
সত্ত্বরজস্তমোগুণ, আশ্রয়েতে ভেদ পুনঃ,
এইরূপ সহস্র প্রভেদ॥
যে-কোন শরীরে থাকি, যে-কোন অবস্থা রাখি,
সে-সব এখন তব পা-য়।
সঁপিলাম, প্রাণেশ্বর! মম বলি' অতঃপর,
আর কিছু না রহিল দায়॥
তুমি, প্রভু! রাখ মার, সব তব অধিকার,
আছি আমি তোমার কিঙ্কর।
এ ভক্তিবিনোদ বলে, তব দাস্য কৌতূহলে,
থাকি যেন সদা সেবাপর॥

(২২)

তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং ভবনেষ্বস্ত্বপি কীটজন্ম মে।
ইতরাবসথেষু মাস্ম ভূদপি মে জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা॥২২॥

হরি হে!

বেদবিধি-অনুসারে, কর্ম্ম করি' এ সংসারে,
পুনঃ পুনঃ জীব জন্ম পায়।
পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মফলে, তোমার বা ইচ্ছাবলে,
জন্ম যদি লভি পুনরায়॥
তবে এক কথা মম, শুন হে পুরুষোত্তম,
তব দাস-সঙ্গিজন-ঘরে।
কীট-জন্ম যদি হয়, তাহাতেও দয়াময়,
রহিব হে সন্তুষ্ট-অন্তরে॥
তব দাস-সঙ্গহীন, যে-গৃহস্থ অর্ব্বাচীন,
তা'র গৃহে চতুর্ম্মুখ-ভূতি।
না হউ কখন, হরি! করদ্বয় যোড় করি',
করে ভক্তিবিনোদ মিনতি॥

শব্দার্থ ঃ- অর্ব্বাচীন—তত্ত্বজ্ঞানহীন; চতুর্ম্মুখ-ভূতি—ব্রহ্মার বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য।

(২৩)

সকৃত্ত্বদাকার-বিলোকনাশয়া
তৃণীকৃতানুত্তম-ভুক্তিমুক্তিভিঃ।
মহাত্মভির্মামবলোক্যতাং নয়
ক্ষণোঽপি তে যদ্বিরহোঽতিদুঃসহঃ॥২৩॥

হরি হে!

তোমার যে শুদ্ধভক্ত, তোমাতে সে অনুরক্ত,
ভুক্তি-মুক্তি তুচ্ছ করি' জানে।
বারেক দেখিতে তব, চিদাকার-শ্রীবৈভব,
তৃণ বলি' অন্য সুখ মানে॥
সে সব ভক্তের সঙ্গে, লীলা কর নানারঙ্গে,
বিরহ সহিতে নাহি পার।

কৃপা করি' অকিঞ্চনে, দেখাও মহাত্মগণে,
সাধু বিনা গতি নাহি আর॥
সে-ভক্তচরণ-ধন, কবে পা'ব দরশন,
শোধিব আমার দুষ্ট মন।
এ ভক্তিবিনোদ ভণে, কৃপা হ'বে যতক্ষণে,
মহাত্মার হ'বে দরশন॥

শব্দার্থ ঃ- চিদাকার-শ্রীবৈভব—চিন্ময় মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য-বৈভব।

(২৪)

ন দেহং ন প্রাণান্ন চ সুখমশেষাভিলষিতং
ন চাত্মানং নান্যত্তব কিমপি শেষত্ববিভবাৎ।
বহির্ভূতং নাথ ক্ষণমপি সহে যাতু শতধা
বিনাশং তৎ সত্যং মধুমথন বিজ্ঞাপনমিদম্॥ ২৪॥

হরি হে!
শুন হে মধুমথন! মম এক বিজ্ঞাপন,
বিশেষ করিয়া বলি আমি।
তোমার শেষত্ব মম, স্বকীয় বৈভবোত্তম,
আমি দাস, তুমি মোর স্বামী॥
সে-বিভব-বহির্ভূত, হৈতে হৈলে, হে অচ্যুত,
ক্ষণমাত্র সহিতে না পারি।
দেহ-প্রাণ-সুখ আশা, আত্মপ্রতি ভালবাসা,
সর্ব্বত্যাগ করিতে বিচারি॥
এ সব যাউক নাশ, শতবার শ্রীনিবাস,
তবু থাকু দাসত্ব তোমার।
এ ভক্তিবিনোদ কয়, কৃষ্ণদাস জীব হয়,
দাস্য বিনা কিবা আছে আর॥

শব্দার্থঃ- শেষত্ব—দাসত্বের সীমা; স্বকীয় বৈভবোত্তম—নিজ শ্রেষ্ঠ সম্পদ্; বিভব—বৈভব।

(২৫)

দুরন্তস্যানাদেরপরিহরণীয়স্য মহতো
বিহীনাচারোঽহং নৃপশুরশুভস্যাস্পদমপি।
দয়াসিন্ধো বন্ধো নিরবধিক-বাৎসল্য-জলধে-
স্তব স্মারং স্মারং গুণগণমিতীচ্ছামি গতভীঃ॥২৫॥

হরি হে!

আমি নরপশুপ্রায়, আচারবিহীন তায়,
অনাদি অনন্ত সুবিস্তার।
অতিকষ্টে পরিহার্য্য, সহজেতে অনিবার্য্য,
অশুভের আস্পদ আবার॥
তুমি ত' দয়ার সিন্ধু, তুমি ত' জগদ্বন্ধু,
অসীম বাৎসল্য-পয়োনিধি।
তব গুণগণ স্মরি', ভববন্ধ ছেদ করি',
নির্ভীক হইব নিরবধি॥
এই ইচ্ছা করি' মনে, শ্রীযামুন-চরণে,
গায় **ভক্তিবিনোদ** এখন।
যামুন-বিপিন-বিধু, শ্রীচরণাম্বুজ-সীধু,
তা'র শিরে করুন অর্পণ॥

শব্দার্থ ঃ- অনিবার্য্য—প্রচণ্ড; আস্পদ—আশ্রয়; পয়োনিধি—সাগর; শ্রীযামুন—'স্তোত্ররত্ন'-রচয়িতা শ্রীযামুনাচার্য্য; যামুন-বিপিন-বিধু—যমুনা-তীরস্থ বনের চন্দ্র অর্থাৎ বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ; সীধু—অমৃত।

(২৬)

পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িত-তনয়স্ত্বং প্রিয়সুহৃত্ত্ব-
মেব ত্বং মিত্রং গুরুরপি গতিশ্চাসি জগতাম্।
ত্বদীয়স্ত্বদ্ভৃত্যস্তব পরিজনস্ত্বদ্গতিরহং
প্রপন্নশ্চৈবং স ত্বহমপি তবৈবাস্মি হি ভরঃ॥২৬॥

হরি হে!

তুমি জগতের পিতা, তুমি জগতের মাতা,
দয়িত, তনয় হরি তুমি।
তুমি সুহৃন্মিত্র গুরু, তুমি গতি কল্পতরু,
ত্বদীয় সম্বন্ধমাত্র আমি॥
তব ভৃত্য, পরিজন, গতিপ্রার্থী, অকিঞ্চন,
প্রপন্ন তোমার শ্রীচরণে।
তব সত্ত্ব, তব ধন, তোমার পালিত জন,
আমার মমতা তব জনে॥
এ **ভক্তিবিনোদ** কয়, অহংতা-মমতা নয়,
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ-অভিমানে।
সেবার সম্বন্ধ ধরি', অহংতা-মমতা করি',
তদিতর প্রাকৃত বিধানে॥

শব্দার্থ ঃ – সত্ত্ব—দ্রব্য; অহংতা—আমিত্ব; তদিতর—তদ্বিপরীত।

(২৭)

অমর্য্যাদঃ ক্ষুদ্রশ্চলমতিরসূয়াপ্রসবভূঃ
কৃতঘ্নো দুর্ম্মানী স্মরপরবশো বঞ্চনপরঃ।
নৃশংসঃ পাপিষ্ঠঃ কথমহমিতো দুঃখজলধে-
রপারাদুত্তীর্ণস্তব পরিচরেয়ং চরণয়োঃ॥২৭॥

হরি হে!

আমি ত' চঞ্চলমতি, অমর্য্যাদ, ক্ষুদ্র অতি,
অসূয়া-প্রসব সদা মোর।
পাপিষ্ঠ, কৃতঘ্ন, মানী, নৃশংস, বঞ্চনে জ্ঞানী,
কামবশে থাকি' সদা ঘোর॥
এ হেন দুর্জ্জন হ'য়ে, এ দুঃখ-জলধি ব'য়ে,
চরিতেছি সংসার-সাগরে।

কেমনে এ ভবাম্বুধি, পার হ'য়ে নিরবধি,
তব পাদসেবা মিলে মোরে॥
তোমার করুণা পাই, তবে ত' তরিয়া যাই,
আমি এই দুরন্ত সাগর।
তুমি প্রভু, শ্রীচরণে, রাখ দাসে ধূলিসনে,
নহে **ভক্তিবিনোদ** কাতর॥

শব্দার্থঃ- অমর্য্যাদ—মর্য্যাদাজ্ঞানহীন; অসূয়া-প্রসব—ঈর্ষা-উদয়; কৃতঘ্ন—উপকারকের অপকারক; মানী—অভিমানী; বঞ্চনে জ্ঞানী—বঞ্চনে পটু।

অনুতাপ-লক্ষণ-উপলব্ধি

(১)

আমি অতি পামর দুর্জ্জন।
কি করিনু হায় হায়, প্রকৃতির দাস তায়,
কাটাইনু অমূল্য জীবন॥
কতদিন গর্ব্ভাবাসে, কাটাইনু অনায়াসে,
বাল্য গেল বালধর্ম্মবশে।
গ্রাম্যধর্ম্মে এ যৌবন, মিছে দিনু বিসর্জ্জন,
বৃদ্ধকাল এল অবশেষে॥
বিষয়ে নাহিক সুখ, ভোগশক্তি সুবৈমুখ,
অন্ত দন্ত, শরীর অশক্ত।
জীবন যন্ত্রণাময়, মরণেতে সদা ভয়,
বল' কিসে হই অনুরক্ত॥
ভোগ্যবস্তু-ভোগশক্তি, তা'তে ছিল অনুরক্তি,
যে-পর্য্যন্ত ছিল দেহে বল।
সমস্ত বিগত হ'ল, কি লইয়া থাকি বল,
এবে চিত্ত সদাই চঞ্চল॥

সামর্থ্য থাকিতে কায়, হরি না ভজিনু হায়,
আসন্ন কালেতে কিবা করি।
ধিক্ মোর এ-জীবনে, না সাধিনু নিত্যধনে,
মিত্র ছাড়ি' ভজিলাম অরি॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(২)

সাধুসঙ্গ না হইল হায়!
গেল দিন অকারণ, করি' অর্থ উপার্জ্জন,
পরমার্থ রহিল কোথায়??
সুবর্ণ করিয়া ত্যাগ, তুচ্ছ লোষ্ট্রে অনুরাগ,
দুর্ভাগার এই ত' লক্ষণ।
কৃষ্ণেতর সঙ্গ করি', সাধুজনে পরিহরি',
মদগর্ব্বে কাটা'নু জীবন॥
ভক্তিমুদ্রা-দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
বাতুলতা বলিয়া তাহায়।
যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি', হারাইনু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায়??
জ্ঞানের গরিমা বলে, ভক্তিরূপ সুসম্বলে,
উপেক্ষিনু স্বার্থ পাশরিয়া।
দুষ্ট জড়াশ্রিত জ্ঞান, এবে হ'ল অন্তর্দ্ধান,
কর্ম্মভোগে আমাকে রাখিয়া॥
এবে যদি সাধুজনে, কৃপা করি' এ দুর্জ্জনে,
দেন ভক্তি-সমুদ্রের বিন্দু।
তা' হইলে অনায়াসে, মুক্ত হ'য়ে ভবপাশে,
পার হই এ সংসার-সিন্ধু॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(৩)

ওরে মন, কর্ম্মের কুহরে গেল কাল।
স্বর্গাদি সুখের আশে, পড়িলাম কর্ম্ম-ফাঁসে,
ঊর্ণনাভি-সম কর্ম্মজাল॥
উপবাস-ব্রত ধরি', নানা কায়ক্লেশ করি',
ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া অপার।
মরিলাম নিজ দোষে, জরা-মরণের ফাঁসে,
হইবারে নারিনু উদ্ধার॥
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যজি', নানা দেব-দেবী ভজি',
মদ-গর্ব্বে কাটানু জীবন।
স্থির না হইল মন, না লভিনু শান্তি-ধন,
না ভজিনু শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥
ধিক্ মোর এ জীবনে, ধিক্ মোর ধন-জনে,
ধিক্ মোর বর্ণ-অভিমান;
ধিক্ মোর কুল-মানে, ধিক্ শাস্ত্র-অধ্যয়নে,
হরিভক্তি না পাইল স্থান॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ- কুহর—গর্ত; ঊর্ণনাভি—মাকড়সা।

(৪)

ওরে মন, কি বিপদ হইল আমার।
মায়ার দৌরাত্ম্য-জ্বরে, বিকার জীবেরে ধরে,
তাহা হৈতে পাইতে নিস্তার॥
সাধিনু অদ্বৈত-মত, যাহে মায়া হয় হত,
বিষ সেবি' বিকার কাটিল।
কিন্তু এ দুর্ভাগ্য মোর, বিকার কাটিল ঘোর,
বিষের জ্বালায় প্রাণ গেল॥

'আমি ব্রহ্ম একমাত্র', এ জ্বালায় দহে গাত্র,
ইহার উপায় কিবা ভাই?
বিকার যে ছিল ভাল, ঔষধ জঞ্জাল হ'ল,
ঔষধ-ঔষধ কোথা পাই??
মায়াদত্ত-কুবিকার, মায়াবাদ বিষভার,
এ দুই আপদ-নিবারণ।
হরিনামামৃত-পান, সাধু-বৈদ্য-সুবিধান,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীচরণ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থঃ-**বিকার**—অবিদ্যা অর্থাৎ অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি; **অদ্বৈত-মত**—কেবলাদ্বৈতবাদ; **বিষ**—'আমি ব্রহ্ম', এই বিচার; **ঔষধ-ঔষধ**—ঔষধের ঔষধ।

(৫)

ওরে মন, ক্লেশ-তাপ দেখি যে অশেষ!
'অবিদ্যা' 'অস্মিতা' আর, 'অভিনিবেশ' দুর্ব্বার,
'রাগ' 'দ্বেষ', এই পঞ্চক্লেশ॥
অবিদ্যাত্ম-বিস্মরণ, অস্মিতান্য-বিভাবন,
অভিনিবেশান্যে গাঢ়মতি।
অন্যে প্রীতি রাগান্ধতা, বিদ্বেষাত্মাবিশুদ্ধিতা,
পঞ্চক্লেশ সদাই দুর্গতি॥
ভুলিয়া বৈকুণ্ঠতত্ত্ব, মায়া-ভোগে সুপ্রমত্ত,
'আমি' 'আমি' করিয়া বেড়াই।
'এ আমার সে আমার', এ ভাবনা অনিবার,
ব্যস্ত করে মোর চিত্ত ভাই॥
এ রোগ-শমনোপায়, অন্বেষিয়া হায় হায়,
মিলে বৈদ্য সদ্য যমোপম।
'আমি—ব্রহ্ম, মায়া—ভ্রম', এই ঔষধের ক্রম,
দেখি' চিন্তা হইল বিষম॥

একে ত' রোগের কষ্ট, যমোপম বৈদ্য ভ্রষ্ট,
এ-যন্ত্রণা কিসে যায় মোর?
শ্রীচৈতন্য দয়াময়, কর' যদি সমাশ্রয়,
পার হ'বে এ বিপদ ঘোর॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ- **অবিদ্যা**—আত্ম-বিস্মরণ; **অস্মিতা**—অন্য (অনাত্ম বস্তুতে আমি আমার) ভাবনা; **অভিনিবেশ**—অন্য বিষয়ে গাঢ়মতি; **রাগ**—অনাত্ম-বস্তুতে অন্ধ প্রীতি; **দ্বেষ**—আত্মার অবিশুদ্ধতা; **সদ্য যমোপম**—সাক্ষাৎ যমতুল্য।

নির্ব্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি

(১)

ওরে মন, ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম-মরণ-জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল' সার॥
ধন-জন-পরিবার, কেহ নহে কভু কা'র,
কালে মিত্র, অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর॥
আয়ু অতি অল্পদিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ-শোক অনিবার, চিত্ত করে ছারখার,
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন॥
ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে, সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হ'বে,
হারাইবে পরমার্থ-ধন॥

ইতিহাস-আলোচনে, ভেবে' দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়-তর্পণ সার, করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয়॥
মরণ-সময় তা'রা, উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশু-প্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল॥
এমন বিষয়ে মন, কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়, কর' সবে ভব জয়,
এ দাসের সেই ত' ভরসা॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(২)

ওরে মন, বাড়িবার আশা কেন কর'?
পার্থিব উন্নতি যত, শেষে অবনতি তত, শান্ত হও, মোর বাক্য ধর'॥
আশার ইয়ত্তা নাই, আশা-পথ সদা ভাই, নৈরাশ্য-কণ্টকে রুদ্ধ আছে।
বাড়' যত আশা তত, আশা নাহি হয় হত, আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে॥
এক রাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য কাল চাও, সর্ব্বরাজ্য কর' যদি লাভ।
তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ, ছাড়ি' চা'বে ব্রহ্মার প্রভাব॥
ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই, শিবপদ কিসে পাই, এই চিন্তা হ'বে অবিরত।
শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্মসাম্য তদন্তর, আশা করে শঙ্করানুগত॥
অতএব আশা-পাশ, যাহে হয় সর্ব্বনাশ, হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন-ভাব ল'য়ে, চৈতন্য-চরণাশ্রয়ে, বাস কর' সদা শান্তিপুরে॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ- ব্রহ্মত্ব—ব্রহ্মার পদ; ব্রহ্মসাম্য—'আমি ব্রহ্ম-সমান' এই ভাবনা।

(৩)

ওরে মন, ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা কর' দূর।
ভোগের নাহিক শেষ, তাহে নাহি সুখলেশ, নিরানন্দ তাহাতে প্রচুর॥
ইন্দ্রিয়-তর্পণ বই, ভোগে আর সুখ কই, সেও সুখ অভাব-পূরণ।
যে-সুখেতে আছে ভয়, তাকে সুখ বলা নয়, তাকে দুঃখ বলে বিজ্ঞ-জন॥
শাস্ত্রে ফলশ্রুতি যত, সেই লোভে কতশত, মূঢ়জন ভোগ-প্রতি ধায়।
সে-সব কৈতব জানি', ছাড়িয়া বৈষ্ণব-জ্ঞানী, মুখ্যফল কৃষ্ণরতি পায়॥
মুক্তি-বাঞ্ছা দুষ্ট অতি, নষ্ট করে শিষ্টমতি, মুক্তিস্পৃহা কৈতব-প্রধান।
তাহা যে ছাড়িতে নারে, মায়া নাহি ছাড়ে তারে, তার যত্ন নহে ফলবান্॥
অতএব স্পৃহাদ্বয়, ছাড়ি' শোধ' এ হৃদয়, নাহি রাখ কামের বাসনা।
ভোগ-মোক্ষ নাহি চাই, শ্রীকৃষ্ণচরণ পাই, **বিনোদের** এই ত সাধনা॥

শব্দার্থ ঃ-ফলশ্রুতি—বৈদিক কর্ম্মের ফল প্রতিপাদক কথা; কৈতব—কপটতা; স্পৃহাদ্বয়—ভোগস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা।

(৪)

দুর্ল্লভ মানব-জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু—দুঃখ কহিব কাহারে??
'সংসার' 'সংসার', ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই, ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হ'লে কি র'বে আমার?
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রা-বশে।
নাহি ভাবি—মরণ নিকটে আছে ব'সে॥

ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন দিন॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
হায়, হায়! নাহি ভাবি,—অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব??
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ-পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর-শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(৫)

শরীরের সুখে, মন, দেহ জলাঞ্জলি।
এ দেহ তোমার নয়, বরঞ্চ এ শত্রু হয়,
সিদ্ধ-দেহ-সাধন-সময়ে।
সর্ব্বদা ইহার বলে রহিয়াছ বলী।
কিন্তু নাহি জান মন, এ শরীর অচেতন,
পড়ে রয় জীবন-বিলয়ে॥
দেহের সৌন্দর্য্য-বল—নহে চিরদিন।
অতএব তাহা ল'য়ে, না থাক গর্ব্বিত হ'য়ে,
তোমা' প্রতি এই অনুনয়।
শুদ্ধজীব সিদ্ধদেহে সদাই নবীন।

জড়ীভূত দেহ-যোগ, জীবনের কর্ম্মভোগ,
জীবের পতন যদাশ্রয়॥
যে-পর্য্যন্ত এ দেহেতে জীবের সঙ্গতি।
চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা, ত্বগাদির জড়স্পৃহা,
জীবে ল'য়ে করে টানাটানি।
দেখ, দেখ, ভয়ঙ্কর জীবের দুর্গতি।
জীব চায় কৃষ্ণ ভজি', দেহ জড়ে যায় মজি',
শেষে জীব পাশরে আপনি॥
আর কেন জীব জড়ে করিবে সমর?
জড় দেও বিসর্জ্জন, শুদ্ধজীব-প্রবোধন,
সহজসমাধি-যোগে সাধ'।
ক্রমে ক্রমে জড়সত্তা হ'বে অবসর।
সিদ্ধদেহ-অনুগত, কর' দেহ জড়াশ্রিত,
পরমার্থ না হইবে বাধ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন

(সম্বন্ধ-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি)

ওরে মন, বলি, শুন তত্ত্ব-বিবরণ।
যাঁহার বিস্মৃতি-জন্য জীবের বন্ধন॥
তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় অতুল্য অপার।
সেই তত্ত্ব পরব্রহ্ম সর্ব্বসারাৎসার॥
সেই তত্ত্ব শক্তিমান্ সম্পূর্ণ সুন্দর।
শক্তি-শক্তিমান্—এক বস্তু নিরন্তর॥
নিত্যশক্তি—নিত্যসর্ব্ব-বিলাস-পোষক।
বিলাসার্থ বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ, গোলোক॥

বিলাসার্থ নাম-ধাম-গুণ-পরিকর।
দেশ-কাল-পাত্র সব শক্তি-অনুচর॥
শক্তির প্রভাব আর প্রভুর বিলাস।
পরব্রহ্ম-সহ নিত্য একাত্ম-প্রকাশ॥
'অতএব ব্রহ্ম আগে, শক্তি-কার্য্য পরে।'
যে করে সিদ্ধান্ত, সেই মূর্খ এ সংসারে॥
পূর্ণচন্দ্র বলিলে কিরণ-সহ জানি।
অকিরণ চন্দ্রসত্তা কভু নাহি মানি॥
ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি-সহ পরিকর।
সমকাল নিত্য বলি' মানি অতঃপর॥
অখণ্ড বিলাসময় পরব্রহ্ম যেই।
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র সেই॥
সেই সে অদ্বয়তত্ত্ব পরানন্দাকার।
কৃপায় প্রকট হৈল ভারতে আমার॥
কৃষ্ণ সে পরমতত্ত্ব প্রকৃতির পর।
ব্রজেতে বিলাস কৃষ্ণ করে নিরন্তর॥
চিদ্ধাম-ভাস্কর কৃষ্ণ, তাঁ'র জ্যোতির্গত।
অনন্ত চিৎকণ জীব তিষ্ঠে অবিরত॥
সেই জীব প্রেমধর্ম্মী, কৃষ্ণগত প্রাণ।
সদা কৃষ্ণাকৃষ্ট, ভক্তিসুধা করে পান॥
নানাভাব-মিশ্রিত পিয়া দাস্য-রস।
কৃষ্ণের অনন্তগুণে সদা থাকে বশ॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ সখা, পতি।
এই সব ভিন্নভাবে কৃষ্ণে করে রতি॥
কৃষ্ণ সে পুরুষ এক, নিত্যবৃন্দাবনে।
জীবগণ নারীবৃন্দ, রমে কৃষ্ণসনে॥
সেই ত' আনন্দলীলা যা'র নাই অন্ত।
অতএব কৃষ্ণলীলা অখণ্ড অনন্ত॥

যে-সব জীবের ভোগ-বাঞ্ছা উপজিল।
পুরুষ-ভাবেতে তা'রা জড়ে প্রবেশিল॥
মায়াকার্য্য জড়, মায়া—নিত্যশক্তি-ছায়া।
কৃষ্ণদাসী সেহ সত্য, কারা-কর্ত্রী মায়া॥
সেই মায়া আদর্শের[১] সমস্ত বিশেষ।
লইয়া গঠিল বিশ্ব যাহে পূর্ণ ক্লেশ॥
জীব যদি হইলেন কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
মায়াদেবী তবে তা'রে যাচিলেন সুখ॥
মায়া-সুখে মত্ত জীব শ্রীকৃষ্ণ ভুলিল।
সেই সে অবিদ্যা-বশে অস্মিতা জন্মিল॥
অস্মিতা হইতে হৈল মায়াভিনিবেশ।
তাহা হইতে জড়গত রাগ আর দ্বেষ॥
এইরূপে জীব কর্ম্মচক্রে প্রবেশিয়া।
উচ্চাবচ-গতিক্রমে ফিরেন ভ্রমিয়া॥
কোথা সে বৈকুণ্ঠানন্দ, শ্রীকৃষ্ণবিলাস!
কোথা মায়াগত সুখ, দুঃখ, সর্ব্বনাশ!!
চিৎতত্ত্ব হইয়া জীবের মায়াভিরমণ।
অতি তুচ্ছ জুগুপ্সিত[২] অনন্ত পতন॥
মায়িক দেহের ভাবাভাবে[৩] দাস্য করি'।
পরতত্ত্ব জীবের কি কষ্ট আহা মরি!!

(অভিধেয়-বিজ্ঞান উপলব্ধি)

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ হয়।
পুনরায় শুপ্ত নিত্যধর্ম্মের উদয়॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা হয় আলোচন।
পূর্ব্বভাব উদি' কাটে মায়ার বন্ধন॥

---

(১) **আদর্শ**—যাহার অনুকরণ করা হয়; এস্থলে ভগবানের চিৎধাম।
(২) **জুগুপ্সিত**—নিন্দিত (৩) **ভাবাভাব**—ভাবরূপী অভাব।

কৃষ্ণ-প্রতি জীব যবে করেন ঈক্ষণ।
বিদ্যা-রূপা মায়া[৪] করে' বন্ধন ছেদন॥
মায়িক জগতে বিদ্যা নিত্য-বৃন্দাবন।
জীবের সাধন জন্য করে' বিভাবন॥
সেই বৃন্দাবনে জীব ভাবাবিষ্ট হ'য়ে।
নিত্য-সেবা লাভ করে চৈতন্য-আশ্রয়ে॥
প্রকটিত লীলা আর গোলোক-বিলাস।
এক তত্ত্ব, ভিন্ন নয়, দ্বিবিধ প্রকাশ॥
নিত্যলীলা নিত্যদাসগণের নিলয়।
এ প্রকট-লীলা বদ্ধজীবের আশ্রয়॥
অতএব বৃন্দাবন জীবের আবাস।
অসার সংসারে নিত্য-তত্ত্বের প্রকাশ॥
বৃন্দাবন-লীলা জীব করহ আশ্রয়।
আত্মগত রতি-তত্ত্ব যাহে নিত্য হয়॥
জড়রতি-খদ্যোতের[৫] আলোক অধম।
আত্মরতি-সূর্য্যোদয়ে হয় উপশম॥
জড়রতিগত যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
জীবের সম্বন্ধে সব ঔপাধিক[৬] ধর্ম্ম॥
জড়রতি হৈতে লোক-ভোগ অবিরত।
জড়রতি ঐশ্বর্য্যের সদা অনুগত॥
জড়রতি, জড়দেহ প্রভু-সম ভায়।
মায়িক বিষয়-সুখে জীবকে নাচায়॥
কভু তা'রে ল'য়ে যায় ব্রহ্মলোক যথা।
কভু তা'রে শিক্ষা দেয় যোগৈশ্বর্য্য-কথা॥
যোগৈশ্বর্য্য, ভোগৈশ্বর্য্য—সকলি সভয়।
বৃন্দাবনে আত্মরতি জীবের অভয়॥

(৪) মায়া—এস্থলে যোগমায়া। (৫) খদ্যোত—জোনাকী পোকা।
(৬) ঔপাধিক—জড় উপাধিগত, অতএব অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল।

শ্রীকৃষ্ণবিমুখ-জন ঐশ্বর্য্যের আশে।
মায়িক জড়ীয়সুখে বদ্ধ মায়া-পাশে॥
অকিঞ্চন আত্মরত, কৃষ্ণরতি—সার।
জানি' ভুক্তি-মুক্তি-আশা করে' পরিহার॥
সংসারে জীবনযাত্রা অনায়াসে করি'।
নিত্যদেহে নিত্য সেবে আত্মপ্রদ হরি॥
বর্ণমদ, বলমদ, রূপমদ যত।
বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তিপথে হন রত॥
আশ্রমাদি বিধানেতে রাগদ্বেষহীন।
একমাত্র কৃষ্ণভক্তি জানি' সমীচীন॥
সাধুগণ-সঙ্গে সদা হরিলীলা-রসে।
যাপন করেন কাল নিত্যধর্ম্মবশে॥
জীবনযাত্রার জন্য বৈদিক-বিধান।
রাগ-দ্বেষ বিসর্জ্জিয়া করেন সম্মান॥
সামান্য বৈদিকধর্ম্ম অর্থফলপ্রদ।
অর্থ হৈতে কাম-লাভ মূঢ়ের সম্পদ॥
সেই ধর্ম্ম, সেই অর্থ, সেই কাম যত।
স্বীকার করেন দিন-যাপনের মত॥
তাহাতে জীবনযাত্রা করেন নির্ব্বাহ।
জীবনের অর্থ—কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ॥
অতএব লিঙ্গহীন(৭) সদা সাধুজন।
দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন॥
জ্ঞানের প্রয়াসে কাল না করি' যাপন।
ভক্তিবলে নিত্যজ্ঞান করেন সাধন॥
যথা-তথা বাস করি', যে-সে বস্ত্র পরি'।
সুলব্ধ-ভোজনদ্বারা দেহরক্ষা করি'॥

(৭) লিঙ্গহীন—দেহগত, মনোগত সর্ব্ব অভিমানহীন, অর্থাৎ কেবল শুদ্ধ আত্মগত অহংতা-মমতাযুক্ত।

কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণসেবা-আনন্দে মাতিয়া।
সদা কৃষ্ণপ্রেম-রসে ফিরেন গাহিয়া॥
নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য-প্রভু অবতার।
ভকতিবিনোদ গায় কৃপায় তাঁহার॥

প্রয়োজন-বিজ্ঞান-উপলব্ধি

(২)

অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-তত্ত্ব! আত্মার আনন্দ-
প্রস্রবণ! নাহি যা'র তুলনা সংসারে।
স্বধর্ম্ম বলিয়া যা'র আছে পরিচয়
এ জগতে! এ তত্ত্বের শুন বিবরণ।
পরব্রহ্ম সনাতন, আনন্দস্বরূপ,
নিত্যকাল রস-রূপ, রসের আধার—
পরাৎপর, অদ্বিতীয়, অনন্ত, অপার।
তথাপি স্বরূপতত্ত্ব, শক্তি-শক্তিমান্,
লীলারস-পরাকাষ্ঠা, আশ্রয়-স্বরূপ।
তর্ক কি সে-তত্ত্ব কভু স্পর্শিবারে পারে?
রসতত্ত্ব সুগম্ভীর! সমাধি-আশ্রয়ে
উপলব্ধ! আহা মরি, সমাধি কি ধন!!
সমাধিস্থ হ'য়ে দেখ, সুস্থির অন্তরে,
হে সাধক! রসতত্ত্ব অখণ্ড আনন্দ,
কিন্তু তাহে আস্বাদক-আস্বাদ্য-বিধান,
নিত্যধর্ম্ম অনুস্যূত! অদ্বিতীয় প্রভু,
আস্বাদক কৃষ্ণরূপ,—আস্বাদ্য রাধিকা,
দ্বৈতানন্দ! পরানন্দ-পীঠ বৃন্দাবন!
প্রাকৃত জগতে যাঁ'র প্রকাশ-বিশেষ,
যোগমায়া-প্রকাশিত! তাঁহার আশ্রয়ে

লভিছে সাধকবৃন্দ নিত্য প্রেমতত্ত্ব—
আদর্শ, যাহার নাম বিকুণ্ঠ-কল্যাণ!!
যদি যাহ নিত্যানন্দ-প্রবাহ সেবিতে
অবিরত, গুরুপাদাশ্রয় কর' জীব!
নিরস ভজন সমুদয় পরিহরি'—
ব্রহ্ম-চিন্তা আদি যত, সদা সাধ' রতি,
কুসুমিত বৃন্দাবনে শ্রীরাসমণ্ডলে।
পুরুষত্ব-অহঙ্কার নিতান্ত দুর্ব্বল
তব। তুমি শুদ্ধ জীব। আস্বাদ্য স্বজন,
শ্রীরাধার নিত্যসখী! পরানন্দরস
অনুভবি'! মায়াভোগ তোমার পতন!!

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(৩)

চিজ্জড়ের দ্বৈত যিনি করেন স্থাপন, জড়ীয় কুতর্কবলে হায়!
ভ্রমজাল তা'র বুদ্ধি করে আচ্ছাদন, বিজ্ঞান-আলোক নাহি তায়॥
চিত্তত্ত্বেআদর্শ বলি'জানেযেই জনে, জড়ে অনুকৃতি বলি' মানি।
তাহার বিজ্ঞান শুদ্ধ-রহস্য-সাধনে সমর্থ বলিয়া আমি জানি॥
অতএব এ জগতে যাহা লক্ষ্য হয়, বৈকুণ্ঠের জড় অনুকৃতি।
নির্দ্দোষ বৈকুণ্ঠগত-সত্তা-সমুদয়, সদোষ জড়ীয় পরিমিতি॥
বৈকুণ্ঠ-নিলয়ে যেই অপ্রাকৃত রতি—সুমধুর মহাভাবাবধি।
তা'র তুচ্ছ অনুকৃতি পুরুষ-প্রকৃতি- সঙ্গসুখ—সংক্লেশ-জলধি॥
অপ্রাকৃত সিদ্ধ দেহ করিয়া আশ্রয়, সহজ-সমাধি-যোগবলে।
সাধক প্রকৃতি-ভাবে শ্রীনন্দতনয়, ভজেন সর্ব্বদা কৌতূহলে॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থ ঃ-দ্বৈত—ভেদ; **আদর্শ**—মূলবিম্ব; **অনুকৃতি**—অনুকরণ।

(৪)

'জীবন-সমাপ্তি-কালে করিব ভজন, এবে করি গৃহসুখ।'
কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন, এ দেহ পতনোন্মুখ॥

আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ, নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ, জীবনের ঠিক নাই॥
সংসার নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন।
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশা-বশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

উচ্ছ্বাস-দৈন্যময়ী-প্রার্থনা

(১)

ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব, তা'র না পাই সন্ধান॥
না আছে করম-বল, নাহি জ্ঞান-বল।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম্ম—না আছে সম্বল॥
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি, না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার??
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন॥
প্রাক্তন বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী॥
ওগো শ্রীজাহ্নবা দেবি! এ দাসে করুণা।
কর আজি নিজগুণে, ঘুচাও যন্ত্রণা॥
তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব করেছি নিশ্চয়॥

তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি কৃষ্ণভক্তি-গুরু।
এ দাসে করহ দান পদকল্পতরু॥
কত কত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শব্দার্থঃ-ভবার্ণব—ভবসাগর; **প্রাক্তন বায়ু**—প্রাচীন পাপাত্মক কর্ম্মফল, ইহাকে এস্থলে বায়ুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

(২)

আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভব-পারাবারে॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী॥
শুনেছি আগমে-বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখে বাঁধি' করাও সংসার॥
শ্রীকৃষ্ণ-সাম্মুখ্য যা'র ভাগ্যক্রমে হয়।
তা'রে মুক্তি দিয়া কর' অশোক অভয়॥
এ দাসে জননি! করি' অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ স্থান তুমি যোগমায়া॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়।
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায়॥
তুমি কৃষ্ণ-অনুচরী জগত-জননী।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণ-চিন্তামণি॥
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস বৃদ্ধি হ'ক প্রতিক্ষণে॥
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব-পারাবার।
ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার॥

শ্রীষড়্গোস্বামি-শোচক

শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-প্রভুর শোচক

(১)

ও মোর জীবন-গতি, শ্রীরূপগোঁসাই অতি,
গুণের সমুদ্র দয়াময়।
যাঁহার করুণা হৈলে, চৈতন্য-চরণ মিলে,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয়॥
পরম-বৈরাগ্য যাঁ'র, চরিত্রের নাহি পার,
অসীম ঐশ্বর্য্য পরিহরি'।
চৈতন্যের আগমন, শুনি' হরষিত মন,
প্রয়াগে চলিলা ত্বরা করি'॥
অনুজ বল্লভ-সনে, শীঘ্র গেলা সেই স্থানে,
মহাপ্রভু যথায় বসিয়া।
চৈতন্যের শ্রীচরণ, দর্শনে আনন্দ মন,
ভূমে দোঁহে পড়ে লোটাইয়া॥
পুনঃ পুনঃ দুইজনে, নিরখিয়া প্রভু-পানে,
প্রেম-জলে ভরিল নয়ন।
দন্তে তৃণ-গুচ্ছ ধরে, বিধি-মতে স্তব করে,
শুনিলে ব্যাকুল হয় মন॥
শ্রীরূপেরে নিরখিয়ে, প্রভু প্রেমে মত্ত হ'য়ে,
প্রিয়বাক্য অনেক কহিলা।
অজ, ভব, দেবগণ, আরাধয়ে যে চরণ,
সে চরণ মস্তকে ধরিলা॥
প্রেমে বশ গৌররায়, উঠ উঠ বলি' তায়,
মহাসুখে কৈল আলিঙ্গন।
শ্রীরূপ জুড়িয়া কর, স্তুতি করে বহুতর,
তাহা কিছু না হয় বর্ণন॥

তবে প্রভু রূপে লৈয়ে, নিকটেতে বসাইয়ে,
সনাতনের পুছে সমাচার।
শ্রীরূপ কহিল সব, শুনিয়া চৈতন্যদেব,
কহে কিছু চিন্তা নাহি আর॥
শ্রীরূপে প্রসন্ন হৈয়া, কিছুদিন কাছে থু'য়া,
রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব জানাইলা।
পরম আনন্দ মন, রূপে করি' আলিঙ্গন,
বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলা॥
কাতরে শ্রীরূপ কয়,— 'সঙ্গে থাকি, আজ্ঞা হয়',
শুনি' প্রভু মহাহর্ষ-চিত্তে।
কহেন মধুর বাণী,— 'সদা সঙ্গে আছ তুমি,
পুনশ্চ আসিবে ব্রজ হৈতে॥'
এই মত কহে যত, তবে প্রভু শচীসুত,
কাশী চলে নৌকায় চড়িয়া।
প্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র, নয়নে হেরিয়া রূপ,
ভূমে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
সে সময়ে ভেল যাহা, কহিতে না পারি তাহা,
কতক্ষণে কিছু সম্বরিলা।
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ, তাহে সমর্পিয়া মন,
বৃন্দাবন গমন করিলা॥
অত্যন্ত আনন্দ চিতে, শীঘ্র আইলা মথুরাতে,
সুবুদ্ধি-রায়ের দেখা পাইলা।
রায় আনন্দিত হৈয়া, দুইজনে সঙ্গে লৈয়া,
দ্বাদশ-কানন দেখাইলা॥
বিস্তারিতে নারি আর, গমনাগমন তাঁ'র,
কতদিন পরে বৃন্দাবনে।

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, হৈল দোঁহে সুমিলন,
দোঁহে প্রেমে আপ্ত নাহি জানে॥
আলিঙ্গন করি' দোঁহে, চৈতন্যের গুণ কহে,
যাহা শুনি' পাষাণ মিলায়।
আনন্দ হইল চিত্তে, নাহি পারে সম্বরিতে,
কাঁদি দোঁহে ধরণী লোটায়॥
অতি অনুরাগ মনে, শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে,
রহে সদা প্রেমের উল্লাসে।
ফল-মূল মাধুকরী, বিপ্রগৃহে ভিক্ষা করি',
ভুঞ্জে, কভু থাকে উপবাসে॥
ছিঁড়া কাঁথা বহির্ব্বাস, এইমাত্র বহে পাশ,
তরুতলে করেন শয়ন।
দিবানিশি অবিশ্রাম, জপয়ে মধুর নাম,
ভাব-ভরে করয়ে নর্ত্তন॥
ক্ষণে করে সঙ্কীর্ত্তন, অন্তর্ম্মনা অনুক্ষণ,
কি ক'ব ভজন-রীতি তাঁ'র।
প্রভুর আজ্ঞায় কত, বর্ণিলা অমৃত-গ্রন্থ,
প্রেম-সম অক্ষর যাঁহার॥
মহাধীর অত্যুদার, কে বুঝে হৃদয় তাঁ'র,
কভু যমুনার তটে যাঞা।
'হা শচীনন্দন বলি', কাঁদয়ে দু'হাত তুলি',
ডাকে রাধাকৃষ্ণ-নাম লঞা॥
অতি সুকোমল দেহ, সদা প্রেমে নাচে সেহ,
আর কি বলিব এক মুখে।
অধম পামরগণে, পতিত দুঃখিত জনে,
নিজগুণে কৃপা করেন তা'কে॥

নরহরি দুরাচার, কর মোরে অঙ্গীকার,
তাপেতে হইল সদা ভোর।
তুয়া পাদপদ্মে মন, রহে যেন সর্ব্বক্ষণ,
এই নিবেদন শুন মোর॥

শব্দার্থঃ- আপ্ত—আত্মীয়-স্বজন; মিলায়—দ্রবীভূত হয়।

(২)

আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।
গৌরাঙ্গ-চাঁদের ভাব, প্রচার করিয়া সব,
জানাইতে হেন আর নাই॥
বৃন্দাবন নিত্যধাম, সর্ব্বোপরি অনুপম,
সর্ব্ব-অবতারী নন্দসুত।
তাঁ'র কান্তাগণাধিকা, সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধিকা,
তাঁ'র সঙ্গ সখীগণ-যূথ॥
রাগমার্গে তাহা পাইতে, যাঁহার করুণা হৈতে,
বুঝিল, পাইল যে তে জনা।
এমন দয়ালু ভাই, কোথাও যে দেখি নাই,
তাঁ'র পদ করহ ভাবনা॥
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পাঞা, ভাগবত বিচারিয়া,
যত ভক্তি-সিদ্ধান্তের খনি।
তাহা উঠাইয়া কত, নিজ-গ্রন্থ করি' যত,
জীবে দিলা প্রেম-চিন্তামণি॥
রাধাকৃষ্ণ-রসকেলি, নাট্যগীত-পদাবলী,
শুদ্ধ 'পরকীয়া' মত করি'।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি, স্থাপন করিলা ক্ষিতি,
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী॥

চৈতন্য-বিরহে শেষ, পাই অতিশয় ক্লেশ,
তাহে যত প্রলাপ-বিলাপ।
সেই সব কহিতে ভাই, দেহে প্রাণ রহে নাই,
এ **রাধাবল্লভ**-হিয়ে তাপ॥

(৩)

যঙ্ কলি রূপ শরীর ন ধরত।
তঙ্ ব্রজপ্রেম, মহানিধি কুঠরীক, কোন্ কপাট উঘাড়ত॥
নীর-ক্ষীর-হংসন, পান-বিধায়ন, কোন্ পৃথক্ করি পায়ত।
কো সব ত্যজি', ভজি' বৃন্দাবন, কো সব গ্রন্থ বিরচিত॥
যব্ পিতু বনফুল, ফলত নানাবিধ, মনোরাজি অরবিন্দ।
সো মধুকর বিনু, পান কোন্ জানত, বিদ্যমান করি বন্ধ॥
কো জানত, মথুরা বৃন্দাবন, কো জানত ব্রজনীত।
কো জানত, রাধামাধব-রতি, কো জানত সোই প্রীত॥
যাকর চরণ-, প্রসাদে সকল জন, গাই গাওয়াই সুখ পাওত।
চরণ-কমলে, শরণাগত **মাধো**, তব মহিমা উর লাগত॥

শব্দার্থঃ- যঙ্—যদি; তঙ্—তবে; কুঠরীক—কোষ্ঠাগার; যাকর—যাঁহার; উর—শ্রেষ্ঠ।

(৪)

জয় জয় রূপ মহারসসাগর।
দরশন-পরশন, বচন রসায়ন, আনন্দহু কে গাগর॥
অতি গম্ভীর, ধীর করুণাময়, প্রেম-ভকতি কে আগর।
উজ্জ্বল-প্রেম-, মহামণি প্রকটিত, দেশ গৌড় বৈরাগর॥
সদ্‌গুণ-মণ্ডিত, পণ্ডিত-রঞ্জন, বৃন্দাবন নিজ নাগর।
কিরীতি বিমল যশ, শুন তঁহি **মাধো**, সতত রহল হিয়ে জাগর॥

শব্দার্থঃ-গাগর—কলসী; আগর—আকর।

শ্রীল-সনাতন-গোস্বামি-প্রভুর শোচক

(১)

রূপের বৈরাগ্যকালে, সনাতন বন্দিশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
"শ্রীরূপে করুণা করি', ত্রাণ কৈল গৌরহরি,
মো অধমে নহিল স্মরণে॥
মোর কর্ম্মদড়ি-ফান্দে, মোর হাতে গলে বান্ধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি'।
আপন করুণা-ফাঁসে, দৃঢ় বান্ধি' মোর কেশে,
চরণ-নিকটে লহ তুলি'॥
পশ্চাতে অগাধ-জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে যুড়িল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
তুমি নাথ মোরে কর ত্রাণ॥
জগাই-মাধাই হেলে, বাসুদেবে অজামিলে,
অনায়াসে করিলে উদ্ধার।
করুণা আভাস করি, সনাতনে পদতরী,
দেহ' যেন ঘোষয়ে সংসার॥
এ দুঃখ-সমুদ্র-ঘোরে, নিস্তার করহ মোরে,
তোমা বিনা নাহি অন্য জন।"
হেনকালে অন্যজনে, অলক্ষিতে সনাতনে,
পত্র দিল রূপের লিখন॥
রূপের লিখন পে'য়ে, মনে আনন্দিত হ'য়ে,
সদা করে গৌরাঙ্গ ধেয়ান।
শ্রীরাধাবল্লভ-দাস, মনে করে অভিলাষ,
পত্র পে'য়ে করিলা পয়ান॥

(২)

শ্রীরূপের বড় ভাই, শ্রীসনাতন গোঁসাই,
পাৎসার উজির হইয়া ছিলা।
শ্রীরূপের পত্র পে'য়ে, বন্দী হৈতে পলাইয়ে,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা॥
ছিঁড়া কাঁথা অঙ্গে মলি, হাতে নখ, মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হেলে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করে, একগুচ্ছ দন্তে ধ'রে,
পড়িলা চৈতন্য-পদতলে॥
দরবেশ-রূপ দেখি', প্রভুর সজল আঁখি,
বাহু পশারিয়া আইসে ধেয়ে।
সনাতনে করি' কোলে, কাতরে গোঁসাই বলে,
"অধমেরে স্পর্শ কি লাগিয়ে॥
অস্পৃশ্য, পামর, দীন, দুরাচার, বুদ্ধিহীন,
নীচ-কুলে নীচ ব্যবহার।
এহেন পামর-জনে, স্পর্শ' প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার॥"
প্রভু কহে, 'সনাতন, দৈন্য কর কি কারণ,
তব দৈন্যে ফাটে মোর হিয়া।
কৃষ্ণের করুণা আছে, ভাল-মন্দ নাহি বাছে,
তোমা স্পর্শি পাবিত্র্য লাগিয়া॥'
ভোট-কম্বল দেখি' গায়, প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়,
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া, ছিঁড়া এক কান্থা লৈয়া,
প্রভুপাশে পুনরাগমন॥
আজ্ঞা দিল রূপ-সনে, দেখা হ'বে বৃন্দাবনে,
প্রভু-আজ্ঞায় করিলা গমনে।

গৌরাঙ্গ করুণা করি', রাধাকৃষ্ণ-নাম-মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে॥
ছেঁড়া কান্থা, নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণ-গুণ-গাথা,
পরিধানে ছেঁড়া বহির্ব্বাস।
কভু কান্দে, কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা, কভু উপবাস॥
অতঃপর সনাতন, প্রবেশিল বৃন্দাবন,
রূপ-সঙ্গে হইল মিলন।
প্রেমে অশ্রু নেত্রে ভরি', সনাতনের গলা ধরি',
কাঁন্দে রূপ গদ্গাদ-বচন॥
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে,
এইরূপে গোঁয়ায় সনাতন।
কতদিনে তাহা ছাড়ি', কুঞ্জে কুঞ্জে রহে পড়ি',
ফল-মূল করয়ে ভক্ষণ॥
উচ্চস্বরে আর্ত্তনাদে, রাধাকৃষ্ণ বলি' কাঁদে,
'হা নাথ, হা নাথ' বলি' ডাকে।
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ-সনাতন,
এইরূপে কতদিন থাকে॥
কতদিন অন্তর্ম্মনা, ছাপান্ন-দণ্ড ভাবনা,
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
কৃষ্ণনাম-গানে থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
অবসর নহে একতিলে॥
ছাড়ি' ভোগ-অভিলাষ, তরুতলে করে বাস,
দুই-চারি দিন উপবাস।
কখনও বনের শাক, অলবণে করি' পাক,
মুখে দেয় দুই-এক গ্রাস॥

সূক্ষ্মবস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় ধূসর কায়,
কণ্টকেতে বিদ্ধ হয় পাশ।
এ **রাধাবল্লভদাস**, মনে করে অভিলাষ,
কতদিনে হ'ব তা'র দাস॥

(৩)

জয় জয় পঁহু শ্রীল সনাতন নাম।
সকল ভুবন মাহা যছু গুণগ্রাম॥
তেজল সকল সুখ সম্পদ্ অপার।
শ্রীচৈতন্য চরণ-যুগল করু সার॥
শ্রীবৃন্দাবন-ভূমে করি' বাস।
লুপত তীর্থ সব করল প্রকাশ॥
শ্রীগোবিন্দ-সেবা পরচারি'।
করল ভাগবত-অর্থ বিচারি'॥
যুগল-ভজন, লীলা-গুণ-নাম।
করল বিথার গ্রন্থ অনুপম॥
সতত গৌরপ্রেমে গরগর দেহ।
ভ্রমই বৃন্দাবনে না পায়ই থেহ॥
বিপুল পুলকভর নয়নহি নীর।
'রাই কানু' বলি' পড়ই অথির॥
ভাব-বিভূষণ সকল শরীর।
অনুখন বিহরই যমুনাক তীর॥
যছু করুণাময় বৃন্দাবন পাই।
ভাবই **মনোহর** সোই গোসাঞি॥

শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-প্রভুর শোচক

(১)

যবে রূপ-সনাতন, ব্রজে গেলা দুই জন,
শুনইতে রঘুনাথদাস।
নিজরাজ্য অধিকার, ইন্দ্রসম সুখ যাঁ'র,
ছাড়িয়া চলিলা প্রভু-পাশ॥
উঠি' রাত্রে নিশা-ভাগে, দুয়ারে প্রহরী জাগে,
পথ ছাড়ি' বিপথে গমন।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি পায়, মনোদ্বেগে চলি' যায়,
সদা চিন্তে চৈতন্য-চরণ॥
একদিন একগ্রামে, সন্ধ্যাকালে গো-বাথানে,
'হা চৈতন্য' বলিয়া বসিলা।
এক গোপ দুগ্ধ দিলা, তাহা খে'য়ে বিশ্রামিলা,
সেই রাত্রে তথাই রহিলা॥
যে অঙ্গ পালঙ্ক বিনে, ভূমি-শয্যা নাহি জানে,
সে অঙ্গ বাথানে গড়ি' যায়।
যিনি ঘোড়া দোলা বিনে, পথশ্রম নাহি জানে,
কণ্টকে হাঁটয়ে সেই পায়॥
যিহোঁ বেলা দণ্ড চারি, তোলা জলে স্নান করি,
ষড়্‌রস করিত ভোজন।
এবে যদি কিছু পান, সন্ধ্যাকালে তাহা খান,
না পাইলে অমনি শয়ন॥
বার দিনের পথ যান, তিন সন্ধ্যা অন্ন খান,
প্রবেশিলা নীলাচল-পুরে।
দেখিয়া সে শ্রীমন্দির, দু'নয়নে বহে নীর,
'হা চৈতন্য' বলে উচ্চস্বরে॥

এ **রাধাবল্লভদাস,** মনে করে অভিলাষ,
কোথা মোর রঘুনাথদাস।
তাঁহার প্রসঙ্গ-মাত্র, পুলকিত হয় গাত্র,
তাঁ'র পদরেণু করি আশ॥

(২)

শ্রীচৈতন্য-কৃপা হৈতে, রঘুনাথ-দাস-চিতে,
পরম বৈরাগ্য উপজিল।
কলত্র, গৃহ, সম্পদ, নিজরাজ্য, অধিপদ,
মলপ্রায় সকল তেজিল॥
পুরশ্চর্য্যা কৃষ্ণনামে, গিয়া সে পুরুষোত্তমে,
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ, পুনঃ রঘুনাথদাস,
নয়নগোচর হ'বে কবে॥
গৌরাঙ্গ দয়ালু হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দিয়া,
গোবর্দ্ধন-শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিল যাঁহারে॥
গৌরাঙ্গের অগোচরে, নিজকেশ ছিঁড়ি' করে,
বিরহে ব্যাকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি' মনে, গেলা গিরি-গোবর্দ্ধনে,
দু'-গোঁসাই তাঁহারে রাখিলা॥
ধরি' রূপ সনাতন, রাখিল তাঁ'র জীবন,
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোঁসাইর আজ্ঞা পেয়ে, রাধাকুণ্ডের তটে গিয়ে,
নিয়ম করিয়া বাস কৈলা॥
ছিঁড়া বস্ত্র পরিধান, ব্রজ-ফল, গব্য পান,
অন্ন-আদি না করে আহার।

তিন সন্ধ্যা স্নানাচরি, স্মরণ-কীর্ত্তন করি',
রাধাপদ-ভজন যাঁহার॥
ষাট দণ্ড রাত্রিদিনে, রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গানে,
স্মরণেতে সদাই গোঁয়ায়।
চারি দণ্ড শুয়ে থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
তিলার্দ্ধেক ব্যর্থ নাহি যায়॥
চৈতন্যের পাদাম্বুজে, রাখে মনোভৃঙ্গরাজে,
স্বরূপের সদাই আশ্রয়।
ভিন্নদেহ রূপ-সনে, গতি যাঁ'র সনাতনে,
ভট্ট গোঁসায়ের প্রিয় মহাশয়॥
শ্রীরূপের গণ যত, যাঁহার পদ আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যাঁ'র 'জীবে'।
সেই আর্ত্তনাদ করি', কাঁদি' বলে হরি হরি,
প্রভুর করুণা হবে কবে॥
হে রাধিকার বল্লভ, গান্ধর্ব্বিকার বান্ধব,
রাধিকারমণ রাধানাথ।
হে হে বৃন্দাবনেশ্বর, হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি' কর আত্মসাথ॥
প্রভু, রূপ-সনাতন, তিন হৈলা অদর্শন,
অন্ধ হৈল এই দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা দেহে প্রাণ রাখি,
সেবাচার বাড়ায় দ্বিগুণ॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশচীসুত, তাঁ'র গুণ যত যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত-ব্যক্ত লীলাস্থান, দৃষ্ট-শ্রুত বৈষ্ণবগণ,
সভাকারে করয়ে প্রণাম॥

রাধাকৃষ্ণের বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
রুখা-শুখা অন্নমাত্র সার।
শ্রীচৈতন্যের বিচ্ছেদেতে, অন্ন ছাড়ি' সেই হৈতে,
ফল, গব্য করেন আহার॥
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি' সেই দিনে,
কেবল করেন জল পান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি' দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি' রাখে প্রাণ॥
স্বরূপের অদর্শনে, না দেখে রূপের গণে,
বিরহে বিকল হৈয়া কান্দে।
কৃষ্ণ-কথালাপ বিনে, শ্রবণে নাহিক শুনে,
উচ্চস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে॥
"হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা আছ হে ললিতা,
হে বিশাখে দেহ' দরশন।
হা চৈতন্য-মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ-সনাতন॥"
কাঁদে গোঁসাই রাত্রিদিনে, পুড়ি' যায় তনু-মনে,
বিরহে হইল জর জর।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেমে অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ॥
সেই রঘুনাথদাস, পূরিবে মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ **রাধাবল্লভদাস**, মনে করে অভিলাষ,
সভে মোরে করহ প্রসাদ॥

শ্রীল-জীব-গোস্বামি-প্রভুর-শোচক

আরে মোর জীবন-ধন, অনুপমের নন্দন,
শ্রীজীব-গোঁসাই দয়াময়।
অতি সুচরিত যাঁ'র, শুনি' লাগে চমৎকার,
পরম পণ্ডিত মহাশয়॥
গৃহে থাকি' অনুক্ষণ, কৃষ্ণকথা আলাপন,
তিলার্দ্ধেক নাহি যায় বৃথা।
অত্যন্ত উদার-চিত্ত, প্রেমেতে সতত মত্ত,
ক্ষণেক না শুনে অন্য কথা॥
অল্পকালে হেন গুণ, ঐশ্বর্য্যে নাহিক মন,
সদা চিন্তে বৃন্দাবন যাইতে।
কি কহিব অনুরাগ, করি গোঁসাই সর্ব্বত্যাগ,
যাত্রা কৈল মহা আনন্দেতে॥
নিত্যানন্দ-প্রভু স্থানে, শীঘ্র গেলা হর্ষ-মনে,
যাইয়া করিল দরশন।
নেত্রে অশ্রুযুক্ত হৈয়া, ধরণীতে লোটাইয়া,
বন্দিলেন যুগল চরণ॥
নিত্যানন্দ-প্রভু প্রীতে, নিজপদ তা'র মাথে,
ধরিলেন পরম আনন্দে।
দুই ভুজ ধরি' তোলে, শ্রীজীবে করিল কোলে,
রূপ-সনাতনের সম্বন্ধে॥
গোঁসাই আনন্দ-মন, দৈন্য করে পুনঃ পুনঃ,
আজ্ঞা দেহ যাই বৃন্দাবন।
শুনি' নিত্যানন্দ রায়, শ্রীজীবের পানে চায়,
প্রেমজলে ভরিল নয়ন॥
পুনঃ নিত্যানন্দ-রাম, সোঙরি চৈতন্য-নাম,
কহে অতি মধুর বচন।

তোমার বংশে সেই স্থান, দিয়াছেন এই শুন,
শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবন॥
নিত্যানন্দের আজ্ঞা পাঞা, চলে মহাসুখী হঞা,
কি কহিব যৈছন গমন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি', কভু ডাকে ভুজ তুলি',
কভু ডাকে রূপ-সনাতন॥
চিন্তে মনে অনুক্ষণ, কবে যাব বৃন্দাবন,
কবে রাধাগোবিন্দ দেখিব।
সুললিত কৃষ্ণগুণ, কবে হ'বে দরশন,
নয়ন-পরাণ জুড়াইব॥
এইরূপে পথে চলে, কা'রে কিছু নাহি বলে,
ভক্ষ্য দ্রব্য মিলে অনায়াসে।
অতি সুকুমার হয়, কভু দুঃখ না জানয়,
চলে মাত্র প্রেমের আবেশে॥
কতদিনে মথুরাতে, গেলেন আনন্দচিতে,
মধুপুরী করিল দর্শন।
যমুনাতে স্নান করি', বৃন্দাবন-পানে হেরি',
অবিরত ঝরয়ে নয়ন॥
তথা হৈতে হর্ষমনে, প্রবেশিলা বৃন্দাবনে,
দু'-গোঁসাইর চরণ বন্দিল।
দূরে গেল মনোদুঃখ, হইল পরম সুখ,
আর কত বন্দিতে নারিল॥
রূপের আনন্দ হৈল, শ্রীজীবেরে কৃপা কৈল,
সনাতনের অনুমতি পেয়ে।
রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বসুখে, সুখী করাইল তাকে,
সবে হর্ষ শ্রীজীব দেখিয়ে॥
শ্রীজীবের গুরুভক্তি, কহিতে নাহিক শক্তি,
অনুক্ষণ করয়ে সেবন।

গোঁসাই যে আজ্ঞা করে, তাহা যত্নে ধরে শিরে,
অন্য না জানয়ে যা'র মন॥
নিত্যানন্দের আজ্ঞা লৈয়া, যৈছে আইলা সুখী হৈয়া,
তৈছে গোঁসাই আজ্ঞাফল পাইলা।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ, নাহিক তাঁহার সম,
বহুগ্রন্থ বর্ণন করিলা॥
গুণের নাহিক অন্ত, কি কহিব ভক্তিতত্ত্ব,
রাখিলেন সিদ্ধান্ত করিয়া।
সনাতনের দয়া যত, তাহা বা কহিব কত,
শ্রীজীবের বৈরাগ্য দেখিয়া॥
বৃন্দাবনে সবে সুখী, দেখিয়া জুড়ায় আঁখি,
জীব-গোঁসাইর চরিত্র সুধীর।
যেরূপে ভজন করে, তাহা কে কহিতে পারে,
সদা প্রেমে পুলক শরীর॥
ব্রজপুরে এইমতে, রহয়ে উল্লাস-চিতে,
কে বুঝিবে তাঁহার আশয়।
দু'-গোঁসাইর অদর্শনে, যে বিরহ ভেল মনে,
তাহা কহিবার যোগ্য নয়॥
ধরণীতে লোটাইয়া, কান্দয়ে আকুল হৈয়া,
ফুৎকার করয়ে অনুক্ষণ।
'হা চৈতন্য' মোর প্রাণ, প্রভু নিত্যানন্দ রাম,
কোথা প্রভু রূপ-সনাতন॥
ধারা বহে দু' নয়নে, না চাহয়ে কা'র পানে,
চিত্তে অতি অস্থির হইলা।
রাত্রে প্রভু রূপ আসি', স্বপ্ন দিল কাছে বসি',
তবে কিছু দুঃখ সম্বরিলা॥
সেইদিন শ্রীনিবাস, আইল শ্রীজীব-পাশ,
তাঁ'রে দেখি' হর্ষ হৈল মন।

নরোত্তম তা'র পরে, আসিয়া মিলিলা তাঁ'রে,
জীব-সঙ্গে সদাই দু'জন॥
প্রেমের স্বরূপ দোঁহে, দেখিয়া আনন্দে রহে,
ভক্তিগ্রন্থ পঠায় সদায়।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা যত, সেই রসে মহামত্ত,
আর কিছু মনে নাহি ভায়॥
সদা গোবিন্দের সেবা, পরিপাটী জানে কেবা,
যৈছন পিরীতি নাহি সীমা।
যদি হয় লক্ষ মুখ, তথাপি না হয় সুখ,
কি কহিব জীবের মহিমা॥
পতিত অধম জনে, করি' কৃপা নিজগুণে,
যত্নে প্রেমভক্তি করে দান।
আর কি কহিব গুণ, শুনিয়া পাষণ্ডগণ,
অনায়াসে পায় পরিত্রাণ॥
নরহরি-দাসে কয়, তরাও হে মহাশয়,
পড়ি' আছি ভবসিন্ধু-মাঝে।
এ পামরে করি' দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
তবে সে দয়ালু-নাম সাজে॥

শ্রীল-গোপালভট্ট-গোস্বামি-প্রভুর শোচক

শ্রীগোপালভট্ট প্রভু, তুয়া শ্রীচরণ কভু,
দেখিব কি নয়ন ভরিয়া।
শুনিয়া অসীম গুণ, পাঁজরে বিন্ধিল ঘুণ,
নিছনি নিয়া যাইরে মরিয়া॥
পিরীতে গড়ল তনু, দশবাণ হেম জনু,
চান্দ মুখ অরুণ অধর।
ঝলকে দশন-কাঁতি, জিনি মুকুতার পাঁতি,
হাসি কহে অমৃত-মধুর॥

পরাণের পরাণ যা'র, রূপ-সনাতন আর,
রঘুনাথ-যুগল জীবন।
পণ্ডিত কৃষ্ণ, লোকনাথ, জানে দেহভেদমাত্র,
সরবস্ব শ্রীরাধারমণ॥
প্রেমেতে বিথার অঙ্গ, চৈতন্য-চরণ-ভৃঙ্গ,
শ্রীনিবাসে দয়ার অধীন।
সভে মেলি' রসাস্বাদ, ভাবভরে উন্মাদ,
এই ব্যবসায় চিরদিন॥
লীলা-সুধা-সুরধুনী, রসিক-মুকুটমণি,
রসাবেশে গদগদ হিয়া।
অহো অহো রাগসিন্ধু, অহো দীনজন-বন্ধু,
যশ গায় জগত ভরিয়া॥
হা হা মূর্ত্তি সুমধুর, হা হা করুণার পূর,
হা হা চিন্তামণি-গুণখনি।
হা হা প্রভু একবার, দেখাও মাধুরী-সার,
শ্রীচরণকমল-লাবণি॥
অনেক জন্মের পরে, অশেষ ভাগ্যের তরে,
তুয়া পরিকর-পদ-পায়ে।
নিজ করমের দোষে, মজিনু বিষয়-রসে,
জনম গোঁয়ানু খলি খায়ে॥
অপরাধ পড়ে মনে, তথাপি তোমার গুণে,
পতিত-পাবন আশাবন্ধ।
লোভেতে চঞ্চল-মতি, উপেখিলে নাহি গতি,
ফুকারই **মনোহর** মন্দ॥

শব্দার্থ ঃ-নিছনি—বালাই, আপদ্; **দশবাণ**—অতিবিশুদ্ধ; **জনু**—দেহ; **দশন কাঁতি**—দন্তকান্তি; **বিথার**—বিস্তার; **ব্যবসায়**—অনুষ্ঠান; **খলি**—অসার।

শ্রীল-রঘুনাথভট্ট-গোস্বামি-প্রভুর শোচক

তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলে ছাড়ি' সর্ব্বকার্য্য॥
কাশী হইতে চলিলা গৌড়পথ দিয়া।
সঙ্গেতে সেবক এক চলে ঝাঁপি লৈয়া॥
এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
মহাপ্রভুর চরণে গিয়া মিলিলা কুতূহলে॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করি' পড়িলা চরণে।
প্রভু রঘুনাথ জানি' কৈলা আলিঙ্গনে॥
"ভাল হৈল আইলা, দেখ কমললোচন।
আজি আমার ইহা করিবা প্রসাদভোজন॥"
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইলা।
স্বরূপাদি ভক্তগণ-সনে মিলাইলা॥
এইমতে প্রভু-সনে রহিলা অষ্টমাস।
দিনে দিনে প্রভু কৃপায় বাড়য়ে উল্লাস॥
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করেন নিমন্ত্রণ।
ঘর-ভাত করেন, আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥
রঘুনাথ ভট্ট—পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে, সেই হয় অমৃতের সম॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥
অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
'বিবাহ না করিহ' বলি' নিষেধ করিলা॥
"বৃদ্ধ পিতামাতার যাই' করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।"
এত কহি' কণ্ঠমালা দিল তা'র গলে॥

আলিঙ্গন করি', প্রভু তা'রে বিদায় দিলা।
প্রেমে গদগদ ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা॥
স্বরূপ-আদি ভক্ত-ঠাঁই আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু-আজ্ঞা পাইয়া॥
চারি বৎসর ঘরে পিতামাতার সেবা কৈলা।
বৈষ্ণব-পণ্ডিত ঠাঁই ভাগবত পড়িলা॥
পিতামাতা কাশী পাইলে উদাসীন হৈয়া।
পুনঃ প্রভুর ঠাঁই গেল ভাবেতে গলিয়া॥
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভুপাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি' প্রভু পুনঃ আজ্ঞা দিলা॥
"আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ, যাহ বৃন্দাবনে।
তথা গিয়া রহ রূপ-সনাতন-সনে॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ-ভগবান্॥"
এত বলি' প্রভু তাঁ'রে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা॥
চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা-পান-চিড়া মহোৎসবে পাঞাছিলা॥
সেই মালা, ছুটা-পান প্রভু তাঁ'রে দিলা।
ইষ্টদেব করি' মালা ধরিয়া রাখিলা॥
প্রভু ঠাঁই আজ্ঞা পাঞা আইলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিলা আসি' রূপ-সনাতনে॥
রূপগোঁসাইর সভায় করে ভাগবত-পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় মন॥
অশ্রু-কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্রে অশ্রু, রুদ্ধ-কণ্ঠ না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ তা'তে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় চারি রাগ॥

কৃষ্ণের মাধুর্য্যগুণ যবে পড়ে মনে।
প্রেমেতে বিহ্বল হৈয়া কিছুই না জানে॥
গোবিন্দের চরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ যাঁ'র প্রাণধন॥
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দ-মন্দির করাইলা।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিলা॥
গ্রামবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে—এইমাত্র জানে॥
মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে।
প্রসাদ-কড়ার সহ বান্ধি লন গলে॥
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-মহাফল॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীল-নরোত্তম-ঠাকুরের শোচক

ও মোর করুণাময়, শ্রীঠাকুর মহাশয়,
নরোত্তম প্রেমের মূরতি।
কিবা সে কোমল তনু, শিরিষ-কুসুম জনু,
জিনিয়া কনক দেহ-জ্যোতি॥
অলপ বয়স তায়, কোন সুখ নাহি ভায়,
গোরা-গুণ শুনি' সদা ঝুরে।
রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া, অতি লালায়িত হৈয়া,
গমন করিলা ব্রজপুরে॥
প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে, পরম আনন্দমনে,
লোকনাথে আত্মসমর্পিল।

কৃপা করি' লোকনাথ, করিলেন আত্মসাথ,
রাধাকৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা দিল॥
নরোত্তম-চেষ্টা দেখি', বৃন্দাবনে সবে সুখী,
প্রাণের সমান করে স্নেহ।
শ্রীনিবাসাচার্য্য-সনে, যে মর্ম্ম তা' কেবা জানে,
প্রাণ এক, ভিন্নমাত্র দেহ॥
শ্রীরাধাবিনোদ দেখি', সদাই জুড়ায় আঁখি,
প্রভু-লোকনাথ সেবারত।
ভক্তিশাস্ত্র-অধ্যয়নে, মহানন্দ বাড়য়ে মনে,
পূর্ণ হৈল অভিলাষ যত॥
প্রভু-অনুমতি মতে, শ্রীব্রজমণ্ডল হৈতে,
শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রবেশিলা।
প্রভু-অনুগ্রহবলে, নবদ্বীপ-নীলাচলে,
ভক্তগৃহে ভ্রমণ করিলা॥
কিবা সে মধুর রীতি, খেতরি-গ্রামেতে স্থিতি,
সেবে 'গৌর', 'শ্রীরাধারমণে'।
'শ্রীবল্লভীকান্ত'-নাম, 'রাধাকান্ত' রসধাম,
'রাধাকৃষ্ণ', 'শ্রীব্রজমোহনে'॥
এই ছয় বিগ্রহ* যেন, সাক্ষাৎ বিহরে হেন,
শোভা দেখি' কেবা নাহি ভুলে।
প্রিয়-রামচন্দ্র-সঙ্গে, নরোত্তম-মহারঙ্গে,
ভাসে প্রেমরসের হিল্লোলে॥
নরোত্তম গুণ যত, কে তাহা কহিবে কত,
প্রেমবৃষ্টি যাঁ'র সঙ্কীর্ত্তনে।

---

*গৌরাঙ্গ! বল্লভীকান্ত! শ্রীকৃষ্ণ! ব্রজমোহন!
রাধারমণ! হে রাধে! রাধাকান্ত! নমোঽস্তুতে॥

শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দ, গণসহ গৌরচন্দ্র,
নাচয়ে—দেখিল ভাগ্যবানে॥
গৌরগণ-প্রিয় অতি, নরোত্তম মহামতি,
বৈষ্ণব-সেবনে যাঁ'র ধ্বনি।
কি অদ্ভুত দয়াবান্, কারে বা না করে দান,
নির্ম্মল-ভকতি চিন্তামণি॥
পাষণ্ডী অসুরগণে, মাতাইলা গোরা-গুণে,
বিহ্বল হইয়া প্রেমাবেশে।
অলৌকিক ক্রিয়া যা'র, হেন কি হইবে আর,
সে না যশ ঘোষে দেশে দেশে॥
কহে নরহরি দীন, হ'বে কি এমন দিন,
নরোত্তম-পদে বিকাইব?
সঘনে দু'বাহু তুলি', 'প্রভু-নরোত্তম' বলি',
কাঁদি' কি ধূলায় লোটাইব??

শোক-শাতন

[শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-চরিত্র]

(১)

প্রদোষ-সময়ে, শ্রীবাস-অঙ্গনে, সঙ্গোপনে গোরামণি।
শ্রীহরিকীর্ত্তনে, নাচে নানা রঙ্গে, উঠিল মঙ্গলধ্বনি॥
মৃদঙ্গ-মাদল, বাজে করতাল, মাঝে মাঝে জয়তুর।
প্রভুর নটন, দেখি' সকলের, হইল সন্তাপ দূর॥
অখণ্ড প্রেমেতে, মাতল তখন, সকল ভকতগণ।
আপনা পাসরি', গোরাচাঁদে ঘেরি', নাচে গায় অনুক্ষণ॥
এমত সময়ে, দৈব-ব্যাধিযোগে, শ্রীবাসের অন্তঃপুরে।
তনয়-বিয়োগে, নারীগণ শোকে, প্রকাশল উচ্চৈঃস্বরে॥

ক্রন্দন উঠিলে, হ'বে রসভঙ্গ, ভকতিবিনোদ ডরে।
শ্রীবাস অমনি, বুঝিল কারণ, পশিল আপন ঘরে॥

(২)

প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে, নারীগণে শান্ত করে,
শ্রীবাস অমিয়-উপদেশে।
শুন পাগলিনীগণ, শোক কর অকারণ,
কিবা দুঃখ থাকে কৃষ্ণাবেশে॥
কৃষ্ণ নিত্য সুত যা'র, শোক কভু নাহি তা'র,
অনিত্যে আসক্তি সর্ব্বনাশ।
আসিয়াছ এ সংসারে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে,
নিত্য-তত্ত্বে করহ বিলাস॥
এ দেহে যাবৎ স্থিতি, কর কৃষ্ণচন্দ্রে রতি,
কৃষ্ণে জান, ধন-জন-প্রাণ।
এ দেহ-অনুগ যত, ভাই-বন্ধু-পতি-সুত,
অনিত্য সম্বন্ধ বলি' মান॥
কেবা কা'র পতি-সুত, অনিত্য-সম্বন্ধ-কৃত,
চাহিলে রাখিতে নারে তা'রে।
করম-বিপাক-ফলে, সুত হ'য়ে বৈসে কোলে,
কর্ম্মক্ষয়ে আর রৈতে নারে॥
ইতে সুখ-দুঃখ মানি', অধোগতি লভে প্রাণী,
কৃষ্ণপদ হৈতে পড়ে দূরে।
শোক সম্বরিয়া এবে, নামানন্দে মজ' সবে,
ভকতিবিনোদ-বাঞ্ছা পূরে॥

(৩)

ধন, জন, দেহ, গেহ কৃষ্ণে সমর্পণ।
করিয়াছ, শুদ্ধ চিত্তে করহ স্মরণ॥

তবে কেন 'মম সুত' বলি' কর দুঃখ?
কৃষ্ণ নিল নিজ-জন তাহে তা'র সুখ॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা-মতে সব ঘটয় ঘটনা।
তাহে সুখ-দুঃখ-জ্ঞান অবিদ্যা-কল্পনা॥
যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ, তাই জান ভাল।
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল॥
দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে করে বাসনা।
তা'র ইচ্ছা নাহি ফলে, সে পায় যাতনা॥
ত্যজিয়া সকল শোক শুন কৃষ্ণনাম।
পরম আনন্দ পা'বে, পূর্ণ হ'বে কাম॥
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীবাস-চরণে।
আত্মনিবেদন-শক্তি জীবনে-মরণে॥

(৪)

সবু মেলি' বালক-ভাগ বিচারি'।
ছোড়বি মোহ-শোক চিত্তবিকারী॥
চৌদ্দ-ভুবন-পতি নন্দকুমারা।
শচীনন্দন ভেল নদীয়া-অবতারা॥
সোহি গোকুলচাঁদ অঙ্গনে মোর।
নাচই ভক্ত-সহ আনন্দ-বিভোর॥
শুনত নামগান বালক মোর।
ছোড়ল দেহ হরি-প্রীতি-বিভোর॥
ঐছন ভাগ যব ভই হামারা।
তবহুঁ হউ ভব-সাগর-পারা॥
তুহুঁ সবু বিছরি' এহি বিচারা।
কাঁহে করবি শোক চিত্তবিকারা॥

স্থির নহি হওবি যদি উপদেশে।
বঞ্চিত হওবি রসে অবশেষে॥
পশিবুঁ হাম সুর-তটিনী মাহে।
ভক্তিবিনোদ প্রমাদ দেখে তাহে॥

শব্দার্থঃ-ভাগ—ভাগ্য; ভেল—হইল; সোহি—সেই; ভই—হয়; বিছরি—ভুলিয়া; মাহে—মধ্যে;

(৫)

শ্রীবাস-বচন, শ্রবণ করিয়া, সাধ্বী পতিব্রতাগণ।
শোক পরিহরি', মৃত শিশু রাখি', হরি-রসে দিল মন॥
শ্রীবাস তখন, আনন্দেমাতিয়া, অঙ্গনে আইল পুনঃ।
নাচে গোরা-সনে, সকল পাসরি, গায় নন্দসুত-গুণ॥
চারি দণ্ড রাত্রে, মরিল কুমার, অঙ্গনে কেহ না জানে।
শ্রীনাম-মঙ্গলে, তৃতীয়-প্রহর, রজনী অতীত গানে॥
কীর্ত্তন ভাঙ্গিলে, কহে গৌরহরি, আজি কেন পাই দুঃখ?
বুঝি, এই গৃহে, কিছু অমঙ্গল, ঘটিয়া হরিল সুখ॥
তবে ভক্তজন, নিবেদন করে, শ্রীবাস-শিশুর কথা।
শুনি' গোরারায়, বলে, হায় হায়, মরমে পাইনু ব্যথা॥
কেহ না কহিলে, আমারে তখন, বিপদ-সংবাদ-সবে।
ভকতিবিনোদ, ভকত-বৎসল, স্নেহেতে মজিল তবে॥

(৬)

প্রভুর বচন, শুনিয়া তখন, শ্রীবাস লোটাঞা ভূমি।
বলে, শুন নাথ! তব রসভঙ্গ, সহিতে না পারি আমি॥
একটী তনয়, মরিয়াছে নাথ, তাহে মোর কিবা দুঃখ।
যদি সব মরে, তোমারে হেরিয়া, তবু ত' পাইব সুখ॥
তব নৃত্যভঙ্গ, হইলে আমার, মরণ হইত, হরি!
তাই কুসংবাদ, নাদিল তোমারে, বিপদ্ আশঙ্কা করি'॥
এবে আজ্ঞা দেহ, মৃত সুত ল'য়ে, সৎকার করুন সবে।
এতেক শুনিয়া, গোরা দ্বিজমণি, কাঁদিতে লাগিল তবে॥

কেমনে এ সবে, ছাড়িয়া যাইব, পরাণ বিকল হয়।
সে-কথা শুনিয়া, **ভকতিবিনোদ**, মনেতে পাইল ভয়॥

(৭)

গোরাচাঁদের আজ্ঞা পে'য়ে, গৃহবাসিগণ।
মৃত সুতে অঙ্গনেতে আনে ততক্ষণ॥
কলি-মলহারী গোরা জিজ্ঞাসে তখন।
শ্রীবাসে ছাড়িয়া, শিশু, যাও কি কারণ??
মৃত শিশুমুখে জীব করে নিবেদন—
"লোক-শিক্ষা লাগি' প্রভু, তব আচরণ॥
তুমি ত' পরমতত্ত্ব অনন্ত অদ্বয়।
পরাশক্তি তোমার অভিন্ন তত্ত্ব হয়॥
সেই পরা শক্তি ত্রিধা হইয়া প্রকাশ।
তব ইচ্ছামত করায় তোমার বিলাস॥
চিচ্ছক্তি-স্বরূপে নিত্যলীলা প্রকাশিয়া।
তোমারে আনন্দ দেন হ্লাদিনী হইয়া॥
জীবশক্তি হঞা তব চিৎকিরণচয়ে।
তটস্থ-স্বভাবে জীবগণে প্রকটয়ে॥
মায়াশক্তি হঞা করে প্রপঞ্চ সৃজন।
বহির্ম্মুখ-জীবে তাহে করয় বন্ধন॥"
ভকতিবিনোদ বলে অপরাধফলে।
বহির্ম্মুখ হ'য়ে আছি প্রপঞ্চ-কবলে॥

(৮)

"পূর্ণচিদানন্দ তুমি, তোমার চিৎকণ আমি,
স্বভাবতঃ আমি তুয়া দাস।
পরম স্বতন্ত্র তুমি, তুয়া পরতন্ত্র আমি,
তুয়া পদ ছাড়ি' সর্ব্বনাশ॥

স্বতন্ত্র হ'য়ে যখন, মায়া-প্রতি কৈনু মন,
স্ব-স্বভাব ছাড়িল আমায়।
প্রপঞ্চে মায়ার বন্ধে, পড়িনু কর্ম্মের ধন্ধে,
কর্ম্মচক্রে আমারে ফেলায়॥
মায়া তব ইচ্ছামতে, বাঁধে মোরে এ জগতে,
অদৃষ্ট-নির্ব্বন্ধ লৌহ-করে।
সেই ত' নির্ব্বন্ধ মোরে, আনে শ্রীবাসের ঘরে,
পুত্ররূপে মালিনী-জঠরে॥
সে-নির্ব্বন্ধ পুনরায়, মোরে এবে ল'য়ে যায়,
আমি ত' থাকিতে নারি আর।
তব ইচ্ছা সুপ্রবল, মোর ইচ্ছা সুদুর্ব্বল,
আমি জীব অকিঞ্চন ছার॥
যথায় পাঠাও তুমি, অবশ্য যাইব আমি,
কা'র কেবা পুত্র-পতি-পিতা।
জড়ের সম্বন্ধ সব, তাহা নাহি সত্য লব,
তুমি জীবের নিত্য পালয়িতা॥
সংযোগ-বিয়োগে যিনি, সুখ-দুঃখ মনে গণি',
তব পদে ছাড়েন আশ্রয়।
মায়ার গর্দ্দভ হ'য়ে, মজেন সংসার ল'য়ে",
ভক্তিবিনোদের সেই ভয়॥

(৯)

"বাঁধিল মায়া, যেদিন হ'তে, অবিদ্যা-মোহ-ডোরে।
অনেক জন্ম, লভিনু আমি, ফিরিনু মায়া-ঘোরে॥
দেব-দানব, মানব-পশু, পতঙ্গ কীট হ'য়ে।
স্বর্গে নরকে, ভূতলে ফিরি, অনিত্য আশা ল'য়ে॥
না জানি কিবা, সুকৃতি-বলে, শ্রীবাস-সুত হৈনু।
নদীয়া-ধামে, চরণ তব, দরশ পরশ কৈনু॥

সকল বারে, মরণ-কালে, অনেক দুঃখ পাই।
তুয়া প্রসঙ্গে, পরম সুখে, এবার চলে' যাই॥
ইচ্ছায় তোর, জনম যদি, আবার হয়, হরি।
চরণে তব, প্রেম-ভকতি, থাকে, মিনতি করি॥"
যখন শিশু, নীরব ভেল, দেখিয়া প্রভুর লীলা।
শ্রীবাস-গোষ্ঠী, ত্যজিয়া শোক, আনন্দ-মগন ভেলা॥
গৌর-চরিত, অমৃত-ধারা, করিতে করিতে পান।
ভক্তিবিনোদ, শ্রীবাসে মাগে, যায় যেন মোর প্রাণ॥

(১০)

শ্রীবাসে কহেন প্রভু,—"তুহুঁ মোর দাস।
তুয়া প্রীতে বাঁধা আমি জগতে প্রকাশ॥
ভক্তগণ-সেনাপতি—শ্রীবাস-পণ্ডিত।
জগতে ঘুষুক আজি তোমার চরিত॥
প্রপঞ্চ-কারা-রক্ষিণী মায়ার বন্ধন।
তোমার নাহিক কভু, দেখুক জগজ্জন॥
ধন, জন, দেহ, গেহ আমারে অর্পিয়া।
আমার সেবার সুখে আছ সুখী হঞা॥
মম লীলাপুষ্টি লাগি' তোমার সংসার।
শিখুক গৃহস্থ-জন তোমার আচার॥
তব প্রেমে বদ্ধ আছি আমি, নিত্যানন্দ।
আমা-দুঁহে সুত জানি' ভুঞ্জহ আনন্দ॥
নিত্যসত্ত্ব সুত যা'র, অনিত্য তনয়ে।
আসক্তি না করে সেই সৃজনে প্রলয়ে॥
ভক্তিতে তোমার ঋণী আমি চিরদিন।
তব সাধুভাবে তুমি ক্ষম মোর ঋণ॥"
শ্রীবাসের পা-য় **ভক্তিবিনোদ** কুজন।
কাকুতি করিয়া মাগে গৌরাঙ্গ-চরণ॥

(১১)

শ্রীবাসের প্রতি, চৈতন্য-প্রসাদ, দেখিয়া সকল জন।
জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, বলি' নাচে ঘন ঘন॥
শ্রীবাস-মন্দিরে, কি ভাব উঠিল, তাহা কি বর্ণন হয়।
ভাবযুদ্ধ-সনে, আনন্দ-ক্রন্দন, উঠে কৃষ্ণ-প্রেমময়॥
চারি ভাই পড়ি', প্রভুর চরণে, প্রেম-গদগদ-স্বরে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, কাকুতি করিয়া, গড়ি' যায় প্রেমভরে॥
"ওহে প্রাণেশ্বর, এ হেন বিপদ, প্রতিদিন যেন হয়।
যাহাতে তোমার, চরণ-যুগলে, আসক্তি বাড়িতে রয়॥
বিপদ-সম্পদে, সেই দিন ভাল, যে-দিন তোমারে স্মরি।
তোমার স্মরণ-, রহিত যে-দিন, সে-দিন বিপদ, হরি॥"
শ্রীবাস-গোষ্ঠীর, চরণে পড়িয়া, **ভক্তিবিনোদ** ভণে।
তোমাদের গোরা, কৃপা বিতরিয়া, দেখাও দুর্গত জনে॥

(১২)

মৃত শিশু ল'য়ে তবে ভকতবৎসল।
ভকত-সঙ্গেতে গায় শ্রীনাম-মঙ্গল॥
গাইতে গাইতে গেলা জাহ্নবীর তীরে।
বালকে সৎকার কৈল জাহ্নবীর নীরে॥
জাহ্নবী বলেন, মম সৌভাগ্য অপার।
সফল হইল ব্রত ছিল যে আমার॥
মৃত শিশু দেন গোরা জাহ্নবীর জলে।
উথলি জাহ্নবীদেবী শিশু লয় কোলে॥
উথলিয়া স্পর্শে গোরা-চরণকমল।
শিশু-কোলে প্রেমে দেবী হয় টলমল॥
জাহ্নবীর ভাব দেখি' যত ভক্তগণ।
শ্রীনাম-মঙ্গলধ্বনি করে অনুক্ষণ॥

স্বর্গ হৈতে দেবে করে পুষ্প-বরিষণ।
বিমান-সঙ্কুল তবে ছাইল গগন॥
এইরূপে নানা ভাবে হইয়া মগন।
সৎকার করিয়া স্নান কৈল সর্ব্বজন॥
পরম-আনন্দে সবে গেল নিজ ঘরে।
ভক্তিবিনোদ মজে গোরা-ভাবভরে॥

(শ্রোতৃগণের প্রতি নিবেদন)

নদীয়া-নগরে গোরা-চরিত-অমৃত।
পিয়া শোক-ভয় ছাড়, স্থির কর চিত॥
অনিত্য সংসার, ভাই, কৃষ্ণমাত্র সার।
গোরা-শিক্ষা-মতে কৃষ্ণ ভজ অনিবার॥
গোরার চরণ ধরি' যেই ভাগ্যবান্।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ভজে, সেই মোর প্রাণ॥
'রাধাকৃষ্ণ-গোরাচাঁদ', 'নদে-বৃন্দাবন'।
এইমাত্র কর সার পা'বে নিত্যধন॥
বিদ্যা-বুদ্ধিহীন দীন অকিঞ্চন ছার।
কর্ম্মজ্ঞান-শূন্য আমি শূন্য-সদাচার॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি।
ভক্তিহীনে উপাধি হইল এবে ব্যাধি॥
যতন করিয়া সেই ব্যাধি-নিবারণে।
শরণ লইনু আমি বৈষ্ণব-চরণে॥
বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে ধরিয়া।
এ 'শোক-শাতন' গায় **ভক্তিবিনোদিয়া**॥

বাউল-সঙ্গীত

(১)

আমি তোমার দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী,
তাই তোমারে বলি, ভাই রে।
নিতাই-এর হাটে গিয়ে (ওরে ও ভাই)
নাম এনেছি তোমার তরে॥

গৌরচন্দ্র-মার্কা করা, এ হরিনাম রসে ভরা,
নামে নামী পড়ছে ধরা, লও যদি বদনভরে॥
পাপ-তাপ সব দূরে যা'বে, সারময় সংসার হ'বে,
আর কোন ভয় নাহি র'বে, ডুব্‌বে সুখের পাথারে॥
আমি কাঙ্গাল অর্থহীন, নাম এনেছি করে' ঋণ,
দেখে' আমায় অতি দীন, শ্রদ্ধামূল্যে দেও ধরে'॥
মূল্য ল'য়ে তোমার ঠাঁই, মহাজনকে দিব, ভাই,
যে কিছু তায় লাভ পাই, রাখ্‌বো নিজের ভাণ্ডারে॥
নদীয়া-গোদ্রুমে থাকি', **চাঁদ-বাউল*** বলিছে ডাকি',
'নাম বিনা আর সকল ফাঁকি, ছায়াবাজী এ সংসারে॥'

(২)

ধর্ম্মপথে থাকি' কর জীবন যাপন, ভাই।
হরিনাম কর সদা (ওরে ও ভাই) হরি বিনা বন্ধু নাই॥
যে-কোন ব্যবসা ধরি', জীবন নির্ব্বাহ করি',
বল মুখে 'হরি হরি', এইমাত্র ভিক্ষা চাই॥
গৌরাঙ্গচরণে মজ', অন্য-অভিলাষ ত্যজ,
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ভজ, তবে বড় সুখ পাই॥

---

*শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনিতাই চাঁদ-গোরাচাঁদের শুদ্ধ ভক্তিরসের যথার্থ বাতুল হইয়া নিজেকে চাঁদ-বাউল বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

আমি **চাঁদ-বাউল** দাস, করি তব কৃপা-আশ,
জানাইয়া অভিলাষ, নিত্যানন্দ-আজ্ঞা গাই॥

(৩)

আসল কথা বল্‌তে কি।
তোমার কেন্থাধরা, কপ্নি' আঁটা—সব ফাঁকি॥
ধর্ম্মপত্নী ত্যজি' ঘরে, পরনারী-সঙ্গ করে,
অর্থলোভে দ্বারে দ্বারে ফিরে', রাখ্‌লে কি বাকী॥
তুমি গুরু বল্‌ছো বটে, সাধুগুরু নিষ্কপটে,
কৃষ্ণনাম দেন কর্ণপুটে, সে কি এমন হয় মেকি??
যেবা অন্য শিক্ষা দেয়, তা'কে কি 'গুরু' বল্‌তে হয়?
দুধের ফল ত' ঘোলে নয়, ভেবে' চিন্তে দেখ দেখি॥
শম-দম-তিতিক্ষা-বলে, উপরতি, শ্রদ্ধা হ'লে,
তবে ভেক, **চাঁদ-বাউল** বলে, এঁচড়ে পেকে' হ'বে কি??

শব্দার্থঃ- **কেন্থাধরা**—কাঁথা অর্থাৎ বৈরাগীবেশ ধারণ; **কপ্নিআঁটা**—কৌপীন বন্ধন; **মেকি**—নকল; **উপরতি**—ভোগনিবৃত্তি।

(৪)

'বাউল বাউল' বল্‌ছ সবে, হচ্ছে বাউল কোন্ জনা।
দাড়ি-চূড়া দেখিয়ে (ও ভাই) কর্‌ছে জীবকে বঞ্চনা॥
দেহতত্ত্ব—জড়ের তত্ত্ব, তা'তে কি ছাড়ায় মায়ার গর্ত্ত?
চিদানন্দ পরমার্থ, জান্‌তে ত' তায় পার্‌বে না॥
যদি বাউল চাওরে হ'তে, তবে চল ধর্ম্মপথে,
যোষিৎসঙ্গ সর্ব্বমতে ছাড় রে মনের বাসনা॥
বেশভূষা-রঙ্গ যত, ছাড়ি' নামে হও রে রত,
নিতাইচাঁদের অনুগত, হও ছাড়ি' সব দুর্ব্বাসনা॥
মুখে 'হরে কৃষ্ণ' বল, ছাড় রে ভাই কথার ছল,
নাম বিনা ত' সুসম্বল, **চাঁদ-বাউল** আর দেখে না॥

(৫)

মানুষ-ভজন কর্‌ছো, ও ভাই, ভাবের গান ধ'রে।
গুপ্ত ক'রে রাখ্‌ছো ভাল, ব্যক্ত হ'বে যমের ঘরে॥
মেয়ে হিজ্‌ড়ে, পুরুষ খোজা, তবে ত' হয় কর্ত্তাভজা,
এই ছলে কর্‌ছো মজা, মনের প্রতি চোখ ঠেরে'॥
'গুরু সত্য' বল্‌ছো মুখে, আছ ত' ভাই, জড়ের সুখে,
সঙ্গ তোমার বহির্ম্মুখে, শুদ্ধ হ'বে কেমন করে'??
যোষিৎসঙ্গ-অর্থলোভে, মজে ত' জীব চিত্তক্ষোভে,
বাউলে কি সে-সব শোভে, আগুন দেখে' ফড়িং মরে॥
চাঁদ-বাউল মিনতি করি' বলে—ও সব পরিহরি',
শুদ্ধভাবে বল 'হরি', যা'বে ভবসাগর-পারে॥

(৬)

এও ত' এক কলির চেলা।
মাথা নেড়া, কপ্নি পরা, তিলক নাকে, গলায় মালা॥
দেখ্‌তে বৈষ্ণবের মত, আসল শাক্ত কাজের বেলা।
সহজ-ভজন কর্‌ছেন মামু, সঙ্গে ল'য়ে পরের বালা॥
সখীভাবে ভজ্‌ছেন তা'রে, নিজে হ'য়ে নন্দলালা।
কৃষ্ণদাসের কথার ছলে মহাজনকে দিচ্ছেন শলা॥
নব-রসিক আপনে মানি', খাচ্ছেন আবার মন-কলা।
বাউল বলে, দোহাই ও ভাই, দূর কর এ লীলাখেলা॥

শব্দার্থ ঃ- আসল—প্রকৃতপক্ষে; সহজ-ভজন—ভোগবাঞ্ছা-পূরণই বাউল-মতে সহজভজন; কৃষ্ণদাসের—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর; শলা—পরামর্শ অথবা কাঠি।

(৭)

(মন আমার) হুঁসা'র থেকো, ভুল' নাক, শুদ্ধ সহজ তত্ত্বধনে।
নইলে মায়ার বশে, অবশেষে, কাঁদতে হ'বে চিরদিনে॥

শুদ্ধজীবে জড় নাই, ভাই, ঠিক বুঝ তাই, নিজে সখী (সে) বৃন্দাবনে।
সে যখন কৃষ্ণচন্দ্রে ভজে, সুখেতে মজে, মধুর-রসে অনুক্ষণে॥
জড়দেহে তার সাধনভক্তি, জ্ঞান-বিরক্তি, দেহের যাত্রা ধর্ম্মভাবে।
সে গৃহে থাকে, বনে বা থাকে, মজিয়ে ডাকে, 'কৃষ্ণ' বলে' একমনে॥
একেই ত' বলি সহজ-ভজন, শুদ্ধ মন, কৃষ্ণ পা'বার এক উপায়।
ইহা ছাড়ি' যে আরোপ করে, সেই ত' মরে, তার ত' নাহি ভজন হয়॥
চাঁদ-বাউলের এ বিশ্বাস, ছোট-হরিদাস, একটু কেবল বিপথে চলে।
শচীসুতের কৃপায়, দূর হ'য়ে, হায়, না পায় আর গৌরচরণে॥

শব্দার্থঃ- শচীসুতের কৃপায়—মহাপ্রভুর কৃপা হইতে।

(৮)

মনের মালা জপ্‌বি যখন, মন,
কেন কর্‌বি বাহ্য বিসর্জ্জন।
মনে মনে ভজন যখন হয়,
প্রেম উথ্‌লে পড়ে' বাহ্যদেহে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়;
আবার দেহে চরে, জপায় করে, ধরায় মালা অনুক্ষণ॥
যে ব্যাটা ভণ্ড-তাপস হয়,
বক-বিড়াল দেখা'য়ে বাহ্য নিন্দে অতিশয়;
নিজে জুত পেলে, কামিনী-কনক, করে সদা সংঘটন॥
সে ব্যাটার ভিতর ফক্কাকার,
বাহ্য-সাধন-নিন্দা বই আর আছে কিবা তা'র;
(নিজের) মন ভাল, দেখা'তে গিয়ে, নিন্দে সাধু-আচরণ॥
শুদ্ধ করি' ভিতর বাহির, ভাই,
হরিনাম কর্‌তে থাক, তর্কে কাজ নাই,
তোমার তর্ক করতে জীবন যা'বে, **চাঁদ-বাউল** তায় দুঃখী হন॥

(৯)

ঘরে ব'সে বাউল হও রে মন,
কেন কর্‌বি দুষ্ট আচরণ॥

মনে মনে রাখ্‌বি বাউল-ভাব,
সঙ্গ ছাড়ি' ধর্ম্মভাবে কর্‌বি বিষয় লাভ;
জীবন-যাপন কর্‌বি, হরি-নামানন্দে সর্ব্বক্ষণ॥
যতদিন হৃদয়-শোধন নয়,
ঘর ছাড়্‌লে পরে 'মর্কট-বৈরাগী' তা'রে কয়;
হৃদয়-দোষে, রিপুর বশে, পদে পদে তা'র পতন॥
এঁচড়ে পাকা বৈরাগী যে হয়,
পরের নারী ল'য়ে পালের গোদা হ'য়ে রয়;
(আবার) অর্থলোভে, দ্বারে দ্বারে, করে নীচের আরাধন॥
ঘরে ব'সে পাকাও নিজের মন,
আর সকল দিন কর হরির নাম-সঙ্কীর্ত্তন;
তবে, **চাঁদ-বাউলের** সঙ্গে শেষে, কর্‌বি সংসার বিসর্জ্জন॥

(১০)

বলান্ বৈরাগী ঠাকুর, কিন্তু গৃহীর মধ্যে বাহাদুর।
আবার কপ্নি করে', মালা ধরে', বহেন সেবাদাসীর ধূর॥
অচ্যুতগোত্র-অভিমানে, ভিক্ষা করেন সর্ব্বস্থানে,
টাকা-পয়সা গণি' ধ্যানে ধারণা প্রচুর;
করি' চুট্‌কী ভিক্ষা, করেন শিক্ষা, বণিগ্‌বৃত্তি পিণ্ডীশূর॥
বলে তা'রে **বাউল-চাঁদ**, এটা তোমার গলার ফাঁদ,
জীবের এই অপরাধ শীঘ্র কর দূর;
যজি' গৃহীর ধর্ম্ম, সু-স্বধর্ম্ম, শুদ্ধ কর অন্তঃপুর॥
ন্যাসি-মান-আশা ত্যজি', দীনভাবে কৃষ্ণভজি',
স্বভাবগত ধর্ম্ম যজি', নাশ' দোষাঙ্কুর;
তবে কৃষ্ণ পা'বে, দুঃখ যা'বে, হ'বে তুমি সুচতুর॥

শব্দার্থঃ- **ধূর**—গরুগাড়ীর যে অংশ গরু কাঁধে লয়; **পিণ্ডীশূর**—পিণ্ডীতেই বীর, অর্থাৎ ভোজন-নিপুণ; **ন্যাসি-মান-আশা**—সন্ন্যাসীর সম্মান আশা।

(১১)

কেন ভেকের প্রয়াস?
হয় অকাল-ভেকে সর্ব্বনাশ।
হ'লে চিত্তশুদ্ধি, তত্ত্বুদ্ধি, ভেক আপনি এসে' হয় প্রকাশ॥
ভেক ধরি' চেষ্টা করে, ভেকের জ্বালায় শেষে মরে,
নেড়ানেড়ী ছড়াছড়ি আখড়া বেঁধে বাস;
অকাল কুষ্মাণ্ড, যত ভণ্ড, কর্‌ছে জীবের সর্ব্বনাশ॥
শুক, নারদ, চতুঃসন, ভেকের অধিকারী হন,
তা'দের সমান পার্‌লে হ'তে ভেকে কর্‌বে আশ;
বল—তেমন বুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, ক'জন ধরায় কর্‌ছে বাস??
আত্মানাত্ম-সুবিবেকে, প্রেম-লতায় চিত্ত-ভেকে,
ভজন-সাধন-বারি-সেকে করহ উল্লাস;
চাঁদ-বাউল বলে, এমন হ'লে, হ'তে পার্‌বে কৃষ্ণদাস॥

শব্দার্থঃ-ভেক—বৈরাগীর বেশ; **নেড়ানেড়ী**—উদর-উপস্থ-ভরণ উদ্দেশ্যে আখড়া বাঁধিয়া থাকা নরনারীগণ; **চিত্তভেক**—অন্তর্বৈরাগ্য; **বারিসেকে**—জলসেচনে।

(১২)

হ'য়ে বিষয়ে আবেশ, পে'লে মন, যাতনা অশেষ।
ছাড়ি' রাধাশ্যামে, ব্রজধামে, ভুগ্‌ছো হেথা নানাক্লেশ॥
মায়াদেবীর কারাগারে, নিজের কর্ম্ম-অনুসারে,
ভূতের বেগার খাট্‌তে খাটতে জীবন কর্‌ছ শেষ;
করি' 'আমি-আমার', দেহে আবার, কর্‌ছ জড় রাগ-দ্বেষ॥
তুমি শুদ্ধ চিদানন্দ, কৃষ্ণসেবা তো'র আনন্দ,
পঞ্চভূতের হাতে পড়ে' হয়ে আছ একটী মেষ;
এখন সাধুসঙ্গে, চিৎপ্রসঙ্গে, তোমার উপায় অবশেষ॥
কনক-কামিনী-সঙ্গ, ছাড়ি' ও ভাই মিছে রঙ্গ,
গ্রহণ কর **বাউল-চাঁদের** শুদ্ধ-উপদেশ;
ত্যজি' লুকোচুরি, বাউলগিরি, শুদ্ধরসে কর প্রবেশ॥

শ্রীশ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আরতি

জয় গুরুদেব ভক্তিবেদান্ত বামন।
আরতি নেহারি সর্ব্ব ভুবন-পাবন॥
গোবর্দ্ধনাভিন্ন কোল-দ্বীপ রম্যস্থান।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি নিত্য স্নিগ্ধ স্নেহধাম॥
সুদীর্ঘ কোমল অঙ্গ পরম সুন্দর।
ত্রিদণ্ড মণ্ডিত শোভা হাস্য মনোহর॥
শ্রীরূপের নয়নমণি তাঁহার বিনোদ।
তুমি তাঁর প্রিয়তম নিত্যপারিষদ॥
গৌড়ীয় সিদ্ধান্তে তুমি পূর্ণ অভিধান।
সারস্বত কেশবীয় বাণী মূর্ত্তিমান॥
অপ্রাকৃত উপচারে তব নীরাজন।
শ্রীচৈতন্য-বাণী ধূপে ভক্তি-বিনোদন॥
শ্রীপ্রজ্ঞান-দীপ, শঙ্খ—সারস্বত-ধারা।
রূপপদাম্ভোজ-পুষ্পে বিশ্ব মাতোয়ারা॥
সগণে সঘনে বাজে বৃহত মৃদঙ্গ।
কীর্ত্তন করেন যতি জীবন্ত মৃদঙ্গ॥
আনন্দে গোবিন্দ করে চামর ব্যাজন।
দেখিয়া আকুল হয় সেবালুব্ধ মন॥

শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আরতি

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
পরম মোহন রূপ আর্ত্ত-বিমোচন॥
মূর্ত্তিমন্ত শ্রীবেদান্ত অশুভ-নাশন।
"ভক্তিগ্রন্থ শ্রীবেদান্ত" তব বিঘোষণ॥
বেদান্ত সমিতি-দীপে শ্রীসিদ্ধান্ত-জ্যোতি।
আরতি তোমার তাহে হয় নিরবধি॥

শ্রীবিনোদধারা-তৈলে দীপ প্রপূরিত।
রূপানুগ-ধূপে দশদিক্ আমোদিত॥
সর্ব্বশাস্ত্র সুগম্ভীর করুণা-কোমল।
যুগপত সুশোভন বদন-কমল॥
স্বর্ণকান্তি বিনিন্দিত শ্রীঅঙ্গ-শোভন।
যতিবাস পরিধানে জগৎ-কল্যাণ॥
নানা ছাঁদে সজ্জন চামর ঢুলায়।
গৌরজন উচ্চকণ্ঠে সুমধুর গায়॥
সুমঙ্গল নীরাজন করে ভক্তগণ।
দুরমতি দূর হৈতে দেখে **ত্রিবিক্রম**॥

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আরতি

জয় জয় প্রভুপাদের আরতি নেহারি।
যোগমায়াপুর-নিত্যসেবা-দানকারী॥
সর্ব্বত্র প্রচার-ধূপ সৌরভ মনোহর।
বদ্ধ-মুক্ত অলিকুল মুগ্ধ চরাচর॥
ভকতি-সিদ্ধান্ত-দীপ জ্বালিয়া জগতে।
পঞ্চরস-সেবা-শিখা প্রদীপ্ত তাহাতে॥
পঞ্চ মহাদীপ যথা পঞ্চ মহাজ্যোতিঃ।
ত্রিলোক-তিমির নাশে অবিদ্যা-দুর্ম্মতি॥
ভকতিবিনোদ-ধারা জল-শঙ্খ-ধার।
নিরবধি বহে তাহা রোধ নাহি আর॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা বাজে সর্ব্বকাল।
বৃহৎমৃদঙ্গ-বাদ্য পরম রসাল॥
বিশাল ললাটে শোভে তিলক উজ্জ্বল।
গলদেশে তুলসীমালা করে ঝলমল॥

আজানুলম্বিত বাহু দীর্ঘ কলেবর।
তপ্তকাঞ্চন-বরণ পরম সুন্দর॥
ললিত-লাবণ্যমুখে স্নেহ-ভরা হাসি।
অঙ্গকান্তি শোভে যৈছে নিত্য-পূর্ণশশী॥
যতিধর্ম্মে পরিধানে অরুণ বসন।
মুক্ত কৈল মেঘাবৃত গৌড়ীয়-গগন॥
ভকতি-কুসুমে কত কুঞ্জ বিরচিত।
সৌন্দর্য্য-সৌরভে তার বিশ্ব-বিমোহিত॥
সেবাদর্শে নরহরি চামর ঢুলায়।
কেশব অতি আনন্দে নীরাজন গায়॥

মঙ্গল-আরতি

শ্রীগৌর-গোবিন্দ-আরতি

(প্রভাতী সুর)

মঙ্গল শ্রীগুরু-গৌর মঙ্গল মূরতি।
মঙ্গল শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল-পীরিতি॥
মঙ্গল নিশান্ত-লীলা মঙ্গল উদয়ে।
মঙ্গল আরতি জাগে ভকত-হৃদয়ে॥
তোমার নিদ্রায় জীব নিদ্রিত ধরায়।
তব জাগরণে বিশ্ব জাগরিত হয়॥
শুভ দৃষ্টি কর এবে জগতের প্রতি।
জাগুক হৃদয়ে মোর সুমঙ্গলা রতি॥
ময়ূর-শুকাদি সারি কত পিকরাজ।
মঙ্গল জাগর-হেতু করিছে বিরাজ॥
সুমধুর ধ্বনি করে যত শাখিগণ।
মঙ্গল শ্রবণে বাজে মধুর কূজন॥

কুসুমিত সরোবরে কমল-হিল্লোল।
মঙ্গল সৌরভ বহে পবন-কল্লোল॥
ঝাঁঝর কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ করতাল।
মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল॥
মঙ্গল আরতি করে ভকতের গণ।
অভাগা **কেশব** করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥*
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু-নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

(খ)

শ্রীগৌর-আরতি

মঙ্গল আরতি গৌরকিশোর।
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোর হি জোর॥
মঙ্গল অদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে।
মঙ্গল গাওত প্রেম-তরঙ্গে॥
মঙ্গল বাজত খোল-করতাল।
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল॥
মঙ্গল ধূপদীপ লইয়া স্বরূপ।
মঙ্গল আরতি করে অপরূপ॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পঁহু হাস।
মঙ্গল গাওত দীন **কৃষ্ণদাস**॥

শব্দার্থ ঃ- **জোর**—যুগল, উজ্জ্বল।

---

* গীতিকার স্বয়ং মূল-কীর্ত্তনীয়া। তাঁহার (পশ্চাৎ-) দোহার-কারীরূপে তাঁহার কীর্ত্তিত দৈন্যাত্মক কীর্ত্তন-শেষে "শ্রীকেশবের দাস করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন"—ইত্যাদি রূপে কীর্ত্তনীয়।

(গ)

শ্রীযুগল-আরতি

মঙ্গল আরতি যুগলকিশোর।
জয় জয় করতহিঁ সখীগণ থোর॥
রতন প্রদীপ করে টলমল ঘোর।
নিরখত মুখবিধু শ্যাম সুগোর॥
ললিতা বিশাখা সখী প্রেমে আগর।
করত নির্ম্মঞ্ছন দোঁহে দুঁহু ভোর॥
বৃন্দাবন-কুঞ্জহি ভুবন উজোর।
মূরতি মনোহর যুগল কিশোর॥
গাওত শুক পিক, নাচত ময়ূর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় তোর॥

শব্দার্থ ঃ-**থোর**—মৃদু; **ঘোর**—নিবিড়; **সুগোর**—অতি গৌরবর্ণ; **আগর**—অগ্রগণ্য; **উজোর**—উজ্জ্বল; **নির্ম্মঞ্ছন**—আরতি; **ভোর**—আসক্ত।

(৪)

ভোগ-আরতি

ভজ ভকত-বৎসল শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী,
নন্দ-যশোমতী-চিত্তহারী॥
বেলা হ'ল দামোদর, আইস এখন।
ভোগ-মন্দিরে বসি' করহ ভোজন॥
নন্দের নির্দ্দেশে বৈসে গিরিবরধারী।
বলদেবসহ সখা বৈসে সারি সারি॥
শুক্‌তা শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড।
ডালি ডাল্‌না দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাখণ্ড॥

মুদ্গবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন।
শঙ্কুলী পিষ্টক ক্ষীর পুলি পায়সান্ন॥
কর্পূর অমৃতকেলি রম্ভা ক্ষীরসার।
অমৃত রসালা, অন্ন দ্বাদশপ্রকার॥
লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডু রসাবলী।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হ'য়ে কুতূহলী॥
রাধিকার পক্ক অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন॥
ছলে-বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল।
বগল বাজায় আর দেয় হরিবোল॥
রাধিকাদি-গণে হেরি' নয়নের কোণে।
তৃপ্ত হ'য়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে॥
ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি।
সবে মুখ প্রক্ষালয় হ'য়ে সারি সারি॥
হস্ত-মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগণে।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব-সনে॥
'জাম্বুল' 'রসাল' আনে তাম্বূল-মসালা।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা॥
'বিশালাক্ষ' শিখিপুচ্ছ চামর ঢুলায়।
অপূর্ব্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায়॥
যশোমতী-আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা-আনীত।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হ'য়ে প্রীত॥
ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায়।
মনে মনে সুখে রাধাকৃষ্ণ-গুণ গায়॥
হরিলীলা একমাত্র যাঁহার প্রমোদ।
ভোগারতি গায় সেই **ভকতিবিনোদ**॥

শব্দার্থঃ- জাম্বুল রসাল—তাম্বূল-সেবাকারী দুই সেবক; **বিশালাক্ষ**—শ্রীকৃষ্ণের সেবক; **ধনিষ্ঠা**—শ্রীকৃষ্ণের পরিচারিকা।

সন্ধ্যারতি

(৫ ক)

শ্রীগৌর-আরতি

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা।
জাহ্নবী-তটবনে জগমন-লোভা॥
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ, বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ছত্রধর॥
বসিয়াছে গোরাচাঁদ রত্ন-সিংহাসনে।
আরতি করেন ব্রহ্মা-আদি দেবগণে॥
নরহরি-আদি করি' চামর ঢুলায়।
সঞ্জয়-মুকুন্দ-বাসুঘোষ-আদি গায়॥
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল॥
বহুকোটী চন্দ্র জিনি' বদন উজ্জ্বল।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল॥
শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগদ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ॥

(খ)

শ্রীযুগল-আরতি

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ-যুগল মিলন।
আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ॥
মদনমোহন-রূপ ত্রিভঙ্গসুন্দর।
পীতাম্বর শিখিপুচ্ছ চূড়া-মনোহর॥
ললিতমাধব-বামে বৃষভানু-কন্যা।
নীলবসনা গৌরী রূপে গুণে ধন্যা॥

নানাবিধ অলঙ্কার করে ঝলমল।
হরিমনো-বিমোহন বদন উজ্জ্বল॥
বিশাখাদি সখীগণ নানা রাগে গায়।
প্রিয়নর্ম্মসখী যত চামর ঢুলায়॥
শ্রীরাধামাধব-পদ-সরসিজ-আশে।
ভকতিবিনোদ সখীপদে সুখে ভাসে॥

(গ)

শ্রীগৌর-গোবিন্দ-আরতি

ভালে গোরা-গদাধরের আরতি নেহারি।
নদীয়া-পূরব-ভাবে যাঁউ বলিহারী॥
কল্পতরু-তলে রত্ন-সিংহাসনোপরি।
সবু সখী-বেষ্টিত কিশোর-কিশোরী॥
পুরট-জড়িত কত মণি-গজমতি।
ঝমকি' ঝমকি' লভে প্রতি অঙ্গ-জ্যোতিঃ॥
নীল নীরদ লাগি' বিদ্যুত-মালা।
দুঁহু অঙ্গ মিলি' শোভা ভুবন উজালা॥
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল॥
বিশাখাদি সখীবৃন্দ দুঁহু গুণ গাওয়ে।
প্রিয়নর্ম্মসখীগণ চামর ঢুলাওয়ে॥
অনঙ্গমঞ্জরী চুয়া-চন্দন দেওয়ে।
মালতীর মালা রূপমঞ্জরী লাগাওয়ে॥
পঞ্চপ্রদীপে ধরি' কর্পূরবাতি।
ললিতা-সুন্দরী করে যুগল-আরতি॥
দেবী, লক্ষ্মী, শ্রুতিগণ ধরণী লোটাওয়ে।
গোপীজন-অধিকার রোওয়ত গাওয়ে॥

ভকতিবিনোদ রহি' সুরভীকি কুঞ্জে।
আরতি-দরশনে প্রেম-সুখ ভুঞ্জে॥

শব্দার্থ ঃ-ভালে—সৌভাগ্যক্রমে; নদীয়া-পূরব-ভাবে—ব্রজভাবে; সবু—সকল; পুরট—স্বর্ণ; রোওয়ত—রোদন করিতে করিতে।

(ঘ)

শ্রীরাধারাণীর আরতি

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তোঁহারি।
ঐছন আরতি যাও বলিহারী॥
পাট পটাম্বর উড়ে নীল শাড়ী।
সিঁথিপর সিন্দুর যাই বলিহারী॥
বেশ বনাওত প্রিয় সহচরী।
রতন সিংহাসনে বৈঠল গৌরী॥
রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি।
ঝলকত আভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতি॥
চুয়া চন্দন অঙ্গে দেই ব্রজবালা।
কত কোটী চন্দ্র জিনি বদন উজলা॥
চৌদিকে সখীগণ দেই করতালি।
আরতি করতঁহি ললিতা পিয়ারী॥
নব নব ব্রজবধূ মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নর্ম্মসখীগণ চামর ঢুলাওয়ে॥
রাধাপদ-পঙ্কজ সেবনকি আশা।
দাস মনোহর করত ভরসা॥

(ঙ)

শ্রীমদনগোপাল-আরতি

হরত সকল সন্তাপ জনমকো, মিটত তলপ যম কাল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥

গোঘৃত রচিত কর্পূর কি বাতি,—ঝলকত কাঞ্চন থাল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥
চন্দ্র কোটী, কোটী ভানু কোটী ছবি, মুখশোভানন্দ দুলাল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥
চরণকমলপর নূপুর রাজ, অঞ্জলি কুসুম গুলাল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥
ময়ূর মুকুট পীতাম্বর শোভে, উড়ে দোলে বৈজয়ন্তীমাল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥
সুন্দর লোল কপোলন কিয়ে ছবি, নিরখত মদনগোপাল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥
সুরনর মুনিগণ করতহিঁ আরতি, ভকত-বৎসল প্রতিপাল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥
বাজে ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঝরি, বাজত বেণু রসাল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥
হুঁ হুঁ বলি বলি রঘুনাথদাস গোস্বামী, মোহন গোকুললাল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥

(৬ ক)

শ্রীতুলসী-আরতি

'নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী' (নমো নমঃ)।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যসেবা—'এই অভিলাষী'॥
'যে তোমার শরণ লয়', সেই কৃষ্ণসেবা পায়,
'কৃপা করি' কর তারে বৃন্দাবনবাসী।'
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ)॥
তোমার চরণে ধরি, মোরে অনুগত করি',
গৌরহরি-সেবা-মগ্ন রাখ দিবানিশি।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ)॥
দীনের এই অভিলাষ, মায়াপুরে/নবদ্বীপে দিও বাস,
অঙ্গেতে মাখিব সদা ধাম-ধূলিরাশি।

তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ)॥
তোমার আরতি লাগি', ধূপ, দীপ, পুষ্প মাগি,
মহিমা বাখানি এবে—হও মোরে খুশী।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ)॥
জগতের যত ফুল, কভু নহে সমতুল,
সর্ব্বত্যজি' কৃষ্ণ তব মঞ্জরী-বিলাসী।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ)॥
ওগো বৃন্দে মহারাণী!
তোমার পাদপ-তলে, দেব-ঋষি কুতূহলে,
সর্ব্বতীর্থ ল'য়ে তাঁ'রা হন অধিবাসী।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ)॥
শ্রীকেশব অতিদীন, সাধন-ভজন-হীন,
তোমার আশ্রয়ে সদা নামানন্দে ভাসি।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ)॥

(খ)

(অধিকার-ভেদে)

নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী।
রাধাকৃষ্ণ-পদসেবা এই অভিলাষী॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি' কর তারে বৃন্দাবনবাসী॥
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর,
রাধাকৃষ্ণ-সেবা দিয়া কর নিজদাসী॥
মোর এই অভিলাষ, বিলাসকুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগলরূপরাশি॥
দীন কৃষ্ণদাস কয়, মোর যেন এই হয়,
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা যেন ভাসি॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিবাসর-ব্রতপালন

শ্রীহরিবাসরে হরি-কীর্ত্তন-বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি 'গোপাল' 'গোবিন্দ'॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে শঙ্খ-করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল যায় সব নাশ॥
উষঃকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যূথ যূথ হৈল যত গায়ন সুন্দর॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত লঞা এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লইয়া আর জন কত গায়॥
লইয়া গোবিন্দ ঘোষ আর কত-জন।
গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন॥
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি॥
গদাধর-আদি যত সজল নয়নে।
আনন্দে বিহ্বল হৈল প্রভুর কীর্ত্তনে॥
যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পৃথিবী কম্পিত হয় সবে পায় ডর॥
কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর॥
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ, অপরূপ নৃত্য।
আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সব ভৃত্য॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর॥

ভাব-ভরে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের পায়॥
চতুর্দ্দিকে শ্রীহরি-মঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন॥
যাঁ'র নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যাঁ'র যশে নাচে শিব, সে নাচে আপনে॥
যাঁর নামে বাল্মীকি হইলা তপোধন।
যাঁ'র নামে অজামিল পাইল মোচন॥
যাঁ'র নাম-শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি' কলিযুগে নাচে॥
যাঁ'র নাম গাই' শুক-নারদ বেড়ায়।
সহস্র-বদন প্রভু যাঁ'র গুণ গায়॥
সর্ব্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে-প্রভু নাচয়ে, দেখে যত ভাগ্যবান্॥
প্রভুর আনন্দ দেখি' ভাগবতগণ।
অন্যোন্যে গলা ধরি' করয়ে ক্রন্দন॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা।
আনন্দে গায়েন কৃষ্ণ-রসে হই' ভোলা॥
যতেক বৈষ্ণব সব কীর্ত্তন-আবেশে।
না জানে আপন দেহ, অন্য জন কিসে॥
"জয় কৃষ্ণ-মুরারি-মকুন্দ-বনমালী।"
অহর্নিশ গায় সবে হই' কুতূহলী॥
অহর্নিশ ভক্ত-সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কারো, সবে সত্ত্ব-কলেবর॥
এইমত নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিশি অবশেষ মাত্র সে এক প্রহর॥
এইমত আনন্দ হয় নবদ্বীপ পুরে।
প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥

এ-সকল পুণ্য কথা যে করে শ্রবণ।
ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহু তা'র মন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ব্রত-পারণে মহাপ্রসাদ-সম্মান-বিচার

একদিন গৌরহরি, শ্রীগুণ্ডিচা পরিহরি,
'জগন্নাথবল্লভে' বসিলা।
শুদ্ধা একাদশী দিনে, কৃষ্ণনাম-সুকীর্ত্তনে,
দিবস-রজনী কাটাইলা॥
সঙ্গে স্বরূপদামোদর, রামানন্দ, বক্রেশ্বর,
আর যত ক্ষেত্রবাসিগণ।
প্রভু বলে, "একমনে, কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে,
নিদ্রাহার করিয়ে বর্জ্জন॥
কেহ কর সংখ্যানাম, কেহ দণ্ড-পরণাম,
কেহ বল রামকৃষ্ণ কথা।"
যথা তথা পড়ি' সবে, 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' রবে,
মহাপ্রেমে প্রমত্ত সর্ব্বথা॥
হেনকালে গোপীনাথ, পড়িছা সার্ব্বভৌম-সাথ,
গুণ্ডিচা-প্রসাদ লঞা আইল।
অন্নব্যঞ্জন, পিঠা, পানা, পরমান্ন, দধি, ছানা,
মহাপ্রভু-অগ্রেতে ধরিল॥
প্রভুর আজ্ঞায় সবে, দণ্ডবৎ পড়ি' তবে,
মহাপ্রসাদ বন্দিয়া বন্দিয়া।
ত্রিযামা রজনী সবে, মহাপ্রেমে মগ্নভাবে,
অকৈতবে নামে কাটাইয়া॥
প্রভু-আজ্ঞা শিরে ধরি', প্রাতঃস্নান সবে করি',
মহাপ্রসাদ-সেবায় পারণ।

করি' হৃষ্ট চিত্ত সবে, প্রভুর চরণে তবে,
করযোড়ে করে নিবেদন॥
"সর্ব্বব্রত-শিরোমণি, শ্রীহরিবাসরে জানি,
নিরাহারে করি জাগরণ।
জগন্নাথ-প্রসাদান্ন, ক্ষেত্রে সর্ব্বকালে মান্য,
পাইলেই করিয়ে ভক্ষণ॥
এ সঙ্কটে ক্ষেত্রবাসে, মনে হয় বড় ত্রাসে,
স্পষ্ট আজ্ঞা করিয়ে প্রার্থনা।
সর্ব্ববেদ আজ্ঞা তব, যাহা মানে ব্রহ্মা-শিব,
তাহা দিয়া ঘুচাও যাতনা॥"
প্রভু বলে, 'ভক্তি-অঙ্গে, একাদশী মান-ভঙ্গে,
সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।
প্রসাদ-পূজন করি', পরদিনে পাইলে তরি,
তিথি পরদিন নাহি রয়॥
শ্রীহরিবাসর-দিনে, কৃষ্ণনাম-রসপানে,
তৃপ্ত হয় বৈষ্ণব সুজন।
অন্য রস নাহি লয়, অন্য কথা নাহি কয়,
সর্ব্বভোগ করয়ে বর্জ্জন॥
প্রসাদ-ভোজন নিত্য, শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃত্য,
অপ্রসাদ না করে ভক্ষণ।
শুদ্ধা একাদশী যবে, নিরাহার থাকে তবে,
পারণেতে প্রসাদ-ভোজন॥
অনুকল্প-স্থানমাত্র, নিরন্ন প্রসাদপাত্র,
বৈষ্ণবকে জানিহ নিশ্চিত।
অবৈষ্ণব জন যা'রা, প্রসাদ-ছলেতে তা'রা,
ভোগে হয় দিবানিশি রত॥
পাপ-পুরুষের সঙ্গে, অন্নাহার করে রঙ্গে,
নাহি মানে হরিবাসর-ব্রত।

ভক্তি-অঙ্গ সদাচর, ভক্তির সম্মান কর,
ভক্তিদেবী-কৃপা-লাভ হবে।
অবৈষ্ণব-সঙ্গ ছাড়, একাদশী-ব্রত ধর,
নাম-ব্রতে একাদশী তবে॥
প্রসাদসেবন আর শ্রীহরিবাসরে।
বিরোধ না কর কভু বুঝহ অন্তরে॥
এক অঙ্গ মানে, আর অন্য অঙ্গে দ্বেষ।
যে করে—নির্ব্বোধ সেই জানহ বিশেষ॥
যে-অঙ্গের যেই দেশ-কাল-বিধি-ব্রত।
তাহাতে একান্তভাবে হও ভক্তিরত॥
সর্ব্ব অঙ্গের অধিপতি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
যাহে তেঁহ তুষ্ট, তাহা করহ পালন॥
একাদশী-দিনে নিদ্রাহার-বিসর্জ্জন।
অন্য দিনে প্রসাদ-নির্ম্মাল্য সুসেবন॥
শ্রীনামভজন আর একাদশী-ব্রত।
একতত্ত্ব নিত্য জানি' হও তাহে রত॥"

(শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)

শব্দার্থ ঃ- সদাচর—সদা আচরহ অর্থাৎ সর্ব্বদা আচরণ কর।

শ্রীমহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

(১)

ভাইরে!
শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্ম্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে॥

কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিলা ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই॥

(২)

ভাইরে!
একদিন শান্তিপুরে, প্রভু অদ্বৈতের ঘরে,
দুই প্রভু ভোজনে বসিল।
শাক করি' আস্বাদন, প্রভু বলে,—"ভক্তগণ,
এই শাক কৃষ্ণ আস্বাদিল॥
হেন শাক আস্বাদনে, কৃষ্ণপ্রেম আইসে মনে,
সেই প্রেমে কর আস্বাদন।
জড়বুদ্ধি পরিহরি, প্রসাদ ভোজন করি',
হরি হরি বল সর্ব্বজন॥"

(৩)

ভাইরে!
শচীর অঙ্গনে কভু, মাধবেন্দ্রপুরী প্রভু,
প্রসাদান্ন করেন ভোজন।
খাইতে খাইতে তাঁ'র, আইল প্রেম সুদুর্ব্বার,
বলে—"শুন, সন্ন্যাসীর গণ॥
মোচা-ঘণ্ট ফুলবড়ি, ডালি-ডাল্না-চচ্চড়ি,
শচীমাতা করিল রন্ধন।
তাঁ'র শুদ্ধা ভক্তি হেরি', ভোজন করিল হরি,
সুধা-সম এ অন্ন-ব্যঞ্জন॥
যোগে যোগী পায় যাহা, ভোগে আজ হ'বে তাহা,
হরি বলি' খাও সবে ভাই।
কৃষ্ণের প্রসাদ অন্ন, ত্রিজগৎ করে ধন্য,
ত্রিপুরারি নাচে যাহা পাই॥"

(৪)

ভাইরে!

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ,
গৌরীদাস-পণ্ডিতের ঘরে।
লুচি, চিনি, ক্ষীর, সর, মিঠাই, পায়স আর,
পিঠাপানা আস্বাদন করে॥
মহাপ্রভু ভক্তগণে, পরম আনন্দ-মনে,
আজ্ঞা দিল করিতে ভোজন।
কৃষ্ণের প্রসাদ-অন্ন, ভোজনে হইয়া ধন্য,
কৃষ্ণ বলি' ডাকে সর্ব্বজন॥

(৫)

ভাইরে!

একদিন নীলাচলে, প্রসাদ সেবন-কালে,
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
বলিলেন,—"ভক্তগণে, খেচরান্ন শুদ্ধমনে,
সেবা করি' হও আজ ধন্য॥
খেচরান্ন পিঠাপানা, অপূর্ব্ব প্রসাদ নানা,
জগন্নাথ দিল তোমা সবে।
আকণ্ঠ ভোজন করি', বল মুখে হরি হরি,
অবিদ্যা-দুরিত নাহি রবে॥
জগন্নাথ-প্রসাদান্ন, বিরিঞ্চি-শম্ভুর মান্য,
খাইলে প্রেম হইবে উদয়।
এমন দুর্ল্লভ ধন, পাইয়াছ সর্ব্বজন,
জয় জয় জগন্নাথ জয়॥"

(৬)

ভাইরে!

রামকৃষ্ণ গোচারণে, যাইবেন দূর বনে,
এত চিন্তি' যশোদা-রোহিণী।

ক্ষীর, সর, ছানা, ননী, দু'জনে খাওয়ান আনি',
বাৎসল্যে আনন্দ মনে গণি'॥
বয়স্য রাখালগণে, খায় রাম-কৃষ্ণ সনে,
নাচে গায় আনন্দ অন্তরে।
কৃষ্ণের প্রসাদ খায়, উদর ভরিয়া যায়,
'আর দেও' 'আর দেও' করে॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

জীবের দুর্গতি ও সাধুসঙ্গে নিস্তার

চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি' কৃষ্ণে করেন আদর॥
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে-ভাব উদয়॥
'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে'।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥
এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোনজন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
নিজতত্ত্ব জানি' আর সংসার না চায়।
'কেন বা ভজিনু মায়া'—করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে,—'ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্বনাশ॥"

কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার।
কৃপা করি' কৃষ্ণ তা'রে ছাড়ান সংসার॥
মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তা'রে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥
'সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম'—এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

শ্রীনামভজন-প্রণালী

অসাধু-সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
'দশ অপরাধ' ত্যজ, মান-অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ, আর লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল-সব করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল-সব কর পরিহার॥
জ্ঞান-যোগ-চেষ্টা ছাড়, আর কর্ম্মসঙ্গ।
মর্কট-বৈরাগ্য ত্যজ, যাতে দেহরঙ্গ॥
'কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে', জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥
সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু-ভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥
গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্।
গোরা বই সাধু-গুরু আছে কেবা আন্॥

গৃহস্থ ও বৈরাগীর প্রতি আদেশ—

গৃহস্থ-বৈরাগী—দুঁহে বলে গোরারায়।
দেখ ভাই! নাম বিনা (যেন) দিন নাহি যায়॥
বহু অঙ্গ-সাধনে ভাই নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন॥
বদ্ধজীবে কৃপা করি', কৃষ্ণ হৈল 'নাম'।
কলি-জীবে দয়া করি', কৃষ্ণ হৈল গৌরধাম॥
একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন।
তবে ত' পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
গৌরজন সঙ্গ কর 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া।
'হরে কৃষ্ণ' নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥
অচিরে পাইবে ভাই নাম-প্রেমধন।
যাহা বিলাইতে প্রভুর নদে' আগমন॥

বিশুদ্ধ বৈরাগী ও তাঁহার কর্ত্তব্য—

বিশুদ্ধ বৈরাগী করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন যাপন॥
বৈরাগী হৈয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই সমাজে বেড়ায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা, না শুনিবে কাণে।
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥
স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।
হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে॥
বড় হরিদাসের ন্যায় কৃষ্ণনাম বলিবে বদনে।
অষ্টকাল রাধাকৃষ্ণ সেবিবে কুঞ্জবনে॥

সরল-মনে 'গোরা'-ভজন ও কপট-ভজন

গোরা ভজ, গোরা ভজ, গোরা ভজ ভাই।
গোরা বিনা এ জগতে গুরু আর নাই॥
যদি ভজিবে গোরা, সরল কর নিজ মন।
কুটিনাটি ছাড়ি' ভজ গোরার চরণ॥
মনের কথা গোরা জানে, ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে॥
আনের মন রাখিতে গিয়া আপনাকে দিবে ফাঁকি।
মনের কথা জানে গোরা কেমনে হৃদয় ঢাকি॥
গোরা বলে,—আমার মত করহ চরিত।
আমার আজ্ঞা পালন কর, চাহ যদি হিত॥
'গোরার আমি, গোরার আমি', মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার, লইলে ফল ফলে॥
লোক দেখান গোরা-ভজা তিলক-মাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
অধঃপতন হ'বে ভাই কৈলে কুটিনাটি।
নাম-অপরাধে তোমার ভজন হ'বে মাটি॥
নাম লঞা যে করে পাপ, হয় অপরাধ।
এর মত আর কিবা আছে ভক্তিবাধ??
নাম করিতে কষ্ট নাই, নাম সহজ ধন।
ওষ্ঠ-স্পন্দনমাত্রে হয় নামের কীর্ত্তন॥

তাহাও না হয় যদি, হয় নামের স্মরণ॥
তুণ্ড বন্ধে, চিত্ত ভ্রংশে, শ্রবণ তবু হয়।
সর্ব্বপাপক্ষয়ে জীবের মুখ্য ফলোদয়॥
বহুজন্ম অর্চ্চনেতে এই ফল ধরে।
কৃষ্ণনাম নিরন্তর তুণ্ডে নৃত্য করে॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির সেই শক্তি নহে।
বিধিভঙ্গ-দোষে ফলহীন, শাস্ত্রে কহে॥
সে-সব ছাড় ভাই, নাম কর সার।
অতি অল্পদিনে তবে জিনিবে সংসার॥

(শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)

হিন্দি-কীর্ত্তন

(১)

গুরু-চরণকমল ভজ মন।
গুরুকৃপা বিনা নাহি কোই সাধন বল
ভজ মন ভজ অনুক্ষণ॥
মিলতা নাহি এ্যায়্সা দুর্ল্লভ-জনম,
ভ্রমত হুঁ চৌদ্দ-ভুবন।
কিসী-কো মিলতা হ্যায় অহো ভাগ্যসে,
হরিভক্তোঁ-কে দরশন॥
কৃষ্ণকৃপা কী আনন্দ-মূর্ত্তি,
দীনজন করুণা-নিধান।
জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম—তিনো প্রকাশত,
প্রভো শ্রীগুরু পতিতপাবন॥
শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস সভী মিলে হ্যায়,
কীনো স্পষ্ট প্রমাণ।
তন-মন-জীবন, গুরুপদে অর্পণ,
সদা হরিনাম রটন॥

(২)

জয় শচীনন্দন, জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণধন, নদীয়া-বিহারী॥
জয় শচীনন্দন, গৌর গুণাকর।
প্রেম-পরশমণি, ভাব-রস-সাগর॥

(৩)

জয় মাধব, মদন মুরারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম।
জয় কেশব, কলিমলহারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম॥
সুন্দর-কুণ্ডল, নয়ন বিশালা, গল সোহে বৈজন্তী-মালা।
যা ছবি কী বলিহারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম॥
কবহু লুট লুট দধি খায়ো, কবহু মধুবন রাস রচায়ো।
নৃত্যতি বিপিনবিহারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম॥
গ্বালবাল-সঙ্গ ধেনু চরাই, বন বন ভ্রমত ফিরে যদুরাই।
কাঁধে কাঁমর কারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম॥
চুরা চুরা নবনীত যো খায়ো, ব্রজ-বনিতনপৈ নাম ধরায়ো।
মাখনচোর মুরারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম॥
একদিন মান ইন্দ্রকো মারো, নখ উপর গোবর্দ্ধন ধারো।
নাম পড়ো গিরিধারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম॥
দুর্যোধনকো ভোগ না ভায়ো, রুখো শাক বিদুর-ঘর খায়ো।
এ্যায়সে প্রেম-পূজারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম॥
করুণা কর দ্রৌপদী পুকারী, পটমে লিপট গয়ে বনওয়ারী।
নিরখ রহে নর-নারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম॥
ভক্তাভক্ত সব তুমনে তারে, বিনা ভক্তি হম ঠাড়ে দ্বারে।
লীজো খবর হামারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম॥
অর্জ্জুনকে রথ হাঁকনহারে, গীতাকে উপদেশ তুমারে।
চক্র-সুদর্শনধারী, রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম॥

(৪)

ব্রজ-জন মন-সুখকারী।
রাধে শ্যাম শ্যামা-শ্যাম॥

মোর মুকুট মকরাকৃত কুণ্ডল, গল বৈজয়ন্তী মাল।
চরণে নূপুর রসাল॥ রাধে॥
সুন্দর বদন কমলদল লোচন, বাঁকী চিতবনহারী।
মোহন বংশীবিহারী॥ রাধে॥
বৃন্দাবনমে ধেনু চরাওয়ে, গোপীজন মনহারী।
শ্রীগোবর্দ্ধনধারী॥ রাধে॥
রাধা-কৃষ্ণ মিলি অব দোউ, গৌররূপ অবতারী।
কীর্ত্তন-ধর্ম্মপ্রচারী॥ রাধে॥
তুম বিন মেরে অওর ন কোই, নামরূপ অবতারী।
চরণোমেঁ বলিহারী॥ রাধে॥
নারায়ণ বলিহারী॥ রাধে॥

(৫)

ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ,
ভজ গোবিন্দ কা নাম রে।
গোবিন্দ কে নাম বিনা তেরা,
কোই না আওয়ে কাম রে॥
এ জীবন হ্যায় সুখ দুঃখকা মেলা,
দুনিয়াদারী স্বপন কা খেলা,
যানা তুঝ্‌কো পড়ে অকেলা,
ভজ লে হরি কা নাম রে॥
গোবিন্দকী মহিমা গাকে,
প্রেমকা উসপর ফাগ লাগাকে,
জীবন আপনা সফল বানা লে,
চল ঈশ্বরকে ধাম রে॥

(৬)

জয় গোবিন্দ, জয় গোপাল, কেশব মাধব, দীনদয়াল।
শ্যামসুন্দর, কনহাইয়ালাল, গিরিবরধারী, নন্দদুলাল॥

অচ্যুত, কেশব, শ্রীধর, মাধব, গোপাল, গোবিন্দ, হরি।
যমুনা পুলিন মে বংশী বাজাওয়ে, নটবর বেশধারী॥

(৭)

সুন্দরলালা শচীদুলালা, নাচত শ্রীহরি কীর্ত্তন মে।
ভালে চন্দন তিলক মনোহর, অলকা শোভে কপোলন মে॥
সুন্দরলালা শচীদুলালা, নাচত শ্রীহরি কীর্ত্তন মে।
শিরে চূড়া দরশ নিরালে, বনফুলমালা হিয়াপর দোলে॥
পহিরন পীত-পটাম্বর শোভে, নূপুর রুণু ঝুনু চরণো মে।
সুন্দরলালা শচীদুলালা, নাচত শ্রীহরি কীর্ত্তন মে॥
রাধাকৃষ্ণ এক তনু হ্যায়, নিধুবন মাঝে বংশী বজায়।
বিশ্বরূপ প্রভুজী সহ, আওত প্রকটহি নদীয়া মে॥
সুন্দরলালা শচীদুলালা, নাচত শ্রীহরি কীর্ত্তন মে।
কোই গাওত হ্যায় রাধাকৃষ্ণনাম, কোই গাওত হ্যায় হরিগুণগান॥
মৃদঙ্গতাল মধুর রসাল, কোই গাওত হ্যায় রঙ্গমে।
সুন্দরলালা শচীদুলালা, নাচত শ্রীহরি কীর্ত্তন মে॥

(৮)

বসো মেরে নয়নন্ মে নন্দলাল।
মোহন-মূরতি, শ্যামরী সুরতি, নয়না বনে বিশাল।
অধর-সুধারস, মুরলী বাজত, উর বৈজয়ন্তী মাল॥
ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকা কটিতট-শোভিত, নূপুর-শব্দ রসাল।
মীরা প্রভু-সন্তন-সুখদায়ী, ভকত-বৎসল গোপাল॥

(৯)

পার করেঙ্গে নইয়ারে ভজ কৃষ্ণ কন্‌হাইয়া।
কৃষ্ণ কন্‌হাইয়া দাউজীকে ভইয়া।
(দাউজীকে ভইয়া রে ভজ কৃষ্ণ কন্‌হাইয়া)
কৃষ্ণ কন্‌হাইয়া বাঁসুরী বজইয়া।
কৃষ্ণ কন্‌হাইয়া মাখন চোরাইয়া॥

কৃষ্ণ কন্‌হাইয়া গিরিবর উঠইয়া।
কৃষ্ণ কন্‌হাইয়া রাস রচইয়া॥
মিত্র সুদামা তণ্ডুল লায়ে,
গলে লগা প্রভু ভোগ লগায়ে;
কঁহা কঁহা কহ ভইয়ারে।
ভজ কৃষ্ণ কনহাইয়া॥
অর্জ্জুনকে রথ রণমে হাঁকা,
শ্যামলিয়া গিরিধারী বাঁকা॥
কালীনাগ নাথৈয়া রে,
ভজ কৃষ্ণ কন্‌হাইয়া॥
দ্রুপদসুতাকো দুষ্টন ঘেরি,
(রাখি লাজ না কীনী দেরী)
আগে চীর বঢ়েয়া রে,
ভজ কৃষ্ণ কন্‌হাইয়া॥

(১০)

অব তৌ হরিনাম লৌ লাগী।
সব জগ কো ও মাখন-চোরা, নাম ধরো বৈরাগী॥
কিত ছোড়ী ও মোহন-মুরলী, কিত ছোড়ী সব গোপী।
মু'ড় মুঁড়াই ডোরি কটি বাঁধি, মাথে মোহন টোপী॥
মাতা যশোমতী মাখন কারণ, বাঁধে জাকে পাও।
শ্যাম কিশোর হুয়ে নব-গৌর, চৈতন্য জাকো নাম॥
পীতাম্বর কো ভাব দিখাওয়ে, কটি কৌপীন কসে।
গৌর-কৃষ্ণ কী দাসী মীরা, রসনা কৃষ্ণ বসে॥

অসমীয়া কীর্ত্তন

(১)

গুরু, নেরিবা এইবার মোক।
কৃপা করি রাখা তযু রাঙ্গা চরণত॥

নিত্য কৃষ্ণর দাস; সেবা চুর করি।
পরিয়াছেঁ সংসারত স্বরূপ পাহরি॥
কাম-ক্রোধ আদি ছয় তাতে করে বাস।
দিনে রাতি জ্বালি মারে, পাওঁ বর দুঃখ॥
দেখিও নধরো পথ মায়াতে মোহিত।
উঠিব নোয়ারো মই, কৃপা করা মোক॥
যদিও হওঁ অপরাধী, তথাপি, দাস।
কৃপা করি কেশে ধরি তোলা অধমক॥
পতিত-পাবন তুমি সাধুশাস্ত্র মত।
উদ্ধারিলে তযু মান থাকে জগতৎ॥
অকালতে গুরু-সেবা মোর হৈল ভঙ্গ।
ভাগ্যক নিন্দিয়া কান্দে দাস **নিমানন্দ**॥

(২)

প্রভু—এ, ও দয়াময়।
কৃপা করি দিয়া মোক চরণে আশ্রয়॥
মুখ তুলি চোয়া মোক বৈষ্ণব গোঁসাই।
দয়ালু তোমার সম ভুবনেতে নাই॥
প্রেমের হাটত তুমি মাত্র মহাজন।
যাকে তাকে দিয়া তুমি, ভক্তি মহাধন॥
তোমার কৃপার লেশ যদি মই পাওঁ।
জনম সফল হয়, হরি-গুণ গাওঁ॥
কতনা যাতনা ভুঞ্জি ভরমি ফুরিছোঁ।
নকরা নিরাশ ইবার কাকুতি করিছোঁ॥
দাস বুলি ধরি মোক, চরণত ঠাঁই,—
দি পালা অধমক দয়ালু গোঁসাই॥
অগ্নিদগ্ধ এঙারত মল নেথাকয়।
সিদরে মোক আত্মসাৎ করা দয়াময়॥

(৩)

সবে আনন্দে দিয়া জয়ধ্বনি;
অবতার ভৈলা আহি গৌর গুণমণি।
গৌর গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি;
শুদ্ধ ভকতর সঙ্গ, ধরি কৃষ্ণ পরসঙ্গ।
করি মহারঙ্গে মাতা দিবস রজনী॥
যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, দান আদি যত শুভকাম।
কলিত বিফল—নোহে নামর সলনি॥
নামক এরিয়া যিটো ধর্ম্ম করে অবিরত।
কুলটার দরে সিটো আচরি আপনি॥
অপরাধ এরি সবে লোয়া নাম অনুরাগে।
গোয়া নাম শুদ্ধভাবে গুরুমুখে শুনি॥
তারক-ব্রহ্ম হরিনাম, যুগধর্ম্ম অনুপম।
ভজ অবিরাম শাস্ত্রসার জানি॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
অবিরাম রামনাম করা নামর ধ্বনি॥

(৪)

ও হরি, মই কিয় ছারিলু তোমার সেয়া।
লইনু শরণ, দাস করি লোয়া॥
নদীয়ে নাছারে তললৈ গমন।
মৈরাই নাছারে আপোন পেখন॥
বগলী নাছারে ধ্যানর ভাওনা।
চাতকে নাছারে পানীর কামনা॥
হস্তীরে নাছারে নিজর গমন।
ধর্ম্মীয়ে নাছারে আপোন ধরম॥
ডাউকে নাছারে কোয়া কোয়া বাণী।
রামকোঁঙে নাছারে রামর কাহিনী॥

সতীয়ে নাছারে নিজপতি-সেয়া।
সাধুয়ে নাছারে আপোনার দয়া॥
যোগীয়ে নাছারে যোগের অভ্যাস।
ভকতে নাছারে ভকতের পাশ॥
ভনে **নিমানন্দ** শুনা মোর মন।
ভকতি জীবের স্বভাব আপোন॥
ভকতি বিরোধী করিয়া করম।
নহবি হি তই পশুতো অধম॥

(৫)

গোপাল গোবিন্দ যদুনন্দন।
তোমার চরণে লৈলু শরণ॥
নরজন্ম পাই নভজিলোঁ হরি।
মায়ার হেচাত হলো লরিচরি॥
হরি ভজিবাক নরজন্ম পালোঁ।
নভজি জন্ম বিফলে খেদালোঁ॥
কিনু অভাগিয়া নরর অধম।
আরু জানো পাম এনুয়া জনম॥
তোমাক নভজি কি করিলু ভাল।
নষ্ট ভৈলা মোর ইহ পরকাল॥
সংসার ভজিলোঁ তোমাক পাহরি।
ভুঞ্জিমনে কোন নরকত পরি॥
ক্ষমা করা হরি, দীন দয়াময়।
জানিবা অবোধ তোমার তনয়॥
নিমানন্দ ভনে শুন তত্ত্বসার।
করা সবে ভাই কৃষ্ণের সংসার॥
ভজন্তাক ভজে যদুর নন্দন।
নভজি গতি পাইছে কোনজন॥

(৬)

হরি—এ ওহরি রাম।
অধমক উদ্ধার করাহে নারায়ণ॥
ধনজন নামাগো মই মোক্ষ পরসাদ।
কৃপা করি করা প্রভু মোক আত্মসাৎ॥
তুমি জগতর স্বামী সকলো তোমার।
তুমি মাত্র দাতা প্রভু, দাতা কোন্ আর॥
মোর বুলি ভাবি করোঁ মিথ্যা অভিমান।
দাস করি ল'লে হয় তার অবসান॥
কর্ম্মদোষে যতে থাকোঁ স্বর্গ বা নরকে।
এই কৃপা করা যেন নুভুলো তোমাকে॥
ভকতি পরম ধন তযু ভরালত।
নুখুজোহো আন একো তাক দিয়া মোক॥
তযু ভকতর সঙ্গ দিয়া সর্ব্বক্ষণে।
তযু নাম-গুণ শুনো সদায় যেন কানে॥

উৎকল-গীতি

(১)

শ্রীজগন্নাথ-জনান

[ঝাপতাল—ভৈরব রাগ]

আহে নীল শইল, প্রবড় মত বারণ।
মো আরত নলিনী বনকু কর দলন॥
গজরাজ চিন্তাকলা, থাই ঘোর জলেন।
চক্রপেশী গ্রাহ নাশি উদ্ধারিল আপন॥
ঘোর বনে মৃগুণিকি পড়িথিলা বসন।
কেতে বড় বিপত্তিরু করি অছ তারণ॥
কুরুসভাতড়ে শুনি দ্রৌপদীর জনান।
কোটী বস্ত্র দেই হেড়ে, লজ্জা কল বারণ॥

রাবণর ভাই বিভীষণ, গলা শরণ।
চরণ সম্ভাড়ি তাকু লঙ্কে কল রাজন॥
প্রহ্লাদ পিতা সে যে বড় দুষ্ট দারুণ।
স্তম্ভরু বাহারি তাকু বিদারিল তক্ষণ॥
কহে **কালবেগ** হীন জাতিরে মু যবন।
শ্রীরঙ্গাঁ চরণ তড়ে করু আছি জনান॥

(২)

শ্রীনীলাদ্রীনাথ-মহিমা-জনান

মণিমা শুনিমা হেউ গরীবর ডাক।
নিরক্ষ জনকু রক্ষ পঙ্কজ মুখ॥ (মণি..)
কৃপাসাগর কাঁহিকি, মো বেড়কু গোল শুখি।
জানিলি মো কর্ম্মবাংক নুহে শড়খ॥
আতঙ্গ নাশনবাণা, ন শুন ভৃত্য বেদনা।
এবে হোইযিব মহা কেদেব ডাক॥
দাস যেবে নাশযিব, ক্ষিতিরে অকীর্ত্তি হেব।
কীরতি চন্দরে লগি যিব কলঙ্ক॥
কহে **সদানন্দ** ছার, নাহি আন প্রতিকার।
এ দীন অবস্থা মোর নেত্রে ন দেখ॥

(৩)

দীনবন্ধু দয়িতারী-জনান

(দোঠুকী)

দীনবন্ধু দয়িতারী, দুঃখ ন গলা মোহরী।
হেলকি নিষ্ঠুর চিত্ত, নীলাচলে বিজে করি॥
লক্ষে যোজনার গজ, ডাকিলা হে দেবরাজ।
তা ডাককু চতুর্ভুজ শুনিল শ্রবণ ডেরী॥
কুরুপতি সভাতড়ে, দ্রৌপদী আতঙ্গকাড়ে।
কোটী বস্ত্র দেই হেড়ে, লজ্জারু করিছ পারি॥
বলবন্ত প্রভু বলি, বড়ে মুয়ে আশ্রাকলি।
দেখু দেখু ভাসি গলি, কে এথু করিব পারি॥

রখ বা না রখ মোতে, শরণ তো পাদগতে।
কহে **বনমালী** গীতে, বসিয়াছি মু ধ্যান করি॥

(৩)

বেড় হেলানি আম, প্রভু ত্যজি রত্নাসন।
শ্রীনীড়াচড় শিখরি হই, পথ চাহি বসিলানি॥
কঞ্জ বদনী শ্রীরাধা, পরাণ জুগায়ে বাধা।
নয়ন-লোতক সদা গড়উছন্তি যশোদা॥
দ্বাপরর অবসান, হেলানী জগমোহন।
বড় দেউড়ে তড়ে, ঘণ্টা আরতি হেলানি॥
আস আস নারায়ণ, দিয়বারে দরশন।
কলির কড়ার রূপ নেত্র পটে নিশি লানি॥

(৪)

পতিতপাবন-জনান

[কাম্বোনী লোজ্জা]

পতিত পাবন বাণী, আউ কেতে বেড়কু।
ভাসিগলি, ভবজলে, নাবদিও কুড়কু॥
রোপিবার বৃক্ষ গোটি, কাটুয়ছু মুড়কু।
তিনি পুরে অপকৃতি হেব আদি মুড়কু॥
দূরে থাই ডাক দেলে, ডেরী থাও কর্ণকু।
নিকটীর না শুনিবা, মো কর্ম্ম অবেড়কু॥
লক্ষে যোজনার গজ, ডাক দেল তুম্ভকু।
নক্র নাশি বাকু চক্র, দেল পেজী জড়কু॥
নক্ষত্র দিপুড়ি জড়ে, সন্ধ্যা ধূপ বেড়কু।
লম্বিছে দয়না মাড়ে, পাদপদ্ম তড়কু॥
যোগীজন মানে হৃদে, ধেয়াউছন্তি যাহাকু।
ভনিলে **বীর কিশোর**, আশা পাদ তড়কু॥

~পরিশিষ্ট~

শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি

[শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ-বিরচিত]

গুরুদেব! দয়াময়!
প্রাণের যাতনা জানাব কি তোমা
হয়েছে জীবন যন্ত্রণাময়॥১॥
শ্রীকৃষ্ণে ভজিতে, নাহি চাহে মতি,
বিষয়-ভোগেতে প্রবলা আসক্তি,
বিষয়ের আশা নাহি ছাড়ে মন,
বিষয়েতে সদা ধায়॥২॥
কৃষ্ণদাস্য ভুলি' মায়ারে ভজিনু,
আপন স্বরূপ কভু না চিন্তিনু,
বিরূপে স্বরূপ, ভাবি' মূঢ় মন,
মায়াতে আকৃষ্ট হয়॥৩॥
দুষ্ট-সঙ্গফল না বুঝিনু হায়,
সাধু-কাছে যেতে চিত্ত নাহি চায়,
অসতের সঙ্গে থাকিয়া সতত
চিত্ত হ'ল বজ্রপ্রায়॥৪॥
কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-আশা,
চাহে মোর চিত্ত, আর প্রতিষ্ঠাশা,
কিরূপে শোধিত হ'বে মোর চিত
এই চিন্তা সদা হয়॥৫॥
তব কৃপাকণ আমার সম্বল,
তব কৃপা বিনা নাহি অন্য বল,
কৃপা কর প্রভো! দিয়া চিদ্‌বল,
দাস তোমা প্রণময়॥৬॥

সাধুসঙ্গে থাকি' ছয় বেগ দমি,
শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবি যেন আমি;
হেন মতি যাচে, তব দাসাধম
বন্দি তব রাঙ্গা পায়॥৭॥
ওহে গুরুদেব! তব শ্রীচরণ,
সেবে যেন সন্ত জনম জনম,
এই আশীর্ব্বাদ যাচি' অভাজন
তবপদে স্থান চায়॥৮॥

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বিরহগীতি

[শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণে
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ-বিরচিত]

যে আনিল প্রেমধন (ভক্তি-) বিনোদ-ধারায়।
(সেই) সরস্বতী গুরু মোর কোথা গেলা হায়॥
কাঁহা তীর্থযুগ, ভারতী, অরণ্য, আশ্রম।
কাঁহা পর্ব্বত, পুরী, কাঁহা মোর বোধায়ন॥
কাঁহা শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী উদার।
কাঁহা যতি, পদ্মনাভ সেবাপ্রাণ যাঁর॥
কাঁহা কেশব মহারাজ, (কাঁহা) প্রভু নরহরি।
কাঁহা স্বামী মহারাজ—পৃথ্বী-প্রচারকারী॥
কাঁহা শ্রীপরমানন্দ, কাঁহা তুর্য্যাশ্রমী।
কোথা গেলা শ্রীসাগর, ভাগবত স্বামী॥
কোথা ভক্তিসুধাকর, ভকতিবিজয়।
(যাঁরা) গুরু-গৌরসেবা বিনা কিছু না জানয়॥
কাঁহা নেমি, বৈখানস, গিরি মহারাজ।
(প্রভুপাদ) সরস্বতী-পরিকর বৈষ্ণব-সমাজ॥

কাঁহা মাধব মহারাজ শ্রীদয়িত-দাস।
শ্রীগুরুর জন্মস্থান যে কৈল' প্রকাশ॥
কাঁহা আচার্য্য মহারাজ শ্রীব্রজ-বাসী।
গৌর-হরিনাম নেন বসি দিবানিশি॥
আর যত গেছে আছে গুরু-গৌরগণ।
দন্তে তৃণ ধরি বন্দোঁ সবার চরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় বহু পেয়েছিনু সঙ্গ।
দীন যাযাবর কাঁদে দেখি' সঙ্গ-ভঙ্গ॥*

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বন্দনা

জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান
কেশব গোস্বামীবর।
অগতির গতি পতিত তারণ
আশ্রয়ে দুরিত হর॥
রাধা নিজজন পরম-পাবন
এসেছিলে এ-ধারায়।
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখে কত যে তারিলে
জাগিছে তা এ-হিয়ায়॥

---

*দ্রষ্টব্য—'তীর্থযু'গ-এর প্রথম 'তীর্থ'—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, যিনি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় 'তীর্থ'—কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণপ্রভু, যিনি সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ নামে পরিচিত। 'মোর বোধায়ন' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, তিনি গীতি-রচয়িতাকে শ্রীপুরীধামে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রথমে লইয়া যান। 'পুরী মহারাজ' বলিতে শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী বা শ্রীমদ্ হৃদয়চৈতন্য প্রভুকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে অতি সুনিপুণ
বিচারে অপরাজেয়।
প্রভুপাদ-প্রেষ্ঠ দার্শনিক শ্রেষ্ঠ
অসজ্জনের অজেয়॥
ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিত মানব
নাহি পায় সুখলেশ।
হরিনাম সুধা জীবে পিয়াইয়া
প্রেমে ভাসাইলে দেশ॥
দিকে দিকে কত শ্রীমঠ মন্দির
তুমি যে প্রকট করি।
শ্রীগৌরাঙ্গ-বাণী প্রচার করিলে
'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'॥
গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন
তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি।
বেদান্ত দর্শনে ব্যাখ্যা জানাইলে
প্রতিপাদ্য 'কৃষ্ণভক্তি'॥
ধাম-পরিক্রমা পত্রিকা প্রকাশে
প্রচারিলে শুদ্ধাভক্তি।
কলিহত জীব তাহা আচরিলে
প্রেমলাভে পাবে শক্তি॥
প্রভুপাদ-নিষ্ঠা অসীম তোমার
তুলনা তাহার নাই।
কৃপা কর গুরো! অনুক্ষণ যেন
তোমার মহিমা গাই॥

—শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

শ্রীগৌর-মহিমা

(ক)

মন রে! কহনা গৌর-কথা।
গৌরের নাম, অমিয়ার ধাম, পীরিতি মূরতি দাতা॥
শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়নের তার।
জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হার॥
হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গে রাখিয়ে, বিরলে বসিয়া র'ব।
মনের সাধেতে, সে-রূপচাঁদেরে, নয়নে নয়নে থোব॥
গৌর বিহনে, না বাঁচি পরাণে, গৌর ক'রেছি সার।
গৌর বলিয়া, যাউক জীবন, কিছু না চাহিব আর॥
গৌর গমন, গৌর গঠন, গৌর মুখের হাঁসি।
গৌর পীরিতি, গৌর মূরতি, হিয়ায় রহল পশি॥
গৌর ধরম, গৌর করম, গৌর বেদের সার।
গৌর চরণে, পরাণ সঁপিনু, গৌর করিবেন পার॥
গৌর শবদ, গৌর সম্পদ, যাঁহার হিয়ায় জাগে।
নরহরিদাস, তাঁর দাসের দাস, চরণে শরণ মাগে॥

(খ)

শয়ন-মন্দিরে, গৌরাঙ্গ সুন্দর, উঠিলা রজনী-শেষে।
মনে দৃঢ় আশ, করিব সন্ন্যাস, ঘুচাব এসব বেশে॥
ঐছন ভাবিয়া, মন্দির তেজিয়া, আইলা সুরধুনী-তীরে।
দুই কর যুড়ি, নমস্কার করি, পরশ করিলা নীরে॥
গঙ্গা পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি, কাঞ্চন নগর-পথে।
করিলা গমন, শুনি সর্ব্বজন, বজর পড়িল মাথে॥
পাষাণ সমান, হৃদয় কঠিন, সেহো শুনি গলি যায়।
পশু পাখী ঝুরে, গলয়ে পাথরে, এ দাস **লোচন** গায়॥

(গ)

গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
আপন করিয়া, রাঙ্গা চরণে রাখিহ॥

তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু।
শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু॥
একুলে ওকুলে মুঞি, দিনু তিলাঞ্জলি।
রাখিহ চরণে মোরে, আপনার বলি॥
বাসুদেব ঘোষ কহে চরণে ধরিয়া।
কৃপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া॥

শ্রীরাধিকার রূপ-গুণ-বর্ণন

এতোরবালিকা, চাঁদের কলিকা, দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়ে, সদাই হৃদয়ে, পসরা করিয়া রাখি॥
শুন বৃষভানু প্রিয়ে!
কিহেন করিয়া, কোলেতেরেখেছ, এ হেন সোনার ঝিয়ে॥
কমল জিনিয়া, বদন সুন্দর, মুখে হাঁসি আছে আধা।
গণকে যে-নাম, সে-নাম রাখুক, আমরা রাখিলাম রাধা॥
স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিলক্ষণ, তুলনা দিব যে কিয়ে।
মহাপুরুষের, প্রেয়সী হইবে, সোঙরিবে যদি জিয়ে॥
দুহিতা বলিয়া, দুঃখ না ভাবিহ, এহো উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কহে, শুনেছি কমলা, ইহার অংশের অংশ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ রূপ-মহিমা

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্যচিন্তামণি ধাম
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দীনীরে রাজহংস কেলি করে
তাহে শোভে কনককমল॥
তার মধ্যে হেম-পীঠ অষ্টদলে সুবেষ্টিত
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে বসি আছেন দুই জনে
শ্যাম-সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥

ও'রূপ লাবণ্যরাশি, অমিয়া পড়িছে খসি
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয় নিত্যলীলা সুখময়
সদাই স্ফুরুক মোর মনে॥

শ্রীকৃষ্ণে লালসাত্মক প্রার্থনা

(অধিকার ভেদে কীর্ত্তনীয়)

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে মম,
জুড়াইব তাপিত-পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান॥
হে সজনি! কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
সুখময় যমুনা পুলিনে॥
ললিতা বিশাখা লঞা, তাঁহারে ভেটিব গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য কি হইবে আমার??
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিলমাত্র না রখিল তার।
কহে নরোত্তম দাস কি মোরে জীবনে আশ,
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্রকুমার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের প্রশ্নোত্তর

বিদ্যা— প্রভু কহে, "কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার?"
রায় কহে—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"
কীর্ত্তি— "কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?"
"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥"

সম্পত্তি—"সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?"
"রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী॥"

দুঃখ— "দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?"
"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"

মুক্ত— "মুক্তমধ্যে কোন জীব 'মুক্ত' করি মানি?"
"কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্তশিরোমণি॥"

গান— "গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ-ধর্ম্ম?"
"রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম॥"

শ্রেয়ঃ— "শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?"
"কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর॥"

স্মরণ— "কাঁহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ?"
"কৃষ্ণনাম-গুণলীলা প্রধান স্মরণ॥"

ধ্যান— "ধ্যেয়-মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান?"
"রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান॥"

বাস— "সর্ব্ব ত্যাজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?"
"শ্রীবৃন্দাবন ভূমি, যাঁহা নিত্যলীলা রাস॥"

শ্রবণ— "শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?"
"রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণরসায়ন॥"

উপাস্য— "উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?"
"শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল-রাধাকৃষ্ণ নাম॥"

দুর্গতি— "ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি?"
"স্থাবর দেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥"

জ্ঞান— "অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।"
"রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥"

প্রেম— "অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।"
"কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥"

সমাপ্ত

সম্পত্তি—"সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?"
"রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী॥"

দুঃখ— "দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?"
"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"

মুক্ত— "মুক্তমধ্যে কোন জীব 'মুক্ত' করি মানি?"
"কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্তশিরোমণি॥"

গান— "গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ-ধর্ম্ম?"
"রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম॥"

শ্রেয়ঃ— "শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?"
"কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর॥"

স্মরণ— "কাঁহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ?"
"কৃষ্ণনাম-গুণলীলা প্রধান স্মরণ॥"

ধ্যান— "ধ্যেয়-মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান?"
"রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান॥"

বাস— "সর্ব্ব ত্যাজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?"
"শ্রীবৃন্দাবন ভূমি, যাঁহা নিত্যলীলা রাস॥"

শ্রবণ— "শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?"
"রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণরসায়ন॥"

উপাস্য— "উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?"
"শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল-রাধাকৃষ্ণ নাম॥"

দুর্গতি— "ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি?"
"স্থাবর দেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥"

জ্ঞান— "অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।"
"রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥"

প্রেম— "অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।"
"কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥"

সমাপ্ত